প্রকাশক
স্বামী চন্দ্রানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
বৈদ্যনাথ-দেওঘর

সঙ্কলক
স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ
স্বামী বেদানন্দ
স্বামী ভর্গানন্দ

প্রাপ্তিস্থান
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
পোঃ বিদ্যাপীঠ, সাঁওতাল পরগণা, বিহার

উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

শো-রুম
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া

মুদ্রাকর
শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

'সংগীত-সংগ্রহ' সম্বন্ধে

(সঙ্গীতসম্রাট শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত)

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ, আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্তস্মাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ"—পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিভব হইতে এক শক্তির উদ্ভব হয়, সেই শক্তি হইতে নাদ এবং সেই নাদ হইতে বিন্দু উদ্ভূত হইয়াছে। নাদ—পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, "কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীত কান্যখিলানি চ, শব্দমূর্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ।" সকল গীতিকা শব্দমূর্তিধর বিষ্ণুর অংশ। বেদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতের সৃষ্টি। সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ সঙ্গীতকে ভগবৎ সাধনার প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভাবোদ্দীপনায় সঙ্গীতের তুল্য শক্তিশালী আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। সঙ্গীতের স্বরলহরী অন্তর্নিহিত ভাবকে কোমল সরস স্পর্শে সজাব করিয়া তুলে। সঙ্গীতের মধুর ও গম্ভীর স্বর-তরঙ্গ যখন ধর্মভাবের আবেগ উঠায় তখন হৃদয়ের সকল বৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখিনী হয়। হর্ষ-বিষাদ, অনুরাগ-বৈরাগ্য, উল্লাস-নৈরাশ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন সুরের মধ্যে ব্যক্ত হয়। মানব-হৃদয়ের সকল ভাবের উপর সঙ্গীতের সমান আধিপত্য থাকিলেও ধর্ম-ভাবই সঙ্গীতের প্রধান আশ্রয়ভূমি। বৈদিক যুগে আর্য ঋষিগণ সামগানে পরম দেবতার আরাধনা করিতেন। এ যুগেও শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্গীতের দ্বারাই তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া দেশকে মাতাইয়াছিলেন। তানসেন, বৈজু, গোপাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গায়ক কবিগণের গান অধিকাংশই ভক্তিরসাত্মক। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের গীত সুমধুর সুর-লহরী দ্বারা দেশবাসীকে ভগবৎ প্রেমে দীক্ষা দিয়াছিল। যে সকল শিল্প-দ্বারা মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট হয় তন্মধ্যে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ; কারণ সঙ্গীত অর্থাৎ গীত বলিতে আমরা কাব্য ও সঙ্গীত উভয়ের সমন্বয় দেখি। শ্রেষ্ঠ কবিতা ও শ্রেষ্ঠ সুরের মিলনে যে অপরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহার তুলনা জগতে বিরল। ব্রহ্ম—আনন্দস্বরূপ, সঙ্গীতের দ্বারা, আমরা সেই পরম আনন্দ লাভ করি। জগতে মানুষ আনন্দের জন্য লালায়িত। সকল অবস্থাতেই এবং সকল সময়েই মানুষ 'আনন্দ' খুঁজিয়া বেড়ায়। সাধারণ মানুষ দৈহিক আনন্দ অর্থাৎ সাংসারিক ভোগবিলাস সন্ধানে উন্মত্ত থাকে এবং যাঁহারা সাধক তাঁহারা আধ্যাত্মিক আনন্দকে উপলব্ধি করিতে ব্যাকুল হন। পারমার্থিক আনন্দকে উপলব্ধি করিতে হইলে যে সকল সাধনার পন্থা আছে—তন্মধ্যে সঙ্গীত অন্যতম। সঙ্গীতসাধনা ব্রহ্মসাধনার তুল্য। রাগরাগিণীর যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বহুবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা আবশ্যক। রাগরাগিণীর যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিলে যে আনন্দ গায়ক অনুভব করেন তাহার তুলনা জগতে বিরল। সঙ্গীতের প্রকৃত নির্মল আনন্দ রাগরাগিণীর পূর্ণ বিকাশের উপরেই নির্ভর করে।

গীতের প্রতিষ্ঠা হয় ছন্দ, তাল, লয় প্রভৃতি দ্বারা এবং তাহার বিকাশ হয় রাগের অলঙ্কার বা বিস্তার দ্বারা। 'সঙ্গীত রত্নাকর' বলেছেন—

"তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ম্ঘঞ্‌ স্মৃতঃ
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং মতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্"

যে স্বরের যেরূপ গতি বা স্থিতি, তাহা তদনুরূপ তালে বিভক্ত। তাল দ্বারা গীতের প্রতিষ্ঠা হয় এবং উহা গীতের সংযম, শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব সংরক্ষিত করে। সুরালাপ তাল ব্যতীত হইতে পারে কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতকে নানারূপ ছন্দে পরিণত করিতে হইলে তালের একান্ত প্রয়োজন। আর্যঋষিগণ-কল্পিত ঋতু ও সময় অনুযায়ী রাগরাগিণীর বিভাগ ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বৈশিষ্ট্য, এরূপ কল্পনা অন্যান্য দেশের সঙ্গীতে অতি বিরল। রাগের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিকল্পনা এরূপ গভীরভাবে কোন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ করেন নাই। পুরাকালের ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে কাব্য, সঙ্গীত এবং আনুষঙ্গিক শিল্পকলার দ্বারা উপলব্ধি করেছেন। অনেকের ধারণা গীতের সুরসংযোজনা ইচ্ছামত করিলেই চলে, কিন্তু ইহা ভুল। গীতের ভাব অনুযায়ী সুর সংযোজনা বিধেয়। যেমন শব্দের ছন্দ অনুযায়ী তাল বিভাগ হয় সেইরূপ গীতের ভাব অনুযায়ী সুর-সংযোজনা প্রকৃত গীতরচয়িতার কার্য। যে গীত সুরে, ছন্দে, ভাবে, ভাষায় শ্রেষ্ঠ তাহাই শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তানসেন, বৈজু, নায়ক, গোপাল প্রভৃতির রচিত গীতগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যায়। তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, মীরাবাঈ প্রভৃতি রচিত গীত ভজনাঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিতা। বাংলাদেশে সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত রচিত গীত বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁদের রচিত গীতগুলিকে ভক্তের আত্মনিবেদন বলা যায়। যাঁর সাধনায় তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর গুণগান গেয়ে তাঁহারা ধন্য হয়ে গেছেন ! ভক্তের রচিত ভক্তিমূলক গীত স্বভাবতই মানুষকে মুগ্ধ করে।

হিন্দুস্থানী সুরের চেয়ে প্রথম বাংলাদেশে যে সকল বাংলা গান রচিত ও প্রচলিত হয় তাহা প্রধানতঃ হিন্দুর দেবদেবী-বিষয়ক। সে গীতগুলি রচনা করা এবং নির্ভুল-ভাবে প্রকাশ করা সঙ্গীত ও সাহিত্য-প্রেমিকের কর্তব্য। কারণ সেগুলির উপযুক্ত চর্চা দ্বারা আমাদের অন্তর ভক্তিরসে আপ্লুত হয় এবং তাহাতে উচ্চাঙ্গ সুরসংযোজনা থাকায় সঙ্গীতরুচি উন্নত ও পরিমার্জিত হয়। এরূপ উচ্চশ্রেণীর গান চিরকাল নূতন থাকে। যুগে যুগে সে সকল গান বিভিন্ন গায়কের মুখে নব নব রূপে প্রকাশ পায়। আমাদের দেশের সাধক কবিগণ রচিত গানগুলিও ভাব, সুর এবং বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে যে প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে আনে তাহা অন্যান্য গানে বিরল। যে কাব্য বা যে সঙ্গীতের মধ্যে অন্তরের গভীর অনুভূতি নাই তাহা মর্মস্পর্শী হইতে পারে না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বা জয়দেবের পদাবলী এত চিত্তাকর্ষক কেন ? ইহা তাঁহাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসংখ্য কবিতা ও গানের মধ্যে যে গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন তাহার তুলনা নাই। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি যেমন শ্রেষ্ঠ উপাসনাসঙ্গীত, তেমনি

অন্যান্য বিষয়ে রচিত গীত বাংলার সঙ্গীতে এক অমূল্য ভাণ্ডার। পুরাতন ভক্তিমূলক গীতগুলির প্রচলন হওয়া বিশেষ আবশ্যক, কারণ সেগুলির চর্চার দ্বারা মানুষের ধর্মপ্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে বিশেষ সহায়তা করে। দেশের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের জন্যই অনেক সময়ে সাধারণের রুচি বিকৃত হইতে দেখা যায়। সঙ্গীত এবং সাহিত্যের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইলে রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন। বিকৃত রুচির সঙ্গীত ও কাব্য মানবের মনপ্রবৃত্তিকে অধোগামী করে। যেমন উচ্চ বিদ্যাশিক্ষায় মানুষের রুচি পরি-মার্জিত হয়, সঙ্গীত শিক্ষায়ও তদ্রূপ।

দেবদেবী-বিষয়ক বাংলা গানের পুস্তক আমাদের দেশে অতি অল্পই আছে। 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম', 'গীতবাদ্যসার সংগ্রহ' এবং 'বাঙ্গালীর গান' প্রভৃতি পুস্তকে অন্যান্য গানের সহিত বাংলা গানও সন্নিবেশিত আছে। দেশবাসীর অনুরোধে আমি ১৩৩০ সালে 'গীতমালা' নামক স্বরলিপি গ্রন্থ প্রণয়ন করি। এ গ্রন্থে পুরাতন কবি-গণ রচিত হিন্দুর দেবদেবী-বিষয়ক গান স্বরলিপিসমেত প্রকাশিত আছে।

'সঙ্গীত-সংগ্রহে'র প্রকাশক মহাশয় যে সকল নির্বাচিত গান উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা বাঙালীর প্রচলিত উচ্চাঙ্গ ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে অন্যতম। এ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রত্যেক দেশবাসীর কাম্য। স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ মহোদয় আমাকে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে বলিয়াছেন, সেইজন্য আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। এই পুস্তকের গান-গুলি স্বরলিপি সমেত ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার জন্য প্রকাশক মহাশয়ের নিকট আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলাম।

২রা কার্তিক, ১৩৫০
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান সংস্করণে

প্রকাশকের নিবেদন

সঙ্গীত জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ইহা সর্বদেশের ও সর্বজাতির উপাসনার অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ভক্তিসহকারে ও বিশুদ্ধ তান-লয়ে গীত হইলে সঙ্গীতমাত্রই যে সকলের হৃদয় মন অধিকার করে, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। কচি মনে প্রথম হইতে যাহা দাগ কাটিয়া যায় ভবিষ্যতে উহাই তাঁহার আদর্শ জীবনের উৎস হইয়া দাঁড়ায়। সেজন্য আমাদের এই বিদ্যাপীঠেও প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রগণ উপাসনার অঙ্গরূপেই ভজনগান করিয়া থাকে। এই পুস্তকখানি প্রধানতঃ তদুদ্দেশ্যে সঙ্কলিত হইলেও যাহাতে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল প্রকার সঙ্গীতই ইহাতে স্থান পাইয়া ইহা সর্বসাধারণের উপযোগী হইতে পারে তজ্জন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এই সংস্করণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক গীত অপ্রকাশিত কয়েকটী গানের নতুন সংযোজনা ইহার সৌষ্ঠব আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাচীন বিদগ্ধ সংগীতকলাকার রচিত আরো বেশ কিছু গানের সন্নিবেশ পুস্তকটীর কলেবর বৃদ্ধি করিলেও ইহা সংগীতানুরাগীদের অনুরাগ বাড়াইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কুশলী গায়ক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধা হইবে ভাবিয়া গানগুলিকে তাঁহাদের মত করিয়া সাজাইয়া বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। কিছু ভাবোজ্জ্বল গজলের ও রাগপ্রধান গানের নতুন সংযোজনায় সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়। সঙ্গীত-সম্রাট শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতটির প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই সঙ্কলন কার্যে যাঁহারা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। কাগজের দাম, ছাপা খরচ প্রভৃতি অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় এই সংস্করণে পুস্তকটির মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

পরিশেষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সঙ্গীত-কর্তাদের উদ্দেশ্য আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি।

আষাঢ়, ১৩৮৬ বাং

প্রকাশক

সূচীপত্র

তারকা চিহ্নিত গানগুলো শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক গীত।

মঙ্গলাচরণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র-দশকম্

ব্রহ্ম-রূপমাদি-মধ্য-শেষ-সর্ব-ভাসকং,
ভাব-ষট্ক-হীন-রূপ-নিত্য-সত্যমদ্বয়ম্।
বাঙ্ মনোঽতি-গোচরঞ্চ নেতি-নেতি-ভাবিতং,
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ১ ॥

আদিতেয়-ভী-হরং সুরারি-দৈত্য-নাশকং,
সাধু-শিষ্ট-কামদং মহী-সুভার-হারকম্।
স্বাত্ম-রূপ-তত্ত্বকং যুগে যুগে চ দর্শিতং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ২ ॥

সর্বভূত-সর্গ-কর্ম-সূত্র-বন্ধ-কারণং
জ্ঞান-কর্ম-পাপ-পুণ্য-তারতম্য-সাধনম্।
বুদ্ধি-বাস-সাক্ষি-রূপ-সর্ব-কর্ম-ভাসনং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব-জীব-পাপ-নাশ-কারণং ভবেশ্বরং
স্বীকৃতঞ্চ গর্ভবাস-দেহধানমীদৃশম্।
যাপিতং স্ব-লীলয়া চ যেন দিব্য জীবনং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৪ ॥

তুল্য-লোষ্ট্র-কাঞ্চনঞ্চ হেয়-নেয়-ধীগতং
স্ত্রীষু নিত্য-মাতৃরূপ-শক্তি-ভাব-ভাবুকম্।
জ্ঞান-ভক্তি-ভুক্তি-মুক্তি-শুদ্ধ-বুদ্ধি-দায়কং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব-ধর্ম-গম্য-মূল-সত্য-তত্ত্ব-দেশকং
সিদ্ধ-সর্ব-সম্প্রদায়-সম্প্রদায়-বর্জিতম্।
সর্ব-শাস্ত্র-মর্ম-দর্শি-সর্ববিম্মিরক্ষরং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৬ ॥

চারুদর্শ-কালিকা-সুগীত-চারু-গায়কং
কীর্তনেষু মত্তবচ্চ নিত্য-ভাববিহ্বলম্।
সূপদেশ দায়কং হি শোক-তাপ-বারকং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৭ ॥

পাদ-পদ্ম-তত্ত্ব-বোধ-শান্তি-সৌখ্য-দায়কং
সক্ত-চিত্ত-ভক্তসূনু-নিত্য-বিত্ত-বর্ধকম্।
দম্ভি-দর্পদারুণন্তু নির্ভয়ঞ্জগদ্গুরুং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

পঞ্চবর্ষ-বাল-ভাব-মুক্ত হংস-রূপিণং
সর্ব-লোকরঞ্জনং ভবাব্ধি-সঙ্গ-ভঞ্জনম্।
শান্তি-সৌম্য-সদ্ম-জীব-জন্মভীতি-নাশনং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

ধর্ম-হান-হারকং ত্বধর্ম-কর্ম-বারকং
লোক-ধর্ম-চারণঞ্চ সর্ব-ধর্ম-কোবিদম্।
ত্যাগি-গেহি-সেব্য-নিত্য-পাবনাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজং
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ১০ ॥

স্তোত্র শূন্য-সোমকং সদীশ-ভাব-ব্যঞ্জকং
নিত্য-পাঠকস্য বৈ বিপত্তি-পুঞ্জ-নাশকম্।
স্যাৎ কদাপি জাপ-যাগ-যোগ-ভোগ-সৌলভং
দুর্লভন্তু রামকৃষ্ণ-রাগ-ভক্তি-ভাবনম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবিরজানন্দ-রচিতং ভক্তি-সাধকম্।
স্তব-সারং সমাপ্তং বৈ শ্রীরামকৃষ্ণ-তূণকম্ ॥ ১২ ॥

বৈদিক শান্তিপাঠ

ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্,
আবিরাবীর্ম এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ
অনেনাধীতেনাহোরাত্রন্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি,
সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্।
অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

শুক্লযজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্যং করবাবহৈ!
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।
তচ্ছয়োরাবৃণীমহে। গাতুং যজ্ঞায়। গাতুং যজ্ঞপতয়ে।
দৈবীঃ স্বস্তিরস্তু নঃ। স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ ঊর্ধ্বং জিগাতু
ভেষজম্। শং নো অস্তু দ্বিপদে। শং চতুষ্পদে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের বিশেষ শান্তিপাঠ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি,
সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু অবতু মাম্,
অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

সামবেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষুঃ
শ্রোত্রমথবলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।
সর্বং ব্রহ্মোপনিষদম্‌। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং,
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু,
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অথর্ববেদীয় শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্যশেম
স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ হ্রীঁ আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ভবন্ত্বোষধয়ো মম।
আপো রক্ষন্তু মাং নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্‌।।
ওঁ হ্রীঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবীঃ শান্তি-
রাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ বনষ্পতয়ঃ শান্তিঃ
বিশ্বদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বঃ শান্তিঃ শান্তিরেব
শান্তিঃ ! সা মা শান্তিরেধি।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

গীতা-ধ্যান

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্‌।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।

সংজ্ঞানসূক্তম্‌

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্‌।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্‌।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।

ব্রহ্মপ্রণাম

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

ব্রহ্মস্তোত্রম্‌

ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১ ॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্‌।
ত্বমেকং জগৎ কর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিকল্পম্‌ ॥ ২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্‌।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্‌ ॥ ৩ ॥

পরেশ প্রভো সর্বরূপাবিনাশি-
ন্ননির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব,
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৪ ॥

তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥

প্রণাম

শঙ্খাবরংধরং বিষ্ণুংশশিবর্ণং চতুর্ভুজম।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।।
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং ত্বং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।।
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

সঙ্গীত সংগ্রহ

শ্রীশ্রীগুরুসঙ্গীত

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্
শ্বেতাম্বর-পরিধানং শ্বেত-গন্ধানুলেপনম্.
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়-বিগ্রহং
বামেনোৎপল-ধরিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত-বিগ্রহম্;
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্ট-দায়কম্ ॥

প্রণাম

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশ-তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি ॥

ভৈরব—তেওরা

ভ্রূমধ্যে হের দ্বিদলে। ত্রিতাপহর পরমানন্দকর গুরু চরণ কমলে।
শুক্লাম্বর কটি বিশাল বক্ষ মাঝে, সচন্দন শুক্ল ফুলমালা সাজে,
রকত-বাসা বামে শকতি রাজে, শত চাঁদ নিন্দি শ্রীমুখ উজলে ॥
ভকতবৎসল বাঞ্ছা-কল্পতরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরু,
প্রসন্ন দীন প্রতি ধরি দিব্যাকৃতি শ্রীসচ্চিদানন্দ লীলাছলে।
শান্ত মনোহর মধুর মূরতি স্নিগ্ধ শুভ্র শুদ্ধ জ্যোতি,
আব্রহ্ম সর্ব পিতা প্রসূতি করুণা বীক্ষণ নয়ন যুগলে ॥

—স্বামী তপানন্দ

খাম্বাজ মিশ্র—যৎ

স্মর মন অনুক্ষণ শ্রীগুরুযুগচরণ দুস্তর বারিধি মাঝে নিত্য কর্ণধার মম
যিনি নিখিলের আশ্রয়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, গুণাতীত, গুণময়, সৎচিৎ, আনন্দঘন।

—হেমচন্দ্র রায়

ইমন্—চৌতাল

ধ্যাও গুরু স্বরূপ অমল অব্দয় আনন্দময়।
নিত্য নির্বিকার নিরঞ্জন মন বুদ্ধি পারে সহস্রারে॥
ত্যজি এ জগৎ মিথ্যা মায়াময় নিরোধিয়া যত চিত্তবৃত্তিচয়
নাশিয়া বাসনা হও নির্বিষয় "এ নয় এ নয়" এই বেদান্ত বিচারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মিথ্যা দ্বৈত ভানে কোথা পাবে তাঁরে অহং অভিমানে
দেহ আত্মা বোধে মরীচিকা ভ্রমে বৃথা ভ্রম এ মরু মাঝারে।
দেশ, কাল, নাম, রূপ নাহি রয়, ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ত্রিপুটি বিলয়,
পরিপূর্ণ শুদ্ধ চিদানন্দময় ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত চরাচরে॥

—স্বামী তপানন্দ

গৌড় সারঙ্গ—ঠুংরী

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে, রবি-নন্দন বন্ধন-খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥
মন-বারণ শাসন-অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
কুলকুণ্ডলিনী-ঘুমভঞ্জক হে, হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
রিপু-সূদন মঙ্গল-নায়ক হে, সুখ শান্তি বরাভয় দায়ক হে,
ত্রয় তাপ হরে তব নামগুণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
তব নাম সদা শুভ-সাধক হে, পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
জয় সদ্গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, ভব-রোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাগেশ্রী/বাহার—ত্রিতাল

জয় গুরুদেব দয়ানিধি ভকতনকে হিতকারী। জয় জয় জয় মোহ-বিনাশক ভববন্ধন-হারী॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সদাশিবকা গুরু মূরতি ধারী। বেদ-পুরাণ করত বখান গুরু কি মহিমা ভারী॥
জপতপ তীরথ সংযম দান, গুরু বিনা নহি হোবত জ্ঞান
জ্ঞান-খড়্‌গসে করম কাটে, গুরুনাম সব পাতকহারী।
তন মন ধন সব অর্পণ কীজে পরমা গতি মোক্ষপদ লীজে
সবকে সার সদ্‌গুরু নাম অবিনাশী অবিকারী॥

—জনৈক ভক্ত

খাম্বাজ—তেতালা

নমন করুঁ ম্যয় সদগুরু চরণা। সব দুঃখ হরণা ভব নিস্তরণা॥
শুদ্ধা ভাব ধর ঔন্তঃ করণা। সুর-নর-কিন্নর বৌন্দিত চরণা॥

কাফি—কাহারবা

মোরে লাগি লটক গুরু চরনন কী। গুরু চরণ বিনা মোহে কিছু নাহি ভাবে
ঝুট মায়া সব স্বপনন কী॥ ভব-সাগর সব সুখ গয়া হ্যয়
ফিকর নাহি মুঝে তরনন কী, মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
উলট ভয়ী মোরে নয়নন কী॥

—মীরাবাঈ

ভৈরব—তেতালা

গুরুনাথ সওয়নকে নিতসুমরে মন জীবিত ছিন ভোঙ্গুরে
জোঁ চাহে তুঁ চতুর সুখ-সম্পদ, মোঙ্গল নাম কমল মুখ সেঁ বদ,
জাকি কৃপা সব পূরত কাম (নিত সুমরে মন)।

হাম্বীর—তেতালা

নমন করুঁ ম্যায় সদগুরু চরণা ভব-ভয়-হরণা বন্দিত-চরণা,
তরণা প্রণত-জন-সুশরণা॥ কলিমল-হরণা সবসুখ-করণা
অভয়-বিতরণা জগদুদ্ধরণা, পাতক-হরণা॥

হাম্বির—ত্রিতাল

গুরু বিনা কৌন বতায়ে বাট; বড়া বিকট আম ঘাট।
ভ্রান্তি কী পহাড়ী, নদিয়াঁ-বীচমেঁ অহংকার কী লাট॥
মদ-মৎসর কা মেহা বরসত্‌, মায়া-পবন বহে দাট।
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো, ক্যোঁ তরণা য়হ ঘাট॥

—কবীর

প্রার্থনা (গুরুর নিকট) [ঋগ্বেদ ৪।৫।২।৭]

ইমে দিবো অণিমিষা পৃথিব্যাশ্চিকিত্বাংসো অচেতসং নয়ন্তি।
প্রব্রাজে চিন্নদ্যো গাধমস্তি পারং নোঅস্য বিষ্পিতস্য পর্ষন্॥

ইমে মিত্রাদয়ো দিবো দ্যুলোকস্য পৃথিব্যাশ্চ সম্বধিনোঽনিমিষা অনিমিষেণ সর্বদা চিকিত্বাংসো জানন্ত ক্রমচেতসমজ্ঞানং নয়ন্তি প্রাগয়ন্তি কর্মাণি প্রব্রাজে চিৎপ্রবণে অপি অত্যন্ত নিম্নেঽপি দেশে নদ্যো নদ্যা গাধমস্তি ভবতি যুস্মৎ সামর্থ্যাত্তে মহান্তো বিষ্পিতস্য ব্যাপিতস্য কর্মণঃ পারং পর্ষন্ পারয়ন্তু নয়ন্তু॥ —সায়নভাষ্যম্

শ্রীশ্রীগায়ত্রী সঙ্গীত

ওঁকার

"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণিচ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"

আবাহন

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

ভৈরব জলদ—একতালা

প্রাতঃসন্ধ্যা

টুকটুকে লাল কে মা তুমি সকালবেলা হাঁসে বসে'।
রাঙ্গা রবির মাঝখানে ঐ একাকিনী দূর আকাশে॥
কমণ্ডলু বাম করে, অক্ষসূত্র ধরি অপরে,
কচি মেয়ে কার মরিরে রাঙ্গা ঠোঁঠে মৃদু হাসে॥
গায়ত্রীনাম কে তোর দিলে, এত সুন্দর কে সাজালে,
বুকে ধরে' আপন করে' সাধ হয় রাখি ভালবেসে;
মা তুই আমার মন বলে, নেমে আয় মা আমার কোলে,
তোরে ডেকে তোরে দেখে আনন্দে রই দোঁহে মিশে॥

—স্বামী তপানন্দ

দেশ-টোড়ী—চৌতাল

মধ্যাহ্নসন্ধ্যা

কে উজ্জ্বল সূর্যমণ্ডল মাঝে যৌবনে ঢল ঢল ঢল,
আয়ত লোচনে শান্তি বিমল গরুড়-বাহনে বিহরে।

ফুল্ল নীল কমল ভাতি বিশ্বপালিনী বিষ্ণুশক্তি,
সনকাদি যাঁরে করেন প্রণতি পরম ভকতি ভরে'॥
ত্রিদেব বন্দিত শ্রীপদ নখরে, আনন্দ অমৃত নির্ঝর ঝরে,
যজুর্বেদ রূপা দিব্য চতুষ্করে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিতরে;
প্রেম পুলকে হইয়া মগন, পদপদ্ম মধু পিও ওরে মন,
পুনঃ নাহি হবে জনম মরণ ডুবিলে ও-রূপ সাগরে॥
—স্বামী তপানন্দ

গৌরী—একতালা

সায়ংসন্ধ্যা

ঐ এলোরে সর্বনাশী। ডম ডম ডম ডমরু বাজায়ে বৃদ্ধা বৃষভে বসি॥
উদ্যত করে শূল সুভীষণ, পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম বসন
হাড়মালা গলে ভস্মবিভূষণ, শুভ্রা শুভ্রকেশী॥
তিমির-গ্রস্ত-অস্ত-সূর্য, অঙ্গে কাল ভুজঙ্গ গর্জে,
ত্রিনেত্র লাল অনল ভাল কণ্ঠে গরলরাশি ;
রুদ্রাণীরূপা বিশ্ব নাশিতে, ভয়ঙ্করী ভব ভয় নিবারিতে
ভূমানন্দোদয় হেন লয় চিতে, হেরি যদি স্বশিরসি॥ —স্বামী তপানন্দ

শ্রীশ্রীগণপতি সঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র-বদনং লম্বোদরং সুন্দরম্
প্রস্যন্দন্মদ-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরম্
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্

প্রণাম

কেদারা—ঝাঁপতাল

যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষো—র্যতঃ সম্পদো ভক্তসন্তোষিকাঃ স্যুঃ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্যসিদ্ধ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ।

ললিত—তেতালা

বিঘ্নে হরণ গৌরীকে নন্দন, পূরণকরণ সকল মন কাজ।
এক দৌন্ত দয়া বৌন্ত চতুরভুজ, হমারী অরজ শুনো মহারাজ॥

ভৈরব—চৌতাল

তুম হো গণপত দেব বুধ দাতা শীষ ধরে গজশুণ্ড॥
যোই যোই ধ্যাবত, সোই সোই ফল পাবত, চন্দন লেপ কিয়ে ভুজদণ্ড॥
সিদ্ধেশ্বর নাম তুহারি, কহিয়ত যো বিদ্যাধর, তিন লোক মধ সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড;
তানসেন তুমকো নিত সুমরত সুর-নর-মুনি গুণী গন্ধর্ব পণ্ডিত॥

—মিঞা তানসেন

ভৈরব—ঝাঁপতাল

গণেশ গজমুখ সিদ্ধি বিধায়ক, গিরীন্দ্র নন্দিনী নন্দন নায়ক।
জিনি নবারুণ সিন্দুর শোভন, লম্বোদর তনু জগজন মোহন।
অভীষ্ট দায়ক বিঘ্ন বিনাশক প্রাতঃ স্মররে দেব বিনায়ক।

—স্বামী বেদানন্দ

ভূপালী—কাওয়ালী

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন, শংকর সুঅন ভবানীনন্দন।
সিদ্ধি-সদন গজ-বদন বিনায়ক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর সব লায়ক॥
মোদক প্রিয় মুদমঙ্গল দাতা, বিদ্যাবারিধি বুদ্ধিবিধাতা॥
মাঁগত তুলসীদাস করজোরে, বসহিং রামসিয়া মানস মোরে॥

—তুলসীদাস

পিলু মিশ্র—কাওয়ালী

গজানন তাণ্ডব নৃত্যকারী
ধিমিকিটি ধিমিকিটি বাজে মৃদঙ্গ, ব্রহ্মতালধারী।
তেত্রিশ কোটী সুরগণ দাটি, মধ্যে শিবগৌরী॥

বাগেশ্রী—তেওরা

গণপতি গণেশ গণনায়ক সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশন সকল জন মন মোহিত।
মুষিক-বাহন করীন্দ্র-বদন, সুরাসুর নর মুনি বন্দন,
রুদ্র কুমার ত্রিলোক পূজিত॥

অরুণ-কিরণ-নিন্দিতবরণ ফণী মণি মুকুট শোভন,
অঙ্গে ঝলসিছে রত্ন অগণন, তোমারি গুণ তুলনাতীত।
গোপেশ্বর যেন ও-রাঙ্গা চরণে, নিশিদিন মগন থাকে একমনে,
কাতর-তারণ দয়ানিধে, যাচিছে তব পাশে নিয়ত॥

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী—চৌতাল

লম্বোদর গজানন গিরিজাসুত গণেশ,
এক-রদন প্রসন্ন বদন অরুণ ভেষ।
নরনারী গুণী গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ তম্বুর মিলি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু আরত পূজত মহেশ॥
অষ্টসিদ্ধ নববিধ মুষিক বাহন
বিদ্যাপতি তোহি সুমরত তিনকো নিত শেষ।
তানসেনকে প্রভু তুমহি কুঁ ধ্যাবে
অবিঘন রূপ বিনায়ক রূপ স্বরূপ আদেশ॥

—মিঞা তানসেন

তিলক কামোদ—তেওরা

বিঘ্নহরণ বুধ বিনায়ক নায়ক একদন্ত লম্বোদর,
ধরণী ধরত গণপতি গুরু গণেশ।
ঋদ্ধি সিদ্ধিকে দাতা গজেন্দ্র-আনন, কামনা পূরণ কীজে, দীজে শাস্ত্র-প্রসাদ;
তাপর গুণী! গুণীকর বিদ্যাপর দীজে হর লীজে কণ্ঠ-কলেশ॥

—অজ্ঞাত

শ্রীশ্রীসূর্য্য সঙ্গীত

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"—ব্রহ্মসূত্র।

ধ্যান

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মাদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য
মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

প্রণাম

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

ভৈরব—একতালা

আদিত্য গোলকে পরম পুলকে হের নিত্য নিরঞ্জন।
প্রভায় যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কার ভাতে ইন্দ্রিয় মন॥
ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব চরাচরে ওতপ্রোত ব্যাপ্ত অন্তরে বাহিরে।
বুদ্বুদের প্রায় যাহে হয়, যায় বিশ্বসৃষ্টি অগনন॥
এই অহং, বুঝ ইহা কিসে রয়, নিরালম্বে সর্ববৃত্তি কর লয়।
জ্ঞানানন্দময় আমি সে অব্যয় সত্যমুক্ত সনাতন॥ —স্বামী তপানন্দ

সূর্য্যোপনিষৎ

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। সূর্য্যাদ্বৈ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সূর্য্যাৎ যজ্ঞঃ পর্জন্যোঽন্নমাত্মা নমস্ত আদিত্য। ত্বমেব প্রত্যক্ষং কর্মকর্তাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং বিষ্ণুরসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং রুদ্রোঽসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষমৃগসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং যজুরসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং সামাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষমথর্বাসি। ত্বমেব সর্বং ছন্দোঽসি। আদিত্যাদ্বায়ুর্জায়তে। আদিত্যাদ্ভূমির্জায়তে। আদিত্যাদাপো জায়ন্তে। আদিত্যাজ্জ্যোতির্জায়তে। আদিত্যাদ্ব্যোম দিশো জায়ন্তে। আদিত্যাদ্দেবা জায়ন্তে। আদিত্যাদ্বেদা জায়ন্তে। আদিত্যো বা এষ এতম্মণ্ডলং তপতি। অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম। আদিত্যোঽন্তঃকরণমনোবুদ্ধিচিত্তাহংকারাঃ। আদিত্যো বৈ ব্যানঃ সমানোদানোঽপানঃ প্রাণঃ। আদিত্যো বৈ শ্রোত্রত্বকচক্ষুরসনঘ্রাণাঃ। আদিত্যো বৈ বাকপাণিপাদপায়ূপস্থাঃ। আদিত্যো বৈ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। আদিত্যো বৈ বচনাদানাগমনবিসর্গানন্দাঃ। আনন্দময়ো জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময় আদিত্যঃ। নমো মিত্রায় ভানবে মৃত্যোর্মা পাহি।

শ্রীশ্রীনারায়ণ সঙ্গীত

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

ধ্যান

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

প্রণাম

১। নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

২। ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমান্ সদা বিজয় বর্দ্ধনঃ।
শান্তিং কুরু গদা-পাণে নারায়ণ নমোঽস্তুতে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

প্রিয় সুখময় হিরণ্ময় তনু মরি কিবা সাজে।
কমলাসনে নারায়ণ তপন মণ্ডল মাঝে॥
শঙ্খচক্র শ্রীকরকমলে, কেয়ূর বাহুমূলে হার গলে,
কনক কুণ্ডল শ্রবণযুগলে শিরে কিরীট বিরাজে॥

—স্বামী তপানন্দ

যোগীয়া ভৈরব—কাওয়ালী

অজ্ঞান তমো বারণ সগুণ চিজ্জ্যোতি ঘন।
নবীন নীরদ অঙ্গে স্মরে কত সুধাকর অগণন॥
রকত শতদল জিনি আনন্দধ্বনি, ভকত মনোহর চরণ দুখানি,
তাহে মধুর ধ্বনি রতন শিঞ্জিনী পীতাম্বর প্রগিবভূষণ॥
আয়ত-পদ্ম-পলাশ-লোচন, বিম্বাধরে মৃদুহাস অতুলন,
দানব-দলন ত্রিদশ-পালন নমো নমো নারায়ণ॥

—স্বামী তপানন্দ

শ্রীশ্রীশিব সঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত-গিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসম্
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র-কৃত্তিং বসানম্॥
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল-ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

প্রণাম

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়-হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

শিবাষ্টকস্তোত্রম্

ভীমপলশ্রী—কাহারবা

প্রভুমীশমনীশমশেষ গুণং, গুণহীনমহেশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জয় দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥১
গিরিরাজ সুতান্বিতবামতনুং, তনুনিন্দিতরাজিত কোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণু শিরোধৃতপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥
শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসম্মুকুটং কটিলম্বিতসুন্দর কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৩
নয়নত্রয় ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মপরাজিত কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৪
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৫
মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গ হরং, করিচর্মগনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণশূলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৬
জগদুদ্ভব পালননাশকরং, ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈক গতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৭
অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৮

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

চিন্ত চিদাকাশে রজত-গিরি-নিভ মহেশ্বর।
শারদ চারু-চাঁদ কত নিরমল নীলাম্বরে।
রতন কম্পোজ্জ্বল, অঙ্গকান্তি সুবিমল।
পরশু মৃগবর অভয় রাজে হের চতুষ্করে ॥
প্রসন্ন পদ্মাসন, বেষ্টিত অমরগণ,
করে স্তুতি সজল নয়ন ভকতি ভরে জোড় করে ॥
ব্যাঘ্র কৃত্তি বসান, বিশ্বাদ্য, বিশ্বকারণ,
পঞ্চানন, ত্রিলোচন, নিখিল-ভয়-হর হরে ॥ —স্বামী তপানন্দ

ভৈরব—চৌতাল

ত্রাণ কর হে শঙ্কর।
আশুতোষ নাম, গুণে গুণ-ধাম, হর মম দুঃখ হর হর হর ॥

বিপদ কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারি, বিখ্যাতগুণ ত্রিপুর।
পাপে হয়ে ভারি ভবে ডুবে মরি, ওহে গঙ্গাধর ধর ধর ধর॥
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপ হারী, ত্রিপুরান্তক ত্রিশূলধারী
ত্রিজগৎ পাপ তাপ নিবার, কৃপানয়নে হের।
কি কর শঙ্কর শমন কিঙ্কর বাঁধে কর হে কি কর?
কর শত্রু ক্ষয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়, দাশরথি কাঁপে থর থর থর॥

—দাশরথি রায়

ভৈরব—ঝাঁপতাল

গীত জটা শিরে গঙ্গা উমঙ্গত ভাল বিশাল শশাঙ্ক বিরাজত।
লোচন তিন লসত দুঃখ মোচন, আনন কানন কুণ্ডল শোভিত॥
অঙ্গে বিভূতি ধরে অহিভূষণ, শূল লিয়ে করে ডমরু বাজত;
রূপ অনুপ সদা শিব মূরত, ভৈরব রাগ মহা ছবি ছাজত॥

—হরবল্লভ রায়

ভৈরব—চৌতাল

শীষ জটা নিমে গঙ্গা তরঙ্গ ত্রিলোচন চন্দ্র ললাট পর।
লোচন বিশাল ফণিগণ শোহত, জ্যোত লসৈ কছু কুণ্ডল দুপর॥
বাঘাম্বর পহন শুভ্রবরণ, নীলকণ্ঠ নরমুণ্ড শোহে কণ্ঠপর!
হের রূপ কীয়ে ত্রিশূল লিয়ে, হরবল্লভ রাখ বড়ো ডমরু পর॥

—হরবল্লভ রায়

ভৈরব—তেওরা

হর হর হর শশাঙ্কশেখর শম্ভু শঙ্কর পিনাকধারী।
দেব ত্রিলোচন বৃষভবাহন জয় মহাকাল কাল-ভয়হারী॥
রজত-শিখর শিরে জটাজুট গলে হাড়-মালা কণ্ঠে কালকূট,
ভালে বিভাবসু-নিভা পরিস্ফুট ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে অনিবার॥
শিরে সুরধুনী করে কুলু কুলু, ভাঙ্গ ধুতুরায় আঁখি ঢুলু-ঢুলু,
নাচে সঙ্গে রঙ্গে ভূত প্রেতকুল, করে শূল দেব দেব ত্রিপুরারি॥
বিভূতি-ভূষণ, অঙ্গে ভুজঙ্গম, কটিতে শার্দূলচর্ম মনোরম,
পঞ্চমুখে সদা বম্ বম্ বম্, জয় ব্যোমকেশ শ্মশানবিহারী॥

শ্রীরাগ—ঝাঁপতাল

শশী-ভাল শোভে, সুরেশ্বরী শিরপর বিরাজিত,
অধর নয়ন, রুণ্ডমাল, দিগম্বর, ঈশ্বর।
বিভূতিভূষণ অঙ্গ, ঔর বৃষবাহন, করে ত্রিশূল ধারণ, উমাপতি শঙ্কর।
মহাদেব, দেবেশ, মৃত্যুঞ্জয়, গণেশ, বিশ্বম্ভর, মহাযোগী, মহেশ্বর ;
তেঁহারি চরণ ধ্যান করত গোপেশ, দরশ দীজে দয়াল, শম্ভু শিব হর হর॥

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরব—ঝাঁপতাল

যোগাসনে মহা ধ্যানে মগ্ন যোগীবর, অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর॥
প্রলয়-নীরব মাঝে, একাকী পুরুষ রাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্ম মাঝে ঢাকে কলেবর॥
শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক, নাই দুই আর, প্রকৃতি নিথর।
কাল বন্ধ বর্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোম পানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ মহেশ্বর॥ —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরব—ঝাঁপতাল

শশধর-তিলক-ভাল গঙ্গা জটাপর, করে লিয়ে ত্রিশূল রুদ্র বিরাজে।
ভস্ম অঙ্গ ছায়ি, গলে রুণ্ডমালা, ভৈরব ত্রিলোচন হর যোগী সাজে॥
আসন-বাহন-বৃষ বসন মৃগ ছালে, কালকূট কণ্ঠে ভরা, তিমির লাজে ;
গাবত হরিগুণ শ্রবণে অতি মধুর, ধ্যাওত তান রাগে সদা হৃদি মাঝে॥

—যদুনাথ ভট্ট

বসন্ত—তেওরা

ডমরু হর করে বাজে বাজে।
ত্রিশূল-ধর-অঙ্গ ভসম ভূষণ, ব্যালমালা গলে বিরাজে॥
পঞ্চবদন পিনাকধর শিব, বৃষভবাহন ভূতনাথ,
রুণ্ড মুণ্ড গলে বিরাজিত অজর অমর দিগম্বর রে॥ —বিহারী লাল দুবে

কানাড়া—সুরফাক্তা

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি, যোগীশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥

ঊর্ধ্ব জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্তভুবন ধরত তাল টলমল অবনী॥ —স্বামী বিবেকানন্দ

ইমন কল্যাণ—সুরফাক্তা

শঙ্কর শিব পিনাকী গঙ্গাধর, বিষধর বামদেব, ঈশ্বর ডমরুকর।
ভস্ম-অঙ্গ সোহে ভুজঙ্গ ভাল-চন্দ্র ; শিঙ্গী ফুঁকত হ্যায় ভোলা দিগম্বর॥
তিলক-ললাট গলে, রুণ্ডমাল ত্রিনয়ন, বরদাতা গৌরীসঙ্গ ত্রিশূলধর।
পশুপতি বিশ্বনাথ, মৃত্যুঞ্জয় জপ মহাদেব নাম হর হর॥ —বুধপ্রকাশ

ছায়ানট—সুরফাক্তা

শম্ভু হর মহেশ, আদি ত্রিলোচন।
ভবভয়হর ভবেশ, দীননাথ দানবদলন দীনেশ্বর॥
জটাজুট পিনাকী, ভস্ম রুণ্ডমালা গরল গলেধর হর ওঢ়ে বাঘাম্বর॥
সোহত চন্দ্রভাল বম্ বম্ বাজে ঘন ঘন,
অতি অপূর্ব হরিগুণ গাবে ত্রিপুরেশ্বর ;
বীরচন্দ্র নরপতি প্রকাশ করণ সৌ,
আনন্দ ভর সুমধুর তান সাঁচী সুন্দর
—যদুনাথ ভট্ট

বেহাগ—তেওরা

জপত মন আনন্দ শিব শিব ;
জাঁহী সুমরত, বিঘ্না বিনাশত, কাটত যম কে ফন্দ।
তিন লোক দয়াল, দাতা, হরত দুঃখ ঔর দ্বন্দ্ব॥
বৃষভবাহন, রুচি ধতুরা শিবকে ভোজন ভাঙ্গ।
ওঢ়না বাঘাম্বর, শির জটা-রমণিত গঙ্গ॥
রুণ্ডমাল-ত্রিশূল-ডমরু-ভসম-শোভিত-অঙ্গ।
তিন নেত্র, বিশাল মূরতি, তিলক-রাজিত-চন্দ॥
ভূত প্রেত পিশাচ ভৈরব যোগিনী জিনকে সঙ্গ।
পার্বতীপতি চরণ কী রতি জপত ব্রহ্মানন্দ॥ —স্বামী ব্রহ্মানন্দ

খাম্বাজ—চৌতাল

শম্ভু শিব শঙ্কর হর শৈলরাজ-তনয়া-বর
চন্দ্রচূড় ত্রিপুর-মথন, স্মরহর শিব মৃত্যুঞ্জয়।

শ্মশান-বিভূতি-বিভূষিতাঙ্গ প্রখর প্রমথ পঞ্চ সঙ্গ,
শিরসি গঙ্গা গতি তরঙ্গ, চরণ-শরণ-জন-কৃপাল॥
—অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

খাম্বাজ—সুরফাক্তা

আজু শম্ভুহর নাচত ডমরু করে, বজাবত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ আনন্দ ভরে।
পঞ্চানন অনাদি নাদ আলাপ করে, গাবত সুরগণ সমবেত ভঙ্গরী,
রঙ্গনাথ নিরখ মোহন বিগলিত রূপম বিরাজে॥ —যদুনাথ ভট্ট

খাম্বাজ—একতালা

শিব শঙ্কর বম্ বম্ ভোলা কৈলাসপতি মহারাজ রাজ।
ওঢ় মৃগছাল লাল লোচন বিশাল, পহন বাঘছাল অরধ চন্দ ভাল বিরাজ।
রুণ্ডমাল গলমে বৃষভ বাহন, করমে ত্রিশূল ভৈরব বেতাল দেখত দেব সমাজ।
পিশাচ ভূতদৈত্য ঔর প্রমথগণ বোলত হর হর, বাম ভবানী অপরূপ রূপ সাজ।
কহে দাস নিজামী কর জোর জোর, দেও দান মান রাখ—
মোর কৃপা কীজে চরণ দেহুঁ মোরে আজ। —নিজামী

(বাংলা অনুবাদ)

খাম্বাজ—সুরফাক্তা

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে, সনাতন দুখ হরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে আনন্দভরে।
পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে, গাইছে জল-দল জলধির গভীরে,
বিশ্বনাথ অমর সেবিত অনুপম জ্যোতিতে বিরাজে॥ —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

দরবারী-কানাড়া—ঝাঁপতাল

গৌরাঙ্গ অরধাঙ্গ গঙ্গা তরঙ্গে, যোগী মহাযোগ কা রূপ রাজে।
বাঘছাল মুণ্ডমাল শশীভাল করতাল,
তা ডেক্ ডিমি ডিমিক ডিমি ডমরু বাজে॥
অম্বর বাঘাম্বর দিগম্বরজটাজুট, ফণিধর ভুজঙ্গেশ অঙ্গ বিভূতি ছাজে।
বাণী বিলাস তুয়া ধাতা বিধাতা, যাতা সকল দুখ সদাশিব বিরাজে॥

সাহানা—ঝাঁপতাল

শিবময় এ সংসার ওরে জীব কি জান না।
প্রকৃতি প্রভাবে শিবে করিছ জীব কল্পনা॥
যেই শিব সেই জীব, যেই জীব সেই শিব,
শিব ভিন্ন নহে জীব, যথা জলে বিম্ব ফেণা॥
শিব হতে এই জীব, এই জীব হয় শিব,
শিবপদ পায় জীব, শিব শিব ভাবিয়ে,
অতএব ওহে জীব, সদা ভাব সদাশিব,
আছ জীব হবে শিব কি আর বল ভাবনা॥

ইমন—তেওরা

কে বৃষপরে, বম্ বম্ করে, বিমল কমলে চরণ দুখানি।
ত্রিশূলধারী, জটাজূট শিরে গরজে ফণী॥
হাড়মাল গলেতে লম্বিত, ইন্দু ভালে বিভূষিত,
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত, জটাতে শোভিছে মা সুরধুনী॥

সিন্ধুমিশ্র—একতালা

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে, বববম্ বববম্ বাজে গালে।
(কিবা) রজতভূধর নিন্দি কলেবর, শশাঙ্ক সুন্দর শোভে ভালে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল, ফণী ফন্ন ফণা জাহ্নবী কল কল,
জটা মাঝে জলদজালে॥ —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বসন্ত—একতাল

পশুপত গিরিজাপত হর শঙ্কর অরধাঙ্গী, বামদেব মহাদেব গঙ্গাধর শিব পিনাকী।
নবলকিশোর পৈ কীজে কৃপাদৃষ্টি, ভকত যুগল চরণনকো শম্ভু সহিত শ্রীভবানী॥

—নবলকিশোর

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী

আশুতোষ শিব শঙ্কর ভোলা।
আধ চাঁদ ভালে, কপোলে কুণ্ডল কণ্ঠে হলাহল ফণীন্দ্র দোলা॥
বিভূতিভূষণ বৃষবরবাহন, বাঘাম্বরধর ডমরুবাদন,
ববম্ ববম্ উথলে ঘন রোল, ফণীমণিউজল জটা জলদজাল,
কল কল খল খল গঙ্গা উথলা॥

ঝিঁঝিট—একতালা

ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ ভূতগণ সঙ্গে নাচিছে।
সদা কালী কালী ব'লে মধুর ডমরু বাজিছে॥
শিরেতে শোভিছে জটাজুটফণী, ললাটে শোভিছে দেবী মন্দাকিনী,
চরণ প্লাবিয়া ভূধর ধরণী, কুলু কুলু ধ্বনি করিছে॥
বামেতে শোভিছে ভুবনমাতা, কি কব রূপ, কি কব কথা,
চারি পাশে হেমলতা জড়িত জড়িত রয়েছে॥
কর্ণেতে শোভিছে ধুতুরার ফুল, ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
কালী ধ্যানে ব্যাঘ্রচর্ম খসিয়া খসিয়া পড়িছে॥

—প্যারিমোহন কবিরত্ন

কর্ণাটী—একতালা

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল॥ —স্বামী বিবেকানন্দ

ভৈরবী—দাদরা

নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম্ বম্ বম্;
শিঙ্গা বাজিছে ভোঁ ভোঁ ভম্ ভম্ ভম্;
শিরেতে করিছে গঙ্গা কল্ কল্ চরণ চাপেতে ধরা টল্ টল্ টল্,
মৃদঙ্গ ধরে তাল তাথম্ তাথম্॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, ফন্ ফন্ ফন্ ফন্ ফণী গরজে,
নাদ উঠিছে সোহহং সোহহং॥ —স্বামী তপানন্দ

আলাহিয়া—একতালা

যোগি হে, যোগি হে, কে তুমি হৃদি আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ নাচিছ দিক্‌বসনে॥
মহা আনন্দে পুলক কায়, গঙ্গা উথলি উথলি ধায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায় জটাজুট ছায় গগনে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমন কল্যাণ—সুরফাক্তা

শংকর মহাদেব ত্রিলোচন ত্রিপুরারি পরমেশ্বর প্রভু ঈশ মহেশ,
ধূর্জটী স্মরহর শম্ভু শুভঙ্কর শশাঙ্ক শেখর শিব যোগেশ্বর ;
পিনাকী ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক গঙ্গেশ ভূতনাথ ভুবনেশ॥ —চণ্ডিকানন্দ

ভীমপলশ্রী—একতালা

বিশ্বেশ্বর বিশ্ব-পাবন ভব ভব-ভয়-ভঞ্জন,
মৃত্যুঞ্জয় মদন-দমন মরণ-জনম-নিবারণ।।
চরণ সরোজে নবারুণ ছটা, তাহে বিল্বদল চন্দনের ছিটা,
শার্দ্দুল ছালে কটিতট আঁটা যোগীজন-মনোমোহন।।
গলে হাড়মালা দল দল দোলে, বব বব বম্ বাজে ঘন গালে,
বাজায়ে ডমরু নাচে তালে তালে, নাচে সাথে ভূত অগণন।।
পন্নগভূষা পিনাকপাণি, ঝলমল ভালে জ্বলে নিশামণি,
কুলু কুলু শিরে বহে মন্দাকিনী, ঢুলু ঢুলু প্রেমে দু'নয়ন।।
সৃষ্টিলয়কারী জগতপিতা, জ্ঞানময় প্রেম ভকতিদাতা,
এ দীন সন্তানে ভুলে আছ কোথা, নিজ গুণে দাও দরশন।।

—স্বামী তপানন্দ

কেদারা—কাওয়ালী

জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী।
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কালকূট, সাধক-জন-গণ-মানস-বিহারী।।
ত্রিলোকপালক ত্রিলোকনাশক, পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধায়ক,
করুণা নয়নে হের ভকত জনে, লয়েছি শরণ চরণে তোমারি।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কেদারা—ঠুংরী

জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারী, কল্পমেরু গুরু যোগ আচারী।
তরুতল আলয়, বসন দিশাচয়, ভীত-নিরাশ্রয়-ভবভয়হারী।
হর করুণাকর বরদাভয়কর, মদন-মান-হর শিব শুভকারী।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কেদারা—ঢিমে তেতালা

'শিব শিব' বল জীব, ঘুচিবে অশিব সব,
শিব নাম ভরসা করি বিশ্ব পালেন কেশব ;

বিরিঞ্চি করেন সৃষ্টি, শিব পদে রাখি দৃষ্টি,
কালচক্র গ্রহ রিষ্টি, শিব নামে পরাভব।।
শিব এ বিশ্বের সার, জ্ঞান-গুরু বিশ্বাধার,
শিব বিনা নাহি আর, নিস্তার-কারণ,
অতএব শিব নাম, গান কর অবিরাম,
পাইবে পরম ধাম নামের গুণ কি কব।।

ঝিঁঝিট—দাদরা

গঙ্গাধর মহাদেব শুন পুকার মেরী, দীজিয়ে বর বেগী নাথ কাহে করত দেরী।।
চন্দ্র ভাল কৃপা নিহাল, মেটো ভ্রম মোহজাল। কাশীমে বসাও নাথ, কৃপা দৃষ্টি ফেরী।।
দেবীকে সহায় সদা, সেবক তেরো কঁহায়। আনন্দবন বাস আশ যাচত করজোরী।।

—দেবীসহায়

ঝিঁঝিট—একতালা

শঙ্কর মহাদেব দেব সেবক সুর জাকে।
ভস্ম অঙ্গ শীষ গঙ্গ বয়ল বাহন অতি প্রচণ্ড
গৌরী অরধঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ জাকে।
লপটি ঝপটি জাও ব্যাল ঔর ওঢ় বাঘছাল,
রুণ্ডমাল চন্দভাল দৃগ বিশাল জাকে।
পাবত নহী পার শেষ নারদ সারদ সুরেশ,
গাবত গুণীগণ গণেশ ব্রহ্মাদিক জাকে।
ধ্যাবত দ্বিজ তুলসীদাস গৌরী-পতি চরণ আশ
ঐসো হর ভেখ ধরহী ভকতি হেতু জাকে।।

—তুলসী দাস

ইমন-ভূপালী—কাওয়ালী

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা, বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গ ভৈরব বিশাল ভীষণ, ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী।।
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি, ধূর্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী,
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ, ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি।।
স্থাণু কপর্দী শিব পরমেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর,
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর, কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরবী—কাওয়ালী

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা।
ভূতনাথ বব বম্ বব বম্ বব নিনাদ ভৈরব অম্বু উথলা।।
মন্মথ-শাসন নয়ন হুতাশন, ফণীমাল গলে দল দল দোলা।।
তমাল-নিন্দিত কণ্ঠে হলাহল, জলদজাল জিনি জটাজূটদল,
ঢল ঢল কল কল গঙ্গা বিলোলা।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঝিঁঝিট—একতালা

হর শঙ্কর শশী-শেখর পিনাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতিভূষণ দিক্‌বসন জাহ্নবী জটাভারে।।
অনল ভালে মদন-দহন, তরুণ-অরুণ-কিরণ-নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত বরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।।
উক্ষারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা-শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষা লক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ছায়ানট মিশ্র—কাওয়ালী

বেল পাতা নেয় মাথা পেতে গাল বাজালে হয় খুসী।
মান অপমান সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী।।
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বম ভোলা' বোল বলে কেন লও না যেচে যা খুসী ;
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভাল মন্দ নাই হুঁশ্ হুঁই।।
—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জংলা—ত্রিতাল

জয় শংকর কৈলাসপতি শিব, পূরণ ব্রহ্ম সদা অবিনাশী।।
অঙ্গ বিভূতি গলে রুণ্ডমালা। শীশ জটাজাল গঙ্গবিলাসী ।।
চন্দ্রকলা মস্তকপর সোহে। তীন নয়ন ত্রৈলোক্য বিকাশী।।
করে ত্রিশূল পহরে মৃগছালা। সঙ্গবসে গিরিজা নিতবাসী।।
ব্রহ্মানন্দ করো করুণা প্রভু। ভব ভঞ্জন ভক্তন সুখবাসী।। —ব্রহ্মানন্দ

মালকোষ—একতালা

বম্ বম্ বম্ হর হর।
বৃষভবাহন বিশালবদন ত্রিপুরনাশন ঈশ্বর।।

পাদ-কমলে শোভে শতদল, ত্রিনয়নে আছে শোভিত ভাল,
গলে বিলম্বিত হাড়মাল, জয় জয় শিব শঙ্কর।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাউল—আড়খেমটা

শিব ঘুচাও আমার মনের ভ্রম, বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্।
আমি তোমা বিনে হ'য়ে আছি বাঁশ বাগানের কানা ডোম।।
শিরে ঢালি গঙ্গা বারি, খুসী হবেন ত্রিপুরারি,
ঘুচিবে ভববারি, ঘোড়ার ডিম কর্‌বে যম।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আশোয়ারী—কাওয়ালী

তুআ চরণ-কমল-পর মন ভ্রমর, ভাল-ভানু ! জ্যোঁ চন্দ্র চকোর।
জিমি চাতক বুঁদ স্বাতিকো, জলজ ভান ঘন মোর।।
জৈসে কুমুদিনী হিমকর চাহত, চকই চাহত ভোর ;
জ্ঞান ধ্যান তুআ ভক্তি চাহত হ্যায়, শ্রীআনন্দকিশোর।। —আনন্দকিশোর

রামকেলী—দাদরা

হর হর হর বম্ বম্, বম্ বামে শোভে গৌরী। বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারি।।
আনিগে জবা তুলে, মাকে সাজাব ফুলে,
বাবাকে পূজবো দু'টো বিল্বদলে ;
বাবা ভক্তিতে ভোলে—মা ভক্ত নেহারে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরবী—কাওয়ালী

আজু মম ভবন যোগী আওয়ে। কর লিয়ে বীণা হরিগুণ গাওয়ে।।
অঙ্গ বভূত কাণমে কুণ্ডল, শীষ জটাপর ফণীগণ শোভে।।

রামকেলী—কাওয়ালী

জয় গঙ্গাধর শশাঙ্ক শেখর ত্রিপুর অসুর বিনাশ কারণ,
রজত ভূধর বরবপু-ধর, বিভূতি লেপিত কিবা সুশোভন ;
ভুজঙ্গ-ভূষণ জটা-বিভূষণ, পবিত্র জাহ্নবী শিরে রাজমান।।
বাস বাঘছাল গলে হাড়-মাল, কপালে কুণ্ডল জ্বলে হুতাশন ;
হর দিগম্বর শিঙ্গা করে ধর, শ্মশান নিবাসী ডমরু-বাদন।।

আশা-ভৈরবী—কাওয়ালী

হর শশাঙ্ক শেখর, দয়া কর, বিভূতি ভূষিত কলেবর।
তরঙ্গ ভঙ্গিতে ভুজঙ্গ রঙ্গিতে কপর্দ্দ বাঁধিত জটাধর ;
গণেশ শৈশব বিভূতি বৈভব, ভবেশ ভৈরব দিগম্বর।।
ভুজঙ্গ কুণ্ডল পিশাচ মণ্ডল মহাকুতূহল মহেশ্বর ;
রাজ প্রভায়ত পদাম্বুজানত সুদীন ভারত শুভঙ্করা।

—ভরতচন্দ্র রায় গুণাকর

পূরবী মিশ্র—সুরফাক্তা

প্রথম প্রণতি পঞ্চবদন হর ; কটী তটে বাঘছাল শিব ত্রিগুণাকর।।
ভূত-প্রেত সঙ্গে, বিভূতি ভূষণ অঙ্গে,
ধা ধা ধা ধা ধু ধু ধু ধু তাল ধরি মৃদঙ্গে ;
পিঙ্গল জটা শিরে গলে শোভে ফণীকার।।

ইমন-কল্যাণ—ঝাঁপতাল

তুঁহি জগত গুরু তুঁহি পরমেশ্বর, আদি অনাদি পিনাকধর শঙ্কর।
তুঁহি ভরণ পোষণ কর' সবকো তারণ, সৃজন প্রলয় তুম্‌সে হোয়ে, বিশ্বেশ্বর।।
ভাল চন্দ রুণ্ড মাল শোভিত বৃষভ বাহন ঔর জগ অঘ হর।
জটাজুট মাঝ গঙ্গা বিরাজিত ধন্য ধন্য মহাদেব তুঁহি যোগেশ্বর।।

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

সুমর মন শঙ্কর গিরিজাপতি হর, জাকে জটাজুটমে পাবনী গঙ্গা।
গজ চর্ম অম্বর আসন বাঘাম্বর, অব্ কোন রাজশ্রী বিষধর উমঙ্গ।।
ধরে শশী ভালে আউর লিয়ে রুণ্ড মালা, নখসে ধূর্জটী ভস্ম তন মন তরঙ্গ।
পূজে সুরাসুর পাবত সকল বর, কর পুর রঙ্গ ঢঙ্গ লছমন উমঙ্গ।।

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইমন—তেতালা

সদা শিব ভজমন নিশদিন ;
রিধ সিধ-দায়ক, বিনত সহায়ক ; নাহক ভটকত, ফিরত অনবরত।
শংকর ভোলা পারবতী রমণ,
সিত-তন-পৌণগ-ভূষণ, অনুপম কাহে ন সুমরত, ভটকত তু ফিরত।।

মালকোষ—তেওরা

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু। নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভূ।।
সে-নাচ-হিল্লোলে জটা আবর্তনে সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গনে।
আকাশ শূল হানি', শোনাও নব বাণী, তরাসে কাঁপে প্রাণী, প্রসীদ শম্ভু।।
ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি, সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা, মূরছে ভয়ভীতা নিশি নিরঞ্জনা
আঁধারে পথ-হারা চাতকী কেঁদে সারা, যাচিছে বারিধারা ধরা নিরম্বু।।

—নজরুল

আলাহিয়া-বেলাবল—তেতালা

অব শিব পার করো মেরে নেইয়া।
অউ ঘট ঘাট অগাধ জলধি, বল্লী লাগে ন খেওইয়া।।
বারি বরোবর বারি রহো হ্যায়, তা' পর অতি পুরবৈয়া।
থর থরাওয়ত কম্পত হিয়া মেরো, শিব কি দেত দুহৈয়া।
দেবী সহায় প্রভাত পুকারত, শিব পিতু গিরিজা মৈয়া।।

—দেবী সহায়

আড়ানা—ঝাঁপতাল

যোগী শিব শঙ্কর ভোলা দিগম্বর। ত্রিলোচন দেবাদি-দেব ধ্যানে সদা মগন।।
চিরশ্মশানচারী অনাদি সমাধি-ধারী, স্তব্ধ ভয়ে চরণে তাঁরি প্রণতি করে গগন।।
ত্রিশূল বিষাণ রহে পড়িয়া পাশে, ললাটে কোটি ভানু হাসে ;
গঙ্গা তরঙ্গ হর বিশ্বভুবন। ত্রাহি হে শম্ভু শিব, ত্রাসে কাঁপে জড় ও জীব
ভোল এ বিষম তপ গাহিছে হে সঘন।।

—নজরুল

তিলক-কামোদ—ঝাঁপতাল

সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচ নটরাজ হে। মহাকাল প্রলয় তাল বোল্ বোল।।
ছড়াক তব জটিল জটা, শিশু-শশীর কিরণ ছটা
উমারে বুকে ধরিয়া সুখে রোল তোল।।
নন্দসুতা মন্দাকিনী সুরধুনী-তরঙ্গে সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য বিভঙ্গে।
ধুতুরা ফুল খুলিয়া ফেলি জটাতে পর চম্পা বেলী,
শ্মশানে নব জীবন শিব জাগিয়া তোল।।

—নজরুল

মালকোশ—ত্রিতাল

শঙ্কর ভোলা ভাবে নাচিছেরে।
বম বম্ বব বম্, বম্ বম, বব বম্, অবিরাম গালে বাজিছে রে॥

ভুজঙ্গ-ভূষণ হাড়-মালা গলে, শ্রবণে কুণ্ডল ঝলমল ঘন দোলে।
ত্রিনয়ন জ্বলে শশাঙ্ক হাসে ভালে, আবেশে চরণ টলিছে রে॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরব—ত্রিতাল

মহাদেব ত্রিপুরারী।
বম্ বম্ বম্ বম্ বব বম্ বব বম, শিঙ্গা গাহিছে পুকারি॥
ঊর্ধ্বে জ্বলে পিঙ্গল জটাজাল, কণ্ঠে দোলে রুণ্ডমাল।
কটি তটে দোলে শার্দুল ছাল, নয়ন বিশাল শূলধারী॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র—একতালা

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে',
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়, উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে'।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশ পারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে, সাথী হল আপন সাথে,
সব-হারা সে সব পেল তার কূলে কূলে !!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(আরাত্রিক ভজন) কাফী

জয় শিবওঁকারা, হরশিব ওঁকারা; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সদাশিব, অর্দ্ধাংগী ধারা।।
চতুরানন, গজানন, পঞ্চাননরাজে; হংসাসন গরুড়াসন বৃষবাহন সাজে।।
ভুজচার, চতুর্ভুজ, দশভুজ তে সোহে; তীনোঁরূপ নিরখতা ত্রিভূবন জন মোহে।।
অক্ষমালা, বনমালা, ব্যালমালাধারী; চন্দনমৃগমদ সোহে, ভোলে শুভকারী।।
শ্বেতাম্বর, পীতাম্বর, বাঘাম্বর অংগে; ব্রহ্মাদিক সনকাদিক প্রেতাদিক সংগে।।
করকেবীচ কমণ্ডল, চক্র-ত্রিশূলধরতা; জগকর্তা, সংহর্তা, জগপালন করতা।।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সদাশিব জানত অবিবেকা; প্রণব সবকে মধ্যে তীনোঁ হি একা।।
ত্রিগুণ আরতি শিবকী, জো কোই গাবে; সো পাবত শিব-আনন্দ সুখ-সম্পতি পাবে।।

শিবস্তুতি (মহানারায়ণ উপনিষদ)

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং। ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায়বৈ নমঃ।।১
আদিত্যো বা এষ এতন্মণ্ডলং তপতি। তত্র তা ঋচস্তদৃচাং মণ্ডলং স ঋচাং লোকোঽথ

য এষ এতস্মিন্‌মণ্ডলে অর্চিষি পুরুষস্তানি যজুংষি স যজুষাং মণ্ডলং স যজুষাং লোকোঽথ স এষ এতস্মিনমণ্ডলে অর্চির্দীপ্যতে তানি সামানি স সাম্নাং মণ্ডলং স সাম্নাং লোকঃ সৈষা ত্রয্যেব বিদ্যা তপতি য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময় পুরুষঃ।। ২ ।। আদিত্যো বৈ তেজ ওজো বলং যশশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমাত্মা মনো মন্যুর্মনুর্মৃত্যুঃ সত্যো মিত্রো বায়ুরাকাশঃ। প্রাণো লোকপালকঃ। কিং তৎসত্যমন্নমায়ুরমৃতো জীবো বিশ্বঃ। কতমঃ স্বয়ম্ভুঃ প্রজাপতিঃ সংবৎসর ইতি। সংবৎসরোঽসাবাদিত্যো য এষ পুরুষ এষ ভূতানামধিপতিঃ। ব্রহ্মণঃ সায়ুজ্যং সলোকতামপ্নোত্যেতাসামেব দেবতানাং সায়ুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমান লোকতামাপ্নোতি য এবং বেদেত্যুপনিষৎ।। ৩ ।। সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।। ১ ।। বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ।। ২ ।। অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ। সর্বতঃ সর্ব সর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।। ৩ ।। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।।৪।। ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতি ব্রহ্ম শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ ।।৫ ।।

শ্রীশ্রীজয়দুর্গা সঙ্গীত

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকীতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।" —দেবীসূক্ত

ধ্যান

ওঁ হ্রীঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু-রেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।।

প্রণাম

ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।।

সাহানা—কাওয়ালী

ধেয়াও জয় দুর্গায় হিয়ায়,

কালাভ্রা শরীরাভা যোগীশ্বর-মনোলোভা ; কটাক্ষ হেরি যাঁর সভয়ে অরি পলায় !!

সিংহস্কন্ধে রূপে ত্রিভুবন আলো করে, শঙ্খ, চক্র, অসি, ত্রিশূল করে ধরে।

ত্রিনয়নে স্নেহে হেরে, ভালে শিশু শশী ক্ষরে, অজাদি সুর নিকরে স্তুতি করে যোড় করে;

চতুর্বর্গ হেলে পায় সেবি যাঁর পায়।। —স্বামী তপানন্দ

সুরট-মল্লার—চৌতাল

জয় মা অম্বিকে, ত্রিলোক পালিকে, কিংশুক মালিকে, হর-মনমোহিনী।

চরণকমলে, তপন উজলে, ভক্তহৃদে রঙ্গে পীযুষ দায়িনী।।

দশভুজে কিবা আয়ুধ-ধরা, সিংহবাহিনী দৈত্য-দর্পহরা ;

শমনত্রাস কর বিনাশ, লট-পট-বেণী কালভুজঙ্গিনী।

সব্যে সাম্যে শোভে সারদা কমলা, শতদলে যেন সুস্থির চপলা।

গুহ গজানন শোভিছে নন্দন, আনন্দমগনা নগেন্দ্র নন্দিনী।।

ভবঘোর ভয়হরা ভবরাণী, ললাট লোচনা ভৈরবী-ভবানী।

রাখ রাঙ্গা পায়, আমি নিরুপায়, নমো নমো দুর্গে দুর্গতি নাশিনী।।

—দেবেন মজুমদার

শ্রীশ্রীসরস্বতী সঙ্গীত

ওঁ বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জ্বলমুখীং কর্পূরকুন্দপ্রভাং,

চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ।

বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং

দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিত-তনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে।।

ঝিঁঝিট—ধামার

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।।

শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তাচ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা। শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা।।

বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্বৈর্চিতাসুরদানবৈঃ, পূজিতা মুনিভিঃ সর্বৈঃ ঋষিভিঃস্তূয়তে সদা ;

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং,

যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্বাং বিদ্যাং লভন্তে তে।।

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল

যা কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা যা শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা,
যা বীণা-বরদণ্ড-মণ্ডিতকরা যা শ্বেত-পদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা।।

প্রণাম

ওঁ ঐং সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।।

ভীমপলশ্রী—কার্ফা (প্রার্থনা)

রবি-রুদ্র পিতামহ বিষ্ণুনুতাং, হরিচন্দন কুঙ্কুম পঙ্কযুতাম্।
মুনিবৃন্দগণেন্দ্র সমানযুতং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।
শশিশুদ্ধসুধাহিমদামযুতং, শরদম্বর-বিম্ব সমানকরম্।
বহুরত্ন মনোহর কান্তি যুতং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।
কনকাব্জ বিভূষিত ভূতিভবং, ভবভাববিভাবিত ভিন্নপদম্।
প্রভুচিত্ত সমাহিত পাদতলং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।
ভবসাগর মজ্জন ভীতিনুতং, প্রতিপাদিত সন্ততি কার্য্যমিদম্।
বিমলাক্ষিক শুদ্ধ বিশুদ্ধ পদং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।
মতিহীন জনাশ্রয় কার্য্যমিদং, সকলাগম ভাষিত ভিন্ন পদম্।
পরিপূরিত বিশ্বমনেক ভবং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।
পরিপূর্ণ মনোরথধাম নিধিং, পরমার্থ বিচার বিবেক নিধিম্।
সুরযোষিত সেবিত পাদতলং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।
সুর মৌলিমণিদ্যুতি শুভ্রকরং, বিষয়াদিক মহাভয় দূরীকরম্।
নিজকান্তি বিলেপিত চন্দ্রশিরং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।
গুণৈনৈক কোলাস্থিতি ভীতিপদং, গুণ-গৌরব-গর্বিত সত্য পদম্।
কমলোদর কোমল পাদতলং, তব নৌমি সরস্বতি পাদযুগম্।।

জংগলা—তেতালা

জয় জগদীশ্বরী মাতা সরস্বতী, শরণাগত প্রতিপালনকারী।।
চন্দ্র বিম্বসম বদন বিরাজে, শীশ-মুকুট মালা গলধারী।।

বীণা বাম অঙ্গমে শোহে, সামগীত ধ্বনি মধুর পিয়ারী।।
শ্বেত-বসন কমলাসন সুন্দর, সঙ্গ-সখী শুভ্রহংস সওয়ারী।।
ব্রহ্মানন্দ ম্যায় দাস তুম্‌হারো, দে দরশনপর ব্রহ্ম দুলারী।।

—ব্রহ্মানন্দ

ভৈরবী—কাওয়ালী

সারদা বিদ্যাদানী, দয়ানী, জগজননী, দুখহরণী; জ্বালামুখী, মাতা সরস্বতী।।
দীজে সুদৃষ্টি সেবকপর আপনে, নারায়ণি;
শ্বেতকমলাসনী, শ্বেত-অঙ্গনী, শ্বেত-অম্বরী।। —শিবগোপাল রাও

বাহার—ঝাঁপতাল

বাগ্‌বাদিনি মাতঃ ভবানি; নারায়ণি, বুদ্ধিদানি।।
চরণসরোজপর, কত কোটী চন্দ্র শোভত; যাচে অচলা ভকতি চরণে তারিণি।।

মিশ্র কেদারা—তেতালা

জয় বীণাপাণি সরোজবাসিনি, নীলাম্বরাপরা অম্বুজ নয়নি।
প্রফুল্ল প্রকৃতি, ফুল্লনিশাপতি, প্রফুল্ল বসন্তে প্রফুল্ল দায়িনী।
ভৈরব-মল্লার, দীপক-ছায়ানট, ষড়রাগ আদি সৃজন কারিণি।।

ভৈরবী—কাওয়ালী

ভারত কাব্য নিকুঞ্জে,—জাগো সুমঙ্গল ময়ি মা !
মুঞ্জরি' তরু, পিক গাহি', করুক প্রচারিত মহিমা।
তুলে লহ বীণা, গীত-হীনা অতি দীনা ;
হের ভারত চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা ;
নীতি-ধর্ম-ময় দীপক-মন্দ্রে, জীবিত কর সঞ্জীবন-মন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল চরণ-তলে,—যত লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

—রজনীকান্ত সেন

মালগুঞ্জ—তেতালা

(কিবা) স্নিগ্ধ-শুভ্র-কমল-দল-বাসিনী। বীণা করে শোভে বাগ্‌বাদিনী।।
থির সুধাকর নিমেষ হারা, ধরণী বুকে ঢালে রজত ধারা ;
অসীমে মিলায় শত রাগ রাগিণী (যত)।।
জ্ঞান বিদ্যা যাচি তব চরণে, গীতি-সুধা আন মর জীবনে,
তোমার আসন তলে লুটাক এ পরাণখানি।। —নিশাকান্ত চক্রবর্তী

পরজ—চৌতাল

সরস্বতী বাগ্‌বাণী ব্রহ্মাণী দয়া কর দীজে, সপ্ত সুর তিন গ্রাম শুধ্ বাণী।
আরোহী অবরোহী অস্থায়ী সঞ্চারী, শ্রুতি মূর্ছনাকে ভেদ দে ভবানি।।
রাগরঙ্গ মুদ্রা শুধ্ সঙ্গতকী তান লয়ে, গুরু বিচার কিয়ো দূর সোই কণ্ঠাণী ;
আনন্দ কর দীজে মাতঃ শ্রীআনন্দকিশোর কো, নাদ ভেদ পাবে সো কহাবে জ্ঞানী।।

—আনন্দ কিশোর

ভৈরবী—একতালা

বাণী চরণারবিন্দে মজ মজ মজরে মন।
জ্বালা জুড়াইবে অমৃতত্ব পাবে হইবে সমূহ বাসনা পূরণ।।
ঢল ঢল সুধাসিন্ধু সলিলে, হেলিছে দুলিছে আনন্দ হিল্লোলে ;
(মায়ের) রাঙ্গা শতদল চরণ যুগল আহা মরি মরি ভুবন মোহন।।
অন্ধ মানস দেখিতে না পাও, কি সুখ লালসে ইতি উতি ধাও ;
কর পদ ধ্যান, গাও মায়ের গান, কর মধুপান হইয়ে মগন।
গর গর ভাবে হ'য়ে মাতোয়ারা, হেররে অদূরে বাণী বেদধরা ;
সৌম্য হ'তে কিবা ছবি সৌম্যতরা আহা মরি মরি দেখিনি এমন।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোষ—কাওয়ালী

এস মা এস মা বীণাপাণি,
এস মাগো এস, হৃদাসনে ব'স, জনগণ-মনোমোহ নিবারিণী ;
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত তামস, চরণ পরশে নাশ গো মা নাশ।
হৃদি শতদলে আবার প্রকাশ, শারদে শুভদে মা সিতবরণী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

গান্ধারী—একতালা

মরাল-বাহিনী মরাল-গামিনি এসো মা মরতে নামিয়া,
বীণা-নিনাদিনি বিদ্যাদায়িনি বসো মা হৃদয়ে হাসিয়া ;
কমল-বদনি কমল-বরণি দেবনর-হৃদে জ্ঞান-দায়িনি,
মোহতিমির-নাশিনি জননি, চাহ মা করুণা করিয়া।।
কত যুগ ধরি তমোবিভাবরী রেখেছো ভারত-বদন আবরি,
তুমি আসি পুনঃ দিলে দরশন দুঃখনিশি যাবে কাটিয়া।।
উদিলে মা তুমি ভারত-গগনে, জগতের তম যাবে এই ক্ষণে,
'জয় বাণী' ধ্বনি গগনে সঘনে উঠিবে বিশ্বে ভেদিয়া।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র পূরবী—সুরফাক্তা

প্রথম প্রণতি বাগদেবী বীণাপাণি। শ্বেত শতদল শুভ্রা মরাল বাহিনি।।
অজ্ঞান মহাঘোরে জ্ঞান-বিভা-বিধায়িনি ;
সুরাসুর-নর মোহ-মুক্তি-প্রদায়িনি, কিঙ্করে কৃপানেত্রে নেহার নারায়ণি।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র—দাদ্‌রা

শ্বেতবরণী সরোজবাসিনী ভুবন আলো রূপের ছটায়।
জিনি শতদল ও পদকমল, আয় সবে নমি ও-রাঙ্গাপায়।।
তুলিয়ে কুসুম যতন করে, সাজাব মায়ে আদর করে ;
বীণার তানে মজিয়ে প্রাণে, লহর উজান বহিয়ে যায়।
গুঞ্জরে অলি পড়ে ঢলি ঢলি, মধু আসে মায়ের চরণে লুটায়।।

কল্যাণ—চৌতাল

জয় বাণি বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনি নারায়ণি।
মরালবাহিনি জগতারিণি অজ্ঞান বিনাশিনি।।
বিশ্বভারতী পরমা প্রকৃতি, অমল, ধবল মধুর মুরতি।
চতুর্বেদ-করে জননী বিরাজ সত্য সনাতনি।।
অনাদি অক্ষরা পরাৎপরা, সারদে বরদে শুভঙ্করা,
মানস-কালিমা-সন্তাপ-হরা সর্বসিদ্ধি জ্ঞানদায়িনি।
যোগীঋষি তুমি আরাধ্যা, সত্য গুণরূপিণি বিদ্যা,
ত্রিলোক-বন্দিতা অমর-বাঞ্ছিতা, নমামি চরণে ব্রহ্মবাদিনি।।

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বসন্ত—কাওয়ালী

পীযূষ-সিঞ্চিত সমীর-চঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল দোলেরে।
সংশয়-শমন স্মৃতি-বিতরণ, চরণে জনমন ভোলেরে।।
চম্পক অঙ্গুলী করুণ পরশে বীণা পঞ্চমে বোলেরে।
জ্যোতিষ, গণিত, বেদ, দরশন, শোভে কোমল কোলেরে।।
শুভ্র হিমগিরি কিরণ-বিকীরণে অন্ধ আঁখি যুগ খোলেরে।
মাতিল ত্রিভুবন বাক্য-বিধায়িনী, বাণী জয় রব বোলেরে।।

—রজনীকান্ত সেন

খাম্বাজ—কাওয়ালী

শুদ্ধ সঙ্গীত দীজিয়ে বাণি, সকল বিদ্যা তুঁ সৃজনকারিণী।
অমর অসুর নর মুনি গুণী কিন্নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব-বৃন্দ মিল,
নিত করত তুআ গুণ বখানী।।
ত্রিভুবন কারয় তুম্ বিন ন হোয়, তুআ কৃপাসে নর হোবে জ্ঞানী।
তুআ গুণ অনন্ত অন্ত ন পাবত, জগমে কোই উপমা নহি দেখত,
ধন-পুস্তক-বীণা ধারিণি।।

—অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মল্লার—ঢিমে কাওয়ালী

এস, মানস-সরোবর-বাসিনি।
ঢল ঢল নীরে শতদল শিরে,
সুন্দর সুবিমল-হাসিনী।।
মল্লার সুরে, ঝঙ্কার ধীরে,
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু চরণ নূপুরে
এস এস ধীরে, হৃদয়েরি তীরে,
বীণা-বিনিন্দিত-ভাষিণি।।

মালকোষ—ধামার

কমল আসনে ধবল বসনে, ত্রিতার করেতে ধরি,
এস মা অভয়া শিবের তনয়া, সেবকে করুণা করি।
আমরা তোমার অবোধ সন্তান, জানিনা জননি, পূজার বিধান,
বিরূপ হ'য়োনা চরণে ঠেল না, শিরে ঢাল কৃপাবারি।।
অধম আমরা নাহিক সম্বল, সেবিতে তোমার চরণকমল,
ঝরিছে সতত তাই আঁখিজল, আর কিছু দিতে নারি ;
অভয় দানিতে আসিও আবার, বরষ পরেতে সম্মুখে সবার,
হাসিয়া খেলিয়া মনের হরষে, যেন গো পূজিতে পারি।।

"ইমন কল্যাণ—কাহারবা"

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমলবন মাঝে।।
নিভৃত-বাসিনী বীণাপাণি অমৃত মুরতি মতি বাণী
হিরণ কিরণ ছবিখানি পরাণের কোথা সে বিরাজে।।

মধুঋতু জাগে দিবানিশি-পিক কুহরিত দিশি দিশি,
মানস মধুপ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে।
এসো দেবী, এ আলোকে, একবার তোরে হেরি চোখে,
গোপনে থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজো।।

———— —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ—ত্রিতাল

বর দে। বীণা বাদিনি, বরদে !
প্রিয় স্বতন্ত্র-রব অমৃত-মন্ত্র নব ভারত মে ভর দে।
কাট অন্ধ-উর কে বন্ধন-স্তর। বহা জননী, জ্যোতির্ময় নির্ঝর ;
কলুষ ভেদ-তম হর প্রকাশ ভর জগমগ জগ কর দে।
নবগতি, নবলয়, তালছন্দ নব, নবল কণ্ঠ, নব জলদ-মন্দ্র রব ;
নব নভ কে নব বিহগ বৃন্দ কো, নব পর, নব স্বর দে !

———— —শ্রীসূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'

বসন্ত—তেওরা

শ্বেত শতদলে সারদা রাজে।
অতি সুশীতল কান্তি বিমল নেহারি নয়ন মোহিল রে।।
শ্রবণে কুণ্ডল গলে গজমতি, অচলা দামিনী জিনিয়া মূরতি,
বীণারঞ্জিত পুস্তক করে, জয় জয় দেবী প্রণমামি তে।।
অয়ি মা ভারতি, বেদ মূরতি, পরমা শকতি, শিবের কন্যা,
ঋষি-আরাধিতা, অমর-পূজিতা, বিশ্ববন্দিতা, ত্রিলোকধন্যা ;
অজ্ঞাননাশিনী বিজ্ঞানদায়িনী, তুমি নারায়ণী বাগ্‌বাদিনী,
(যেন) বীণার ঝঙ্কার গুঞ্জে নিরন্তর মোদের অন্তর মাঝে।।

————

আলাহিয়া—জলদ একতালা

ফুল্ল কমল'পরে পদতল, অমল ধবল বরণী।
কমল আসন কমল ভূষণ, বিমল-কমল-হাসিনী।।
ভুবন ভরিল বীণার ঝঙ্কারে, সুরাসুরনর বন্দে তোমারে,
গুঞ্জে মধুপ ধায় পদতলে, কে তুমি বীণাবাদিনী।।
এস মা বস মা হৃদয়কমলে, পূজিব চরণ প্রেম অশ্রুজলে,
কি আছে আমার দিব উপহার, বাল্মীকি-ব্যাস-জননি।।

————

ইমন-কল্যাণ মিশ্র—একতালা

আবার ভারতে ভারতীর বীণা ঐ শুন গাহে মধুর তান।
মরণ-সুপ্তি-মগন-পরাণে আবার করিছে চেতনা দান।।
এস মা ভারতি বরষের পরে নিরানন্দ এই আঁধার কুটীরে,
অশ্রু-সলিল-সিক্ত, রিক্ত, দুরিত-পূরিত শোকেতে ম্লান :
দৈন্য-বেদনা আছে শুধু মাগো পূজা-উপহার করিতে দান।।
শুভ্র আলোকে পুলকিত করি নিরাশা জড়তা লহ লহ হরি,
এস মা হৃদয়-কমল আসনে সঁপিনু চরণে এ মন প্রাণ,
হুঙ্কার রবে ঝঙ্কারি বীণা শঙ্কিতে কর অভয় দান।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

হাম্বির—কাওয়ালী

মগন রহরে ঐ পায়, আহা মরি হায় !
নির্দ্বন্দ্ব নিস্পন্দ মহানন্দে ধররে হিয়ায়।।
ভুক্তি মুক্তি ফেলি দূরে ভুলি অহং অভিমান,
ধর্মাধর্ম জ্ঞানাজ্ঞান, কর সব সম্প্রদান,
বিকল্প রহিত হের ভাবমাত্র বিদ্যমান,
প্রশান্ত আনন্দ শুধু শুদ্ধ সে নীরবতায়।।

—স্বামী তপানন্দ

হাম্বির—কাওয়ালী

মোহন মধুর কিবা বাজে।
আব্রহ্ম সর্বভুবনে বিমোহিত রব শুনে
অঙ্গে কোটি ইন্দু প্রভা করে তুষার সন্নিভা
মগনা বাজায় বীণা শ্বেত সহস্রার মাঝে।।
গায়ত্র্যাদি ছন্দে চারি বেদ মত্ত স্তুতি গানে,
তন্ময় তন্ময় জ্ঞানে সমাহিত যাঁরই সন্ধানে,
ব্রহ্মানন্দ মূর্তিমতী বাণী হ'য়ে সরস্বতী,
সুতে কোলে নিতে তুলে মৃন্ময়ী সাজে।।
ফুল্ল শুক্ল ফুল দল সুগন্ধি চন্দনে মাখি,
ভক্তিভরে গদ গদ প্রেমাশ্রু পূরিত আঁখি,
শিশুর সরল মুখে আধ আধ মা ডাকি
অঞ্জলি ভরিয়া পূজে রাতুল পদ পঙ্কজে।।

—স্বামী তপানন্দ

আগমনী

কেদারা—একতালা

গিরি ! প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক, এঘর লাগে অন্ধকার।।
আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে ;
প্রতিদিন কিহে আমারে ভুলাবে, একি তব অবিচার।।
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে, যে শোকে রয়েছি পরাণে ধরে ;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর।।
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত, কেন্দো নাকো রানি হও গো ! শান্ত ;
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

ভৈরবী—জলদ তেতালা

কবে যাবে বল গিরিরাজ ! গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছে ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।।
কামিনী করিল বিধি, তাই যে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ তাহে, না কর মনেতে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গৃৰ্জরি—একতালা

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা মা মা বলে কেঁদেছে।।
সোনার বরণী গৌরী আমার, ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার,
মায়ের বসন ভূষণ সব আভরণ তাও বেচে নাকি ভাঙ্গ খেয়েছে।।

আলাহিয়া—একতালা

কুস্বপন দেখেছি গিরি উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিত বরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি।।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা, ঘোরাননা ত্রিনয়না ভালে শোভে বালশশী।।
যোগিনীদল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী, হেরিয়া রণরঙ্গিণী মনে বড় ভয় বাসি।।
উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হোল বিকল, ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমাসুধারাশি।।

(কৈলাসে গৌরীর উক্তি)

সিন্ধুমিশ্র—একতালা

তোমারি কারণে কঠিন পরাণে সম্বৎসর ভুলে আছি হে মায়েরে।
যাব পিতৃঘর শুন প্রাণেশ্বর অনুমতি কর দিনত্রয় তরে।।
সবেমাত্র ভ্রাতা ডুবে সিন্ধুতলে, কত করে আমায় পেয়েছে মা কোলে।
তিল আধ আহা ! অদর্শন হ'লে সারা হ'ত মাতা উমা উমা ক'রে।।
অচল পিতা নিতে আসিতে না পারে, মাতা জীবন্মৃতা আছেন অন্তরে।
দেখেছি স্বপনে সহেনা সহেনা, কর হে করুণা যাচি যোড় করে।।

—স্বামী তপানন্দ

(হরের উত্তর)

সিন্ধুমিশ্র—একতালা

দিয়ে প্রেমডুরি, কেনরে শঙ্করি ! বাঁধিলি ভিখারী ভোলারে ঘরে ?
(আমি) মুদি ত্রিনয়ন সমাধিমগন ব্রহ্মানন্দে বেশ ছিনু গিরি শিরে।।
জানিরে চঞ্চলে চপলার প্রায় ভালবেসে এস কাঁদাতে আমায়,
অমর হইয়া যুগ যুগ যায় যোগে তপোধ্যান নারি ধরিবারে।।
নয়ন মুদিলে ভাবি বা হারাই সশঙ্ক অমনি চমকিয়া চাই,
দক্ষযজ্ঞ কথা আজও ভুলি নাই তাই বাজে ব্যথা মরম মাঝারে।।
যাবে পিতৃগৃহে নাহি তাহে মানা, কার সাধ্য রোধে তব ইচ্ছা বিনা,
এই ভিক্ষা দেখো পাগলে ভুল না, সর্বত্যাগী হর শুধু তোরি তরে।।

—স্বামী তপানন্দ

পিলু-বাহার—খং

(গিরি) এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলুবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে ক'রব ঝগড়া, (তারে) জামাই বলে মান্‌ব না।।

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
(জামাই) শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।।

—রামপ্রসাদ

মনোহরসাহী—একতালা

শারদে জাগো শরতে গো (শিবে)
নিদ্রা পরিহরি জাগো শুভঙ্করী আয় মা বিল্বমূলে কৈলাস-বাসিনী।।
অকাল বোধনে জাগ কাত্যায়নী, পূর্বেতে জাগিয়া যেন মা আপনি।
কাত্যায়ন মুনি তুষিলে জননী, দেখা দিবে সাজি মহিষমর্দিনী।।
রাবণ বিনাশে শ্রীরামে রাখিতে, অকাল বোধনে বিরিঞ্চি যেমতে।
বোধিলা তোমারে, আমি ভক্তিভরে আনন্দ অন্তরে বোধি মা তেমনি।।
ষষ্ঠী সন্ধ্যাকালে এই বিল্বমূলে এস ভূমণ্ডলে দেব চতুর্দোলে।
অথবা কেশরী পৃষ্ঠে বিশ্বেশ্বরী সাজি স্বর্ণগৌরী পূর্ণ চন্দ্রাননী।।
(ওমা) যে পদ পূজিয়া মহেন্দ্র-বৃত্রারি রিপু বধি নিলা রাজ্য মহেশ্বরী!
ভবপ্রীতা ভণে তেমনি এক্ষণে পূজি সযতনে সে পদ দুখানি।।—ভবপ্রীতানন্দ ওঝা

(সন্ধিক্ষণ) মিশ্রনট-নারায়ণ—একতালা

তাণ্ডবে নাচ চামুণ্ডে মুণ্ড-খণ্ডিনী।
খল খল হেসে আসব আবেশে এলোকেশে উলঙ্গিনী।।
খড়্গ প্রহারি হুংকারে, চূরে অসুর অহংকারে;
হও প্রসন্ন সকল বিঘ্ন হন হন রন রঙ্গিনী।
করম খণ্ড চণ্ডিকে জগদম্বে শম্ভু সংঙ্গিনী।

—তপানন্দ

(মনোহরসাহী) কীর্তন—ঝাঁপতাল

জাগ জাগ যোগেশ্বরি দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী।
অকাল বোধনে জাগ বিল্বমূলে কাত্যায়নি।। (মা)
সঙ্কটে বাসব তোমা বোধিয়া পরমেশ্বরী,
অবহেলা ক্রমে রণে বধিলা দুরন্ত অরি।
রাবণ বিনাশ তরে রাখিতে শ্রীরঘুবরে,
অকালে ব্রহ্মা কাতরে বোধিলা বিশ্বজননী।। (মা)
মহিষাসুর নাশিতে ডাকে কাত্যায়ন মুনি,
সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে দেখা দিলে কাত্যায়নী,
নিরাকারা কৃপা করি সাজিলে বিচিত্রা নারী,

কনক চম্পক গৌরী তেজে কোটি সৌদামিনী।। (মা)
পূর্ণেন্দু সদৃশাননা অধরে মধুর হাসি।
ভালে অর্ধ চন্দ্ররেখা সিংহোপরি মুক্তকেশী।।
দশভুজা রণবেশী অঙ্গে মরকত রাশি।
ষোড়শী হররূপসী ত্রিনয়না ত্রিভঙ্গিনী।। (মা)
সঙ্কটে পড়িয়া আজি কাতরে মা ভবপ্রীতা,
নিশিমুখে বিল্বমূলে ডাকেগো বিশ্বপ্রসূতা।
নিবারি সর্ববিপদে, রাখ মা অভয় পদে,
জাগ মধুর শরতে শরচ্চন্দ্র নিভাননী (মা)।। —ভবপ্রীতানন্দ ওঝা

জয়জয়ন্তী—একতালা

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে "মা কৈ, মা কৈ" ব'লে, ডাকিছে মা তোর ঐ শশধর-বদনী।।
মা তোমার এই কন্যে ত্রিভুবন ধন্যে, কভু এ সামান্যে নয় গো রাণি;
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে, তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী।।
মা তোমার এই তারা চন্দ্রচূড়-দারা চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কারো মনের অন্ধকার হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী।।

—দাশরথি রায়

বিভাস-যোগিয়া—জলদ তেতালা

এলো গিরিনন্দিনী, লয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি, ঐ শুন ওগো রাণি।
চল বরণ করিগে, মা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণ-রমণী গো।
অমনি উঠিয়ে, পুলকিত হয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায় ধরণী।।
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি, উমা মুখ-শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী।।
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী, ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখখানি।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

মনোহরসাহী—একতালা

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী, চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি।।

বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী।।
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী, লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী,
সুরেশ কুমার গণেশ আমার, তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন বারি।।
নিলে তাঁর নাম পূর্ণ মনস্কাম, সে আসিলে ঘরে আসেন শঙ্করী।।

—দাশরথি রায়

(উমার প্রতি মেনকা)

মনোহরসাহী—তেতালা

উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে? শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।।
সত্য কি মা অন্ন বিনা উপবাসী থাক উমা?
দিনান্তে অন্ন জোটে না জামাই নাকি ভিক্ষা করে।।
গঙ্গা নামে সতীনেরে সতত রাখিয়া শিরে, শুনেছি পিনাকী নাকি অধিক যতন করে।।
ছাই ভস্ম মাখে গায় শ্মশানে নেচে বেড়ায়, ভাঙ্গ ও ধুতুরা খায় অহি সদা শির পরে।।
রাজার নন্দিনী তুমি কেন ক্লেশ সহ শুনি, শুনগো ঈশানী বাণী আর না পাঠাব তোরে।।

(উমার উত্তর)

বসন্ত—ঠুংরী

ছিলাম ভাল জননী গো হরেরি ঘরে। কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে?
যে ঘরে মা বাস করি বর্ণিতে নারি মাধুরী। নীলকান্ত আদি করি কত রত্ন শোভা করে।।
যেন কত রবি শশী উদিত হয়েছে আসি। নাহি জানি দিবানিশি কবে যাতায়াত করে।।
ষড়ৈশ্বর্য আছে যাঁর ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর।
অজ্ঞানে না বুঝি সার ভিক্ষাজীবী বলে হরে।।
শিবের ঐ শ্রীচরণে পারিজাত আভরণে। দেবরাজ একমনে মস্তক নমিত করে।।

ভৈরবী—একতালা

আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া, কত করে উমা এই ঘুমাল।
উমা জাগিলে একবার, ঘুম পাড়ান ভার, মায়ের চঞ্চল স্বভাব চিরকাল।।
কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে, কি জানি কি রূপে ছিল বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী, জাগিয়ে যামিনী পোহাল।।
উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে, সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যাবেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে, মায়ের মুখের পান মুখে রহিল।।

উমার সঙ্গে জয়া যদি করবি খেলা, খেলবি গো জয়া জাগিলে মঙ্গলা,
কমলাকান্ত বলে, উমা না জাগিলে, জগতে কে জাগিবে বল।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

সাহানা—খং

কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই?
কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই।।
মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে পরে, (বলব) উমা আমার ঘরে নাই।।
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে, জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি মা, তারি সঙ্গে তোর সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—একতালা

এলি কি গো উমা, হর-মনোরমা, কৈলাস-চন্দ্রমা হলি কি উদয়।
মা বলে একবার আয় কোলে আমার, না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়।।
প্রাণের প্রাণ উমা, তুই যে প্রাণ-পাখী, না হেরিলে তোরে ঝরে দুটি আঁখি,
একবার আয় আয় দেখি, উমা চন্দ্র-মুখি! তুই যে আমার সর্ব সুখের নিলয়।।
নৈশ-নীলাম্বরে নিরখি যখন, চন্দ্রমার ছবি ভুবন-মোহন,
মনে পড়ে মা, তোর ও চন্দ্র-বদন, শত ধারে চক্ষে বারিধারা বয়।। —দীনেশ শরণ বসু

পিলু-বারোঁয়া—জলদ তেতালা

উমা আয় মা আমার কোলে,
বহুদিন পরে আবার ডাক দেখি মা ব'লে।।
সেই যে দশমী দিনে, গেলি গো মা আর এলিনে,
পাষাণ প্রাণে যাস্ কেমনে কাঁদায়ে আমায় ফেলে।।
এবার যেন তিন দিন পরে, যেতে চাস্‌নে হরের ঘরে,
মন যে আমার কেমন করে কি জানাব মুখে বলে।।
হিয়ার মাণিক আয় মা বুকে, চুমো খাই এ চাঁদমুখে,
সকল ভুলে মহাসুখে মা মেয়ে রই দুইয়ে মিলে।। —স্বামী তপানন্দ

আগমনী—একতালা

কি আনন্দের কথা উমে।
লোকমুখে শুনি সত্য বল শিবানী, অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে?
অপর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি, ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
এখন নাকি তার দ্বারে আছে দ্বারী, দেখা পায়না তাঁর ইন্দ্র চন্দ্র যমে।।
ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা আবার বল্‌তে দিগম্বরে, গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে।
এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে, বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে।।
হিমালয়ে বাস হর করিয়াছে, ভিক্ষায় দিন রক্ষা এমন দিন গেছে।
এখন কুবের ধনেতে কাশীনাথ হ'য়েছে, ফিরেছে কি কপাল তোর কপাল ক্রমে।।
বিভব বৃদ্ধি বটে বুঝিলাম মনে, তা না হলে গৌরীর এত "গৈরব" কেনে।
আপন সন্তানে না দেখে নয়নে, মুখ বাঁকায়ে থাকে দাশরথির নামে।। —দাশরথি রায়

(গৌরীর উত্তর)

সাহানা—ঝাঁপতাল

তুমি তো মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানে না সে আমা বই।।
ভাঙ্ খেয়ে মা সদাই আছে, থাকতে হয় মা কাছে কাছে;
ভাল মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি তাই।।
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয়তো খেতে যায় গো ভুলে,
ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলাম চলে, (ওমা) ভেসে গেল নয়ন জলে;
একলা পাছে যায়গো চলে আপন হারা এমন কই।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গালী—একতালা

আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে।
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই বরণের এয়ো সেজে।।
ভরা ভাদরের ভরা নদী কুল্‌ কুল্‌ ছোটে নিরবধি।
সে সুর গীতালি দেয় করতালি, নাচে তরঙ্গ দোলনে রে।।
পূরব দীপক আরতির দীপ শত ছটা মেঘ জালে,
দিক্‌বালা তায় আলতা গুলেছে রক্ত আকাশ থালে।
ঘাসের বুকেতে শিশির নীর ধোয়াবে ও-রাঙ্গা চরণ ধীর,
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্যামলা সেজেছে রে।।

মিশ্র আসোয়ারী—একতালা

(আজি) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্তসিন্ধু কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত তারে।।
সুর সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত ঋষির গানে, সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত গ্রহের টানে ;
অন্তরে আজ সপ্ত সুরের নব জাগরণ স্বরে।।
সাতরাঙ্গা রবি রামধনু হাতে মরণের বাণ হানে—
সপ্ত কোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে।
সপ্ত তীর্থ একসাথ হয় হৃদি মন্দির দ্বারে, তুলে নাও বুকে তারে।। —গঙ্গানারায়ণ

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা

তব চরণ ধোয়াবে শারদ শিশির, শেফালি অর্ঘ্য দেবে।
ধরণী শ্যামল আসন বিছাবে, তুমি মা আসিবে যবে।।
রক্ত উষাতে সিন্দুরের টিপ, পরাবে মা তোর ভালে।
চাঁদিমা আরতি দিয়ে যাবে মাগো, সুনীল গগন তলে।।
কত শত শত কমল কুমারী, তোমারে পূজিতে চাহে,
দিকে দিকে তব আগমন গীতি, দোয়েল শ্যামা গাহে।।
—নিশাকান্ত চক্রবর্তী

ভাটিয়ালী—কাহারবা

তোরা আজ গারে আগমনী। গেয়ে যা প্রাণ ভরেরে, আসে দুর্গা-রাণী।।
সারাটি বরষ ধরি, আঁধার এ গিরিপুরী; সব দুঃখ দূরে যাবে আসিলে শিবানী।।
আসে গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক আসে ঐ চড়িয়া ময়ূরী ;
ঐ শোন কেশরী, গরজে হরষে মরি রে !
সাজা তোরা ফুলের সাজি (আমার) আসে হৃদয়রাণী।। —নিশাকান্ত চক্রবর্তী

বেহাগ—জলদ তেতালা

আজ্ মন্দিরে ওমা ! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে। পূজয়ে ভকত বৃন্দ, জবা সচন্দন দিয়ে।।
আনন্দিত নর-নারী সবে পুলকিত হিয়ে। মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে।।
সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লসিত হ'য়ে। দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে।।
মহাপাপী দুরাচারী। নিস্তারিল নাম ল'য়ে। পতিত কমলাকান্ত রহিল চরণ চেয়ে।।
—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

সুরট—একতালা

কে নাম দিয়েছে ত্রিগুণধারিণী, কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী,
বল মা হতে উমা, কার কাছে এত মা, হয়েছে তুমি আদরিণী।।
(আমি) সাধ ক'রে উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো আমি আজ ত শুনিলাম;
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম, ভব-ভয়-হারিণী।।
সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম, দুঃখে দুঃখে কাল হর অবিরাম,
কে রেখেছে তোর দুঃখ-হরা নাম, আমি ত জানি দুঃখিনী।।
সদানন্দের ঘর অন্ন শূন্য সদা, কে রেখেছে তোর নামটি অন্নদা,
দাশরথি যদি ভয়ে কাঁপে সদা কে নাম দিল ভয়হারিণী।

—দাশরথি রায়

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

(ওগো) নবমী নিশি তুমি আর যেন পোহায়ো না,
তুমি গেলে আমার উমা যাবে এ দুঃখীর প্রাণ আর বাঁচবে না।
সপ্তমী অষ্টমীতে আমি ছিলাম মনের সুখেতে
ওরে নবমী তুই মাথা খেতে কেন এলি বল্ না।।

(বিজয়া দশমী—মেনকার উক্তি—হরের প্রতি)

রামকেলী—যৎ (৭ মাত্রা)

পাঠাতে নারিব উমায় যাও হে হর, যাও হে ফিরে।
মন চায় তো রহ কিম্বা মেয়ে জামাই একত্তরে।।
তোমার তো নাই মান-অপমান, এখান ওখান সবই সমান,
এমন ক'রে শ্মশান মশান বেড়াও কেন ঘুরে ঘুরে।।
অভাব কিসের বল আমার, যোগাব যা চাই হে তোমার,
ন্যাংটা খ্যাপা ত্রিসংসার কাজ কি তোমার ভিক্ষা ক'রে।।
যেথাই থাক হরগৌরী, সেই ঠাঁই-ই কৈলাস পুরী,
নিজগুণে কৃপা করি উভয়ে স্থির রহ ঘরে।।

—স্বামী তপানন্দ

(মেনকার উক্তি—উমার প্রতি)

কীর্তন ভাঙ্গা—একতালা

বল গো মা উমা কোন প্রাণে তোমা পাঠাইব আজ হরেরি ঘরে।
থাকে সে শ্মশানে ভূতগণসনে লাজ ভয় নাই ভবের অন্তরে।।

রাখি আমি তোরে নয়নে নয়নে, পলকে প্রলয় হেরি তোমা বিনে।
মা ডাক শুনিলে ও চাঁদ বদনে চাহি না কিছুই এ তিন সংসারে।।
বিঁধে যদি কাঁটা তোর রাঙ্গা পায়, বাজে মোর বুকে কে বুঝিবে তায় ;
মোরে ফেলে তুই যাইবি কোথায় প্রাণহীন প্রাণে বাঁচিব কি ক'রে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

(মেনকার প্রতি উমার সান্ত্বনা বাক্য)

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা

কি যে স্নেহডোরে বেঁধেছ মা মোরে, ছেড়ে যেতে তো মা মন নাহি সরে,
সাধে কি মা যাই, ভোলা তোর জামাই, আর যে কেহ নাই একা আমি ঘরে।।
ভাবে বিভোর সদা, চান না আঁখি মিলে, খেতেও যান ভুলে খাওয়ায়ে না দিলে,
কার্তিক গণেশ এই দুটি ছেলে, অস্থির ক'রেছে যাব যাব ক'রে।।
নন্দী ভৃঙ্গী ভূত প্রমথ সকলে, যোগিন্যাদি মোরে, জানে মা ব'লে।
আমি যেমন তোমার, তারাও তেমনি ছেলে, কেমনে বল ফেলে থাকি স্থানান্তরে।।
স্থির হও মাগো শান্ত কর মন, বুঝেও কেন হও উতলা এমন।
মুদিলে নয়ন করিবে দর্শন, তোমার কোলেই আছি চিরকাল ধ'রে।।

(প্রার্থনা) সুরট—একতালা

কোটি বিজলি অঙ্গে উজলি আজি এ বঙ্গে,
দুখ দুর্গতি হরণে দুর্গে হের কৃপা অপাঙ্গে।
করী-অরি-পরে আরোহণ করি দশ করে দশ প্রহরণ ধরি,
দক্ষিণে হেরম্ব, কমলা, বামে বাণী, ষড়ানন সঙ্গে ;
স্নেহভরে আসি রিপুগণ নাশে, পরম উল্লাসে অট্ট অট্ট হাসে,
মহিষমর্দিনী উমা এলোকেশে নাচ গো মা রণরঙ্গে।।
নত কিঙ্কর কাতর আহ্বানে, তনু ধরি এস পতিত ত্রাণে,
লীলাছলে কোটি যোগিনীর সনে শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে ;
সব সম্পদসিদ্ধি বিধানে শক্তি বিদ্যা ধর্মে জ্ঞানে।
আনন্দ দাও ভারত সন্তানে, ভাসাও প্রেমতরঙ্গে।।

—স্বামী তপানন্দ

শ্রীশ্রীমাতৃসঙ্গীত

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে, ত্র্যম্বকে, গৌরি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে, গুণময়ে, নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে, জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে, জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। —দেবীসূক্ত

জয়জয়ন্তী—চৌতাল

ত্বং অপারা, বিশ্বসারা, বিশ্বাধারা বিশ্বরঞ্জিনী ;
সর্বভূত-আত্মভূত, সর্ববিভূতি-প্রবিধায়িনী।।
ত্বং অনল-ক্ষিতি-অনিল, ব্যোম-সলিল-সংরূপিণী ;
তুমি অমেয়া মহেশজায়া, ভো অভয়া ভয়বারিণি।।
বিরাজিতা শব-আসনে, কভু প্রমত্তা আসব পানে,
কভু যুক্তা শিব সনে, শিবে গো শিবানি ;
ওমা ত্রিগুণধারিণি, গুণাতীতা ত্রিনয়নি,
প্রেমিকের ত্রিতাপের তাপ সংহর হর-মোহিনি।।

—প্রেমিক

খাম্বাজ—চৌতাল

নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িত জটাবিভূষিণী ;
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী।।
নিরমল-নিশাকর-কপালিনী, নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী,
নৃকর-চারুকর-সুশোভিনী, লোলরসনা করালবদনী।।
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দূলছাল, নীল পদ্ম করে, করে করবাল,
নৃমুণ্ড-খর্পর অপর দ্বিকরে লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী ;
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে ইঁহার নিগূঢ় না পায় ;
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্যসিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী।।—মহারাজ শিবচন্দ্র

দেশ—তেওরা

(এমা) কালভয়বারিণি কপালিনী, কালরূপিণী,
শম্ভুভামিনী, নিশুম্ভঘাতিনী, সমরবাসিনী, সুরবন্দিনী।।
পুর-হর-মনোমোহকারিণী, সত্যবাদিনী ;
তত্ত্বদায়িনী, ত্রাসনাশিনী, ত্রাণকারিণী, তিমিরবরণী।।
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিদেবজননী, ত্রিলোকেশী, তেজরূপিণী,
অন্নদায়িনী, অমরপালিনী, অসুরদলনী, আদিকারিণী,
আশুতোষ-হৃদিবিলাসিনী, আত্মরূপিণী।। —আশুতোষ দেব

জয়জয়ন্তী—ধামার

আহা মরি মরিরে, কিরূপ মাধুরী, ও বামা কে আসে হাসিতে হাসিতে ঘনবরণী।
বিবসনা নবীনা রমণী এলায়ে পড়েছে বেণী,
চরণে নূপুর, কটিতে কিঙ্কিণি, আসব আবেশে লোহিত-লোচনী।।
(বামার) ভালে শিশুশশী, সীমন্তে সিন্দুর, পীযূষপূর্ণ পীন পয়োধর,
অসিমুণ্ডধরা বরাভয়া মুণ্ডমালিনী ;
সাধক হৃদয় ভাবেতে ধন্য, নিরূপমা নারী নহে সামান্য,
ত্রিতাপহারিণী শিবের কামিনী বিশ্বপ্রসবিনী ভুবনমোহিনী।। —সাধক

খাম্বাজ—তালফেরতা চৌতাল,—সঞ্চারী—ধামার

জগত জননী জাগিয়াছে আজি জয় মা তারিণী গাও রে।
বাজাও ডঙ্কা নাহিক শঙ্কা ঘুচে গেছে ভবভয় রে।।
নেহারি-দানব-নিপীড়িত ধরা, দানব-দলনী পাগলের পারা,
মুখে অট্টহাস ত্রিভুবন-ত্রাস বুঝি বা সৃষ্টি যায় রে।।
ডাকিনী যোগিনী নাচিছে সঙ্গে, গ্রাসিছে দানব কত না রঙ্গে,
রুধির লেগেছে সকল অঙ্গে পদভরে ধরা টলে রে।
দানব নাশিতে অসিমুণ্ডধরা, ভকতের তরে বরাভয়করা,
রুদ্র মধুরে অপরূপ তারা, হেরিলে প্রাণ জুড়ায় রে।। —স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জয়জয়ন্তী—চৌতাল

তুমি শ্যামা হররমা উমা রমা মনোমোহিনী,
তুমি পরা বিশ্বাধারা বরাননী বরবর্ণিনী।
যোগীবর হৃদয়কন্দর জ্ঞানভাস্কর প্রবিধায়িনী
সতী সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী, মুক্তিদাত্রী ভোগদায়িনী।।

বিবসনী তুমি কৃপাণী, গলদ্রুধির শিরোমালিনী, বরাভয়া ত্রিনয়নী, ত্রিবর্গদায়িনী ;
ওমা ভূধরনন্দিনী, দনুজ-দল-দলনি, প্রেমিকের ভব ভয় হর হর মা হররানি।।

—প্রেমিক

ইমন-কল্যাণ—ধামার

বামা কেরে এলো চিকুরে !
বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি 'পরে।।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে ঢলে পড়ে আসব ভরে।।
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হত-দিতি-সুতচয়,
স্পর্শমাত্র শিব হয় সমর মাঝারে ;
কমলাকান্তের ভাষী, সর্বনাশি, ধরে অসি
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে।। —কমলাকান্ত চক্রবর্তী

তিলক-কামোদ—সুরফাঁক্তা

কেরে বামা ভুবনমোহিনী, করালিনী রঙ্গিণী,
রণ-মাঝারে আলো করি, কিবা বিহরে নিবিড় নীরদবরণী।
বিকশিত-চারু-দশনা, ঘোর-লোহিত-লোচনা, অট্টহাসি-আননা,
বিবসনা শব-আসনা, দানব-দৃপ্ত-দলনী।।
ভীম মধুর কান্তি, নাশে মানস ভ্রান্তি, দরশনে চিরশান্তি,
যাচে হৃদয় আকুল অভয় শ্রীপদতরণী।। —নীরদ রঞ্জন মজুমদার

প্রসাদী, লুম্-ঝিঁঝিট—একতালা

কে গো আমার মাকি এলি।
আয় মা মনের কথা বলি (ওমা শোন মা, দুটি কথা)।।
এত দুঃখ দিয়ে শ্যামা যদি দয়া প্রকাশিলি,
তবে মা হয়ে মায়ের মত ছেলের কথা শোন্ মা কালী।।
দাঁড়া গো মা হৃৎকমলে, পূজি মানসকুসুম তুলি,
ভক্তিচন্দন মাখাইয়ে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।।
কবির সুমহৎ হোম চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালি,
পূর্ণাহুতি দিব তাহে 'জয় কালী, জয় কালী' বলি।।
প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত, কর্মফল মা তুই সকলি,
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি।।

—প্রেমিক

(দশমহাবিদ্যারূপ)

মিশ্র-বেলাবল—ঝাঁপতাল

কে জানে মা তব মায়া মহামায়ারূপিনি ! বিরাজিছ সর্বঘটে মা তুমি বিশ্বব্যাপিনী।।
প্রথমে তে মহাকালী, দ্বিতীয়ে তে তারা, তৃতীয়ে ষোড়শীরূপা, তুমি মা ত্রিপুরা।
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, অপরূপ মাধুরী, হ'লে মা বিচিত্র নারী হর মনমোহিনী।।
পঞ্চমে পরমেশ্বরী, ভৈরবী আকারা, বিভূতি ভূষিত অঙ্গে, শিরে জটাভারা,
কি হেরিলাম মা অদ্ভুত, ভূতনাথ আবির্ভূত, চিত্ত ভীত সশংকিত, হর শূলপাণি।।
ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করিলে, নিজ মুণ্ড কেটে মাগো করেতে রাখিলে,
রক্ত উঠে মা তিন ধার, এক ধার করে আহার
আরো অন্য দুইধার পিয়ে দুই ডাকিনী।।
সপ্তমেতে ধূমাবতী, অষ্টমে বগলা, নবমে মাতংগীরূপা, দশমে কমলা,
কি দিয়ে বর্ণিব মাগো ! তুমি বর্ণমালা, কৃপাকরি এ দাসেরে তারো গো মা হররাণী !

—অজ্ঞাত

বাহার—চৌতাল

[কোন কোন জায়গায় বাগেশ্রী দেখা যায়]

কে এল এলোকেশে ন্যাংটা বেশে রণেতে,
নাচে শবে, নাশে সবে, শিবা সব সঙ্গেতে।।
অধরে রুধিরধারা, সর্বাঙ্গ শোণিত ভরা,
শাণিত কৃপাণধরা, কাঁপে ধরা ভয়েতে।।
শব দোলে কর্ণমূলে, নরশির শোভে গলে,
অনল জ্বলিছে ভালে, কালফণী কাঁধেতে ;
প্রেমিক বলে ওমা কালি, ভূভার হরিলি খালি,
করলিনে ভার আমার খালি, পারি না ভার বহিতে।।

—প্রেমিক

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল

দীনতারিণী, দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।।
ত্বং হি কালী তারা পরমাপ্রকৃতি, ত্বং হি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বং হি স্থল জল অনল অনিল, ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ-প্রসবিনী।।
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি।।
নিরুপাধি আদিঅন্তরহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবঞ্চ, ভবভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী।।

সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননী ;
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয় সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।। —মহারাজ শিবচন্দ্র

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

সিংহচারী খপথ ধাওয়ে, অসুর-সুরগণ গগনে ছাওয়ে,
রক্ত-বীজ-মারী করে রুধির ধারে।।
ইন্দ্র চন্দ্র করত ধ্যান, ভয়ে ধরণী কম্পমান,
আওয়ে হরি শঙ্খ নাদে সকল চরণ পাওয়ে।।
ব্রহ্মা হরি হর ধরণী অম্বর, সিদ্ধ কিন্নর সজল জলধর, জ্যোতিঃ সঞ্চারে।।

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল

ওমা কালি, চিরকালী সঙ্ সাজালি এ সংসারে।
এ সংসার তো নাইকো মজা, সাজা পাই মা অন্তরে।।
কভু অনল-অনিলে কভু ব্যোম রসাতলে,
কভু বারিধি সলিলে সাজাও নানা আকারে ;
ভ্রমিয়া অশেষ দেশ, ধরিলাম অশেষ বেশ,
তবু তো না হোল শেষ, বলিহারি মা তোমারে।
প্রেমিক বলে মন যে পাজী, তাইতো এলো মনে মজি,
নইলে তোমার এ কারসাজি খাটতো কি মা বারেবারে।। —প্রেমিক

বাগেশ্রী—ধামার

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত-চিকুর আসব-আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরে করতলে গজ গরাসে ;
কালীর শরীরে রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে,
নীলকমল শ্রীমুখমণ্ডল, অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।।
নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে,
রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রব উঠে আকাশে,

দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে,
কোপ কর দূর, চল নিজপুর নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে।। —শ্রীরামপ্রসাদ

বাহার—ধামার

দ্যাখনা চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে, করতেছে কি কারখানা,
হাস্য করে, আস্যে পোরে, মত্ত মাতঙ্গ সেনা।।
আসব পানে মত্ত মন রোষে আরক্ত নয়ন, নৃত্য করে অনুক্ষণ, সঙ্গে পিশাচ দানা।।
রুধির ধরে উদরে, কাঁপে ধরা পদ ভরে, হুহুঙ্কার রব করে, সদাই লোল রসনা ;
(যত) ভীষণ আকার ধর, ভীত নহে এ অন্তর, অন্তে হ'য়ো না অন্তর প্রেমিকের এই বাসনা।।
—প্রেমিক

নিসাসাগ—ঝাঁপতাল

জয়তি জয় দুর্গে জগতারিণি জ্বালামুখি !
জগন্ময়ি যোগেশি জন পালিনি নাশিনি ! জগমন্‌-মোহিনী যোগেন্দ্র-গতি-দায়িনি।
জীবশিব কারিণি জ্যোতিঃস্বরূপিণি ! ত্রিজগত নাশিনি জয়ন্তি যদুনন্দিনি।

সুরট-মল্লার—তেওরা

বড় ধূম লেগেছে, হৃদিকমলে। মজা দেখিছে আমার মন-পাগলে।।
হতেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপিতে মিলে,
আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে।।
দেখে অবাক লেগেছে তাক্‌ ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে,
পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ জ্ঞানের কপাট গেছে খুলে।
প্রেমিক পাগল বলে সকল তাবলে আমার মন কি টলে,
(যার) পিতামাতা বদ্ধ পাগল ভাল হয় কি তাদের ছেলে।।
শোন্‌ মা তারা ভূভারহরা এই বেলা মা রাখছি ব'লে
(যখন) ভাসব' জলে অন্তকালে তনয় ব'লে করিস কোলে।।
—প্রেমিক

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল

কি তার তারা নামের, সে সুতারে যে জন জানে,
অন্য তার সুতার লাগে কি তার রসনে ?
তনুবীণা তনু তারে নিঃস্বরে যে স্মরে তারে,
তারা তা'রে সদা তারে বিপদে পদ প্রদানে।।

প্রকৃত প্রকৃতি ভাবে বিকৃত প্রকৃত ভাব, শরীর সেতারে তার করি ভব গুণ রব ;
খাইলেন হলাহল তবু না গ্রাসিল কাল, মৃত্যুঞ্জয় নাম হ'ল তারিণী নামের গুণে।।
মন যদি নাহি পার বাজাইতে সে সেতার, গুরুদত্ত জ্ঞানসার ধ্যান কর মনে মনে ;
আছে সরস রসনা কালীনাম সদা কর না, ঘুচিবে ভবযন্ত্রণা মন্ত্রণা প্রেমিক ভণে।।

—প্রেমিক

কামোদ—চৌতাল

পঙ্কজ বনে রাত্রদিনে কি রঙ্গ করিছ শিবা,
সদা শিব সঙ্গে আনন্দে আমন্দময়ী।।
তুমি একা হ'য়েছে দ্বিধা, পরমপুরুষ প্রকৃতিনারী ;
কতই নামে, কতই রূপ, ধরি কত লীলা কর, লীলাময়ী।।
সকল আকারে আছ মা অন্তরে, জানিতে না পারে জীব তোমারে.
তুমিই নিত্যা নিরাকারা চিদানন্দ-ব্রহ্মময়ী ;
তুমি কৃপা কর যারে সেই তোমারে জানিতে পারে,
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ, দেবেশি, সাধকের হৃদিপদ্মে প্রকাশ, করুণার্ময়ি।। —সাধক

আড়ানা—চৌতাল

জগতজননি, আমায় তরাও গো মা তারা।
জগতকে তরালে আমাকে ডুবালে আমি কি জগত ছাড়া, মা তারা।।
দিবা অবসান রাত্রিকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী মা আছ কাণ্ডরী, (তবু) ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা।।
রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা, মা হ'য়ে পাঠালি মাসীর পাড়া,
কোথায় গিয়েছিলি এ ধর্ম শিখিলি, মা হ'য়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ?

—শ্রীরামপ্রসাদ

খাম্বাজ—যৎ

কে নাচে সমরে বামা তিমিরবরণী ? শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নীল নলিনী।।
কেরে ঘূর্ণিত লোচনী ত্রিনয়নী দিগম্বরী ? পদভরে ধরাধর অধীরা ধরণী ;
তাই ভেবে শ্রীচরণে পড়ে আছেন শূলপাণি।।

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়,
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়।।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়,
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।।
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়,
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।।
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়,
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়।। —মদন

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল

ওমা ভবভয়বারিণি, এলাম ভবে দেখা দে গো জননি,
দিও না যাতনা ত্রিনয়না, দিবানিশি ভাসি দুঃখে গো তারিণি।।
তব পদে এই মিনতি, না জানি জননি তোমার স্তুতি,
গতি হীনের অতি মূঢ়মতি, কর দীনে ত্রাণ, ত্রাণকারিণি।।
দাসের দোষ হর হর-মনোরমা, তনয়েরে ঘৃণা ক'র না গো উমা,
এ পাপাঙ্গে গো অপাঙ্গে কর কৃপা শ্যামাঙ্গিনী ;
এ রঙ্গভূমির রঙ্গ কালস্রোতে হ'লে ভঙ্গ,
প্রেমিকের না হয় আতঙ্ক, কর কৃপা কপালিনি।। —প্রেমিক

পরজ বাহার—সুরফাঁক্তা

দয়াময়ী হ'য়ে গো মা নিদয়া হ'য়ো না শ্যামা।
ও হর ললনা, বুঝিতে পারি না, এ কেমন তোমার ছলনা।।
ভেবেছিলাম ভবে ভবজায়া ভেবে করব ভবব্যাধি সান্ত্বনা,
আমার আশা সকল করিলি বিফল সফল ভ্রমণ হ'ল না।।
প্রপঞ্চ জগতে পরিজন ভূতে লঙ্ঘাইয়া দিচ্ছে যাতনা,
খেতে শুতে যেতে ফেরাস তাদের মতে স্বাধীনতা প্রেমিক পেলে না ;
এত যে চাতুরী করিবি শঙ্করি, স্বপনেও তা ত জানি না,
(এখন) কর মা উপায় দিয়ে স্থান ও পায় বৃথা জনম যেন যায় না।।

—প্রেমিক

আড়ানা—তাল ফেরতা (চৌতাল, সঞ্চারী—ধামার)

দুরিতবারিণি ও মা হররানি ডাকিছে কাতরে এ দীন সন্তান,
করিয়া যতন কমল আসন পেতেছি হৃদয়ে কর অধিষ্ঠান।।
শিখাইয়া দাও তুমি মা ভবানি. কেমনে পূজিব চরণ দু'খানি,
ভজন পূজন কিছুই না জানি, তাই ভাবি কিসে পাব পদে স্থান।।

ভরসা কেবল করুণা তোমার তাই এ সন্তান ডাকে বার বার,
নাশ মা তাহার অজ্ঞান-আঁধার তনয়ে তোমার দাও দিব্য জ্ঞান ;
যেন নাহি ভুলি চরণ দু'খানি এই মতি দাও তনয়ে জননি,
অকূল পাথার কিসে হই পার, ভব দুঃখ যেন হয় অবসান।। অজ্ঞাত

সুরট মল্লার—তেওরা

শ্যামা, মন-ছাঁচে তোমাকে ফেলে, মনোময়ী মূর্তি আজ ল'ব তুলে।।
মন যে আমার খাদে ভরা, তোমার ভাবে কৈ মা গলে,
ভাবরূপিণী হও তারিণি, গ'লে আমার ভাব অনলে।।
দেখিব রূপ তোমার স্বরূপ, যে রূপেতে ভোলা ভোলে,
পুরাও আশা, কৃত্তিবাসা, দিয়ে দেখা হৃদিকমলে।।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কি হবে মা বনফুলে,
কি দিয়ে পূজিব তোমায় ভাবছি ব'সে তাই বিরলে।।
আমি আমার নই জননি, আমার নাই কিছুই ভূতলে,
এ ব্রহ্মাণ্ড তোমার সৃষ্টি, দৃষ্টিহীনে আমার বলে।।
প্রেমিক বলে শোনরে যুক্তি যথাশক্তি ভক্তিজলে,
ধু'য়ে দে মা'র রাঙ্গা চরণ, মনফুল দে পদতলে।। —প্রেমিক

মিশ্র—ঝাঁপতাল

স্থির্ হয়ে তুই বস্ দেখি মা খানিক আমার আঁখির আগে।
দেখ্‌ব নিত্য লীলাময়ী স্থির্ হলে তুই কেমন লাগে।।
শান্ত হলে ডাকাত মেয়ে কেমন দেখায় দেখব চেয়ে।
চিন্ময় শিব-শম্ভু কেন চরণ তলে শরণ মাগে।।
দেখব চেয়ে জননী তুই সাকারা না নিরাকারা
কেমন করে কালী হয়ে নামে ব্রহ্ম জ্যোতি ধারা।
কোলে নিতে কোলের ছেলে শ্মশান্ জাগিস্ বাহু মেলে,
কেমন করে মহামায়ার বুকে মায়ের মায়া জাগে।। —নজরুল

কাফি—ঝাঁপতাল

যখন যেরূপে মাগো রাখিবে আমারে সেই সুমঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।
বিভূতি ভূষণ কিংবা রতন মণি-কাঞ্চন, তরুতলে বাস কিংবা রাজসিংহাসন
সম্পদে বিপদে অরণ্যে বা জন-পদে মান অপমানে কিংবা রিপুকারাগারে।।

—কমলাকান্ত

দরবারী-কানাড়া—একতাল

মানুষ হইব আশা করে মাগো এসেছি তোমারি দুয়ারে।
কর মা মানুষ, দাও "মান হুঁশ," আর কাঁদায়োনা আমারে।।
বিষয়-লালসে ভোগের নেশায়, আর ঘুরিবনা নরপশু প্রায়।
মতি দাও মাগো "ত্যাগ ও সেবা"য়, মিশিব শান্তি-পারাবারে।।

—চণ্ডিকানন্দ

রাম প্রসাদী—একতাল

মনরে কালী বলে ডাক।
আমার কথা শোন কথা রাখ, তুমি ঘরের বাহির হয়ো নাকো।।
ভবের যাতনা যত দেহ তাদের অনুগত
দেহ জানে আর দুখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক
ঘরে আছে দু'জন কুজন, তাদের সাথী হয়োনা মন,
রসনা রঙ্গিয়া যত্নে তায় স্ববশে রাখ।।
কমলাকান্তের হৃদি— কমলের আনন্দ-নিধি
(আমি) সাধ করে মন তোমায় দিলাম তুমি জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেখ।। —কমলাকান্ত

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

'মা' 'মা' বলে আর ডাক্‌বো না, ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রনা।।
ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী, কি আর ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী।।
দ্বারে দ্বারে যাবো ভিক্ষা মেগে খাব, তোর কাছে তবু কিছুই চাইব না।।
ডাকি বারে বারে 'মা' 'মা' বলিয়ে, মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মাতা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে, মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না।।
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র, মা হয়ে হলিমা সন্তানের শত্রু
দিবানিশি ভাবি আর কি করিব, দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা।।

—রামপ্রসাদ

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী, আসে কি না আসে দেখি।।
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তায় একটা ভাব্‌না কিরে
তবে তারা নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখি।।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা
আমি কখন নাতান, তখন সাতান, কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি।।

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে
যাঁর ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব, আমি তাঁর অন্ত পাব কি।। —রামপ্রসাদ

কাফিসিন্ধু—খং

এমন দিন কি হবে মা তারা।
(যবে) 'তারা' 'তারা' 'তারা' বলে তারা বয়ে পড়্‌বে ধারা।।
হৃদি পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে কেটে
(তখন) ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, 'তারা' বলে হবো সারা।।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে।
ওরে, আঁখি অন্ধ, দেখরে মাকে, তিমিরে তিমির হরা।। —রামপ্রসাদ

তোর কালরূপ দেখতে মাগো, কাল হ'ল মোর আঁখি।
চোখের ফাঁকে যাস্ পালিয়ে, মা তুই কালো পাখী।।
আমার নয়ন-দুয়ার বন্ধ করে এই দেহ-পিঞ্জরে
চঞ্চলা গো বুকের মাঝে রাখি তোরে ধরে
চোখ চেয়ে তাই খুঁজে তোরে পাইনে ভুবন ভ'রে।
সাধ যায় মা জন্ম জন্ম অন্ধ হয়ে থাকি।।
তোর কালোরূপের বিজলি চমক কোটি লোকের জ্যোতি
অন্ত তোর কালোতে মা সকল আলোর গতি।
তোর কালোরূপ কে বলে মা তমঃ, ঐ রূপে তুই মহাকালী মাগো নমো নমঃ
তুই আলোর আড়াল টেনে মাগো দিসনে মোরে ফাঁকি।। —নজরুল

মিশ্র ভৈরবী—ধামার

মহাবিদ্যা অ্যাদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা।
পরমাপ্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক পালিকা।।
মহাকালী মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি দেব মাতা তুমি গায়ত্রী, ষোড়শী কুমারী বালিকা।।
কোটি ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র মা, মহামায়া তব মায়ায়
সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয়, সমুদ্রের জলবিম্ব প্রায়।

অচিন্ত্য পরমারূপিনী, সুর-নর-চরাচর প্রসবিনী
নমস্তে শিবা অশুভ নাশিনী তারা মঙ্গল সাধিকা।।

—নজরুল

মিশ্র খাম্বাজ—ত্রিতাল

কেও রণরঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী নাচিছে উলঙ্গিণী আসব আবেশে হায়।
কুন্তল দল দল চুম্বে চরণতল, মধুব্রত চঞ্চল ঝংকারে পাপ পায়।।
ভীষণাদপিভীষণা প্রেমফুল্লাননা হেরি নিরভয়মনা ইন্দু ভয়ে লুকায়।
গভীর অন্ধকারে বিশ্বব্যাপ্ত করে, সপ্ত সাগর নীরে মোহ ধরণী ডুবায়।।
বধ বধ হন হন প্রবহন ঝন্‌ঝন্‌ প্রবল প্রভঞ্জন বুঝি প্রলয় ঘটায়।
অট্ট অট্ট হাসে চন্দ্র সূর্য্য খসে, হুহুঙ্কার রবে গ্রহ তারা নিভে যায়।।

—অজ্ঞাত

কানাড়া—চৌতাল

কালী কপালিনী পূর্ণ সনাতনী কলুষনাশিনী কৈবল্যদায়িনী
জ্ঞান-ভক্তি-প্রদায়িনী, পতিত জন-পাবনী।।
কাতরে ডাকে মা অকৃতি সন্তান, কৃপা করি তারে দাও পদে স্থান
দাও সেই জ্ঞান যাহে পায় ত্রাণ এ ভব-সাগরে জগতজননি।।
যে জন তোমার ও রাঙ্গা চরণ হৃদয়ে সতত করে মা স্মরণ,
ভবভয় তার হয় নিবারণ অন্তে শান্তিধামে যায় সে তখনি :
তুমি বিনা আর কে আছে আমার, মাগি গো শরণ শ্রীপদে তোমার
করো না নিরাশ হও মা প্রকাশ, দাও দরশন করুণারূপিণী।।

কেদারা—ধামার

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে অন্ন দে মা অন্নদে !
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং দেহি মে জ্ঞানদে।।
ধন্য কাশী শিব ধন্য সুরধুনী অবতীর্ণ।
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভবদে।।
হ'য়েছে মা ক্ষুধাব্যাধি দে মা গো সুধা-ঔষধি,
অন্তে চরণে সমাধি মোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে।।

—মহারাজ রামকৃষ্ণ

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল

অন্তরে জাগিছ গো মা, অন্তরযামিনী, কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী।।
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি,
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী।।
কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি
পিয়াও অমৃত শুনাও মধুর কাহিনী ;
নিরবধি অবিচারে কত ভালবাস মোরে,
উদ্ধারিছ বারে বারে পতিতোদ্ধারিণি।।
বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী ;
করি মাতৃস্তন্যপান, হব বীর বলবান,
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী।। —ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

আড়ানা—ঝাঁপতাল

দুর্গে দলনী দুঃখ, দারিদ্র্যদহনী, দুষ্ট-বিদারিণী হর-শম্ভু-জায়া।।
অসুর-সংহারিণী, রক্তবীজ-নাশিনী, দীন-অভয়বরা-সুর-নর-পায়া।।
সংসার-তারিণী, তারা তরণীতে, উদ্ধারে কৃপালী, যো পরমা মায়া ;
সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড, ত্রৈলোক্য-ব্যাপিত, যাচে সুযশ চারু আনন্দ-দায়া।।

দুর্গা—তেওরা

মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হ'ল মার রূপের ডালি।।
তবু মায়ের রূপ কি হারায়। সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্রতারায়।
মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি।।
উমা' হ'ল ভৈরবী হায়, বরণ করে ভৈরবেরে,
হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে শ্মশানে মশানে ফেরে ;
অন্ন দিতে ত্রিজগতে, অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী।। —নজরুল

মালকোষ—ধামার

ঈশ্বরী পরমা, নির্গুণা ত্রিগুণা একা হও নানা ;
অচিন্ত্য অতুলনা তুমিই আমার মা।।
জগত জীব ঈশ্বর ভিন্ন ব্যবহারে লীলা কর সৃজন পালন সংহারে।
এ মায়া সরায়ে স্বরূপ মহামায়ে দেখাও সচ্চিদানন্দময়ি ! শুদ্ধা ভূমা।।

—স্বামী তপানন্দ

সাহানা—ঝাঁপতাল

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দ মগনা, সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না।।
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা, উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না।।

দরবারী কানাড়া—চৌতাল

কে ও ললনা নলিনী-বদনা দানব-দলনা বলরে আমায়,
মরি কি মাধুরী যেন স্বর্ণগিরি রবিশশী হারি পতিত পায়।।
গলিত চিকুরে শ্রীঅঙ্গ-প্রভা নব নীলঘনে চপলারি আভা,
কপোল কমলে অনিল হিল্লোলে, অলকার ছলে মধুপ ধায়।।
রাজে মৃগরাজে সাজে অপরূপ, আসব আবেশে সুধায় লোলুপ,
হুহুঙ্কার ধ্বনি কাঁপিছে অবনী, চরণে শরণ বিপিন লয়।।

সাহানা—ঝাঁপতাল

মদমত্ত-মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়,
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়।।
নখরে অরুণ ছুটে পদচিহ্নে পদ্ম ফুটে,
মকরন্দ গন্ধে অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়।।
অট্টহাস্য অবিরত তড়িত প্রকট কত,
উজল ঝলকে আলো কালবরণ ঘটায়।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গৌড়সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার, ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার।।
অকর্মজনিত ভয় যদি ভোগাধীন হয়, ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন, হেলায় হারালে দিন, এখনো কর বিধান মনরে আমার ;
আদিভূতা সনাতনী চরণ করবে ধ্যান, না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বন্ধ আর।।

—রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

পাবি না ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে,
সেয়ান পাগল বুঁচকিবগল, কাজ হবে না ওরূপ হ'লে।।
শুনিসনে তুই ভবের কথা, এ যে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা,
সার করে শ্রীনাথের কথা চোখের ঠুলি দে না খুলে।।
মায়া মোহ ভোগতৃষ্ণা দেবে তোরে যতই তাড়া,
বোবার মত থাকবি বসে, সে কথায় না দিয়ে সাড়া,
নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে, ভ্রমণ কর তত্ত্বপথে,
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী বলে।
মজা আছে এ পাগলে, জানবি আসল পাগল হ'লে,
'আয়রে পাগল ছেলে' ব'লে, ঐ পাগলী মায়ে নেবে কোলে ;
ফুরাবে পাগলের মেলা ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা,
শান্তিধামে করবি লীলা এ যুক্তি প্রেমিক বলে।। —প্রেমিক

মল্লার—একতালা

মরি কি রূপমাধুরী, (আহা মরি মরি)।।
ভুবন-আভা মানস-লোভা কিবা শোভা নেহারি।
বিহরে সমর-সাজেরে শিবানী শঙ্করী।।
অধরে মৃদু হাসির রেখা, যেন গো দামিনী গগনে আঁকা,
ভকত-হৃদয়ে বিতরে আলো মোহ-তিমির নিবারি।।
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল, গলে দোলে মণি-মুকুতা-মালা,
লোচন বিশাল কুন্তল-দল, নিবিড় নীরদ যায় হারি।।

—অনিলবরণ রায়

ঝিঁঝিট—একতালা

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী।।
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দসাগরে ভাসি,
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।।
কালী নামে পাপ কোথা মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
(ওরে) অনলে দহন যথা হয়রে তুলারাশি।।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাব ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর নাম তার গয়া—শুনে হাসি।।

কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় তার দাসী।।
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
(ওরে) চতুর্বর্গ করতলে ভাবিলে রে মন এলোকেশী।।

—রামপ্রসাদ সেন

মিশ্র-সাহানা—ঝাঁপতাল

রাঙ্গা জবায় কাজ কি মা তোর অরুণরাঙা চরণ তলে?
লক্ষ কোটি ঊষারবির আঁধার ভাঙা আলোক ঝলে।
সাজাতে তোর ঐ রাঙা পায় রত্নপতি হার মেনে যায়,
পাগল ভোলা বুক পেতে দেয় চরণরেণু পাবার ছলে!
লক্ষ কোটি ঊষারবির আঁধার ভাঙা আলোক ঝলে।
ঐ পায়ে তোর দেবার মত কী ধন আছে আমার ঘরে?
জবা—সে তো তোরই জবা—তোরে দেব কেমন ক'রে?
তবু মা তোর চরণ মূলে করব পূজা জবাফুলে।
ভক্ত যেমন জাহ্নবীতে অঞ্জলি দেয় গঙ্গা জলে,

—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

মালকোষ—একতালা

নমামি ত্বং তারিণি, নমামি ত্বং তারিণি।
ত্বং হি ব্রহ্মাণী, ত্বং হি রুদ্রাণী, মহেশ্বরী নারায়ণী
বারাহী নারসিংহী অপরাজিতা কৌমারী
অষ্টশক্তি রূপিণি নমামি ত্বং তারিণি!
বিকট শ্মশান করেছ আলয়, আসন করেছ ঈশান হৃদয়,
এলায়ে দিয়েছ চিকুর জাল লোল রসনা বিকট দশনা শোণিত মেখেছ অঙ্গে
ভীষণ আহবে ভীম হুঙ্কারে সেজেছ দানব দলনী।
নমামি ত্বং তারিণি, করেতে শোভিছে বরাভয় আর,
শাণিত কৃপাণ নরশবশির কণ্ঠে দুলিছে মুণ্ডমালী।
কটিতে বন্ধ বিকট কাঞ্চী নরশবকর নিকরে
গগন চুম্বিছে উজল কিরীট চরণে বাজিছে কিঙ্কিণী

নমামি ত্বং তারিণি তুমি ভূমি ব্যোম তুমিই সলিল
তুমিই অনিল তুমি বৈশ্বানর তুমিই মনোবুদ্ধি।।
অহঙ্কার তোমার বিকার চিদানন্দ রূপিণী
তোমা ছাড়া কিছু নাহি আর বিপুল বিশ্বব্যাপিনী।
নমামি ত্বং তারিণি। —স্বামী নির্বেদানন্দ

মালকোষ—একতালা

(ওমা) দীন তারিণি তারা !
দিনে দিনে দিন কেটে গেল মাগো আর কতদিন রব তোমা ছাড়া।।
পাঠালি যদি মা এ ভব সংসারে (কেন) চির পরাধীন করিলি আমারে :
পরাধীনতার সহে না যাতনা. নে মা কোলে তুলে ওমা দুখহরা।।
-- -রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

খাম্বাজ—যৎ

জয় জয়ন্তী দেবী রুদ্রাণী ব্রহ্মাণী জয় জয় শ্যামা।
কল্যাণী জীব-কলুষ-বিনাশিনী কালবারিণী নিরুপমা।।
চরণ সরোজে. রতন নূপুর বাজে : নাচে বামা অষ্ট যামা—
সুরাপানে ঘোর লোহিত লোচনী. সদাশিব মনোরমা।।
কে জানে ধ্যানে, জ্ঞানে. সুর নর মুনিবর তব মহিমার সীমা।
তুমি আদি. তুমি অন্ত. অনন্ত মা. তুমি মহেশের হর সিদ্ধকামা।।

কেদারা—সুরফাঁক্তা

দেবী দুঃখ-হারিণী. তারিণি. দুর্গা দুরিত-বারিণী মাতঃ তুমি জগদম্বা।
আগম নিগমে শুনি. তুমি প্রাণ স্বরূপিণী জীবগতি-বিধায়িনী মোক্ষদা রুদ্রা।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা. লোকে বলে করি আমি।।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ. কারে কর অধোগামী।।

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।।
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন তুই কারে করিস ভয়।
এতনু দক্ষিণা কালীর পদে করেছি বিক্রয় আমি।। —রামপ্রসাদ

কীর্তন—ঝাঁপতাল

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তে ছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।।
মায়া কান্না হোলো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি।
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।।
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে।
মাথা নাই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছয় জন জয়ী হ'ল।।
ভক্তি ডোরে ছিল ধাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধা,
নরেশচন্দের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।। —নরেশচন্দ্র

ইমন কল্যান—একতালা

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ। আশীর্বাদের বর্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্য সাজ।।
তপ্ত কর মা হৃদয়-রুধির, দূর করে দাও ভীতি অশ্রুনীর,
দাঁড়াই আমরা মা তোরে ঘিরিয়া বিশ্ব-সভার মাঝ।।
মানুষ আমরা, নহি ত মা হীন, তুই যার মা সে কি কভু দীন?
তবে কেন মিছে, পড়ে থাকা পিছে, কেন এ অলীক লাজ?
এসো এসো এসো, এসো মা আমার, দশপ্রহরণ-ধারিণী,
হাস মা অট্ট অট্ট হাস্য ভূলোক-দ্যুলোক-নাদিনী,
(মোরা) করি বিদূরিত স্বার্থ দ্বন্দ্ব সাধিয়া তোমার কাজ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী

মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ ক'রো না আর।
সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবাকার।।
মা যদি নিদয়া হ'ত, তবে কি আর প্রসবিত,
পৃথিবী শুকায়ে যেত, অন্ন বিনা হাহাকার।।
অস্পৃশ্য চণ্ডাল হ'তে ব্রাহ্মণাদি সকল জেতে,
মা বলে ডাকিলে কভু হয় না নিষ্ফল তার।।

অঙ্গে দরদর ধারে, যবে স্বেদবিন্দু ঝরে,
বায়ুরূপে কে তোমারে বাতাস করে অনিবার।।
ছেলের মুখে 'মা', 'মা' বাণী শুনবেন বলে ভবরানী,
আড়াল থেকে শুনেন পাছে দেখিলে না ডাকে আর।।

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।।
তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম মর্ম কথা বুঝা গেছে,
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।।
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে,
ওমা তুমি দুঃখ, তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে,
প্রসাদ বলে কর্ম সূত্র সে সূতার কাটনা কেটেছে,
ওমা মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপি খেল খেলিছে।।

—রামপ্রসাদ সেন

ঝংলা—দাদ্‌রা

আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল্ সত্যি ক'রে।
মায়ের নব নব নব রূপে ভুবন মন হরে।।
মা ত আমার নয় রে কল্পনা ঐ দেখ্ চিন্ময়ী হাস্যবদনা,
মায়ের স্নেহ-চক্ষে প্রেমবক্ষে অমিয় ঝরে।।
হাসিমুখে করে ভুবন আলো, মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল,
মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু আমাদের তরে।।
আয় রে আয় ও জগৎবাসী, তোরা দেখে যা একবার আসি,
মোদের জননীর ও রূপরাশি পরাণ ভরে।
(ও রূপ) যে দেখেছে সেই মজেছে জনমের তরে।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

খাম্বাজ—কাওয়ালী

মা প্রসীদ গুণময়ী প্রপন্নে।
বিরিঞ্চি-শরণ্যে ত্রিলোক-মান্যে, অনন্য গতি মম ত্বং বিনে।।
ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম আচ্ছাদনী, মহামায়া রূপে ত্রিজগত মনোমোহিনী
সৃজন-পালন-নিধন কারিণী দেহি পদাশ্রয় এ জঘন্যে।।

ত্বং সর্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ত্বদন্যং, ত্বং পরাৎ পরতরং
ত্বঞ্চ বিদ্যা মহাবিদ্যা জ্ঞানদা সুমতিদায়িনী মা, মতি হীনে।।

মূলতান—একতালা

আয়-মা সাধন সমরে ; দেখব মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করি পুণ্য মহারথে, ভজন পূজন দুটো অশ্ব জুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্মবাণ বসে আছি ধরে।।
এবার এস আমার রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন।
আমার রসনা ঝঙ্কারে তারানাম হুঙ্কারে কার সাধ্য আমার সনে রণ।
বারে বারে তুমি দৈত্যরণজয়ী, এবার আমার রণে এক ব্রহ্মময়ি,
দ্বিজ রসিকচন্দ্রে বলে মা তোমারি বলে, জিনিব আমি তোমারে।।

—রসিকচন্দ্র রায়

ইমন মিশ্র—কাওয়ালী

জাগো, ওগো দয়াময়ী জননি,
তব মন্দির দ্বারে আজি, মিলিত তব সন্তানগণ।।
দেশ দেশান্তর করি অনুসন্ধান কুসুম চন্দন,
আজি এনেছি জননি, পূজিতে তব চরণ।
তব মঙ্গল মন্ত্রে তোমারি সন্তান, বিস্মৃত-গর্ব-ভেদ-অভিমান ;
নব আশায় পুলকিত প্রাণ, দেহ শিক্ষা নব দীক্ষা, জননি, মেলি করুণা-নয়ন।।
করে আশীষ তুলি পুণ্য পাণি, শুনাও সন্তানে অভয় বাণী ;
শত বিষাদ দৈন্য সরম মানি পড়ুক সরিয়া ;
(আজি) দিকে দিকে তব বিজয়শঙ্খ উঠুক বাজিয়া বাজিয়া,
পুলক-উৎসবে, হোক পরিপূরিত মম দীন ভবন।।

গারা ভৈরবী—ঠুংরী

অপার সংসার নাহি পারাবার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার।।
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি!
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার।।
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম তারা তব নাম সংসারের সার।।
কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব বন্ধন কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার।।

—রামপ্রসাদ সেন

কানাড়া—ঠুংরী

কা'র বামা রণে নাচিছে। সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে পড়িছে।।
একেত নীরদ-কায় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায় ; কালিন্দী-সলিলে যেন জবা ভাসিছে।।

—রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

কানাড়া—একতালা

মূর্ত আজিকে মৃত্যু-রূপিণী নৃত্য করিছে রঙ্গে।
অট্ট হাসিছে দানব নাশিছে ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে।।
প্রলয় অনল জ্বলে ত্রিনয়নে, রুদ্র ঝঞ্ঝা গরজে সঘনে ;
দৈত্য-দলনী অমর-পালিনী, ত্রাহি মে চির-প্রপন্নে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বসন্ত-বাহার—একতালা

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা।।
ভাই বন্ধু সুত, দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন, বাঁধিবে যখন, বিনে ঐ চরণ, কেহ কারো না।
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার, ভেবে দেখ না।।
গেল গেল কাল, বিফলে গেল, দেখ না কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে সব যম-যন্ত্রণা।।

—রামপ্রসাদ সেন

শঙ্করা—একতালা

হের হর-মনোমোহিনী কে বলে রে কাল মেয়ে।
(আমার) মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে ত দেখনা চেয়ে।।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;
কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ইমন-কল্যান—সুরফাঁক্তা

নবীনা নীরদ বরণী ত্রিনয়নী সনাতনী
সমর বাসিনী শ্যামা এলোরে রণে।।
অট্ট হাস্য মুখরা, শাণিত কৃপাণ ধরা
লোহিত লোচনী তারা আসব পানে বিভোরা,
বিবসনা এলোকেশী, দৃপ্ত-দানবগ্রাসি চলে গজগমনে।।
কম্পিত ত্রিভুবন, শঙ্কিত সুরগণ, মূর্ছিত ত্রিলোচন নিপতিত চরণে।
শিব সীমন্তিনী অশিব বিনাশিনী
জীব গতি বিধায়িনী ব্রহ্মাণী করালিনী ;
বিনাশি ষড় অসুরে নিবস হৃদয়পুরে প্রসীদ প্রপন্নে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আড়ানা—একতালা

কালী নাম জপরে মন (ভব) যাতনা সব যাবে দূরে ;
যে নামের গুণে কত জনগণে তরিল অনায়াসে।
কেনরে মন বিষয়-বিষে মত্ত হয়ে রয়েছ বসে,
এসব ত্যাজিয়ে সদা ভাব হৃদে, ওপদ পাবে কিসে।।

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গারা ভৈরবী—আড়া

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ও মা।।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা।।
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা।।

—রামপ্রসাদ সেন

কীর্তন—ঝাঁপতাল

নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার।।
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে,
আমরা ত সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার।।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

ছায়ানট—তেতালা

দীন-তারিণী বলে মা, ডাকি গো তোরে।
তবে কেন দীনের প্রতি নিদয়া হইলি শ্যামা।।
যদি পুণ্যফলে তারা তরে যায় মা ভবদারা,
তারা নাম দুঃখ-হরা ভবে আর কে কবে গো মা।।

—অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী—একতালা

মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুখহরা।।
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা।।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা।।

ললিত বিভাস—আড়খেম্‌টা

কালীর নামের গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া !
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমি তো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে হুল্‌কে দিয়ে।
কটু বল্‌বি, সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে।।
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধুলা দিয়ে।।

—রামপ্রসাদ সেন

কানাড়া—একতালা

শ্রীদুর্গা নাম ভুল'না ভুল'না ভুল'না।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্রমন্থনে, বিষপানে বিশ্বনাথ ম'লনা।।
যদ্যপি কখনও বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিও সঙ্কটে,
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার, লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না।।
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তবু মরণ হ'ল না।।

—রামপ্রসাদ সেন

সিন্ধু-কানাড়া—যৎ

আর কেন মা ডাকছ আমায়, এই যে এয়েছি তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন তোমার যত আছে।।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা খেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা ;
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, এখন তোমায় হারাই পাছে।।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে ;
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।।
এবার যদি পেয়েছি শ্যামা, আর তো তোমায় ছাড়ব না মা।
(ওমা) ঘরের ছেলে পরের কাছে, মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভৈরবী—একতালা

একবার গান ভরা মা ডাকে।
(তোরা) মা ব'লে ডাক, মা ব'লে ডাক, মা ব'লে ডাক মাকে।।
ডাক এমনি করে, আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভ'রে ;
আর ভা'য়ে ভা'য়ে এক হ'য়ে যাক যেখানে যে থাকে।।
দুটি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাকরে মা মা বলে,
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে ;
মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধ'রে আনরে মায়ে লুটে,
ছেলের শুনলে সে ডাক দেখব সে মা কেমন ক'রে থাকে।।
দিয়ে করতালি মা মা বলি ডাকরে এমনি ভাবে,
উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে ;
মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে চক্ষু দুটি মুদে,
আমার গান ভেসে যাক প্রাণ ভেসে যাক, দেখি শুধুই মাকে।।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আশাবরী—একতালা

ও দুটি চরণ সার ! দীনের শরণ নাহি গো আর।
কলুষ ক্লেশ-হারিণী, তারিণী, হর মা মোর মোহ-আঁধার।।
অট্টহাস্য শাণিত কৃপাণে কাট পাশ নাশ অভিমানে।
পতিতপাবনি, জানি গো সন্তানে অহেতুক তব কৃপা অপার।
মন-সর-নীর সমল চঞ্চল, কর ধীর স্থির প্রশান্ত নির্মল ;
বিকাশ যুগল চরণ কমল জনম সফল কর আমার।। —স্বামী তপানন্দ

মিশ্র-খাম্বাজ—জলদ একতালা

রতন নূপুর মরি কি মধুর রুণু রুণু রুণু বাজে।
রকত কঞ্জ গঞ্জন পদ যুগ সরসিজ রাজে।।
পদ্মাসন রেখেছি পাতিয়া তাহে পদ দিয়া পীযূষ পিবিয়া।
নাচ ব্রহ্মময়ি ! ধিয়া ধিয়া ধিয়া নন্দন হৃদি মাঝে।।
নীল জলদ ললিত উজ্জ্বল, বিজলি-লসিত তনু নির্মল ;
ধ্বনি কিণি কিণি কনক কিঙ্কিণী ক্ষীণ কটিতটে ভ্রাজে।
ধন্য জনম সফল জীবন ভুঞ্জিয়া মকরন্দ এমন,
নন্দিত অতি করি বন্দন মত্ত মধুপ গাজে।।

—স্বামী তপানন্দ

সিন্ধু—যৎ

মন তোর এমন মা থাকিতে ঘুরে মর এ ভ্রম কেমন।
শব হ'য়ে শিব সার ভেবে যাঁর, হৃদে ধরেন রাঙ্গা চরণ।।
ব্রহ্মানন্দ চাও যদি, ভাব শ্যামায় নিরবধি
আলো হবে আঁধার হৃদি জ্বলে উঠবে জ্ঞান-তপন।।
মা মা বলে সকল ভুলে ডাক দেখিরে হৃদয় খুলে।
লবেন আসি কোলে তুলে স্নেহময়ী করি যতন।।

—স্বামী তপানন্দ

কানাড়া—জলদ একতালা

মন শরণ লওরে রাঙ্গা পায়। ভাল মন্দ হয় হবে ব্রহ্মময়ীর দায়।।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা স্মরি, ভাসায়ে দে জীর্ণ তরী ;
মা আমার আছেন কাণ্ডারী, কি ভাবনা তায়।।

কালী নামের পাল তুলিয়ে বেলাবেলি চলরে বেয়ে ;
ঢেউ কাটিয়ে যাই উড়িয়ে ত্রিবেণী যথায়।
তথায় প্রেম তরঙ্গে খেলে হংস সনে হংসী মিলে,
কি আনন্দ তথায় বলে বুঝান না যায়।।

—স্বামী তপানন্দ

কানাড়া—জলদ-একতালা

টুক্‌টুকে ঐ পা দুখানি মরিরে প্রাণভরে দেখি।
লুট্‌লে মজা জট্‌লে ঠাকুর ছুট্‌রে ছুট্‌ অবোধ আঁখি।।
নখগুলিতে থরে থরে, কত চাঁদ কে গণেরে,
সারাক্ষণটি ইচ্ছে করে, ঐ পায়ে গা ঢেলে থাকি।।
মরি কিবা আলতার বাহার, কি দিবরে তুলনা তার ;
ফুল্ল নীল কমল হাসে অরুণ কিরণ অঙ্গে মাখি।।
মন ভোম্‌রো ছাড় গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌, মধুপানের লাগিয়ে দে ধুম,
নেশার ঘোরে হয়ে নিঝুম্‌ থাক্‌রে পড়ে' মাখামাখি।।

—স্বামী তপানন্দ

বাগেশ্রী—তেতালা

কর মা করুণা শরণাগত কিঙ্করে। বিতর চরণ হর ধরে যাহা হৃদিপরে।।
রাখি হৃদি পদ্মাসনে, জবা রকত চন্দনে। পূজি পরম যতনে, ধোয়ায়ে নয়ননীরে।।
জপি মা মা কালী কালী তনুমন প্রাণ ঢালি,
আপনারে যাই গো ভুলি গলি আনন্দ পাথারে ;
ভূমা পরমাৎপরমা, অসীমা অরূপনামা, নির্বিকল্প রহি তোমা জানা অজানার পারে।।

—স্বামী তপানন্দ

বেহাগ—একতালা

ঘোর তামসী মহানিশি মাগো কবে হবে অবসান।
(কবে) ঊষার আলোকে পরম পুলকে গাহিব তোমারি গান।।
তৃষিত চাতক প্রায়,
তব কৃপাকণা বরিষণ আশে ডাকিব শুধু তোমায় ;
নবঘনরূপে এসে, স্নিগ্ধ করিবে আনন্দ সিঞ্চনে তপ্ত হৃদয়াকাশে,
শীতল শান্তি সমীরে অলসে ঢেলে দিব মনপ্রাণ।।

হ'য়ে তব ভাবে ভোর, চরণ-নখর-শশধর-সুধা লভি এ চিত চকোর,
অহরহ মাতোয়ারা, পরাণ ভরিয়া করিব পান অবিরল সুধাধারা,
হাসি হাসি আসি কালী এলোকেশী করিবে অভয় দান।
সুধায় ডুবিব সুধাময় হ'ব সুধায় করিব স্নান।।

—স্বামী তপানন্দ

ভৈরব—ঝাঁপতাল

ভবানী দয়ানী মহাবাক্‌বাণী
সুর-নর-মুনি-জন মানি সকল বুধজ্ঞানী।
জগজননী জগজানি মহিষাসুর-মর্দিনী,
জ্বালামুখী চণ্ডী অমরপদ-দানী।।

মারোয়া—তেতালা

জগত-জননী জগদোম্ব ভবানী ;
কির্‌পা-করণী, দুঃখ-হরণী, সুখ-করণী। প্রণতজন-শরণী ভব-জলধি-তরণী।।
মণ্যায় পতিত সেবক চরণকো মুঝ্‌ পর্‌ কির্‌পা দৃষ্টি অব্‌ কীজে,
মহামায় জোগিনী শিবানী। প্রণতজন-শরণী, ভব-জলধি-তরণী।।

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

('আমার দেশ' সুর)

পরাণ খুলে সবাই মিলে মা মা ব'লে ডাকরে একবার,
মা ডাক শুনে বাজিবে পরাণে অমনি আসিবে মা আমার।
মিলিয়ে সকলে মা বলে ডাকিলে দূরে মা রহিতে পারিবে না ;
আসিবে এখনি, মোদের জননী ঘুচাতে মরম বেদনা।
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার।
মিলে সমস্বরে, গাও ভক্তিভরে, এস এস এস মা আমার।।
শুনি পুরাকালে দেবতা সকলে মাকে নাকি ডেকেছিল,
ত্রিদিবের সেই আকুল আহ্বানে মায়ের আসন টলেছিল,
উদয় হইয়ে দানব নাশিয়ে অভয়া অভয় দিয়েছিল,
বিপদে পড়িয়া মা ব'লে ডাকিলে আবার আসিবে বলেছিল।
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার।।

সুমধুর তানে উন্মত্ত পরাণে প্রসাদ যবে গাহিল গান,
কন্যারূপ ধ'রে দেখা দিয়ে তাঁরে জুড়াইল তাঁর তপ্তপ্রাণ,
শিশু রামকৃষ্ণ কেঁদেছিল যবে 'দেখা দে দেখা দে' মা আমার,
জননী আসিয়ে কোলে নিয়ে তাঁরে মুছাইল তাঁর নয়নধার।
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার।।
পুরাতন সব সত্য ভক্তি তপ কেনরে গেলি ভুলিয়া ?
মিথ্যা হিংসা দ্বেষ মান অভিমানে কেনরে রহিলি ডুবিয়া ?
চেয়ে দেখ তোদের জগতজননী আছে রে নয়ন মেলিয়া,
ব্যাকুল অন্তরে মা ব'লে ডাকিলে এখনই আসিবে ছুটিয়া।
আজি গাও মায়ের জয় কিসের সংশয় দূরে যাবে ভয় হৃদয়ভার।।

—সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে।।
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা,
এই মিনতি করি তারা ঐ পদে যেন মতি থাকে।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

কানাড়া—একতালা

মা আমাদের এসেছে আজ আর মোরা ভয় করি কারে।
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করি চলব মোরা এ সংসারে।।
মা'র পায়ে যে শরণ লয় তার কি থাকে মরণ ভয় ?
শিব হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় মায়ের চরণ হৃদে ধরে।
এই মিনতি ওমা তারা, হই না যেন দিশেহারা,
তোমার কাজে বাঁচবো মোরা, মরিব তোমারই তরে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জয়জয়ন্তী—একতালা

নাচ রুদ্রতালে।
শশী সূর্য তারা, নিভে যা'ক তারা, ডুবে যা'ক ধরা অতল তলে।।
গাঢ় মেঘে ঢাকি আঁধার গগনে, ঢাল জলধারা প্রলয় প্লাবনে,
ঝলকি ঝলকি ঝলসিয়া আঁখি হান মা অশনি ঘন ঘোর রোলে।।
সর্বনাশি ! করি সকল সংহার, একা শুধু তুমি থাক নিরাকার,
নিরালম্বে ভূমানন্দ-পারাবার, লুকায়ে আমারে অভয় কোলে।।

—স্বামী তপানন্দ

ইমন-ভূপালী—খেম্‌টা

আমরা মায়ের ছেলে, আমরা মায়ের ছেলে।
আমরা কি কম, আসুক না যম, জিনব অবহেলে।।
পথের 'পরে বিপদ পেলে, দলতে পারি পদতলে।
(মোদের) হুঙ্কারেতে সাগর শুকায়, পাহাড় পড়ে ঢ'লে।।
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা, মায়ের কথায় ঘুরছে তারা।
এমন মায়ের ছেলে মোরা দুর্বল কে বলে।।
মোদের আবার পাপ কোথায়, স্বর্গ নরক কে বল চায়?
কাজ ফুরালে সন্ধ্যাবেলায় মা করিবে কোলে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র ভৈরবী—ঢিমে তেতালা

দেখা যদি নাহি দিবে কেমনে থাকিব তবে, মরু-সম এই ভবে বল গো জননী।
দিন যায়, মাস যায়, বরষও নিমেষ প্রায়, এখনো না দিলি দেখা কেন ওগো ভবানী।।
জীবন প্রভাতে হায়, কত আশা নিয়ে বুকে, চেয়েছিনু মুখ-পানে ভাবিনু পাইব তো'কে ;
এবে দেখি সব মিছে, মরীচিকা সম বাজে, মম দরশন-আশ মিটিল না শিবানী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ—যৎ

নাচেরে শ্যামা মা আমার নাচে রণবেশে, ঢলিতে ঢলিয়া পড়ে আসব আবেশে।
চিকুর এলায়ে অঙ্গে নাচে বামা রঙ্গে ভঙ্গে,
ডাকিনী যোগিনী সংগে হেসে অরি নাশে।। —স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ—কাওয়ালী

সমরে নাচেরে শ্যামা শিব সীমন্তিনী। আলো করে কালো রূপে করাল বদনী।।
রোষেতে লোচন লাল রুধিরে চরণ লাল ; রাঙ্গা পায়ে জবা লাল মরাল গামিনী।।
অপরূপ তনু কাল, কাল সে চিকুর-জাল : দশন ঝলকে যেন মেঘেতে দামিনী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র-ভৈরবী—একতালা

শ্যামা মায়ের চরণতলে সব করেছি সমর্পণ।
আমার ধরা আমার আলো আমার সাধের দুই নয়ন।।
মা আমার তাই নিজের রূপে ডুবিয়ে দিলেন চুপে চুপে।
মায়ের কালো রূপের আলোয় স্নান করেছে হৃদয় মন।।

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মল্লার—একতালা

মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে পূজিব।
রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা দিয়ে সাজাব।।
মা আমাদের আমরা মায়ের, ভয় ভাবনা নাইক মোদের।
মায়ের কাজে মায়ের ধ্যানে পরাণ সঁপিব।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

জয় জয় জগবন্দিনী।
দেবি, দুঃখহারিণী তারিণী মহেশ-হৃদয়বাসিনী।।
সুরাসুরনর সবার পূজিতা আগম নিগমে সৃজনকারিণী,
জ্ঞানদা বরদা সুখদা মোক্ষদা তুমি মা অন্নদা জয়পরায়ণী।
ভৈরবী ভবানী নগেন্দ্রনন্দিনী, নাগ-নাগ-পাশা ঘোরনিনাদিনী,
জ্ঞানেন্দ্র উপেন্দ্র যোগেন্দ্রাদি কত চরণে পড়িয়া দিবস রজনী।।
গুরুমুখে শুনি তুমি মা ভবানী, আদ্যাশক্তি শিবে সবার জননী,
মা মা বলে ডাকে মা তোমারে, তাই তো তোমারে মা বলিয়ে জানি।।

—রামলাল দাস দত্ত

জয়জয়ন্তী—একতালা

এস মা এস মা ও হৃদয় রমা নিরখি তোমারে জুড়াই জীবন।
করুণা নয়নে নেহারি এ দীনে সব দুঃখ কর বিমোচন।।
জনম অবধি শত জ্বালা স'য়ে ধ'রে আছি প্রাণ আশাপথ চেয়ে।
আর কাঁদায়ো না ও মা হররমা এই বেলা দাও দরশন।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

সিন্ধু-খাম্বাজ—জলদ একতালা

জয় জয় জগজননী দেবী সুর-নর-মুনি-অসুর-সেবী,
ভক্ত-ভূতি-দায়িনী ভয়হরণী কালিকা।
মঙ্গল-মুদ-সিদ্ধি-সদনী, পর্ব-শর্বরীশ-বদনী,
তাপ-তিমির-তরুণ-তরণী কিরণমালিকা।।
বর্ম-চর্ম কর-কৃপাণ, শূল-শৈল-ধনুর্ব-বাণ
ধরণী-দলনী দানব-দল-রণ করালিকা।
পূতনা পিশাচ প্রেত, ডাকিনী শাকিনী সমেত,
ভূতগ্রহ বেতাল খগ মৃগালি জালিকা।।

জয় মহেশ-ভামিনী, অনেক রূপ-নামিনী,
সমস্ত লোক স্বামিনী হিম-শৈল-বালিকা।
রঘুপতি-পদ পরম-প্রেম, তুলসী চাহে অচল নেম,
দেহু হয়ো প্রসন্ন পাহি প্রণতপালিকা।। —তুলসীদাস

আশাবরী—কাওয়ালী

মজরে মজরে মন ও রাঙ্গা চরণে, তুলনা মিলেনা তার এ তিন ভুবনে।
বারেক হেরিলে তায় সব দুঃখ দূরে যায়, পড়ে থাক ঐ পায় জীবনে মরণে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বেহাগ—কাওয়ালী

আশাবাসা ঘোর-তমোনাশা বামা কে (মোহিনী)।
ঘোর ঘটা কান্তিছটা ব্রহ্মকটা ঠেকেছে।।
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,
মুখজবালা সুধাঢালা কুলবালা নাচিছে।।
দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহু বলে দৈত্যদলে ;
ডাকে শিবা কব কিবা নিশি দিবা ক'রেছে।।
ক্ষীণ-দীন ভাগ্যহীন দুষ্টচিত্ত সুকঠিন ;
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে।।

—রামপ্রসাদ সেন

জংলা—একতালা

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে !
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে মা কটাক্ষে হেরিয়ে।
আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।।
যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যার চরণে লুটায়ে।।
প্রসাদ বলে রণে চলে মা রণময়ী হ'য়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে।।

–রামপ্রসাদ সেন

বেহাগ—ঠুংরী

রণবেশে হেসে হেসে ঐ বামা এসেছে।
করে অসি পদে শশী কি রূপসী সেজেছে।।
নয়নে অনল জ্বলে, নরশির শোভে গলে,
দলিতে দনুজদলে ঢলে ঢলে চলেছে।।
রুধির লেগেছে গায়, নীল জলে জবা প্রায়,
আঁখি না ফিরিতে চায়, কি সুখেতে মজেছে।
আ মরি কি রূপ হায়, অরূপ উথলে তায়,
সাধে কিরে ঐ পায় পশুপতি পড়েছে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ—যৎ

কে নাচে সমরে বামা তিমির বরণী, শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নীল নলিনী।
কেরে ঘূর্ণিত লোচনী ত্রিনয়নী দিগম্বরী, পদভরে ধরাধর অধীরা ধরণী।
তাই ভেবে শ্রীচরণে পড়ে আছেন শূলপাণি।।

বাউল—জলদ একতালা

রণে নেমেছে রে কার বামা ওকে দেখতে যাবি ;
(তোরা) দেখতে যাবি, দেখতে যাবি, রূপ দেখলে অবাক্ হবি।।
(মায়ের) মাথার মুকুট গগনে ঠেকে গলায় নরশির-হার,
পদভার সইতে নারে ধরা হ'ল ভার।।
(মায়ের) রূপ ত নয়, আ মরে যাই, কাজল জিনেও কাল,
(আবার) কি অদ্ভুত মূর্ত্তি ধ'রে ভুবন করেছে আলো।।

সুরট মল্লার—একতালা

বামা কা'র রমণী রণমাঝে নেচে নেচে যায় গো ?
নেচে নেচে যায় গো বামা, নেচে নেচে যায় গো।।
একে মায়ের চরণ কালো, কালো রূপে ভুবন আলো,
(যেন) নীল জলে জবা ফুল ভেসে ভেসে যায় গো।।

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

দনুজদলনী, নিজজন-প্রতিপালিনী শ্রীকালী।
চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ডি, মহিষাসুর ছিন্দি ভিন্দি,
শুম্ভ নিশুম্ভ সঙ্কট সমরে নিমেষে মহাকালী।।
ধ্যাওত তুয়া পাওত, ইন্দ্রাদিক-সুর অষ্টসিদ্ধি
অর্থাদিক চতুরবর্গ তুয়া কৃপা মৃড়ানী ;
মাঙ্গে তুঁঝে অচলা ভকতি দীজে নিজ দাস জানি,
সদা ভক্তবৎসল হো মাতঃ তুঁ কৃপালী।।

কানাড়া—ঢিমে তেতালা

ধিয়া তাধিয়া নরমালী। ঘোর আননা, রক্তদশনা, রণাঙ্গনা মা করালী।।
অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর ত্রাস, প্রলয়-জলধি-ঘন-গভীর ভাষ ;
দম্ভ বিনাশ, অসুর ত্রাস, কোটি অরুণ ছটা চরণে বিকাশ।
মানস সকাশ আশ্রিত আশ, যামিনী-রূপিণী, অম্বে, জগদম্বে,
জয়ন্তে, জয়দে মা কালি, অম্বিকে ত্র্যম্বক কামিনি করালি।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাগেশ্রী—একতালা

ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, ভবভয়হরা ; অসিকরা, অকলঙ্ক-শশি-শেখরা।।
জগত জনের মাতা, তদন্তরে অন্নদাতা।।
কালপ্রাপ্তা পুনঃ সেই জীবের জীবনহরা।।
মহিষাসুরমর্দিনী, ত্রিভুবনমোহিনী,
ত্রিশূলধারিণী মাগো জটাজূটধরা।।
রামশঙ্কর বলে এই ক'রো মা লয়কালে
দুর্গানাম বলে যেন রসনা মধুরাক্ষরা।।

—রামশঙ্কর

জয় জয়ন্তী—চৌতাল

জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।।
পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু দিবেন সবারে মঙ্গলছায়া।
কেবা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।।

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাম্বাজ—আদ্ধা-কাওয়ালী

সমরে নাচেরে কার এ রমণী, নাশিছে তিমিরে তিমিরবরণী।।
হুহুঙ্কার রবে মগনা তাণ্ডবে, চমকে দমকে যেন রে দামিনী।।
অট্ট অট্ট হাসি সমর উল্লাসি, দিতিসুত নাশে দনুজদলনী।।
অসুরে সংহারে অসির প্রহারে, বরাভয় করে সুজন-পালিনী।।
বামা ভয়ঙ্করা ভীষণে মধুরা ; হরমনোহরা মানসমোহিনী
সংসার-অরণ্যে অনন্যশরণ্যে, শ্রীরামপ্রসন্নে শরণদায়িনী।।

—রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বারোঁয়া—আড়খেম্‌টা

নব-সজল-জলধর-কায়।
শ্যামারূপ হেরিলে, কালীরূপ হেরিলে, প্রাণ গলে যায়।।
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন-নূপুর পায় (মায়ের) ;
হাসিতে হাসিতে, দানব নাশিতে, রুধির লেগেছে গায় (মায়ের)।।
চরণ যুগল, অতি সুশীতল, প্রফুল্ল কমল প্রায় (আ মরি) ;
কমলাকান্তের মন নিরন্তর, ভ্রমর হইতে চায় (ও পদে)।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

সাহানা—কাওয়ালী

কত চাঁদ শ্রীপদ-নখ-ফাঁদে সুধা আসে,
অরুণ কিরণে নব-নীল-নলিনী হাসে।।
উলঙ্গ রক্তাক্ত কায়, এলোকেশী ভীমা ধায়,
বিধি-হরি-হর কাঁপে ত্রাসে ;
হাসি ভাষে স্নেহ ভরে বামা বরাভয় করে,
তনয় হৃদয় সুখে ভাসে।।
ঘোর শ্মশান ভিতরে, শিবা ঘোর রব করে,
সুখে মহাকাল সহবাসে ;
বসি শব-শিব-বুকে, সুপ্রসন্ন হাসি মুখে,
বিপরীত রতি-রসোল্লাসে।।
রবি শশী এক ঠাঁই, হেন কভু শুনি নাই,
কঠোরে কোমলে একাবাসে ;
অদ্ভুত মরি মরি, এ তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
ভয়ঙ্করী তবু ভয় নাশে।।

—স্বামী তপানন্দ

কানাড়া—একতালা

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দম্ভিতা ধনি মুখ-করাল,
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।।
দিগ্‌বসনা চন্দ্র-ভাল, এলায়ে পড়েছে কেশজাল,
শোভিত অসি করে কপাল প্রখরা শিখরি নন্দিনী।।
চারিদিকে কত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল,
অতি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষনাশিনী।। —দাশরথি রায়

কালাংড়া—একতালা

(আহা) তাই শিবের নয়ন ভুলেছে,
অনুপম রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে।।
তা না হলে ত্রিলোচন পরম যতনে কেন,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।।
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে ;
হারাইয়ে নিজ মণি, ব্যাকুলা হইয়ে ফণী,
ওরূপ নেহারি রয়েছে।।
হারাইয়ে ফুলধনু, অভিমানে ত্যজি তনু
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে ;
ও রূপ-আনন্দ-নিধি, কমলাকান্তের হৃদি
সরোজে প্রকাশ করেছে।। —কমলাকান্ত চক্রবর্তী

মুলতান—কাওয়ালী

কামিনী যামিনী-বরণে বামা কে এল রণে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লসিতা দানব নিধনে।।
পদভরে বসুমতী সভীতা কম্পিতা অতি তাই দেখি পশুপতি পতিত চরণে রণে।
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয় অনায়াসে যম জয় জীবনে মরণে।।
—রামপ্রসাদ সেন

কানাড়া—একতালা

কে রে কামিনী, নব দামিনী, রূপের ছটায় বিজলী খেলায়,
দনুজদলনী, অসুরনাশিনী, ভুবনমোহিনী কে এলি ধরায়।।
দু'টি পদতলে, অলি দলে দলে, মধু লোভ ছলে ঘুরিয়া বেড়ায় ;
সার ধন বলি, নিল হৃদে তুলি, ভোলা ভাবে ভুলি লুটিছে পায়।।

কোটি-সূর্য-উজল-নয়না, ভীমা ভৈরবী কালবরণা,
অট্টহাসিনী গজগামিনী করালবদনী অম্বিকে,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ দায়িকে।
মুক্তকেশী কেশরাশি ঢাকা তমালের পাশে যেন চাঁদরেখা,
মেঘে বিদ্যুতে যেন মিশে থাকা, ষড়রিপুদলে দলিছে পায়।।
(মায়ের) ক্ষীণ কটি হেরি, বুঝিবা কেশরী, লাজ পাশরি কাননে ধায়,
কদলীর তরু, জিনিয়া ঊরু, দর দর ধারে রুধির বয়।
সুরপালিনী, মদমর্দিনী, রণরঙ্গিণী নেচে বেড়ায়
করম-ডোর, নাশ গো মোর, গরভ যাতনা দিও না আমায়।।

ভীমপলশ্রী—একতালা

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ, রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেম গুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথরথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে।।

—দাশরথি রায়

পাঁচালী

বলরে বল শ্রীদুর্গা নাম। (ওরে আমার মন রে)
'দুর্গা' 'দুর্গা' 'দুর্গা ব'লে পথে চ'লে যায়।
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।।
তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি সে যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা কখন কামিনী।।
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাজিব।।
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবেগো পরাণী।
কৃপা করে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি।। —দাশরথি রায়

ভীমপলশ্রী—একতালা

দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ ;
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা।।
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী, বিগুণ করেছে সগুণে ;
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে ;
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে, কটাক্ষেতে ক'রে পার।।
—দাশরথি রায়

কীর্তন—একতালা

একি বিকার শঙ্করী, কৃপা-চরণ-তরী পেলে ধন্বন্তরী।
অনিত্য গৌরব হ'ল অঙ্গদাহ, 'আমার আমার' একি হ'ল পাপ মোহ,
(তায়) ধনজনতৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি।।
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্বমঙ্গলে ;
মায়া-কাকনিদ্রা তাহে দাশরথির নয়ন যুগলে ;
হিংসারূপ তাহে সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হয় ভূমি,
রোগে বাঁচি কি না বাঁচি তন্নামে অরুচি, দিবা শর্বরী।। —দাশরথি রায়

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

মা তুমি কে কেউ জানে না। তোমায় নানা লোকে বলছে নানা।।
বেদাগমে পুরাণেতে বলে গেছে নানাখানা,
তাই যে তোমার ঠিক মহিমা একথা ত কেউ বলে না।।
বেদান্তে যে আছে অন্ত তাত কভু যায় না জানা
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসায় মীমাংসা কিছুই হল না।।
অনন্তরূপিণীর অন্ত বৈশেষিকেতেও মিলে না,
চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তাদের বোধের সীমানা।।
প্রেমিক বলে গোলেমালে সেরে গেছে সব ক'জনা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি (তোমার) স্বরূপ দেখতে সবাই কানা।।
—প্রেমিক

ভৈরবী—একতালা

আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।।
এ দেহ আপনার নয়-রে সদা রিপু সঙ্গে চলে।
তবে আনরে ভোলা জপের মালা, (দেহ) ভাসাই গঙ্গাজলে।।
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে।
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে।।

—মহারাজা রামকৃষ্ণ

ভৈরবী—একতালা

আমার কেমন মা তা কেমন করে বলতে গো পারি।
না সুরূপা না কুরূপা না পুরুষ না নারী।।
কখন মা চতুর্মুখ কভু পঞ্চানন,
কখন ত্রিনেত্র কভু সহস্রলোচন,
কখন দ্বিপঞ্চভুজা কভু দ্বিভুজ মুরলীধারী।।
কভু গলে বনমালা কভু অঙ্গে বাঘছালা,
কখনও সিংহবাহিনী কখনও মরালচারী।
কখনও অনন্ত দেহ অনন্ত-চরণ-শির,
প্রতি রোমকূপে কত ব্রহ্মাণ্ড র'য়েছে স্থির,
জলে স্থলে আকাশেতে যে দিকেতে চাই,
সেই খানে মা ছড়িয়ে আছে দেখতে আমি পাই,
(আবার) মনের মধ্যে দয়া মায়া চিন্তারূপে মা আমারি।।

কাফি—দাদ্‌রা

রাঙ্গা জবা কে দিলে মা তোর পায়ে মুঠো মুঠো।
দে না মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দে না মাথায় দুটো।।
মা বলে ডাকব তোরে, হাত তালি দে নাচব ঘুরে ;
দেখে তুই হাসবি কত আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

জয় কালী জয় কালী ব'লে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়।।
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়,
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়।।

—মহারাজা রামকৃষ্ণ

ছায়া-খাম্বাজ—একতালা

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণি।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী।।
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী।
(তুমি) ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী।।
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা-রূপ-ধারিণী।
(কভু) কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

মল্লার—একতালা

দ্যাখনা সমর আলো করে রে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী।।
এলায়ে চাঁচর-চিকুর-পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী।।
কিবা শোভা করে শ্রমজ-বিন্দু, ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু
অমিয়সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু মলিন এ কোন মোহিনী ;
একি অসম্ভব ভব-পরাভব, পদতলে শব-সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে এ গজগামিনী।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

বারোঁয়া—ঠুংরী

কেন মা তোর পাগলিনী বেশ। পাগলিনী বেশ মা তোর এলোথেলো কেশ।।
এলায়ে পড়েছে বেণী যেন কালভুজঙ্গিনী, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে মহেশ।।

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি।।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশী-ভালী।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি, যেমনি বলাও তেমনি বলি।।
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে, মা, গালাগালি।
এবার সর্বনাশী ধ'রে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

আশোয়ারী—ঝাঁপতাল

তারা তরণী নাম জগমে তরয় কো। য়্যা জগমে জপু মূঢ় হরে তাপ তন কো।।
আগম নিগম বেদ ব্রহ্মা বাখানত। সংকটহরণি মাত হরে পাপ জনকো।।
জোই জোই ধ্যাবত ইচ্ছাফল পাবত। আবত ন এহি জগমে পুনরাগমন কো।।
তানতরঙ্গ তুয়া ঘট ঘট বিরাজত। য়্যাসী অরী মাত কৃপা করন কো।।

ছায়ানট—খেম্‌টা

তুলে নে রাঙ্গা জবা মায়ের পায়ে সাজবে ভালো।
চল ত্বরা, পূজব তারা ঘুচে যাবে মনের কালো।।
নাচবে শ্যামা হৃদ্‌কমলে, ধোব চরণ নয়ন জলে,
বদন ভরে ডাকবো ওমা ! মায়ের রূপে জগৎ আলো।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রসাদী—একতালা

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল (মায়ের)।
(যাঁর) নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তাঁর কেন কালরূপ হল।
কাল রূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কাল,
(যাঁরে) হৃদ্‌মাঝারে রাখলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো।।
নামে কালী রূপে কালী কাল হতেও অধিক কাল,
(ও রূপ) যে দেখেছে সেই মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভাল।।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
(যাঁরে) না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল।।

—রামপ্রসাদ সেন

মল্লার—একতালা

শ্যামা মা কি আমার কাল রে।
লোকে বলে কালী কাল, আমার মন ত বলে না কাল রে।।
কখনও শ্বেত কখনও পীত কখনও নীল লোহিত রে,
(আমি) আগে নাহি জানি কেমন জননী, ভাবিয়ে জনম গেল রে।।
কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও শূন্যরূপা রে,
(মায়ের) এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত সহজে পাগল হ'ল রে।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

কীর্তন—ঝাঁপতাল

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলোনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে।।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই মানে।
সে কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে।।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
(তখন) ডকবি কালী কালী বলে, কি করতে পারবে কালে।।

—রামপ্রসাদ সেন

ভীমপলশ্রী—একতালা

আমি 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।

(মনোহরসাহী) কীর্তন—ঝাঁপতাল

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে।।
বিল করে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে।।
গুটিপোকায় গুটি করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি আপনার জালে আপনি মরে।।

—রাজা নবচন্দ্র

প্রসাদী—একতালা

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।।
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ সব তোমার চাতুরী।।
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি।।
যশ, অপযশ, সুরস, কুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন রসেশ্বরী।।
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি।।

—রামপ্রসাদ সেন

পিলু-বাহার—যৎ

মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে।।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।।
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।।
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে,
নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।।

—রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদী—একতালা

এবার কালী তোমায় খাব (খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)।
খাব খাব বলি গো মা উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।।
(তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,)
গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা ক'রে যাব।।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে, সেই কালী তার মুখে দিব।।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব।।

ডাকিনী যোগিনী দিয়ে তরকারী বানায়ে খাব।
মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা চড়াব।।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শবীর পাতন, যা হবার তাই ঘটাইব।।

—রামপ্রসাদ সেন

আলাহিয়া—একতালা

কা'র কামিনী মরাল-গামিনী নীরদ-বরণী দামিনী বিহরে।
অরুণ কিরণ চমকে চরণে দশ সুধাকর জড়িত নখরে।।
নব ইন্দিবর ত্রিনয়নে শোভে, উড়ে অলিকুল পরিমল লোভে,
এলোথেলো কেশ, পাগলিনী বেশ, শোণিতের ধারা বহিছে অধরে।।
গলে দোলে কিবা নরশির হার, নর-করশ্রেণী কিঙ্কিণী বামার,
করাল-বদনা বিকট-দশনা দেখে হয় ত্রাস, অন্তর শিহরে।।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
(শ্যামাপদ নীল কমলে, কালীপদ নীল কমলে)
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ'লো কামাদি কুসুম সকলে।।
চরণ কাল ভ্রমর কাল, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
(তায়) সুখ দুখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর-উথলে।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

প্রসাদী—একতালা

ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তাফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।।
রতন মাণিক্য কত প'ড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে।। —রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদী—একতালা

ঘুচিয়ে দে মা ভবের বাসা।
করতে পারিনা আর যাওয়া আসা।।
সুখে শুয়ে সুখের কোলে দেখলাম কত সুখের আশা।
এখন সে আশা নিরাশাপূর্ণ, ঠিক যেন মা মৃগের তৃষা।।
মায়ার ভুলে মায়ার বলে করিলাম যাদের ভরসা।
ও মা ইহকালে পরকালে তারাই আমার কর্মনাশা।।
পেয়ে এমন সোনার জমি সময়ে হ'ল না চষা।
ও মা ভুলিয়ে দিলে আমায় তখন গোল ক'রে পাঁচ বেটা চাষা।।
প্রেমিক বলে ঠেকে ঠকে কেটেছে মা মায়ার নেশা,
এখন কৃপা কর কৃপাময়ি করেছি ও পদ ভরসা।। —প্রেমিক

প্রসাদী—একতালা

ক্ষেপার হাট-বাজার, মা তোদের ক্ষেপার হাট-বাজার।
(গুণের কথা কব কার, মা)
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় চড়িস্ তাঁর।।
কর্তা যিনি ক্ষ্যাপা তিনি ক্ষ্যাপার মূলাধার।
(আবার) চাকলা-ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে অনিবার।।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কদাচার।
মণি মুক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার।।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ ধার।
এবার রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার।। — রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদী—একতালা

কাজ কি মা সামান্য ধনে
(ও কে) কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে।।
সামান্য ধন দিলে তারা পড়ে রবে ঘরের কোণে,
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ রাখি হৃদি পদ্মাসনে।।
গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা যে ধন দিলেন কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে।।
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে, স্থান পাই যেন ঐ চরণে।।
—রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদী—একতালা

আমি জানি না তন্ত্র সাধনা। কেবল কালী নামটি ডাক রসনা।।
কালী কল্পলতায় ফলে, চতুর্বর্গ তা জাননা ?
(ও মন) নামের গুণে পূরায় মনের, শবাসনা সব বাসনা।।
মায়ের নামে সুধা ঝরে, ভব ক্ষুধা তো থাকে না ;
ডাকলে তারা সারাৎসারা, পায় না রে যম-যাতনা।।
(যার) অন্তরেতে মুক্তকেশী, মুখে দুর্গানাম রটনা ;
গয়া গঙ্গা বারাণসী, ঘরে বসি পায় সেজনা।।
ভবপ্রীতা কাতরে কয় (মা), ঘুচাও মনের দুর্ভাবনা।
অজপান্তে পদপ্রান্তে স্থান দিবি গো ত্রিনয়না।। —ভবপ্রীতানন্দ ওঝা

সুরট-মল্লার—একতালা

সুখের বাসনা কর আর ক'দিন।

ত্যজি অন্য বোল 'কালী' 'কালী' বল মানব জনম যদিন।।
পাবে ব্রহ্মপদ অক্ষয় সম্পদ স্মরণ করিবে এদিন।
সৃষ্টি স্থিতি লয় যা হইতে হয় সে হবে তোমার অধীন।।
যখন যেমন বিধির লিখন সেইরূপে যাবে সেদিন।
ভাবিলে' বিষাদ ঘটিবে প্রমাদ কালী না বলিবি যেদিন।।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত ভুলেছ ন'মাস ন'দিন।
বারে বারে আসি দুঃখ রাশি রাশি যাতনা সবে আর ক'দিন।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

প্রসাদী-ঝিঁঝিট—একতালা

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের বচন আছে যেমন মানবি কি না মানবি সেটা।।
শ্মশান পেলে ভালবাস মা তুচ্ছ করি মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোঁটা।।
তুমি যারে কৃপা কর মা, অপূর্ব তার রূপের ছটা।
(তার) কটিতে কোপীন জোটে না গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।।
ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা পেটা।
তবু কালী বলে ডাকি মা শাবাশ আমার বুকের পাটা।।

সুখে রাখ দুঃখে রাখ মা, কি করিব দিয়ে খোঁটা।
আমি সাধ করে পরেছি এখন পুঁছতে নারি সাধের ফোঁটা।।
চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে প্রসাদ ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা।
মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার মর্ম ইহার বুঝবে কেটা।। —রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদী—একতালা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি। আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।।
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এ দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর ক'রেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি।।
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি।। —রামপ্রসাদ সেন

কালেংড়া—ঝাঁপতাল

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্‌ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাক,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে।।
কমলাকান্তের মন. ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে।। —কমলাকান্ত চক্রবর্তী

প্রসাদী, লুম্‌-ঝিঁঝিট—একতালা

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে।।
অগ্রে শশী বশীভূত কর শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে।।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।।

সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে।।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে।।

—রামপ্রসাদ সেন

বাউল—জলদ একতালা

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে।।
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে।।
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে।।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে ;
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

প্রসাদী—একতালা

মন রে কৃষি কাজ জান না !
এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ ক'ল্লে ফলতো সোনা।।
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।।
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে, (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেচে দে না।
একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।। —রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদী—একতালা

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটা তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি।।
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি।।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পিরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্তে টেনে নেয়, ধৈর্য খোঁটা ধ'রে রবি।।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি !
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি।। —রামপ্রসাদ সেন

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।
পরম ধন ঐ পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।।
তীর্থ-গমন দুঃখ ভ্রমণ মন উচাটন করো না রে
(তুমি) আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও না মূলাধারে।
কী দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজী এ সংসারে।।
(তুমি) বাজীকরে চিনলে নারে, (সে যে) তোমার ঘটে বিরাজ করে।।
—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

প্রসাদী—একতালা

শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)।
আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।।
কাক গণ্ডি মণ্ডী গাঁথা পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা কারিগরি বাড়াবাড়ি।।

বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হ'য়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি।।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি।। —রামপ্রসাদ সেন

ঝিঁঝিট—একতালা

দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা।।
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জান না।
সদা পদ্মবনে 'হংসী'রূপে, আনন্দরসে মগনা।।
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না।।
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কি গুণ বল না।। —রামপ্রসাদ সেন

ভৈরবী—একতালা

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না।।
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা।
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না।।
আমি অহর্নিশি দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখ রাশি গেল না।
এবার যদি মরি ও হর-সুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না।।

তিলক-কামোদ—কাওয়ালী

জাগো জাগো কুলকুণ্ডলিনি !
আদি শক্তি পরাবিদ্যা নারায়ণী, ব্রহ্মসনাতনী, বাগ্‌বাদিনী।।
ত্রিভুবন-মোহিনী, ত্রিজগত-জননী, কোটিবিজলী প্রভা জীবগতি-দায়িনী,
আধারপদ্মে ত্রিকোণপীঠে স্বয়ম্ভু-হর-বেষ্টিনী।।
(ষড়) চক্রভেদিনী, সহস্রারগামিনী, শিবসঙ্গ-বিলাসিনী জয় জয় যোগিনী,
অকূল সাধকে তুমি কূলদায়িনী, পরমকলা কুলীনা কুলকামিনী।।
—স্বামী অম্বিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি, তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী
তুমি ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিণী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্মবাসিনী।
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভূ-শিব-বেষ্টিনী।।
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত
মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দদায়িনী।।

পিলু—যৎ

উঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতই বার,
দয়াময়ী হয়ে আজি একি হেরি ব্যবহার।।
সন্তানে রাখি বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
'মা' 'মা' বলে ডেকে মোর অস্থি চর্ম হ'ল সার।।
খেলায় মত্ত ছিলেম বলে বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাবনা আর।
দীন রাম বলে ওমা কার কাছে যাব আর,
মা বিনে কে লবে আর অকৃতি অধমের ভার।। —রামলাল দাস দত্ত

খাম্বাজ—যৎ

বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা। সে কেবল দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা।।
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে। (ওমা) তাই বহিতেছি শিরে সুখদুঃখের পসরা।।
তুমি মা দীন তারিণী, শরণাগত-পালিনী,
আমি ঘোর পাতকী বলে তোমায় হয়েছি হারা।।
আমি মা তোর পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি,
(ওমা) শিখায়েছ তারা বুলি তাই ডাকি মা তারা তারা।।

—কেনারাম

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরী

ওমা তোর কোলে লুকায়ে থাকি। চেয়ে চেয়ে মুখ পানে মা, মা, মা, বলে ডাকি।।
ডুবি চিদানন্দ রসে মহাযোগ নিদ্রাবশে, হেরি তোমায় অনিমেষে নয়নে নয়ন রাখি।।
দেখে শুনে ভয় করে, হৃদি কেঁপে উঠে ডরে,
রাখ আমায় বুকে করে স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

ঝিঁঝিট—একতালা

মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ি, একেবারে মেতে যাই,
তেমনি করে মাতিয়ে দে মা, যেমন মেতেছিলেন রাই।।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামসুধা পানে,
ওমা মাতুক যত নরনারী দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই।।
নামসুধা-রস পান করিলে ভব ক্ষুধা যায় মা দূরে,
হয় যে মহাভাবের উদয়, সে সুধা পান করতে চাই।।

পরজ—একতালা

শ্যামা ধন কি সবাই পায়, রে কালী ধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন বুঝে না একি দায়।
শিবেরও অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়।
ইন্দ্রাদি সম্পদসুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

প্রসাদী—একতালা

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।।
কালীপদ সুধাহ্রদে যদি চিত্ত ডুবে রয়।
যাগ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়।।

—রামপ্রসাদ সেন

লগ্নী-খাম্বাজ—কাহারবা

মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার।
মায়ের হাতে খাই পরি, মা নিয়েছেন আমার ভার।।
সংসার পাকে ঘোর বিপাকে যখন দেখি অন্ধকার।
(সেই) ঘোর আঁধারে মা আমারে মাভৈঃ শুনায় বারে বার।
(এসে) ছয় জনাতে একই সাথে পথ ভোলায় যে কত বার।
(সেই) বিপদ হতে ধরে হাতে মা যে করিছেন উদ্ধার।।
(এত) ভুলে থাকি তবুও দেখি ভুলে না মা একটি বার
(এমন) স্নেহের আধার কে আছে আর মা যে আমার আমি মা'র।।

—মনোমোহন চক্রবর্তী

ঝিঁঝিট—পোস্তা

আর কারে ডাকব শ্যামা ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি তেমন ছেলে নই মা তোমার ডাকব গো 'মা' যাকে তাকে।।
মা বইত শিশু জানে না, মা বইত কিছু বোঝে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না, (আমি) থাকব গো মা লয়ে কাকে।।
মা যদি সন্তানে মারে, (তবু) শিশু কাঁদে মা মা করে.
ঠেলে দিলে গলা ধরে ছাড়ে না মা যতই বকে।।
জগতজননী হও, পুত্রভার মাগো লও,
কত আব্দার ছেলের সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে।।

—মহারাজ মহাতাবচাঁদ

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

আছে কার মা এমন দয়াময়ী আমাদের মা তুমি যেমন।
তুমি সঙ্গে থাক দিবানিশি চোখের আড় কর না কখন।।
পরীক্ষার অনল জেবলে, আপনি দাও মা তাতে ফেলে ;
আপনি দাও মা উপায় বলে, যে ভাবে যাঁর বাঁচে জীবন।
তুমি ভালবাস যেমন, আমি ত বাসিনা তেমন,
ভালবাসা শিখাও আমায় (তুমি) আমায় ভালবাস যেমন।।

—কালিশঙ্কর কবিরাজ

কাফি-সিন্ধু—কাওয়ালী

দেহি পদতরণী, জননি।
দিন দিন যায় দিন, আসে মাগো সেই দিন
দিনে রেতে তাই তোরে ডাকি দীনতারিণি।।

জানিনা কি বলে আমি ডাকিব গো মা তোমায়,
শিখায়েছ মা বলিতে মা বলিয়ে ডাকি তাই,
কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়,
চরণে শরণ তাই লয়েছি নিস্তারিণি।।
সংসার-প্রান্তরে শ্মশান-বাহিনী কূলে,
এ দীন পথিক বসে বিষয়-পাদপ মূলে,
আসে ঐ কাল-ফণী, দংশিতে মোরে জননী,
ত্রাসিত পরাণে তাই ডাকি মা ত্রিনয়নি।।
মায়া মায়াবিনী মোরে কুপথেতে লয়ে যায়,
দেখাও সুপথ মোরে সদা জ্বলি সে জ্বালায়,
যায় যায় প্রাণ যায়, তাই ডাকি মা তোমায়,
অকূলে কর মা কোলে ওমা কূলদায়িনি।।

ছায়ানট—কাওয়ালী

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে।
ধ্যান কালী জ্ঞান কালী প্রাণ কালী আমার রে।।
আসিয়ে ভুবনে এ তনুধারণে যাতনা না হয় কার রে।
(একবার) হেরিলে ও কায়, সব দুঃখ যায়, এই গুণ শ্যামা মার রে।।
এ ভবে এসেছে, কেহ সুখে আছে, পেয়ে শিরে রাজ্যভার রে।
(আমার) দরিদ্রের ধন, ও রাঙ্গা চরণ, গলায় করেছি হার রে।।
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, যাওয়া আসা বারম্বার রে।
(মায়ের) অভয় চরণ, লহরে শরণ, অনায়াসে পাবি পার রে।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

কেদারা—ঢিমে তেতালা

ভজরে শ্যামা পদ পঙ্কজরাজ,
পিও, পিও, পিও মধু হয়ে মাতোয়ারা।।
মা, মা, মা ঝঙ্কার মন-মধুকর, ঝরুক অবিরল অখণ্ড অমৃত ধার ;
অহর্নিশি অনিমেষে মার মুখ নেহার, তারা তারা, তারা বলে হয়ে যাও হারা।।

—স্বামী তপানন্দ

গৌরী—একতালা

ভবে সেই সে পরমানন্দ। যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।।
সে জন না যায় তীর্থপর্যটনে কালীছাড়া কথা না শুনে কানে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী সেই সে জানে।।

কালীর চরণ যে করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল,
ভবার্ণরে পাবে সে কূল, মূল হারাবে সে কেমনে।।
রামকৃষ্ণ কয় এমন জনে, লোকের নিন্দা না শুনে কানে
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে কালী নামামৃত-পীযূষ পানে।।

—মহারাজ রামকৃষ্ণ

কীর্তন—একতালা

একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে।
তোমার ভুবনভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে।।
তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা, কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা
ধর বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণুরূপা সৃজন-লয়-পালনে।।
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে নারি! স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি,
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে।।
তুমি জগতের মাতা, যোগীজনানুগতা, অনুগত জনে কৃপা কল্পলতা,
তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে নাও ভক্তজনে।।
দুঃখ-দৈন্যহারিণী, চৈতন্যকারিণী, অন্য কিছু চাই না বিনা চরণ দুখানি,
আমি প্রেম-সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে।।
পরিব্রাজক ভিখারী সাধ মনেতে ভারী, মধুহাসিমাখা মার মুখখানি হেরি,
বসে মায়ের কোলে মা মা ব'লে মাতিব যোগধ্যানে। —স্বামী কৃষ্ণানন্দ

প্রসাদী—একতালা

এবার আমি ভাল ভেবেছি। এক ভাবির কাছে ভাব শিখেছি।।
ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে মা, সকল ভাবকে এক করেছি।
ত্রিশির মঙ্গলার মাঝে শুদ্ধ মন তায় রেখিছি।।
যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।।
তোমার পদ তোমায় দিয়ে তোমাতে তোমায় সঁপেছি।
ভাবের হাটে এসে এবার, বেচা কেনা সব করেছি।।
প্রসাদ বলে, পাপ-পুণ্য তোরে এবার দুই সঁপেছি।
এবার কালী নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম-কর্ম সব ছেড়েছি।। —রামপ্রসাদ সেন

কাফি-সিন্ধু—কাওয়ালী

মোরে দেহি দেবী দরশন !
আর দুঃখ দিও না দীনে দীন-দয়াময়ী ! দনুজদলনী দেবী, দেব-আরাধ্য ধন।।
জানি মা তব চরণ অপারের সুখতরী, কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি,
তাই মা আকুল প্রাণে তোমার তরে নেহারি,
লুকায়ে থেকো না কর দ্রুত পদে আগমন।।
দীন-তারিণি, মম দিন আগত দেখি, দিনে রাতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি,
জানিনা জননি আর ক'দিন বা আছে বাকি,
এই বেলা কর আসি দীনের দুঃখমোচন।।
সভয়ে ডাকি অভয়ে কর মা অভয় দান, ভব ভয় হ'তে দীন রামে কর পরিত্রাণ,
তুমি না করিলে দুঃখ কে করিবে অবসান,
কুপুত্র হয় মা যদি কুমাতা নহে কখন।।

—রামলাল দাস দত্ত

প্রসাদী—একতালা

এবার আমি বুঝব হরে। (মায়ের) ধরব চরণ লব জোরে।
ভোলানাথের ভুল ধরেছি বলব এবার যারে তারে।
পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন বিচারে।।
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে দেখা মাত্র বলব তাঁরে।
মায়ের চরণ ক'রে হরণ মিছে মরণ দেখাও কারে।।
মায়ের ধন সন্তানে পায় সে ধন নিলে কোন্ বিচারে।
আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে।।
শিবের দোষ বলি যদি বাজে আপন গা'র উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে (মার) অভয় চরণের জোরে।।

—রামপ্রসাদ সেন

লুম্-ঝিঁঝিট—একতালা

ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি।
ওমা মজাস নে আর আমায় কালী।।
ভবের খেলা খেলতে ভবে আমাকে একলা পাঠালি।
কি ভাব ভেবে বলনা শিবে ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি।।
মায়ায় মজে বেদে সেজে বারে বারে যতই খেলি।
এমনি অধঃপেতে ঝুলি খেলার জিনিষ হয় না খালি।।

মনে করি খেলব না আর ভানুমতীরে ছাড়তে বলি।
এমনি কুহকিনীর কুহক আবার তার কুহকে ভুলি।।
এমন সর্বনেশে মায়া মহামায়া কোথায় পেলি।
আর যে পারি না ওমা ব'লতে আত্মারামের বুলি।
প্রেমিক বলে কি ব'লে মা তনয়ে বেদে সাজালি।
দয়াময়ি ! 'দয়াময়ী' নামে কালি ! কালি দিলি।। —প্রেমিক

কেদারা—কাওয়ালী

(এস) ভীমা ভবানি ভৈরবি ভামিনি, এস মা, আজি এ শ্মশানে।
এস শোণিতসিক্ত শাণিত অসি নিয়ে, এস মা লোহিত-লোচনে।।
এস অয়ি জননী প্রলয়রূপিণী হয়ে, দৈত্য-দম্ভনাশী বিকট হাসি লয়ে,
খর্পর করে, নরশির ধরে দামিনী জ্বালিয়া দশনে।
নাচ শব-পরে, বাজুক দামামা, নাশগো অসুরে, মৃত্যুরূপিণী মা,
আমি যাব সঙ্গে, মরিতে রঙ্গে, গাহিয়া জয় মা সঘনে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বেহাগ—ঝাঁপতাল

নাম ধরেছ 'সর্বনাশী' ডাকব তোরে কি আর বলে।
মা বলতে সাধ হয় না তোমা, মার ব্যাভার তো নাইক মূলে।।
কে শুনেছে এমন কথা হাতে কেটে ছেলের মাথা,
কোন মাতা পরেছে কোথা ছেলের মালা গলে।।
নাম অভয়া, ভয়ঙ্করী, একি ধারা বুঝতে নারি,
ভয়ে যম যায় না কাছে, পালায় ছুটে নাম শুনিলে।।
শুভঙ্করী বলে সবে, কার শুভ করেছ কবে ?
নাম নিলে সার ঝুলি কাঁথা, সাক্ষী শিব ঐ চরণতলে।।
বুঝতে নারি তোর মর্ম, নাই কো মা তো ধর্মাধর্ম,
প্রসবি গ্রাসিছ বিশ্ব, কি রহস্য কোন্ ছলে।।
আগম নিগম তন্ত্রসারে, গুণের কথায় সবাই হারে,
সৃষ্টি ছাড়া কি বেয়াড়া, জোড়া তোর নাইকো মিলে।।
অপরের কি কব কথা, ভাঙ্গড় ভোলা বৃদ্ধ পিতা,
তোর তরে সার ঝুলি কাঁথা, ভয়ে লুটায় চরণতলে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কাফী—ঠুংরী

কোন হিসাবে হরহৃদে দাঁড়ায়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ মা, যেন কত ন্যাকা মেয়ে।।
জেনেছি জেনেছি তারা তারা গো তোর এমনি ধারা,
তোর মা কি তোর বাবার বুকে দাঁড়িয়েছিল এমনি করে।।

ভৈরব—ঝাঁপতাল

জানি গো জননি, তুমি কেমন লোকের মেয়ে মা।
পাষাণকুলে জন্ম তোমার পাষাণ তোমার হিয়ে মা।।
অন্নপূর্ণা নাম ধর, অন্নেতে পূর্ণিত কর,
তবে কেন বিশ্বেশ্বর বেড়ায় গরল খেয়ে মা।।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

হর উরে কেন অভয় চরণ, মম শিরে মাগো দাও না।
ভোলাই শুধু কি তোর এত আপনার, আমি কি তোর কেউ না।।
শব হয় শিব শ্রীপদপরশে, তবে আমি মাগো এতই ঘৃণ্য কিসে,
চিদানন্দময়ী স্নেহভাষে হেসে, চাও চাও ফিরে চাও না।
তমোময়ী, অমানিশা ভালবাস, আঁধার হৃদয়ে স্বরূপ প্রকাশ,
মহামায়ে মায়া মোহতম নাশ, দাও জ্ঞান সুধা পিয়াও না।।
লহ লহ জিহ্বা করিয়া বিস্তার, এস, ধর, পিও হৃদি রক্ত-ধার,
দেহ প্রাণ মন সকলি তোমার, নিজ গুণে এসে লও না।
বিধি বিষ্ণু শিব নাহি পান যাঁয়, আমি ক্ষুদ্র কিসে তুষিব তোমায়
না হলে করুণা, কেবা তোমা পায়, তনয়ে সদয়া হও না।

—স্বামী তপানন্দ

সিন্ধু—কাওয়ালী

মা আমার কালো তাই কালো ভালবাসি।
শ্মশানে মায় পড়ে মনে হ'য়েছি তাই শ্মশানবাসী।।
মা-কাঙ্গালে ছেলে আমি, মা ভিন্ন আর কারেও না চাই,
মা নামে সাধা রসনা মা মা বলে ডাকে গো তাই,
মার চরণে বাঁধা এ প্রাণ, মা আমার ধ্যান মা আমার জ্ঞান,
কেও কোথাও নাই মায়ের সমান মার তরে তাই মন উদাসী।।

কাল অঙ্গে সাজে ভাল তাই রাঙ্গা জবা তুলে,
ভক্তিসূত্রে গাঁথি মালা সিক্ত করি আঁখি জলে,
বুক চিরে রক্ত দিয়ে, সাধ পদ দিই সাজায়ে,
বেঁচে আছি পথ চেয়ে হেরিতে মার মুখের হাসি।। —স্বামী তপানন্দ

ভৈরবী—একতালা

শ্যামা চরণারবিন্দে ভজ ভজ মজ মজরে মন।
সরল নির্মল সুস্থির অন্তরে জপ শ্যামা মা মা অনুক্ষণ।।
ঢল ঢল সুধা সরসী সলিলে হেলিছে দুলিছে আনন্দহিল্লোলে।
রাঙ্গা শতদল চরণ যুগল আহা মরি মরি ভুবন মোহন।।
অন্ধমানস দেখিতে না পাও, কি সুখ লালসে ইতি উতি ধাও,
তনু মন দাও মার গুণ গাও সুখে মধু খাও হয়ে নিমগন।।
গরগর ভাবে হয়ে মাতোয়ারা, হের রে অদূরে হর মনোহরা,
যত সৌম্য হতে অতি সৌম্যতরা ছবি অনুপম দেখিনি এমন।।

—স্বামী তপানন্দ

কাফী-সিন্ধু—কাওয়ালী

কি উপায় শংকরি। বল কি করি?
অসংখ্য এ বৃত্তিগণে বল নিবারি কেমনে, সুতীব্র বৈরাগ্য দাও শক্তি দাও পদ স্মরি।।
রসনা স্ববশে আনি রুচি দাও নাম গানে, ইন্দ্রিয় সকলে টেনে ফিরায়ে লও তব পানে।
বিনাশ সব বিঘ্ন ধেয়ানে, মজাও মন, প্রকাশ আনন্দ ঘন স্বরূপ হৃদয়ে ধরি।।

—দাশরথি

মিশ্র-রাগ

রাঙা জবা দিতে গিয়ে মরি আমি লজ্জা পেয়ে
তোর চরণ যে মা আরও রাঙ্গা বনে জবা ফুলের চয়ে।
এমন রাঙা জবার ডালি কোন্ বনে পাব মা কালী,
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু ধারা বহে নয়ন বেয়ে।
নৃত্য কালীর রূপে মাগো নৃত্যে যখন উঠিস্ মেতে,
পাছে তোর চরণে ব্যথা বাজে শিব দিল তাই হৃদয় পেতে।
ওই চরণে ওমা শ্যামা সন্তানে তোর ঠাঁই দে না মা
মায়ার বাঁধন মুক্ত করে মুক্তকেশী কালো মেয়ে।। —বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

বাগেশ্রী—তেতালা

ও রাঙ্গা চরণে কেবা লাল জবা দিয়েছে রে
একলা ঘরে মাকে পেয়ে মনের সাধে সাজিয়েছে রে।।
একে মায়ের কালো বরণ, আলতা মাখা দুটি চরণ।
তায় আবার রক্তচন্দন, মাকে কেমন মানিয়েছে রে।।

মিশ্র-রাগ

ভয়ঙ্করী তোরে কালী কে বলে মা তারা।
তোর অভয় চরণ ছুঁয়ে মা মোর ভয় হ'ল সব হারা।।
রুদ্রাণী তোর নাচন তালে প্রলয় যখন এগিয়ে চলে,
হয় সেই প্রলয়ের অন্তরালে নূতন ভুবন গড়া।।
মায়া মোহে মত্ত হয়ে জীব যদি রয় ভুলে,
মরণ ছলে তুই মা তারে নিস্ গো কোলে তুলে।।
ভবভয়ে ও শঙ্করী আমি যে মা ভয়ে মরি,
আয় মা হ'য়ে ভয়ঙ্করী ভাঙ্গতে পাষাণ কারা।। —মঃ সুলতান

কাফী টোড়ী—দাদ্‌রা

রাঙ্গা পদে কে দিল মা এত জবা ফুল
রাঙ্গা জবা হার মেনেছে, তোমার চরণ দুটি সকল রঙের মূল।।
তোমার অরূপ রাশি প্রকাশিছে অমর জ্যোতি
ত্রিভুবন জন তব গুণ গানে হয়েছে আকুল।। —গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী—একতালা

করুণা কর মা কালি! দিব মা শ্রীপদ-পঙ্কজ যুগে তনু প্রাণ পুষ্পাঞ্জলি।।
সর্ব্ববৃত্তিশূন্য মন কবে হবে, তোমা ভিন্ন অন্য চিন্তা না রহিবে,
রসনা কেবল মা বোল রটিবে অন্য শব্দ সব ভুলি।।
মাতৃভাবে ভোর হ'য়ে অনিবার, নয়নে গলিবে প্রেম অশ্রুধার,
শ্যামাময় হেরি বিশ্বসংসার আঁখি মুদি কিম্বা খুলি;
কে আমি কে তুমি সব ভেদ ভুলি, কালী ভেবে ভেবে হয়ে যাব কালী,
নির্বিকল্পে মন নিরালম্বে ঢালি স্বরূপে যাইব গলি।। —স্বামী তপানন্দ

মিশ্র-রাগ

আমার নাই আঁধারের ভয় কালো মায়ের রূপে আলোর ঝরণা ধারা বয়।।
সকল জ্ঞানের অতীত যে মা, তাই তো কালো আমার শ্যামা।
জ্ঞান-রূপী শিব চরণে তাঁর লুটিয়ে পড়ে রয়।।
তোর কালো রূপের পর্দা খানার আড়াল দিয়ে কালী
নিভিয়ে দে মা ত্রিতাপ জ্বালা দহনে জ্বলি।।
আলোর জ্বালায় জ্বলি যত আঁধার কালী স্নিগ্ধ তত।
ঐ শীতলে নে মা তুলে আলোরে করি ক্ষয়।। —মঃ সুলতান

মিশ্র-দেশ—দাদ্‌রা

বলরে জবা বল—
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল ?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দবিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা জীবন হোক সফল।।
কোটি গন্ধ কুসুম ফুটে বনে মনোলোভা—
কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামসিক জবা ;
তোর মত মার পায়ে রাতুল হ'বে কবে প্রসাদী ফুল, কবে উঠবে রেঙে—
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া, লেগে, কবে তোরই মত রাঙ্‌বে রে মোর মলিন চিত্তদল।।
—নজরুল

বাগেশ্রী—দাদ্‌রা

(আর) লুকোবি কোথায় মা কালী।
বিশ্বভুবন আঁধার ক'রে তোর রূপে মা সব ডুবালি।
সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে বেড়াস মা তুই আগুন জ্বালি।
(আমায়) দুঃখ দেওয়ার ছলে মা, তোর ভুবন ভরা রূপ দেখালি।।
পূজা ক'রে পাইনি তোরে (মাগো) এবার চোখের জলে এলি।
বুকের ব্যথায় আসন পাতা বস মা সেথা দুখ-দুলালী।। —নজরুল

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা

কানন খুঁজিয়া রাঙ্গাজবা ফুল এনেছি যতনে তুলিয়া।
বারেক এস মা, রাঙ্গা পা দুখানি সাজাই মানস ভরিয়া।।
হীরক-স্ফটিক-রজত-কাঞ্চন কোথা গেলে মাগো পাব সেইধন।
বনফুল সার নাহি কিছু আর, লও মা অধম বলিয়া।।
বিপদেরি ত্রাস, সদা হা হুতাস পদে পদে মাগো আশাতে নিরাশ।
প্রাণেরি বেদনা কেহতো বোঝে না, দেখনা করুণা করিয়া।।

ভৈরবী—একতালা

ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনী।।
শরীর শারীর যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণ ভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম-সঞ্চারিণী।
আধার ভৈরবাকার, ষড়্‌দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনী ;
বিশুধ হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তান-মান-লয়-সুরে ত্রিসপ্ত-সুরভেদিনী।।
মহামায়া মোহপাশে, বন্ধ কর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী।। —মহারাজ নন্দকুমার রায়

জৌনপুরী—দাদ্‌রা

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যাঁর হাতে মরণ বাঁচন।।
কালো মায়ের আঁধার কোলে শিশু রবি শশী দোলে,
(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক—স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।।
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশিথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তাঁর নাইক শেষ।
সিন্ধুতে মার বিন্দুখানিক, ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা আমার তাই দিগ্‌বসন।।

—নজরুল

মিশ্র-রাগ

রূপ যদি তোর এতই ভালো মুণ্ডমালা কেন গলে।
দয়াময়ী নাম যদি মা শিব কেন তোর চরণ তলে।।
যার রূপে হয় ভুবন আলো তার কেন হায় বরণ কালো।
যার করুণায় বিশ্ব মাতায় খড়্গ তাহার করতলে।।
যোগী ঋষি তোমার লীলা পায় না আজও ধ্যানের মাঝে।
অভয়া তোর চরণ ছায়া রাখিস আমার হৃদয় মাঝে।।
কাঁদলো তোরই ছেলে মেয়ে শ্যামা মা তোর পথ চেয়ে।
পূজার ডালা সাজিয়েছি মা ব্যথায় ভরা নয়ন জলে।।

—ফটিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

খট্ ভৈরবী—যৎ

ভুলিসনে ভুলিসনে ওমা, আমি যে তোর অবোধ ছেলে,
আমি যদি থাকি ভুলে, নিস মা কোলে ছেলে বলে।।
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয়না মনে বারেক ডাকি,
(ওমা) দয়াময়ী দিসনে ফাঁকি, ভুলিসনে মা দিন ফুরালে ;
খেলাঘরে ধূলো-খেলা, যতই খেলি ততই জ্বালা।
ডাকি তোরে বিপদ বেলা, চরণ দিসমা মরণকালে।।

—কালীপদ ঘোষ

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

কি বিচিত্র চিত্রকরি শঙ্করি, ধন্য তোমারে, হলে চিত্রে চিত্তযোগ, জ্ঞানযোগ যায় দূরে।
বিশাল বিশ্বফলকে আঁকিছ প্রতি পলকে, সীমা করি লোকালোকে মহামোহ রাগসারে।।
আশারূপ মহাহ্রদে পড়ে যায় ধরিতে চাঁদে, কেহ কাঁদে মনের খেদে মত্ত কেহ অহংকারে।
কেহ আনন্দে মগন পেয়ে তনয় রতন, কেহ অশ্রু বিসর্জন করে মৃতসুত হেরে।।
কল্পনা পাদপমূলে বসেছে কেউ কুতুহলে, কেহ ভাসে সকল ফেলে অকাল কাল স্রোতনীরে।
এ অকৃতির এম্নি রীতি অসত্যে সত্য প্রতীতি,
করি শ্যামা এ মিনতি রেখ'না আর প্রেমিকেরে।।

—প্রেমিক

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা

ডেকে ডেকে তারা, হলাম জ্যান্তে মরা, তবুনা জাগিল কুলকুণ্ডলিনী।
দীনে কর দয়া, জাগো যোগমায়া, এত ঘুম ভাল নয়গো জননী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে মূলাধারে, বামাবর্তে বেড়িয়াছ স্বয়ম্ভুরে,
হয়ে ভুজঙ্গিনী, বিদ্যুতবরণী যোগনিদ্রাগতা শাস্ত্রে এই শুনি ;

কোথা সে সুষুম্না, কোথা মূলাধার নয়ন মুদিলে হেরি মা আঁধার,
খুলে দে মা আঁখি প্রাণ ভরে দেখি জ্ঞান দে জ্ঞানদে মহেশ মোহিনী।।
খুলে দিয়ে মম সূক্ষ্ম ব্রহ্মদ্বার, ফণা তুলি ঊর্দ্ধে উঠ মা আমার,
ক্রমে ধীরে ধীরে আসি সহস্রারে শিব সংগে মিশ ত্রিগুণধারিণি ;
সর্বতত্ত্ব যথা শূন্যে লয়, নিরুদ্ধ সর্বচিত্ত বৃত্তিচয়,
ত্যজি নামরূপ ব্রহ্মানন্দময় সিন্ধু অংগে যথা মিশে তরঙ্গিনী।। —তপানন্দ

বাগেশ্রী—তেওড়া

(মা) খড়্গ নিয়ে মাতিস্ রণে, নয়ন দিয়ে বহে ধারা।
(মা) একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা, তোরই সাজে তারা।।
কবে অসুর-মুণ্ডরাশি, অধরে না ধরে হাসি,
তুই জানিস্, মরলে তোর আঘাতে, তোরই কোলে যাবে তারা।
(মা) দুই হাতে তোর বর ও অভয়, আর দু'হাতে মুণ্ড অসি
ললাটে তোর পূর্ণিমা-চাঁদ কেশে কৃষ্ণ-চতুর্দশী।
(তুই) জননী প্রায় আঘাত করে, দিস্ মা দোলা বক্ষে ধ'রে
(তুই) পাপ মুক্ত করার ছলে, অসুর বধিস্ ভব-দারা।। —নজরুল

দুর্গা—সুরফাঁকতাল

দুর্গে দুখহারিণী ; শুম্ভ ঘাতিনী ভবানী, বিপদ ভয়বারিণী।।
বিশ্ব জননী শারদে, শুভদে অভয়া বরদে।
দনুজদলনী শিবানী, জগজন প্রতিপালিনী।।
শূলখড়্গ ধারিণী, দৈত্যদর্পদারিণী।
সর্বব্যাপিনী চণ্ডিকে, মহামায়া মোহ নাশিনী।। —প্রজ্ঞানানন্দ

সরফর্দা—ঝাঁপতাল

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়াঝড় মোহ-তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শংকরী।।
একে মন-মাঝি আনাড়ী, তাহে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি ;
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ'ল বানচাল, উপায় কি করি ?
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, শ্রীদুর্গা নামের ভেলা ধরি।।

জয়জয়ন্তী—দাদ্‌রা

কোথায় গেলি মাগো আমার খেল্‌না দিয়ে ভুলিয়ে রেখে।
ক্লান্ত আমি খেলে খেলে এ সংসারের ধূলি মেখে।।
বলেছিলি সন্ধ্যা হ'লে ধূলি মুছে নিবি কোলে।
(ওমা) ছেলেরে তুই গেলি ফেলে (এখন) পাইনা সাড়া মাকে ডেকে।।
একি খেলার পুতুল মাগো, দিয়েছিলি মনভুলাতে
আধেক তাহার হারিয়ে গেছে, আধেক ভেঙ্গে আছে হাতে।
এ পুতুলও লাগ্‌ছে মা ভার, তোর পুতুল তুই নে মা এবার,
(এখন) সন্ধ্যা হল নাম্‌ল আঁধার, ঘুম পাড়া মা আঁচল ঢেকে।।

—নজরুল

কাফি—ত্রিতাল

মন কেন হও দিশেহারা, দুঃখ দেখে এসংসারে।
মা যার আনন্দময়ী দুঃখ কী তার কর্তে পারে।।
ভব-সাগরে ভারি রঙ্গ, দুঃখসুখ তুলে তরঙ্গ।
জীবনতরী যা বেয়ে তুই, কালী নামে ডঙ্কা মেরে।।

—চণ্ডিকানন্দ

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

ব্যাভারেতে জানা গেল (মা) তুমি অতি কৃপণা।।
ভক্তেরে সর্বস্ব দাও মা, আগমেতে কেবল শোনা।।
প্রকাশিয়া ভূমণ্ডল, কারে কি দিয়েছ বল ?
দেবার মধ্যে মায়াজালে বদ্ধ করে দাও যাতনা।
অন্নপূর্ণা নাম শুনি ভিক্ষা করেন শূলপানি ;
পেটের জ্বলায় গরল খেলেন, দিক্‌বাস বসন বিনা।।
প্রেমিক বলে ও মা কালি, (আমি) অনেক দুঃখে এসব বলি।
টাকা-কড়ি চাই না মাগো, দেখা দিতে তাও পার না ? —প্রেমিক

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

জেনেছি মা তোমায় এবার, আর কেন ছলনা কর ?
বাহিরেতে পষোণ বেশী (মা), অন্তরেতে স্নেহ ধর।।
সদাই স্মরে যে তোমারে, দুঃখ দিয়ে কাঁদাও তারে।
এমনি মায়ার ফেরে মাগো, ভক্তজনে মুগ্ধ কর।।

যে যেমন কর্ম্ম করে (মা), পাপ-পুণ্যে জড়াও তারে।
দুঃখ দেখে সইতে নার মা, পাপের বোঝা আপনি হর।।
ভবের মায়ায় বন্ধ করে, আর রেখো না অন্ধকারে।
যাওয়া আসা (আর) করতে নারি, খোল বন্ধন মুক্ত কর।।

রামপ্রসাদী—একতালা

কে জানেরে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন,
মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন ;
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন,
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা' জান কেমন,
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুতরণ,
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝেনা, ধরবে শশী হয়ে বামন।

—রামপ্রসাদ

দরবারী—একতালা

কোথা ভবদারা দুর্গতিহরা, কতদিনে তোর করুণা হবে ?
কবে দেখা দিবি কোলে তুলে নিবি, সকল যাতনা জুড়াবে ?
মায়ার সংসারে কর্ম্ম কোলাহলে, শ্রীপদ দু'খানি রয়েছি গো ভুলে ;
বিবেক-বৈরাগ্য তুমি নাহি দিলে মোহ-ভ্রান্তি কিসে ছুটিবে ?
আয়ু সূর্য্য মোর বসিতেছে পাটে, কোথা ব্রহ্মময়ী এস তুমি ছুটে ;
তনয়ে তারো মা এ ঘোর সংকটে তুমি বিনে কে আর তারিবে ?

ইমন-পূরবী—একতালা

এস মা এস মা, ও হৃদয় রমা, পরাণ-পুতুলী গো,
(মম) হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।
আছি জন্মাবধি তব মুখ চেয়ে, ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে ;
(তা'তো তুমি জান মা, অবোধ সন্তানের দুঃখ)
(মম) হৃদয় কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ তাহাতে গো।।

—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

প্রসাদী—একতালা

এবার ভাল ভাব পেয়েছি। কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিকে ভাব ভুলায়েছি ;
তাই রাগ-দ্বেষ-লোভ ত্যজে, সত্বগুণে মন দিয়েছি।
তারা নাম সারাৎসার, আত্ম শিখায় বেঁধে রেখেছি ;
সদা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা নামের কাজ করেছি।
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি।। —রামপ্রসাদ

প্রসাদী—একতালা

জয় কালী জয় কালী বল (মন) !
লোকে বলে বলবে পাগল হোল, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।।
আছে ভাল-মন্দ দু'টো কথা, যা ভাল তা' করাই ভাল।।

দুর্গা—তেওরা

চোখের জলে পূজব এবার, উমা মায়ের চরণ দু'টী।
শান্তি আন শান্তিময়ি, পড়ব মায়ের চরণ লুটী।।
বলব মাগো কৃপা কর, দশভুজার মূর্তি ধর।
দশহাতে মা বিনাশ কর, অসুরজয়ী আসছে তেড়ে।।
এবার নহে পূজা তোমার, দশভুজা মাগো আমার।
ছেলের চোখে জল দেখে (মা) (তোর) হাঁসি কেন উঠবে ফুটি ?

মিশ্র পূরবী—দাদরা

দিন গেল মা হেলায় খেলায়, এবার মোরে ডাকো।
সন্ধ্যে হোল এই আঁধারে, আমার কাছে থাকো।।
মায়া মোহের নিবিড় রাতে, থেকো আমার সাথে সাথে।
হারিয়ে পাছে যাই বিপথে, চোখে চোখে রাখো।।
তোমার অনেক ছেলে-মেয়ে, আমার কে আর আছে ?
শ্রান্ত হৃদয় জুড়াই বল (মা), মা ছাড়া কার কাছে ?
তোমায় ভুলে ছিলাম বলে, তুমিও কি মা যাবে ভুলে ?
অবোধ বলে এবার মোরে, দূরে ফেলো নাকো।।

মধুমাদ সারঙ্গ—ত্রিতাল

জয় দুর্গে দুর্গতি পরিহারিণী, শুম্ভ বিদারিণী, মাতা ভবানী।
আদি শকতি পরব্রহ্ম স্বরূপিণী, জগজননী চতুর্বেদ বাখানী।।
ব্রহ্মা-শিব-হরি অর্চ্চন কীন্‌হো, ধ্যান ধরত সুর-নর-মুনি-জ্ঞানী।
অষ্টভুজা কর খঙ্গ বিরাজে, সিংহ সওয়ার সকল বরদানী।।
ব্রহ্মানন্দ চরণমে আয়ে, ভবভয় নাশ করো মহারাণী।। —ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত

মিশ্র কেদারা—কার্ফা

সুমিরণ করলে মেরে মনা, তেরী বীত উমর হরি নাম বিনা,
কুপ নীর বীনা, ধেনু ছীর বিনা, ধরতী মেহ বিনা।
জ্যয়্‌সে তরুবর ফলবিনা হীনা, ত্যয়্‌সে প্রাণী হরি নাম বিনা।।
দেহ নাহনা বিনা, রয়্‌না চন্দ বিনা, মন্দির দীপ বিনা,
জ্যয়্‌সে পণ্ডিত বেদ বিহীনা, ত্যয়্‌সে প্রাণী হরি নাম বিনা।।
কাম-ক্রোধ-মদ-লোভ-নিহারো ছোড়্‌ দে অব্‌ সন্ত জনা।
কহে নানক শা, সুন ভগবন্ত ইয় জগমে নহি কোই আপনা।। —নানক

মান্‌ড্‌-কাহারবা

ঠাকুর, তুম্‌ শরণমে আয়া।
উতর গয়ো মেরে মনকা সংশয়, জব তেরা দরশন পায়া।।
অনবোলত মেরী বিরথা জানি, অপনা নাম জপায়া।
দুঃখ নাসে সুখ সহজ সমায়ে, আনন্দ আনন্দ গুণ গায়া।।
বাঁহ পকড় লীনি জানি জন, অপনো গেহ অন্ধকূপতে মায়া।
কহ নানক গুরু বন্ধন কাটে, বিছুরত আন মিলায়া।। —নানক

মিশ্র সাহানা—দাদ্‌রা

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে ?
আমার মনের মাঝে, ভবের কাজে মালিক হ'য়ে র'বে—কবে ?
আমার সকল সুখে, সকল দুখে, তোমার চরণ ধরুব বুকে ;
কণ্ঠ আমার সকল কথা তোমার কথাই ক'বে।

কিন্‌্‌ব যাহা ভবের হাটে, আন্‌্‌ব তোমার চরণ বাটে ;
তোমার কাছে, হে মহাজন, সবাই বাঁধা র'বে—কবে ?
স্বার্থ-প্রচার ক'রে খাড়া, গড়্‌ব যবে আপন কারা,
বজ্র হ'য়ে তুমি তারে ভাঙ্‌বে ভীষণ রবে।।
পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই, তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই ;
জগতের সকল আপন হ'তে আপন হবে—কবে ?
শেষে ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা সাঙ্গ ক'রে ভবের খেলা,
জননী হ'য়ে আমায় কোল বাড়ায়ে ল'বে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

কীর্তন—ঝাঁপতাল

টুটল ভরম ভীতি ধরম করম নীতি, দূর ভেল জাতি কুলমান ;
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণমন করি চুরি,
বঁধুয়া করিলা পয়ান। (আমি কেনই বা এলাম গো—প্রেমসিন্ধুতটে)
ভাবেতে হওল ভোর অবহিঁ হৃদয় মোর, নাহি যাত আপনা পসান ;
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী
য়্যায়সাহি নূতন বিধান, কিছু ভয় নাই ! ভয় নাই— —প্রেমদাস

বেহাগ—কাওয়ালী

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল, তোমারি করুণা-চন্দনে।।
কবে ভবের সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া, যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারো আকুল-ক্রন্দনে।।
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা, তোমার নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ বিপুল পুলক-স্পন্দনে।।

—রজনীকান্ত সেন

রামকেলী-তেতালা

হরি হরি হরি হরি জপনা,
জব লগ প্রাণ রহে ঘট ভীতর, তব লগ য়হ জগ আপনা আপনা।
মাতা-পিতা-দারা-সুখ-সোম্পদ, বিরথা জগত-কল্পনা রে মনা ;
চৌন্দ্রমুখী হিত বালকৃষ্ণ সব, আখির জগকো সপনা সপনা।।

বারোয়াঁ—জলদ একতালা

হরি কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীনজনে অধম-তারণ চরণ দিয়ে।।
তরণীর এমিন্ গুণ, নাইকো হাল তার নাইকো গুণ,
চলে সে আপনি তরী অধমতারণ চরণ পেয়ে।। ---দাশরথি রায়

পূরিয়া—সুরফাক্তা

সুমরণ হরিকা করোরে যাসে হোবে ভবপার,
রহ শিখ জান মান কহ্যো হ্যায় পুরাণ, মো ভগবান আপ করতার।।
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু পতিতপাবন, আনন্দকন্দ তোসে-কহত হুঁ পুকার ;
তানসেন কহে নিরমল সদা রহিয়ে, নর দেহ ন হো বার বার।। —তানসেন

বিভাস—কাওয়ালী

হরিগুণ গাওয়ে, তব সুখ পাওয়ে, কেঁও নহি মন হরি নাম রটনা ?
জগত দৃষ্টিমে বিচার করকে দেখো, জগমে তেরো কোই নহি অপনা।।

কীর্তন—একতালা

এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনেছে।
নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে অমনি বেজে উঠেছে।।
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম, কভু ত এমন করেনি পরাণ,
আজ কি যেন কি এক নব ভাবোদয়, হৃদয় মাঝারে হতেছে।।
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
আজ কি যেন কি এক উজল জগতে, আমায় নিয়ে চলেছে।।
আজ হ'তে নিমাই তোর সঙ্গে রব, জ্ঞানের গরব আর না করিব,
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে, নাচিতে বাসনা হতেছে।।
কেহ যেন কহিছে মোর কানে কানে, পারের উপায় হল এতদিনে,
আজ প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, প্রেমের ঠাকুর এসেছে।।
—স্বামী সচ্চিদানন্দ

মিশ্র-খাম্বাজ—জলদ একতালা

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব জীবনে, না হয় মরণে।
আহা তাই যদি নাহি হবে গো—
পাতকি-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো ;

হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে পারে ব'সে 'পার কর' বলে পাপী, কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি হে তৃষা-হারী !
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি আপন হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি আছ তার ;
একি সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু, মরমে।।

—রজনীকান্ত সেন

কীর্তন—ঝাঁপতাল

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাইরে।
হরিনাম তরণী বিনে, অন্য গতি নাই রে।।
অপবিত্র পবিত্র বা যে ভাবে যে থাক, হৃদয় খুলে বাহু তুলে হরি বলে ডাক,
আছে যত পাপরাশি, নাম তরঙ্গে যাবে ভাসি,
উদয় হবেন জ্ঞান-শশী, অন্ধকার যাবে দূরে।।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম মুকুন্দ মুরারে, মাধব মধুসূদন, মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ রাম, কেশব করুণাধাম,
বল বল বল অবিরাম, (আয় ভাই)
হরি নাম সুধারসে তাপিত প্রাণ জুড়াই রে।।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

কবে হবে তব দরশন হে প্রেমময় হরি।
কবে উথলিবে হৃদি মাঝে চিদানন্দ লহরী।।
(সে দিন আমার কবে হবে ইত্যাদি)
তনু হবে রোমাঞ্চিত, প্রাণমন পুলকিত,
নয়নে বহিবে বারি (রূপ মাধুরী হেরি)।।
তোমার প্রেম মূরতি, নিরমল মুখ-জ্যোতি,
নিরখিব প্রাণ ভরি (ভাবে প্রেমে মগ্ন হয়ে)।
সব সাধ মিটাইব, স্পর্শ আলিঙ্গন করি।। (হরি বলিতে অশ্রু বহিবে)

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বলব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লোহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার।।
কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।।
মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্ত পদ ধূলি কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম বারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার।।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।।

—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

কীর্তন—একতালা

হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।
(একবার) লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে।।
গভীর নিনাদে হরি নামে ছাও রে,
নাচো হরি ব'লে দু বাহু তুলে, হরি নাম বিলাও রে।
হরি-প্রেমানন্দ-রসে অনুদিন ভাস রে,
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে।।

—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে, ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।।
আমায় ধর ধর জনার্দন, পাপভার গোবর্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ;
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি।।

প্রেমরূপ যমুনা কূলে, আশা বংশী বট মূলে,
স্বদাস ভেবে সদয় ভাবে, সতত কর বসতি।।
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজ ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি।।

—দাশরথি

রাজবিজয়—তেওরা

হরি হরি জপত রে।
জপ করন তুম হোয়ে রে ভবপার রে।।
যো সৃজন করত ত্রিভুবন রে ঔর সব জীব রে,
যো মুক্তি দেত করত প্রতিপালন রে।
যো ধরত বহু রূপ নিমিখ রে, ধরণীধর গিরিধারী রে,
অব কহত গোপেশ, সো নাম পার না পাবে রে।।

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাফী—কাওয়ালী

হরি দিবানিশি ডাকি তাই। আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জুড়াই।।
চিব সুখ আসে সংসারে সঁপিয়ে মন—কত দুঃখ পাই হরি কাহারে জানাই।
প্রাণের হরি আমার শুন আমার বচন, মন-বেদনা জানাই হরি যাতনা জুড়াই।।

বাগেশ্রী—তেতালা

নিস বাসর হরি নাম উচার তুঁ ; মেরে রসনে জিন্দেগি থোড়ী
ঔসর বীতী পাছি না আওয়ত।।
বার বার সমঝাউঁ না সমঝত তুঁ না মানে মোরি কহী ;
পছতৈ হ্যায় জিন্দেগি থোড়ী ঔসর বীতী পাছি না আওয়ত।।

আশোয়ারী—কাওয়ালী

হরি বিন তেরা কৌন সহাই।
হরি বিন কা কী মাতপিতাসুত বনিতা কো কাহুঁ কো ভাই।।
ধন ধরণী অরু সম্পদ নগরী জো মান্যো আপনাই
তন ছুটে কছু সোঙ্গ ন চলে কহাঁ তাহি লপটাই।।

খাম্বাজ—একতালা

ধীর সমীরে গাও রে গভীরে পরাণ ভরিয়ে হরি গুণ গান।
মাতিবে মাতাবে এ বিশ্বে মোহিবে, দেহে সঞ্চারিবে নব নব প্রাণ।।
জীবের দুর্গতি হেরিয়ে নয়নে, আনিয়াছে গোরা এ নাম ভুবনে ;
রোগ শোক আদি সংসার দহনে ; পাবে শান্তি, কর নাম সুধা পান।।
ভব তাপে যার হৃদি জ্বলে যায়, জুড়াইবে হৃদি এ নাম সুধায়,
অশান্তি অনল দূরে চলে যায়, খুলে যায় প্রাণে অমৃতধাম।।

কীর্তন—ঝাঁপতাল

আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায় বলছ হরি, আমায় ধর।
আঘাত দিয়ে কহ মোরে, এই ত আমার কর।
হাত বাড়ায়ে ম'লেম ঘুরে, কাছে থেকেও রইলে দূরে ;
এত আমার আপন হ'য়েও রইলে সদা আমার পর।
ফুরায়ে যে এল বেলা, সাঙ্গ কবে ক'রবে খেলা ?
(হরি) তুমি কর তোমার লীলা, আমার প্রাণে লাগে ডর।
শক্তি নাই তোমায় ধরি, হার মেনেছি, হে শ্রীহরি।
দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি দেখা দাও হে দুঃখহর।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

পিলু—যৎ

আমায় রাখ্‌তে যদি আপন ঘরে, বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দু'জনে যদি হ'ত আপন, হ'ত না মোর আপন সবাই।
নিত্য আমি অনিত্যরে, আঁক্‌ড়েছিলাম রুদ্ধ দ্বারে,
কেড়ে নিলে দয়া ক'রে তাই হে চির ! তোমারে চাই।
সবাই যেচে দিত যখন, গরব ক'রে নিইনি তখন,
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে বল্‌তো সবাই, নাই গো নাই।
তোমার চরণ পেয়ে হরি ! আজকে আমি হেসে মরি,
কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, হায়রে কি ধন চাহি নাই।। —অতুলপ্রসাদ সেন

কীর্ত্তন—একতালা

চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।।
হৃদি-কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন।
চিদানন্দ-রসে ভক্তিযোগাবেশে হও রে চির মগন।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

কীর্ত্তন—একতালা

আয়রে আয় জগাই, মাধাই, জয় হরি বলে।
জয় হরি বলে, রে মাধাই, জয় হরি বলে।।
এমন মধুমাখা নাম, নিলে জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
হউক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাবে গলে।।
নামের মহিমা অপার তাতে নাইকো জাত-বিচার
গোলোক হতে গৌর নিতাই এনেছে রে ভূতলে।।
এমন দয়াল কে আছে, বিনামূল্যে প্রেম যাচে,
তোরা নেচে নেচে আয়রে দু'ভাই নামের নিশান তুলে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কাফী—তেতালা

তার' তার' হরি, দীন জনে।
ডাকো তোমার পথে করুণাময়, পূজন-সাধন-হীন জনে।।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ-মাঝারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণ জনে।।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো, বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো ;
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি, ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হ'তে দূরে সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল-পুরে, অন্ধ-এ লোচন মোহ-ঘনে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝিঁঝিট—একতালা

দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর।
(মম) হৃদি-বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণমন সনে বিহর।।
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি, অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে নিরখি তব রূপ মনোহর।।
এই কর হরি দীন-দয়াময় তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর।।
ঐ পদে, 'পরিব্রাজকের' গতি, যেন ভাগীরথী সাগর-সংহতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি, জীব নদী, তুমি সাগর।।

—স্বামী কৃষ্ণানন্দ

মিশ্র—দাদ্‌রা

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।
তোমারি উপর করিনু নির্ভর, তোমা বই (আর) কারও জানি না।।
আজ হতে তুমি হৃদয়ের রাজা, তোমারেই আমি করিবগো পূজা।
সন্দেহের কণা কিছু রাখিবনা, কারও কথা আমি জানি না।।

—রজনীকান্ত সেন

গজল—কাওয়ালী

দীন দয়াল দয়া করিয়ে, ভব সাগরসে করো পার মুঝে।
নীর অপার ন তীর দিসে, কিম ধীর ধরূঁ, অব ম্যায় মনমেঁ।
মেরী নাও ডুবায়ো রহী মগমে, শরণাগত জানকে তার মুঝে।
গ্রাহ বসে বলবান বড়ে, জল ঘের পড়ে বহু মারগমেঁ।
বাজ রহী বিপরীত হাওয়া, তুহী এক বচাওন হার মুঝে।
ছুট গয়া সব সাথ মেরা, কুছ হাতমেঁ জোর রহা ভী নহী;
অব নাথ ন দের লগাও, জরা নিজ বাহু পসার উতার মুঝে।
তেরা নাম জহাজ বড়া জগমেঁ, সব বেদ পুরাণ বতাওত হ্যায়।
ব্রহ্মানন্দ জপূঁ দিন-রাত সদা, প্রভু কীজিয়ে পার কিনার মুঝে।

—ব্রহ্মানন্দ

ঝুমুর-সঙ্গীত

[ঝুমুর বলিতে আমরা সাধারণতঃ সাঁওতাল, বাউরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক-দিগের দ্বারা গীত অশ্লীল সঙ্গীতই বুঝিতাম। কিন্তু শ্রীশ্রী ৺বৈদ্যনাথের প্রধান পাণ্ডা সদুপাধ্যায় শ্রীশ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা মহাশয়, দেবদেবী বিষয়ক ও আধ্যাত্মিক ভাব-সম্বলিত বহু ভক্তি রসাত্মক ঝুমুর গান রচনা করিয়া ও প্রচার করিয়া ইহাকে উচ্চাঙ্গের ভজন সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুমতিক্রমে তৎপ্রণীত "বৃহৎ ঝুমুর-রস মঞ্জরী" নামক পুস্তক হইতে একটি গান সংগ্রহ করিয়া দিলাম।]

শিব বর্ণন

ভাদ্রমাসের ঝুমুর

বন্দি শিব ত্রিদশেশ ত্রিলোচন অম্বিকেশ
ত্রিলোকেশ ত্রিলোকে ত্রিতাপবারী।।
হর ত্রিপুরারি ! ত্রিনেত্র ত্রিগুণ হে ত্রিশূলধারী।। (রং)
শঙ্কর শম্ভু সুরেশ সদানন্দ ব্যোমকেশ
ভূতেশ ভৈরব ভীম ভয়হারী।। (রং)
বৃষকেতু পঞ্চানন পার্বতীর প্রাণধন
পতিতপাবন শম্ভু শুভকারী।। (রং)
গঙ্গাধর গণধাতা তুমি হে গণেশ-পিতা
তুমি ভবপ্রীতার হৃদিবিহারী।। (রং) —ভবপ্রীতানন্দ ওঝা

অভেদ সঙ্গীত

প্রসাদী—একতালা

তাই কালরূপ ভালবাসি। জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী।
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভুদেব ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী।।
কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি।।
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী।।
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামেশি
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন করো না দ্বেষাদ্বেষি।।

—রামপ্রসাদ সেন

খাম্বাজ—চৌতাল

যোগেশ্বর, হে যোগীশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর।
যদুনাথ, জটাজূটধারী, হরি হরি হরি, হর হর হর।।
জলধর জিনি বরণ ভাতি, রজত নির্মিত মোহন মূরতি ;
করে সুদর্শন, ত্রিশূল ধারণ, পীতবসন বাঘাম্বর।।
বনমালা হাড়মালা দোলে গলে, চন্দন-চর্চিত শিশুশশী ভালে ;
বামে শোভে গৌরী, কিশোর কিশোরী,
অপরূপ রূপ, অকিঞ্চন হের।।

ঝংলা—একতালা

কালী হলি মা রাসবিহারী (নটবর বেশে বৃন্দাবনে—)।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী।।
আগাতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছে ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি।।

ছিল ঘন ঘন হাস্, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদুহাস ভুলে ব্রজকুমারী।।
শোণিত-সায়রে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনাবারি।।
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি।
মহাকাল কানু শ্যামা শ্যাম-তনু একই সকলে বুঝিতে নারি।।

—রামপ্রসাদ সেন

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

শ্রীনাথ রঘুনাথ যদুনাথ তুঁহী, কৌশিল্যানন্দন তুঁহী যশোমতী সুঅন তুঁহী ;
সুখকে সদন তুঁ কৃপারাম তুঁহী।।
সীতাপতি তুঁহী, রাধাপতি তুঁহী, মায়াপতি জগৎপতি সর্ব তুঁহী।।
আর্তিহরণহার, সুখকে দেনিহার, মোক্ষকে করনিহার, করতার তুঁহি।।
প্রভুসম জগতমাহি দিখন কতহুঁ নাহি, রায়জী শরণ জনক অবলম্ব তুঁহী।।

—রায়জী

দেশ—কাওয়ালী

বনফুল-ভূষণ শ্যাম মুরলীধর গোপিনী-রঞ্জন বিপিনবিহারী।।
বিভূতি ছাদন বিষাণ বাদন, ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী।।
দুকূল চোরা রাস রসিক ভরা, উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জটী স্মর-হর
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু মঞ্জির গুঞ্জন, ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্তন।
মনোন্মাদিনী রঙ্গিনী গোপিনী, মোহন মান-ভিখারী
মূড় চন্দ্রচূড় হাড়মাল গলে, জটা-তরঙ্গিত জাহ্নবী বারি।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সুরট-মল্লার—একতালা

আজ কেন কালী কদম্বের মূলে।
নরশির হার লুকালি কোথায়, বনফুল মালা কে দিল গলে।।
রঙ্গিনী সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী কোথায় লুকালে,
বামকরে অসি, শ্যামা মুক্তকেশী, মোহন চূড়া বাঁশী রাধা রাধা বলে।।

পিলু—একতালা

যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনী শ্যামা।।
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনবালা লয়ে) (শিব বলরাম হোক)

(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)
(যে বেণুর রবে গোপীর মন ভুলিত)
(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস) (যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,
বলে, ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী'।
এলায়ে চাঁচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী।।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে, গো মা,
(আবার) তাথৈয়া তাথৈয়া তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজিত নূপুর-ধ্বনি।
শুনিতে পেয়ে আসত ধেয়ে, যত ব্রজের রমণী গো মা।।

—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

জাননা রে মন, পরম কারণ, শ্যাম মা শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়,
(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়া বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।।
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন রামের জানকী হয়।।
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন করয়ে সৃজন পালন লয়।
(কভু) আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব যাতনা সয়।।
যে রূপে যে জনা, করয়ে ভাবনা সেইরূপে তার মানসে রয় ;
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমলে কামিনী উদয় হয়।।

—কমলাকান্ত চক্রবর্তী

ভৈরবী—ধামার

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর,
কনক বরণী সনে নেহার হে দিগম্বর।।
ফণীমালা মণিমালা ঝলকে উজ্জ্বল জ্বালা
রাজীব চরণ দল, ক্ষণে তাহে রবিকর।।
দুগ্ধময়ী বারি মাঝে, মকরবাহিনী রাজে
নলিনী ভূষিতা ঐ বরাভয়া বামা হের।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গৌরী—চৌতাল

বংশীধর, পিনাকধর, গঙ্গাধর, গিরিধর।
জটাধর, মুকুটধর, রাজত হরিহর।।
চন্দনধর, ভস্মধর, পীতাম্বর, মৃগচর্ম্মাম্বর।
চক্রধর, ত্রিশূলধর, মুরহর, শঙ্কর।।
সুধাধর, বিষধর, গরুড়াসন, বৃষবাহন।
মানধর, পরমেশ্বর, ঈশ্বর।।
কহে মিঞা তানসেন তুম দেবৌ স্বরূপ এক,
মুঝে কৃপা কর শির পর অভি কর।। —মিঞা তানসেন

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ নব-তৃণদল-বর্ণং পঙ্কজাক্ষং স্মিতাস্যং করধৃত-শরচাপং রত্ন-সিংহাসনস্থং।।
শিরসি মুকুট-শোভং জানকীবামভাগং হৃদয়-সরসিরুহে ভাবয়েদ্রামরূপম্।।

প্রণাম

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায়, সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

ভজন—কাহারবা

তুহুঁ রাম ভজন কর প্রাণী, তেরে দো-দিন জিন্দে গানি।
কায়া মায়া বাদর ছায়া মুরখমন মোর কাহে ভর মায়া,
উড় জায়েগা সোয়াস কী পনছী ফিরতা আনী ন জানি।
স্বজন সনেহী সুখ কী সংগী, এ দুনিয়া হ্যায় চাল দোরঙ্গী,
বাজ রহী হ্যায় কালকী ডংকা, তু চেত চেত অভিমানী;
জিসনে রাম নাম গুণ গায়া, উসসে লগেনি দুখ্‌কী ছায়া।
নির্ধন কি ধন রাম নাম হ্যায়, ম্যায় হুঁ রাম দেওয়ানী।।

ভৈরব—ঝাঁপতাল

প্রাতে কর দরশন নব দূর্বাদলবরণ প্রেম-আনন্দঘন রামরূপ-মাধুরী
বামে কনকবরণী সীতা সতী-শিরোমণি,
দুঁহু ভাবে মগন দোঁহে দোঁহারূপ হেরি।।
সাজি অরুণ কিরণে, আবেশে আনন্দ মনে
উন্মাদিনী কুলুকুলু তানে গোদাবরী।
আবেশে অবশ ওঙ্গ, করিয়া কতই রঙ্গ
ঠমকি ঠমকি চলে তুলিয়া লহরী।।
বসি পঞ্চবটী বনে পর্ণকুটির প্রাঙ্গণে,
শাখী শাখে রামগুণ গাহে শুকসারী।
সৌমিত্রি অঞ্জলি করে পূজে ফুল্ল ফুল হারে,
হরারাধ্য শ্রীচরণে ঢালি আঁখি-বারি।।

—স্বামী তপানন্দ

টোড়ী-ভৈরবী—কাওয়ালী

ভজ্ মন রাম চরণ দিন রাতি।
রসনা কস ন ভজো তুঁ হরিপদ সুমিরত কেঁও অলসাতি।।
জাকে কহত দহত দুঃখ দারুণ. শুন ত্রয়তাপ বুঝাতি।
শুনত সুযশ সুশীল সো হরিজন, দেত সলাহ সোহাতি।।
রামচন্দ্রকে নাম অমিয় রস. সো রস কাহে ন খাতি।
তুলসীদাস য়হ বিনয় করতু হৈ. প্রথম আরজ কী পাতি।।

—তুলসীদাস

ইমন—ত্রিতাল

গুরু কৃপাঞ্জন পায়ো মেরে ভাই, রাম বিনা কুছ জানত নহী।
অন্তর রাম বাহির রাম. জঁহা দেখো সব রামহী রাম।।
জাগত রাম, শোবত রাম, স্বপনে দেখো রাজা রাম।
এক জনার্দ্দন ভাবহী নীকা, জো দেখো সো রাম সরীখা —একনাথ

ঝিঁঝিট—একতালা

সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাই। ভজলে অযোধ্যানাথ, দুসরা ন কোই।।
রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত। ঈষৎ মুখচন্দ্র-বিন্দু, সুন্দর সুখ-দাই।।
হসন বোলন চতুর-চাল, অয়ন বয়ান দৃগ-বিশাল।
ভ্রূকুটি-কুটিল তিলক-ভাল নাসিকা সুহাই।।
কেশরকো তিলক ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল।
মানো গিরি শিখর ফোড়ি, সুর সরি বহিরাই।।
মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল। শ্রবণ-কুণ্ডল ঝলমলাত, রতি-পতি ছবি ছাই।।
সখা সহিত সরযূতীর, বিহরে রঘুবংশ বীর। তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণ রজ পাই।।

—তুলসীদাস

গৌড়-সারঙ্গ—কাওয়ালী

জয় রঘুনন্দন, রাম নিরঞ্জন, জনকসুতা রতিকান্ত
সুর-নর-বানর, খেচর নিশাচর, যছুগুণ গাবে অনন্ত ;
দূর্বাদল নব, শ্যামল সুন্দর, কঞ্জ-নয়ন রণ-ধীর !
বামে ধনুর্ধর, দক্ষে নিশিত শর, জলধি-কোটি-গম্ভীর।।
শ্রীপদ পাদুক, ধর ভরতানুজ, চামর ছত্র নো ধারী।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন, শতমুখ রহ করজোড়ী।।
ভকত-আনন্দন, মারুত-নন্দন, চরণ কমল করু সেবা।
গোবিন্দদাস, হৃদয় নিবাস, হরি নারায়ণ দেবা।।

—গোবিন্দদাস

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন, হরণ-ভব-ভয়-দারুণং।
নব-কঞ্জ-লোচন, কঞ্জ-মুখ-কর, কঞ্জ-পদ কঞ্জারুণং।।
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি নব নীল-নীরজ-সুন্দরং।
পট পীত মানহু তড়িত রুচি শুচি নৌমি জনক-সুতা বরং।।
ভজু দীনবন্ধু দীনেশ দানব-দৈত্য বংশ-নিকন্দনং।
রঘুনন্দ আনন্দ-কন্দ কোশল-চন্দ দশরথ-নন্দনং।।
শির মুকুট কুণ্ডল তিলক চারু উদার অঙ্গ-বিভূষণং।
আজানু-ভুজ শর-চাপ-ধর, সংগ্রাম-জিত খর-দূষণং।।
ইতি বদত তুলসীদাস শঙ্কর-শেষ-মুনি-রঞ্জনং।
মম হৃদয়-কুঞ্জ নিবাস করি কামাদি-খল-দল-গঞ্জনং।।

—তুলসীদাস

পিলু-বারোঁয়া—পোস্তা

চল ভাই ভার ল'য়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার কে আর লবে।।
দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বলব তাঁর ধরে চরণ,
এবার ভার লইলাম হরি আর ভার দিও না ভবে।।
পাপেতে হয়েছি ভারি, আর ভার সইতে নারি,
না ভজে ভূভারহারী, ভার হ'ল ভার বইতে ভবে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়া।।
কিলকিলাই উঠত ধায়, গিরত ভূমি লটপটায় ;
ধায়ী মাতু গোদ লেত দশরথকী রানিয়াঁ।।
তুলসীদাস অতি আনন্দ, হেরত মুখারবিন্দ ;
রঘুবরকী ছবি সমান রঘুবর ছবি বাণিয়াঁ।।
অঙ্গ রজঃ অঙ্গলাই, বিবিধ ভাঁতি সেঁ দুলার।
তন মন ধন বার বার কহত মৃদু বাণিয়াঁ।।

—তুলসীদাস

কীর্তন (ঝুমুর)—গড়-খেমটা

জয় জয়, রাম সিয়া, রাম সিয়া, রাম সিয়া রাম।
সিয়া রাম হী আধার, জানে সারা সংসার,
দেখো দিল মে বিচার।।
উনকী মহিমা অপার, কোই পাবে ন পার,
গুণ গাবে হাজার।।
হরণ ধরণী কে ভার, লিয়ে নর কে অবতার,
নমো দশরথকুমার।।
কানে কুণ্ডল বিশাল, তিলক-শোভে জাকে ভাল,
লটপট পাগিয়া রসাল।।
শ্রীদশরথ কে লাল, কোশল-পালক কৃপাল,
রাজীব লোচন বিশাল।।

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী

ইতনী মিনতি রঘুনন্দন সে দুঃখ-দ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী ;
আপনে পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জর মে চিত-হংস হামার বৈঠাও জী।।
তুলসীদাস কহ কর জোড়ি ভব-সাগর পার উতার জী।।

—তুলসীদাস

ঝিঁঝিট-কাফি—কাওয়ালী

বার বার সমুঝায় রহেঁ্যা ম্যায়, মান লেরে মন মেরী কহিকো।
দুঃখ সুখ জো বীতি সো বীতি, য়াদ ন কর বরবাদ বহীকো।।
এক ব্রহ্ম পূর্ণ সব জগমেঁ, ছোড় কপট কী গাঁঠ গহীকো।
জানকী দাস সুমিরো শ্রীরঘুবর, গঈ, সো গঈ, অব রাখ রহিকো।।

—জানকীদাস

দরবারী-কানাড়া—ত্রিতাল

ঔর নহী কছু কামকে. ম্যায় ভরোসে অপনে রামকে।।
দোউ অক্ষর সব কুল তারে, বারি জাউঁ উস্ নামপে।
তুলসীদাস রাম দয়াঘন, ঔর দেব সব দাম কে।। —তুলসীদাস

গৌরী—কাওয়ালী

মঙ্গল মূরতি মারুত-নন্দন, সকল অমঙ্গল-মূল-নিকন্দন।
পবন-তনয় সন্তন-হিতকারী হৃদয় বিরাজিত আওধবিহারী।।
মাতু-পিতা-গুরু-গণপতি শারদ, শিবাসমেত শম্ভু-শুক-নারদ ;
চরণ বন্দি বিনবোঁ সব কাহু দেও রাম-পদ নেহ নিবাহু ;
বন্দো রাম-লক্ষ্মণ-বৈদেহী, যে তুলসীকে পরম সনেহী।। —তুলসীদাস

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

হরে রাম হরে রাম হরে রাম রে. রামকে নাম বিনা আরাম নাহি রে।
হরি দ্বারকাপতি রাম অযোধ্যাপতি, তুলসীচরণ যুগল ধ্যান ধরে রে।।

—তুলসীদাস

ভৈরবী—তেতালা

প্রাত সময়ে রঘুবীর জাগায়ে কৌশল্যা মাতারী
উঠ লালজী ভোর ভ'য়ো হ্যায় সুরনর মুনি হিতকারী।
বন্দিগণ গন্ধর্ব গুণ গায়ে দেই দেই করতারি ;
সেনা সহিত শিব দ্বার হি ঠাড়ে হোত কোলাহল ভারী।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

রাম রাম জপুজীহ, সদা সানুরাগ রে।
কলি ন বিরাগ যোগ জাগ তপ ত্যাগ রে।।
রাম রাম সুমরণ, সব বিধিহী কো রাজ রে।
নাম কো বিসারিবো, নিষেদ শিরতাজ রে।।
রাম নাম কামতরু দেত ফল চার রে।
কহত পুরাণ বেদ, পণ্ডিত পুরারি রে।।
রাম নাম মহামণি, ফণী জগ জাল রে।
মনি বিনু ফণী জিয়ে, ব্যাকুল বিহাল রে।।
রাম নাম প্রেম পরমারথ কো সার রে।
রাম নাম কো তুলসী জীবন-আধার রে।। —তুলসীদাস

খাম্বাজ—একতালা

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল, মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।।
শ্রীরাম কল্পতরু-মূলে ব'সে রই, যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই (ধনি গো,) ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।।
—দাশরথি রায়

খট্ ভৈরবী—একতালা

ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, বাঁধা না দিলে কি পারিস বাঁধতে।
ভব-বন্ধন বারণ-কারণ, শুনরে জ্ঞানহীন ;
আমি অনেক দিন বাঁধা আছি, মা জানকীর চরণ প্রান্তে।।
ভবচিন্তাহারী প্রতি আমি রত, প্রাণ দিয়েছি পদ প্রান্তে অবিরত,
আমি চিন্তামণির প্রিয়সুত, ওরে চিন্তমণিসুত পারোনা চিনতে।। —দাশরথি রায়

সাহানা—একতালা

শ্রীদশরথ-নন্দন পদারবিন্দ বন্দ রে। রাম সীতা রাম রাম গাও অভিরাম ছন্দ রে।।
মারুতি-প্রীতি-বর্ধন, মকরধ্বজ-মর্দন। যম-যন্ত্রণা-ভঞ্জন ভজ রঘুকুল চন্দরে।।
নধর দূর্বা শ্যামল, নয়নানন্দ নির্মল। মণ্ডিত জটা মণ্ডল মুখে হাসি মৃদু মন্দরে।।
—স্বামী তপানন্দ

ভৈরবী—তেতালা

ভজ মন রাম চরণ সুখদায়ী।
জিহি চরণসে নিকসী সুরসরী শঙ্কর জটা সমাই।
জটা শঙ্করী নাম পর্য়ো হ্যয়, ত্রিভুবন তারণ আই।।
জিন চরণকী চরণ পাদুকা ভরত রহ্যো লব লাই।
সোই চরণ কেবট ধোই লীনে তব হরি নাও চলাই।।
সোই চরণ সন্তন জন সেবত সদা রহত সুখদাই।
সোই চরণ গৌতম-ঋষি-নারী পরশি পরম পদ পাই।।
দণ্ডক বন প্রভু পাবন কিন্হো ঋষিয়ণ ত্রাস মিটাই।
সোই প্রভু ত্রিলোককে স্বামী কনক মৃগা সঙ্গ ধাই।।
কপি সুগ্রীব বন্ধু-ভয়-ব্যাকুল তিন জয়-ছত্র ফিরাই।
রিপুকো অনুজ বিভীষণ নিশিচর পরশত লঙ্কা পাই।।
শিব সনকাদিক অরু ব্রহ্মাদিক শেষ সাহস মুখ গাই।
তুলসীদাস মারুত-সুতকী প্রভু নিজ মুখ করত বড়াই।। —তুলসীদাস

দুর্গা—ঝাঁপতাল

ভজ মন রাম রাম। সুন্দর শ্যামলরূপ মনোহর গুণধাম।।
সকল রিপু-নাশন, ধনুধারী নারায়ণ, যোগী ভোলা নৃত্য করে গাহে রাম রাম।।

বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল

বিনতি শুনো মোরী; অওধ পুরকে বসৈয়া; তুম বিনা কওন মোরে দুখকে হরৈয়া।
যাঁহা যাঁহা পরি ভীর তাঁহা তাঁহা দিও ধীর, জানকী-পতি রাম ভবকে তরৈয়া।

গৌড়-সারঙ্গ—তেতালা

ভজ মন রাম নাম সুখ দাঈ ;
ঘড়ি ঘড়ি পল পল অওধ বিতত সব, ফির পাছে পস্তাঈ।
ভাই বন্ধু সব কুটুম কবীলা, দেখত জীয়া ললচাই ;
অন্ত সমে কোঈ কাম ন আওয়ত, চক্র কহে সমঝাঈ।।

বসন্ত—তেওরা

জয়তি সীতাপতি রাবণারি।
আশ্রিত ভয় হর ত্যাগী নৃপবর সত্যপালক ভূভার-হারি।
অমর-বন্দিত অরাতি ত্রাস শূর, নিষাদ-সেবিত লোক-নাথ ;
নীতিরক্ষিত প্রজানুরঞ্জিত, মুনি-মানস মোহনকারী।।

— বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত

ইমন—চৌতাল

রাম নাম জপত হ্যায় শ্মশানমেঁ শঙ্কর।
পঞ্চ বদন পিনাকপাণি তারক ব্রহ্ম নাম।।
চন্দ্র সূর্য আদি তারাগণ, জিনকে প্রতাপসে হোত চলন।
সৃজনপালন লয় কারণ, সোই রাম নিরঞ্জন।।
শুক সনক সনাতন, বশিষ্ঠ বাল্মীকি গৌতম,
নারদ তুম্বুরু সুর ব্রহ্ম গাবে তব গুণ গান।
সুরদাস মন উল্লাস রামচন্দ্রকে চরণ আশ,
যুগ যুগ হো ম্যায় দাস গাওয়ত নাম রাম রাম রাম।। —সুরদাস

পিলু—তেতালা

রঘুবর তুমকো মেরী লাজ।
সদা সদা ম্যায় সরণ তিহারী তুমহি গরীব নিবাজ।।
পতিত-উধারণ বিরদ তুমহারী শ্রবণন শুনি আওয়াজ।
হোঁ তো পতিত পুরাতন কহিয়ে, পার উতারো জাহাজ।।
অঘ-খণ্ডন দুখ-ভঞ্জন জনকে, যহী তিহারো কাজ।
তুলসীদাস পর কিরপা কীজে ভকতি-দান দেহু আজ।। —তুলসীদাস

দেশ-মিশ্র—তেতালা

রামচন্দ্র গুণধাম আমারি !
নব-দূর্বাদল কান্তি উজল হৃদি মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী।।
সর্বারাধ্য হে দেব দেব শ্রীঅযোধ্যা পুরজন-তাপ-নিবারী ;
কৌশল্যাসুত দশরথ-নন্দন নট সুন্দর সরযূ তটচারী।।
কমলনেত্রে বিমল মুখমণ্ডল তরুণারুণ ভাতি গণ্ডে,
বক্ষ পীন কটি ক্ষীণ অসীম শক্তি সুবলিত-ভুজ দণ্ডে।
রম্ভা-তরু-উরু চরণে উদিত চারু চন্দ্র নখর দ্বৌ সারি,
শীর্ষে প্রখর কোটি ভানু করোজ্জ্বল ঝলমল মুকুট করে ধনুধারী।।

—বিশ্বরূপ গোস্বামী

ভৈরব—কারফা

মনোয়া ভজলে সীতারাম !
ভজলে সীতারাম মনোয়া কাহে ন জপতে নাম।
দিন দিয়া জী হরি গুণ গাওয়ে গুরু দিয়া জো নাম।।
রাম গড়কে বৈঠে রামজী, সবকী মজরা লীজে
যো য্যায়সা নকরী করেগা, উনকো ত্যায়সা দীজে।।
লেড়কা বালা লালন পালন তেনকী দুধ পিলাওয়ে
মরণ কালমে শরণ লেকে বাবা কর বোলাওয়ে।।
এক নর ভুলে, দু নর ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার
জানু শুনুকে যো নর ভুলে, উনকে নেহি পার।।

—তুলসীদাস

খাম্বাজ—একতালা

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজারঞ্জনকারী।
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু সত্য-ব্রত-ধারী।।
ধরণী পূত চরণ-পরশে, পুরবাসিগণ মগ্ন হরষে ;
আকাশ হইতে নিত্য বরষে দেবতা কৃপাবারি।।

ঝিঁঝিট—একতালা

জয় জয় রাজা রামচন্দ্র জয় জয় সীতামায়ী।
জয় শত্রুঘন ভরত লক্ষ্মণ সবাকার জয় গাই।।
জয় হনুমান রামময় প্রাণ, অবিরাম মুখে জপে রামনাম;
রামের সেবায় সঁপিলে হেলায় তনু মন প্রাণ তুমি।।
স্বর্গে কি মরতে যেখানে যে জন, রাম নাম মুখে করয়ে কীর্তন!
জাতি কুল মান নাহি করি জ্ঞান সবারি চরণে মাথা নোওয়াই।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভূপালী—ধামার

বিহরে রঘুবংশবীর জানকী সহিত সরযূতীরে,
আরতি করে কুসুমভারে, দেব মানব ভকতি ভরে।
পরম আনন্দ রাজে, অযোধ্যা নগরী মাঝে,
ধন্য জীবন দরশনে শ্রীরামগুণাধারে।।

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বেহাগ—তেতালা

নাম জপন্ কেঁও ছোড় দিয়া? রাম নাম জপন্ কেঁও ছোড় দিয়া?
ক্রোধ না ছোড়া ঝুঠ্ না ছোড়া সৎবচন কেঁও ছোড় দিয়া।
ঝুঠে জগ্‌মে দিল লাল্‌চা কর, আসল রতন কেঁও ছোড় দিয়া?
কৌড়ীকো তো খুব সম্‌হালা, লাল রতন কেঁও ছোড় দিয়া?
জিঁহি সুমিরন্ তে অতি সুখ পাওয়ে সো রতন কেঁও ছোড় দিয়া?
খালস এক ভগবান ভরোসে তন মন্ ধন্ কেঁও না ছোড় দিয়া?

—খালস

দরবারী কানাড়া—ঢিমে তেতালা

জিনকে হৃদিমে শিরি রাম বসে—উন সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে।
জিন সন্ত চরণ রজ কো পরসা, উন তীরথ নীর পিয়ে ন পিয়ে।।
সব ভূত দয়া জিনকে চিতমে, উনকো অটন দান দিয়ে ন দিয়ে।
জিন রাম রূপকো ধ্যান ধরে, উন রামনাম ন লিয়ে ন লিয়ে।।

—কবীর

দরবারী কানাড়া—ঢিমে তেতালা

যার অন্তর রাম সুবাস ভরে। সে কি ধায় সদা জপ কৃচ্ছ্র তরে ?
যেই সজ্জন সাথ সদা বিহরে, সে কি তীর্থ নীর পরশে শিহরে ?
সব জীব দয়া যার চিত্ত পূরে, সে কি দান ক'রি বিশ্ব ঘুরে ?
যেই রামরূপ নিতি ধ্যান ধরে, সে কি মুখে নিরন্তর নাম করে ?

—দিলীপ কুমার রায়

শ্রীরামনাম সঙ্কীর্তনম্

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।।

।। ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।।

[স্তবঃ]

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাঞ্চ কর্ত্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ।।১
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্।।২
বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র বন্দ্যতে।।৩
সীতারামগুণগ্রাম-পুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ।।৪
উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্ব্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম।।৫
যন্মায়াবশবর্ত্তি বিশ্বখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা।
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।।৬
যৎপাদঃ প্লবমেব ভাতি হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাম্।
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্।।৭
প্রসন্নতাং যো ন গতাভিষেকত স্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখত।
মুখাম্বুজ শ্রীরঘুনন্দনস্য মে সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা।।৮

নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিতবামভাগম্।
পাণৌ মহাশায়কচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্।।৯
মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দনম্।
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং ত্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।।১০
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খেসম্ভবং শঙ্করং।
বন্দে ব্রহ্মকুলকলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্।।১১
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং।
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসৎতুণীরভারং বরম্।।১২
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং।
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে।।১৩
কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ।
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দৌপ্রিয়ৌ।।১৪
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্ম্মবন্তৌ হিতৌ।
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ।।১৫
ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভম্ কলিমল প্রধ্বংসনং চাব্যয়ম্।
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা।১৬
সংসারাময় ভেষজং সমধুরং শ্রীজানকীজীবনম্।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্।।১৭
শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়নঘং নির্ব্বাণশান্তিপ্রদম্।
ব্রহ্মশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।।১৮
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিম্।
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্।।১৯
কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরবর-বিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নম্।
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং, সর্বদা সুপ্রসন্নম্।।২০
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানম্।
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনীশং পুষ্পকারূঢ়রামম্।।২১
আর্তানামার্তিহন্তারং ভীতানাং ভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কালদণ্ডতং তং রামচন্দ্রং নমাম্যহম্।।২২
শ্রীরাঘবং দশরথাত্মজমপ্রমেয়ং সীতাপতিং রঘুকুলান্বয়রত্নদীপং।
আজানুবাহুমরবিন্দদলায়তাক্ষং রামং নিশাচরবিনাশকরং নমামি।২৩
বৈদিহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে।
মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।।২৪
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরম্।
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্।।২৫

বেহাগ

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে,
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে,
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ।।

শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তনম্।

ওঁ শ্রীসীতালক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নহনুমৎসমেত শ্রীরামচন্দ্রপরব্রহ্মণে নমঃ।

কানাড়া—তেতালা

বালকাণ্ডম্

শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর	রাম
কালাত্মকপরমেশ্বর	রাম
শেষতল্পসুখনিদ্রিত	রাম
ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত	রাম
চণ্ডকিরণকুলমণ্ডন	রাম
শ্রীমদ্দশরথনন্দন	রাম
কৌশল্যাসুখবর্দ্ধন	রাম
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন	রাম
ঘোরতাটকাঘাতক	রাম
মারীচাদিনীপাতক	রাম
কৌশিকমখসংরক্ষক	রাম
শ্রীমদহল্যোদ্ধারক	রাম
গৌতমমুনিসংপূজিত	রাম
সুরমুনিবরগণসংস্তুত	রাম
নাবিকধাবিতমৃদুপদ	রাম
মিথিলাপুরজনমোহক	রাম
বিদেহমানসরঞ্জক	রাম
ত্র্যম্বককার্ম্মুকভঞ্জক	রাম
সীতার্পিতবরমালিক	রাম
কৃতবৈবাহিককৌতুক	রাম
ভার্গবদর্পবিনাশক	রাম
শ্রীমদযোধ্যাপালক	রাম

অযোধ্যাকাণ্ডম্

অগণিতগুণগণভূষিত	রাম
অবনীতনয়াকামিত	রাম
রাকাচন্দ্রসমানন	রাম
পিতৃবাক্যাশ্রিতকানন	রাম
প্রিয়গুহবিনিবেদিতপদ	রাম
তৎক্ষালিতনিজমৃদুপদ	রাম
ভরদ্বাজমুখানন্দক	রাম
চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন	রাম
দশরথসন্ততচিন্তিত	রাম
কৈকেয়ীতনয়ার্থিত	রাম
বিরচিতনিজপিতৃকর্ম্মক	রাম
ভরতার্পিতনিজপাদুক	রাম

অরণ্যকাণ্ডম্

দণ্ডকবনজনপাবন	রাম
দুষ্টবিরাধবিনাশন	রাম
শরভঙ্গসুতীক্ষ্ণার্চ্চিত	রাম
অগস্ত্যানুগ্রহবর্দ্ধিত	রাম
গৃধ্রাধিপসংসেবিত	রাম
পঞ্চবটীতটসুস্থিত	রাম
শূর্পণখার্ত্তিবিধায়ক	রাম
খরদূষণমুখসূদক	রাম
সীতাপ্রিয়হরিণানুগ	রাম
মারীচার্ত্তিকৃদাশুগ	রাম
বিনষ্টসীতান্বেষক	রাম
গৃধ্রাধিপগতিদায়ক	রাম
শবরীদত্তফলাশন	রাম

কবন্ধবাহুচ্ছেদন রাম

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্

হনুমৎসেবিতনিজপদ রাম
নতসুগ্রীবাভীষ্টদ রাম
গর্ব্বিতবালিসংহারক রাম
বানরদূতপ্রেষক রাম
হিতকরলক্ষ্মণসংযুত রাম

সুন্দরকাণ্ডম্

কপিবরসন্ততসংস্মৃত রাম
তদ্গতিবিঘ্নধ্বংসক রাম
সীতাপ্রাণাধারক রাম
দুষ্টদশাননদূষিত রাম
শিষ্টহনুমৎভূষিত রাম
সীতাবেদিতকাকাবন রাম
কৃতচূড়ামণিদর্শন রাম
কপিবরবচনাশ্বাসিত রাম

লঙ্কাকাণ্ডম্

রাবণনিধনপ্রস্থিত রাম
বানরসৈন্যসমাবৃত রাম
শোষিতসরিদীশার্থিত রাম
বিভীষণাভয়দায়ক রাম
পর্ব্বতসেতুনিবন্ধক রাম
কুম্ভকর্ণশিরশ্ছেদক রাম
রাক্ষসসঙ্ঘবিমর্দ্দক রাম
অহিমহিরাবণচারণ রাম
সংহৃতদশমুখরাবণ রাম
বিধিভবমুখসুরসংস্তুত রাম
খস্থিতদশরথবীক্ষিত রাম
সীতাদর্শনমোদিত রাম
অভিষিক্তবিভীষণনত রাম
পুষ্পকযানারোহণ রাম
ভরদ্বাজাভিনিষেবণ রাম
ভরতপ্রাণপ্রিয়কর রাম
সাকেতপুরীভূষণ রাম
সকলস্বীয়সমানত রাম
রত্নলসৎপীঠাস্থিত রাম
পট্টাভিষেকালঙ্কৃত রাম
পার্থিবকুলসম্মানিত রাম
বিভীষণার্পিতরঙ্গক রাম
কীশকুলানুগ্রহকর রাম
সকলজীবসংরক্ষক রাম
সমস্তলোকাধারক রাম

উত্তরকাণ্ডম্

আগতমুনিগণসংস্তুত রাম
বিশ্রুতদশকণ্ঠোদ্ভব রাম
সীতালিঙ্গননির্বৃত রাম
নীতিসুরক্ষিতজনপদ রাম
বিপিনত্যাজিতজনকজ রাম
কারিতলবণাসুরবধ রাম
স্বর্গতশম্বুকসংস্তুত রাম
স্বতনয়কুশলবনন্দিত রাম
অশ্বমেধক্রতুদীক্ষিত রাম
কালাবেদিতসুরপদ রাম
আয়োধ্যকজনমুক্তিদ রাম
বিধিমুখবিবুধানন্দক রাম
তেজোময়নিজরূপক রাম
সংসৃতিবন্ধবিমোচক রাম
ধর্ম্মস্থাপনতৎপর রাম
ভক্তিপরায়ণমুক্তিদ রাম
সর্ব্বচরাচরপালক রাম
সর্ব্বভবাময়বারক রাম
বৈকুণ্ঠালয়সংস্থিত রাম
নিত্যানন্দপদস্থিত রাম
রাম রাম জয় রাজা রাম
রাম রাম জয় সীতা রাম

প্রার্থনা

ভয়হর মঙ্গল দশরথ	রাম	আনন্দামৃতবর্ষক	রাম
জয় জয় মঙ্গল সীতা	রাম	আশ্রিতবৎসল জয় জয়	রাম
মঙ্গল কর জয় মঙ্গল	রাম	রঘুপতি রাঘব রাজা	রাম
সঙ্গতশুভবিভবোদয়	রাম	পতিতপাবন সীতা	রাম

ভীমপলশ্রী—একতালা

কনকাম্বর-কমলাসন-জনকাখিল ধাম।
সনকাদিক-মুনি-মানস-সদনানঘ ভূম।।
শরণাগত-সুরনায়ক চিরকামিত কাম।
ধরণী-তল তরণ-দশরথ-নন্দন রাম।।
পিশিতাসন-বনিতাবধ-জগদানন্দ রাম।
কুশিকাত্মজ-মখ-রক্ষণ-চরিতাদ্ভূত রাম।।
ধনী-গৌতম গৃহিণী-স্বজদঘ-মোচন রাম।।
মুনিমণ্ডল-বহুমানিত পদপাবন রাম।।
স্মরশাসন-সুশরাসন লঘুভঞ্জন রাম।
নর-নির্জর জন-রঞ্জন-সীতাপতি রাম।
কুসুমায়ুধ-তনু-সুন্দর-কমলানন রাম।
বসুমানিত-ভৃগুসম্ভব-মদমর্দন রাম।।
করুণারস-বরুণালয় নতবৎসল রাম।
শরণং তব চরণং ভব হরণং মম রাম।।

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরামচন্দ্র প্রণামঃ

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাং,
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভয়ো নমাম্যহম্।
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে,
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

শ্রীহনুমৎপ্রণামঃ

অতুলিতবলধামং স্বর্ণ-শৈলাভদেহং দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি।।২
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্। রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্।।৩
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনশনম্। কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্।।৪

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলম্ যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাম্ নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্।।
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি।।৬
আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পবমাননন্দনম্।।৭
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমতো রাক্ষসান্তকম্।।৮
ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামায়ণং সমাপ্তম্।

তিলক-কামোদ—ত্রিতাল

রামনামরস পীজে মনুয়া, রাম নাম রস পীজে।
ত্যজ কুসংগ সৎসংগ বৈঠ নিত, হরি চরচা শুন লীজে।।
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ কো, বহায় চিত সে দীজে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, তাহিকে রংগমে ভীজে।।
- মীরাবাঈ

মিশ্র-ভীমপলশ্রী—ত্রিতাল

মেরো মন রাম হি রাম রটে রে।।
রাম নাম জপ লীজে প্রাণী, কোটিক পাপ কাটেরে।
জনম জনম কে খতা জো পুরাণী, নাম হি লেত ফটেরে।।
কনক কটোরে অমৃত ভরিও, পীবত কৌন নটে রে,
মীরা কে প্রভু হরি অবিনাশী, তনমন তাহে পটেরে।।
—মীরাবাঈ

তিলক-কামোদ—একতালা

জয় রঘুকুলপতি রামচন্দ্র অওধকী জ্যোতিচারী।
সুরনরজন বন্দে চরণ মুনি জন ভয়হারী।।
ঝলকে অরুণ বদন কমল নীলপদ্ম সম নয়ন যুগল,
দশরথ সুত রামচন্দ্র তপোবন বনচারী।
সত্যধর্ম পালন প্রভু রাজ মুকুট ত্যাগী,
রত্নাকর পাতক হর অনুজকে অনুরাগী :
সীতাপতি অহল্যাত্রাতা জগতপূজ্য জগত ত্রাতা,
লংকাপতি মোক্ষদাতা অসুর নিধন কারী।।

ভজন—কাহরবা

শুনারে মন অমৃত ভরা হ্যায়, রামচন্দ্র কা নাম, (মনুয়া)
সীতারাম, সীতারাম, বোল মন, বোল বোল সীতারাম।
জনম জনম ভর রাম ভজনকর, পূরত মন কা কাম ;
সীতারাম সীতারাম, বোল বোল সীতারাম, (মনুয়া)
নারায়ণ নর রূপ বনাওয়ে রাজপুত্র বন জগমেঁ আওয়ে ;
অপার লীলা জগকো দিখাওয়ে, ভজতে রহো ওহী নাম,
সীতারাম সীতারাম, বোল বোল সীতারাম (মনুয়া)।।

মিশ্র-বেহাগ—ত্রিতাল

রঘুনন্দন আগে নাচুংগী।
নাচ নাচ রঘুনাথ রিঝাউঁ, ভকত জননকো জাচুংগী।।
প্রেম প্রীতকে ঘুঘুরূঁ বাধুঁ সুরতকে কছনি কাছুংগী।
গায় গায় কে নিশি-দিন হরিগুণ, মীরা হরিরংগ রাচুংগী।।

—মীরাবাঈ

পাহাড়ী—দাদরা

ন কছু রে ন কছু রাম বিনা।
সরীর ধরে কী রহে পরমগতি, সাধ সংগতি রহনা।।
মন্দির রচত মাস্ দশ্ লাগে, বিনসত্ এক ছিনা।
ঝুঠে সুখ্ কে কার্ণি প্রাণীঁ, পরপঞ্চ করত ঘনা।।
তাত্ মাত্ সুত্ লোগ কুটুম্বমেঁ, ফুল্যো ফিরত মনা।
কহে কবীর রাম ভজি বৌরে, ছাড়ি সকল ভ্রমনা।।

—কবীর দাস

(গুজরাতী—ভজন)

কৌশিকি খাম্বাজ—কাওয়ালী

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে, জে পীড় পরাঈ জানে রে।
পর দুঃখে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান ন আনে রে।।
সকল লোক মাঁ যহুনে বন্দে, নিন্দা ন করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে, ধন ধন জননী তেনী রে।।
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণাত্যাগী পরস্ত্রী জেনে মাতরে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাথ রে।।

মোহ মায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মন্মাঁ রে।
রাম নাম শুঁ তালী লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে।।
বন লোভীনে কপট রহিতছে, কাম-ক্রোধ নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈয়োঁ তেঁনু দরশন করতাঁ, কুল্ একোতের তার্য্যা রে।।

—নরসিং মেহেতা

পিলু—কাহার্‌বা

ইক নীর হ্যয়্ গঙ্গাজী, ইক নাম হ্যয়্ রাম।
ইক চন্দ্র হ্যয়্ ইক সুরজ, নির্বলকে বল রাম।।
জগতমে কোই নহি সজন আপনা, সদা রাম নাম জপনা রসনা।
কহত নানক ঝুঠ হ্যয়্ জগ সব, সচ্চা দশরথ নন্দন রাম।।

নানক

মিশ্রসুর—কাহারবা

প্রেম মুদিত মনসে কহো রাম রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।।
পাপ কাটে, দুঃখ মিটে, লেত রাম নাম।
ভব সমুদ্র সুখদ নাব এক রাম নাম।।
পরম শান্তি সুখ নিধান নিত্য রাম-নাম,
নিরাধারকো আধার এক রাম নাম।।
পরম গোপ্য পরম ইষ্ট মন্ত্র রাম নাম,
সন্ত হৃদয় সদা বসত এক রাম নাম।।
মহাদেব সতত জপত দিব্য রাম নাম।
কাশী মরত মুক্ত করত কহত রাম নাম।।
মাতা পিতা, বন্ধু সখা, সবহি রাম নাম।
ভক্ত জনন জীবন ধন এক রাম নাম —শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দার

মাণ্ড—কার্ফা

পায়োজী ম্যয়নে রাম রতন ধন পায়ো।।
বস্তু অমূলক দী মোরে সৎগুরু কিরপা করি আপনায়ো।
জনম জনম কি পুন্‌জী পাঈ, জগমে সবহি খোয়াইও।।
খরচে নাহি কোই চোর না লেবে দিনদিন বঢ়ত সবায়ো।
সতকী নাও, খেওটিয়া সৎগুরু ভবসাগর তর আয়ো।।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর হরখ হরখ যশ গায়ো।। —মীরাবাঈ

কেদারা—তেতালা

জয় রামচন্দ্র ভব ভয়হারী, জয় সীতাপতি রাবণারি।
অযোধ্যাপালক, কোশল নায়ক, ভক্তবৎসল (প্রভু) তুমি দর্পহারী।।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অভয় দায়ক, জয় জয় প্রভু ত্রিতাপ নাশক ;
হয়েছি ভিখেরী, আজি দিশেহারী, দাও প্রভু সন্তানে তব কৃপাবারি।।

ভর্গানন্দ

শিবরঞ্জনী—কাহারবা

সুনে রী ময়নে নির্বলকে বল রাম।
পিছলি সাঁখ ভরু সন্তন কী আড়ে সঁবারে কাম।।
জব লগ গজবল আপনো বয়ত্যা নেক সরো নহি কাম।
নির্বল হ্যয় বলরাম পুকারো আয়ে আধে নাম।।
দ্রুপদ সুতা নির্বল ভঈ তা দিন গহ লায়ে নিজধাম।।
দুঃশাসনকী ভূজা থকিত ভঈ বসনরূপ ভয় শ্যাম।।
অপবল তপবল ঔর বাহুবল চৌথা বল হ্যয় দাম।
'সুর' কিশোর কৃপাসে সব বল, হারে কো হরনাম।।

সুরদাস

শ্রীশ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত

ধ্যান

ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং,
গোবিন্দং কমবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।।

প্রণাম

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

শ্রীরাগ—খয়রা

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরছা পায়।।
কিবা সে নাগর, কিখনে দেখিনু, ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেনবা সদাই ঝুরে।।
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাখে, বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায়।।
মালতী ফুলের, মালাটি গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতাল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে।।
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাঁধল, না কহি লোকের লাজে।।
এমন কঠিন, নারীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি, হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয়।।

—গোবিন্দ দাস

বেহাগ—একতালা

কিবা ঘোর নিশায়।
নিখিল জগত ঝিল্লিরবাবৃত জীবগণ যত অলসে ঘুমায়।।
এমন সময় পতিত-পাবন, জগত-জীবন ব্রহ্ম সনাতন,
ত্যজিয়া সাধের বৈকুণ্ঠ ভুবন অবতীর্ণ হ'তে আইলেন ধরায়।।
রোহিণী নক্ষত্র অষ্টমী তিথিতে, দেবকী জঠর-সাগর হইতে,
শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রমা উদিল ভারতে নাশিতে জীবের ভার।
বসুদেব অতি কাতর অন্তরে, তিমিরে-তিমির-মণি কোলে করে,
বাসুকী মাথায় ফণীছত্র ধরে হাঁটিয়া যমুনা পার হ'য়ে যায়।।

মালকোষ—তেওরা

তুমি কি গো শুধু খেয়েছিলে ননী, তুমি কি শুধুই বংশীধারী ?
তুমি কি শুধুই শ্যাম নটবর, মোহেছিলে শুধু ব্রজেরি নারী ?
নহ কি গো তুমি অসুর-বিনাশী, কংস-পূতনা-কৌরব-ত্রাসী,
ধরম স্থাপনে স্বজন-বিনাশী কৃষ্ণ সুদর্শন-ধারী ?
তুমি কিগো শুধু সুখ বনমালী, নহ তুমি শ্যামা করালিনী কালী,
ভৈরবী, ভীমা, নরমুণ্ডমালী, জনগণ-ভয়-হারী ?
শিখাইতে জ্ঞান করম ভকতি, এস হে আবার পার্থ-সারথি,
দূর কর নাথ মম দুরমতি, মোহতিমির নিবারি'।। —স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ—যৎ

দ্বাপরেতে এসেছিলে কংস রাজার কারাগারে।
ধরা যখন ধৈর্যহারা অবিচারে অত্যাচারে।।
ধর্ম যখন মর্মাহত, পাপে ধরা অবনত,
জন্ম নিলে মানুষরূপে, দুঃখ নিশার অন্ধকারে।।
আবার কিগো এলে তুমি ধন্য করে পুণ্যভূমি।
আর্তজনের রোদন শুনি নীরবে নয়ন ঝরে।।
এস তবে হে সারথি, (মোদের) মনোরথে হও হে রথী।
ধন্য কর জীবন মোদের এবার নব যুগান্তরে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভজন

রিনি ঝিনি রিনি ঝিনি মঞ্জরী বাজে, বাজে বাজে বাজে মন-মাঝে।
বহে যমুনা উজান, গাহে কল কল গান, 'মীরাকে' চিত-চোর গিরিধারী নাগর,
নাচত অঙ্গন-মাঝে।
শুনি মুরলী-ধ্বনি মধু মাধবী রাতে, ঝরে প্রেমের সলিল মম নয়ন পাতে,
মম চিত্তের বান গাহে আনন্দ গান, হৃদি-যমুনা-তীরে শুনি কল কল তান।
এস কৃষ্ণ-মুরারি, সুন্দর গিরিধারি, (এস) মীরাকে হৃদয় মাঝে।।

—মীরাবাঈ

ভজন

প্রভুজী ! তুঁহু হামারি প্রাণ তুঁহু জগৎ তুঁহু আশমান।
তুঁহু হামারি আঁখ কি শশী তুঁহু হামারি সুরকী বংশী।
তুহুঁ হামারি প্রেম কি প্রীতম্ তুহুঁ হামারি গান।
তুঁহু হামারি জ্ঞান কি বাতি তুঁ হামারি হিয়াকি ছাতি।
তুঁহু হামারি দুখ্‌কি শান্তি 'দাসী মীরা'কে ধ্যান।।

—মীরাবাঈ

পূরবী—একতালা

বাজে শ্যামের মোহন বেণু বেণু-রব শুনে জুড়াল তনু,
যে বনে বাজিছে সেই বনে যাই, এ ছার জীবনে আর কাজ নাই,
পুরাইব আশ মন অভিলাষ, হয়ে থাকি শ্যামের চরণ-রেণু—
পঞ্চমেতে পাখী ধরিয়াছে গান, পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে তান,
যাঁহার নামেতে যমুনা উজান, হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিত ধেনু।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরবী—কাওয়ালী

গিরি-গোবর্ধন-গোকুলচারি, যমুনাতীর-নিকুঞ্জবিহারী,
শ্যাম, সুঠাম, কিশোর, ত্রিভঙ্গিম, চিত্ত-বিনোদনকারী।
পীতাম্বর, বনপুষ্প-বিভূষণ, চন্দনচর্চিত মুরলীধারী,
জিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন, উছলত যমুনাবারি।
নূপুরশিঞ্জিত নৃত্য বিমোহন, কপট-চপল চতুরালী,
প্রেমনিমীলিত নয়ন-বিলোল কদম্বতলে বনমালী।
নন্দ কি নন্দন, মায়ী যশোদা, নয়নাঞ্জন ব্রজপাল-পিয়ারী,
জিসি লাগি থী কুল ছোড়ি রাধা আকুলত সব ব্রজনারী।
কংসবিনাশক, মথুরাপতি জয়, নিখিল-ভকত-জন-শরণ,
দুর্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক, সুরনরবন্দিত চরণ;
জয় নারায়ণ, শ্রীশ, জনার্দন, জয় পরমেশ্বর, ভবভয়হারী।
জয় কেশব, মধুসূদন, জয় গোবিন্দ মুকুন্দমুরারি।।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

পিলু বারোঁয়া—কাওয়ালী

শ্যাম কলেবরধারী বনবারী।
ব্রহ্মা জিনকে পার ন জানে, জিনকী মহিমা বেদ বাখানে
সন্তনকে হিতকারী বনবারী।।
ত্যজি গোলক নররূপ ভয়ো হ্যাঁয় গোয়াল বাল সব সাথ মিলে হ্যায়
কিয়ে মাখন কী চোরি বলিহারি বনবারী।।
শুনি ধ্বনি মুরলী বৃন্দাবন মে, সুধ ন রহত কছু গোপী তনমে,
ভইঁ সকলবনচারী কুলনারী বনবারী।।
কংসাসুর অরু কালীয়মর্দন, ভক্তবছল কেশব মধুসূদন,
ধ্রুব প্রহলাদ উধারী শুভকারী বনবারী।।

খাম্বাজ—একতালা

লটকি লটকি চলত মোহন আবে!
আবে মোহন অধরে মুরলী মধুর মধুর বাজে।
চঞ্চল কুণ্ডল চপল দোলনী মোর মকুট চন্দ্র কলনী,
মন্দ হঁসনী জিয়কী রহনি মোহন মুরতি রাজে।।

ভ্রূকুটি-কুটিল কজ্জল নয়ন, অধর অরুণ মধুর বয়ান,
গতি গয়ন্দ চারু তিলক ভাল পর বিরাজে।।
লছমন দাস শ্যামরূপ নখশিখ শোভা অনূপ,
রসিক ভূপ বদন নিরখি কোটি মদন লাজে।।

—লছমনদাস

সুরট মিশ্র—একতালা

চন্দ্রকিরণ অঙ্গ নমো বামনরূপধারী। গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্জ-চারী।।
ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ, উন্মাদিনী ব্রজকামিনী উন্মাদ তরঙ্গ,
দৈত্য-ছলন নারায়ণ, জয় জয় গিরিধারী ;
ব্রজবিহারী, গোপনারী-মান-ভিখারী, জয় রাধে শ্রীরাধে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দেশ মিশ্র—একতালা

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী।।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)
ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাস-রসবিহারী (হরিবোল, ইত্যাদি)।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

তিলক-কামোদ—কাওয়ালী

মোরা শ্যামসাগরে ভাসি মীন ; শ্যামসাগরে মোরা ভাসি নিশিদিন।
রনী নভে শোভে শশী, মোরা তায় তারারাশি,
শশী সনে পরকাশি হই তাহে লীন।
হেরি নব-ঘন পাশে, অচলা চপলা হাসে,
মোরা ভাসি সুখে সদা শোকতাপহীন।।

কীর্তন—খয়রা

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়।।
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি, যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি, জগ বাহির নহি মুঞি ছার।।

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে, অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।।
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লভ করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।

—বিদ্যাপতি

ভজন—ত্রিতাল

(আমার) আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল।
মোহন মুরতি সুন্দর দোলে, নয়ন অতি বিশাল।।
অধরের সুধারস মুরলী বোলে, কণ্ঠে দোলে বনমালা।
কটীদেশে শোভে ঘণ্টি মেখলা, মন্দির সুধাঢালা।।
রুণু-ঝুনু রুণু-ঝুনু নূপুর বোলে, চরণে চরণে তোলে তাল।।
চিত চঞ্চল চলিছে কেমন মনের গহন কোণে খুলিল আগল।
মীরা চিতচারী শ্যামল গিরিধারী, ভকত হৃদয় রাখাল।।

—মীরাবাঈ

বেহাগ—কাওয়ালী

কাঁহা জীবন-ধন বৃন্দাবন-প্রাণ কাঁহা মেরী হৃদয়কী রাজা
শূন্য হৃদয়পুরী আও আও মুরারি মোহন বাঁশরী বাজা।।
নয়ন-সলিলে বসন তিতাওল, সাধ কি সায়র হিয়া'পর শুকাল ;
শিরতাজ মেরি শিরোপরি আজা।।
নয়না কা রোশনি নয়না ছোড়াকে, ঘুরত ফিরত কাহা ফাঁকে ফাঁকে
হা হা পিয়াবঁধু এ কোন্ সাজা।।

—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

গৌড়-সারঙ্গ—তেতালা

পল ন লাগে মেরে আঁখিয়া। তুঁয়া বিনা জিয়া নাহি পরত চায় না।।
আওয়ন কাঁহা গই, অবহু ন আওয়ে ; তরপত হুঁ দিন রাতিয়া।।

কাফি-সিন্ধু—ঢিমে তেতালা

হেরী মৈঁ তো প্রেম দিবাণী। (মেরো) দরদ ন জানে কোয়।।
সূলী উপর সেজ হমারী সোনা কিস্ বিধ হোয়।
গগন মণ্ডল পর সেজ পিয়াকী কিস্ বিধ মিলনো হোয়।।

ঘায়লকী গতি ঘায়ল জানৈ জো কোই ঘায়ল হোয়।
জোহরিকী গতি জোহরি জানৈ দূজা ন জানৈ কোয়।।
দরদকী মারী বন বন ডোলূঁ বৈদ মিল্যো নহিঁ কোয়।
মীরাকী প্রভু পীর মিটৈ জব বৈদ সাঁবলিয়ো হোয়।।

—মীরাবাই

ইমন-কল্যাণ—ঢিমে কাওয়ালী

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শোরে।
কলির পীড়নে ব্যথিত জীবগণে পরম ঔষধি এ ঘোর সংসারে।।
যেভাবে যেই ভাবে সেই ভাবে তারে, তার হে কৃপাময় এ ঘোর সংসারে,
প্রেমনবঘন তুমি হে শ্রীমাধব উজলিছ সদা আনন্দ নীরে।।
উচ্চ পুচ্ছচূড়া শিরে শিখিপাখা, পরাৎপর গুরু পরম সখা,
অন্তে শুনি যেন গঙ্গা নারায়ণ রাম নাম পরাণ ভরে।।

জয়জয়ন্তী—তেতালা

এস গিরিধারী নব ঘনশ্যাম।
শ্যামল সুন্দর নওল কিশোর, চির আশা অনুপম।।
এস মানস যমুনা নাচায়ে, হৃদয় কানন রাঙগায়ে।
মোর নিরাশ পরাণের ছায়ে, চির আশা অনুপম।।
মনমন্দিরে মম হে বনমালী, করি তব আরতি,
সকল চিত্তমম হে চিতচারী, জানায় প্রাণের নতি।
এস শিখিচূড়া পরি মাথে, মোহন মুরলী হাতে ;
শ্রীদাম সুদাম সখা সংগে লয়ে এস ললিত ত্রিভঙ্গিম ঠাম।।

ভৈরবী—কার্ফা

সাধন করনা চাহিয়ে মনবাঁ ভজন করনা চাই।
প্রেম লগানা চাহিয়ে মনবাঁ প্রীত করনা চাই।।
নিত নাহন্‌সে হরি মিলে তো জলজন্তু হ্যায়।
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাঁদরায়।।
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলে তো ম্যাঁয় পূঁজু তুলসী ঝাড়।
পাথর পূজন্‌সে হরি মিলে তো ম্যাঁয় পূঁজু পাহাড়।।

তিরণ ভখন্‌সে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়ন্‌সে হরি মিলে তো বহুৎ রহ হ্যায় খোজা।।
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নহী মিলে নন্দলালা।।

—মীরাবাঈ

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—কাওয়ালী

গাওরে সঘনে বীণা হরিগুণ গাওরে।
সুরাগে সুতানে ভরা, ললিত পীযূষপরা
উদারা মুদারা তারা তাহাতে মিশাও রে।।
গলে দোলে মৃদু হিল্লোলে বনমালা,
অধরে ধরেছে হাসি লাল বিজলি খেলা,
গোপকুলতারণ পতিতপাবন ভজ হরি শ্রীচরণ নাম বিলাও রে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা

মম মানস-মাধবী-কুঞ্জে শ্যাম বিহর গো নিশিদিন।
আমার পরাণ-রাধারে পাগল করিয়া বাজাও মোহন বীণ।।
তব বীণার ছন্দে জাগিবে হিয়া. উঠিবে কুঞ্জ মুঞ্জরিয়া,
মম নয়ন-সলিলে যমুনা বহিবে লহরি ছুটিবে ক্ষীণ।।
যবে দিনশেষে নামিবে নিশি. নিবিড় জলদে ঘেরিবে দিশি,
কবে আঁখির পলকে আঁধারে মিশি নিমিষে হব বিলীন।।

সিন্ধু মিশ্র—ঠুংরী

শ্যামল বংশীওয়ালা. নন্দলালা. মাতোয়ালা. গোকুল কে উজিয়ালা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহু সাঁজ সবেরে, কৃষ্ণ নাম সব দুঃখ হারে
কৃষ্ণহী ভবসাগর পারি পার লগানেওয়ালা।।
কোই কহত হ্যায় কৃষ্ণ মুরারী, কোই কহত হ্যায় রাস-বিহারী.
কোই কহত হ্যায় হরে মুরারি জপে তুলসী মালা।।

খাম্বাজ—একতালা

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পুরুষোত্তম পরমানন্দ।
নন্দকে নন্দন আনন্দকন্দ যশোদানন্দ শ্রীগোবিন্দ।।
করুণাময় কমল নয়ন, কৃপাসিন্ধু সর্বচৈন,
পুরাণ কর্তা কিশোর, গুণনিধান গোকুলচন্দ্র।

মধুসূদন মদনমোহন, মুরলীধর সর্ব সোহন,
মেঘশ্যাম মুরত বীণা গাবত মন গুণ আনন্দ ;
দীননাথ দুঃখভঞ্জন, ভক্তবৎসল জগবন্দন,
জগজীবন জগন্নাথ, কাটত দুঃখ ফন্দ ধন্দ।।
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝিঁঝিট—দকতালা

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসুরো ন কোই।
যাকে সির মোর মুকুট মেরোপতি সোই ;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোই।।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই।
অবতো বাত ফৈল গয়ী জানে সব কোই।।
সন্তন সঙ্গ বৈঠে বৈঠে লোক লাজ খোই।
ছাঁড় দই কুল কী কান ক্যা করেগা কোই।।
অঁসুঅন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বীজ বোই।।
মীরা প্রভু লগন লাগি, জো হোয় সো হোই।।
—মীরাবাঈ

মুলতান—কাওয়ালী

মুঝে বারি বনবারী সেঁইয়া যানেকো দে !
যানেকো দেরে সেঁইয়া যানেকো দে (আজু ভালা)।।
মেরা বনবারী বাঁদি তুহারি, ছোড় চতুরাই সেঁইয়া যানেকো দে।
(আজু ভালা, মোরে সেঁইয়া)
যমুনা কি নীরে ভরোঁ গাগরিয়া,
(কর) জোড়ে কহত সেঁইয়া যানেকো দে।।
—স্বামী বিবেকানন্দ

মধুমাধবী সারঙ্গ—কাওয়ালী

দরশন দেনা প্রাণপিয়ারে, নন্দলালা মেরে নৈনো কে তারে।
দীননাথ দয়াল সকল গুণ, নবকিশোর সুন্দর সুখ বারে।।
মনমোহন মন রুকত ন রোক্যো দরশন কিঞ্চিত চাহ হামারে।
রসিক খুশাল মিলনকী আশা, নিশিদিন সুমিরণ ধ্যান লগাবে।।

———

ভজন—কারফা

আঁখিয়া হরি দরশন কি পিয়াসী।
দেখ্যো চাহত কমল নয়নকি নিশিদিন রহত উদাসী।।
কেশর তিলক মোতিনকি মালা, বৃন্দাবনকে বাসী।
নেহ লাগায় ত্যাগী গয়ে তৃণসম, ডারি গয়ে গল ফাঁসি।।
কাহুকে মনকী কো জানত, লোগনকে মন হাঁসি।
সূরদাস প্রভু তুমহারে দরশ বিনা লৈহোঁ করবত কাসী।।

—সূরদাস

ভৈরবী—তেতালা

রে মন কৃষ্ণ নাম কহি লীজে।
গুরুকে বচন অটল করি মানহি, সাধু সমাগম কীজে।।
পঢ়িয়ে গুনিয়ে ভগতি ভাগবত, আউর কহা কথি কীজে।
কৃষ্ণনাম বিনু জনমু বাদিহী, বিরথা কাহে জীজে।।
কৃষ্ণনাম রস বহ্যো জাত হ্যায়, তৃষাবন্ত হৈ পীজে।
সূরদাস হরি শরণ তাকিয়ে জনম সফল করি লীজে।।

—সূরদাস

মালশ্রী—ত্রিতাল

অব মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি লীজে।
কৃষ্ণ নামকী মালা লেকে কৃষ্ণ নাম চিত দীজে।।
কৃষ্ণ নাম অমৃত রসনা, তৃষাবন্ত হো পীজে।
কৃষ্ণ নাম হ্যায় সার জগতমে, কৃষ্ণ হেতু তন ছীজে।
রূপ কুবীর ধরি ধ্যান কৃষ্ণকো, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহী লীজে।।

— কুবীর

প্রভাবতী—তেতালা

মেরে জনম-মরণকে সাথী থাঁনে নহি বিসরুঁ দিনরাতী।
থাঁ দেখ্যাঁ বিন কল ন পড়ত হ্যায় জানত মেরী ছাতী।।
উঁচী চঢ় চঢ় পন্থ নিহারুঁ রোয় রোয় আঁখিয়া রাতী।
যো সংসার সকল জগ ঝুঠো, ঝুঠা কুলরা ন্যাতী।।

দো কর জোড্যা আরজ করুছু শুন লীজ্যো মেরী বাতী।
যো মন মেরো বড়ো হরামী জ্যো মদমাতো হাতী।।
সংগুরু হাথ ধরেয়া শির উপর অঙ্কুশ দৈ সমঝাতী।
পল-পল পিবকো রূপ নিহারুঁ নিরখ নিরখ সুখপাতী।।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, হরি-চরণা চিতরাতী।।

—মীরাবাঈ

ভজন—কাহারবা

প্রভু ! ম্যানে চাকর রাখোজী, গিরিধারীলাল ! চাকর রাখোজী।
চাকর রহসু বাগ লাগাসু, নিত উঠ দরশন পাসু।
বিন্দ্রাবনকী কুঞ্জ গলিনমেঁ তেরী লীলা গাসুঁ।।
চাকরীমে দরশন পাউঁ, সুমিরণ পাউঁ খরচী।
ভাব ভগতী জাগীরী পাউঁ, তিনু, বাতাঁ সরসী।।
মোর মুগট পীতাম্বর সো হ্যায়, গল বৈজন্তী মালা।
বিন্দ্রাবনমে ধেনু চরাওয়ে, মোহন মুরলীবালা।।
হরে হরে নিত বাগ লগাউঁ বিচ বিচ রাখঁু কেয়ারী।
শাঁওরিয়াকে দরশন পাউঁ, পহর কুসুমমী সারী।।
হরি ভজনকুঁ সাধু আয়া, বিন্দ্রাবনকে বাসী।।
মীরাকে প্রভু গহির গম্ভীরা সদা রহো জী ধীরা।
আধিরাত প্রভু দরশন দীনহেঁ প্রেমনদীকে তীরা।।

—মীরাবাঈ

মধুমাধবী-সারঙ্গ—তেতালা

নন্দনন্দন, বিলমাঈ বদরানে ঘেরী মাই।
ইতঘন লরজে উতঘন গরজে, চমকত বিজ্জু সবাই।।
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসসে আয়া, পবন চলৈ পুরবাঈ।।
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ, কোয়ল শবদ শুনাই।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, চরণ কমল চিত লাঈ।।

—মীরাবাঈ

মিশ্র—কাহারবা

আমায় চাকর রাখ গো।
তোমার ফুল বাড়িতে রইব চাকর খেলব ফুলের খেলা।
(আর) ঘুম ভেঙ্গে রোজ দেখব আমি তোমায় সকাল বেলা।।
গন্ধ ফুলের গাছ লাগাব লাল, সাদা, আর নীলা।
(আর) বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে গাইব তোমার লীলা।।
সবুজ শোভার বন সাজাব জলভরা ঝিল মাঝে!
(আর) শ্যামল শ্যাম দেখব তোমায় সকল ফুলের সাজে।।
যোগী এলেন যোগের লোভে সন্ন্যাসী তপ লাগি।
(আর) ভক্ত এলেন বৃন্দাবনে ভজন অনুরাগী।।
মীরার প্রভু স্বভাব গোপন থির হরে মন ধীরে।
(প্রভু) আধেক রাতে দেবেন দেখা নীল যমুনার তীরে।।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কানাড়া—একতালা

শুনি হো মঁায় হরি আওয়নকী আওয়াজ।
মহল চঢ় চঢ় জাউঁ মেরী সজনী! কব আওয়ে মহারাজ।।
দাদর মোর পপইয়া বোলৈ, কোয়ল মধুরে সাজ।
উমংগ্যো ইন্দ্র চহুঁ দিশি বরষৈ দামনি ছোড়ি লাজ।।
ধরতি রূপ নবা নবা ধরয়া কান্ত মিলনকৈ কাজ।
মীরাকে প্রভু হরি অবিনাশী বেগ মিলো সিররাজ।।

—মীরাবাঈ

দরবারী-কানাড়া—ঝাঁপতাল

শ্যামল কদম্ব মূলে মূরলী বাজাওয়ত খেলত মোহন শ্যাম।
(নব) নীরদ নেত্রে য্যায়সে খেলত বিজুরিয়া নয়ন মোহে।।
প্রভু হো কৃপালু অতুল গুণাকো
দেখকে জীয়ারা হোত সুমধুর হাস জীয়ারা উদাস।
ভজু বনবিহারী বনমালী বংশীধারী।।

ভজন—কাহারবা

তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়্যা অবমোহি কেঁউ তরসাও।
বিরহ বিথা লাগী উর অন্তর সো তুম আয় বুঝাও।।
অব ছোড়ত নহিঁ বনে প্রভুজী হঁসকর তুরত বুলাও।
মীরা দাসী জনমঁ-জনমকী অঙ্গসূঁ অঙ্গ লাগাও

—মীরাবাঈ

ভজন—কাওয়ালী

পীতম্ প্যারে বন্‌শীবারে তু আয়া কন্‌হৈয়া আয়া।
লেই গোয়াল বাল নন্দলাল মোহন মুরলীধ্বনি ধূন শুনায়া।।
মঁয় গোবর্ধনমে জাঁউ সাথ মঁয় গোবর্ধন মে জাঁউ।
বনকুঞ্জন বাট যমুনাজীকে ঘাটপে আপে গৌহা চরায়ষা।।
পের কদম্‌কে নীচমে সখা সঙ্গ নানা খেলন ধূম মচায়যা।
ভুখ্ লাগে তো মাখন মিশ্রী মেরোই হাথসে খাযা
দহি দুধ মালাঈ লেত চলুঁ তু আয়া হো মেরি রাজা।
দাস বিশ্বরূপ তোঁহে বিনতি করতু হ্যায় শ্যামল সুরত দিখায়া।।

—বিশ্বরূপ গোস্বামী

ভজন—কাহারবা

শ্যাম-সুন্দর মন-মন্দিরমে আও আও।
হৃদয়-কুঞ্জমে রাধা নাম কি বন্‌শী শুনাও শুনাও।।
বহত যমুনা নয়ন নীরকে আও শ্যাম ওহি যমুনা তরীপে।
বৈঠি বন্‌ঠেন্ ভক্তি গোপীন কাহে তুম্ বিলমাও আও আও।।
চঞ্চল মোহন চরণ কমল পে নূপুর বাজাও,
প্রীতি-চন্দন মনকে মেরে লেকে অঙ্গ সাজাও,
বিরহ কি মোর পাপিহা বোলে প্রেম কি নাইয়া ডগমগ ডোলে,
আও কানাইয়া রাস রচাইয়া মধুর সুরত দিখলাও আও আও।।

—নজরুল

ভজন—কাওয়ালী

সুন্দর লালা নন্দ দুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবন মে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর অলকা শোভে কপোলন মে।।
শিরে চূড়া নয়ন বিশালা কুন্দমালা হিয়া পর দোলে।
পহিরন পীত পটাম্বর বোলে রুনু ঝুনু নূপুর চরণ মে।।

কোই গাওয়ত পঞ্চম তান বংশী পুকারো রাধা নাম,
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল বাজাওয়ত কোই রঙ্গন মে।।
রাধা কৃষ্ণ একতনু হোয়, নিধুবন মে যো রঙ্গ মচাই
বিশ্বরূপ যো ভগবান সোহি লীলা করত বৃন্দাবন মে।
—বিশ্বরূপ গোস্বামী

সুরট-মল্লার—একতালা

শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম।
মোহন মুরলীর স্বরে সবার মন হরে, মনোহরের মন ভুলাইতাম।।
উচ্চ করে বেণী বাঁধতাম শিখিপাখা,
ঈষৎ হেলাইয়া ক'রে দিতাম বাঁকা
সর্ব অঙ্গে দিতাম নীলাম্বরী ঢাকা, ন হয় বাঁকা হয়ে দাঁড়াইতাম।।
শ্যামের করের বাঁশী ডাকত রাধা বলে,
আমার করের বাঁশী ডাকত কৃষ্ণ বলে,
বাঁশী বাজায়ে গোকুলে, কালিন্দীর কূলে,
কালাচাঁদের কূলে কালী দিতাম।।
বাঁকা হ'য়ে না হয় খেলতাম নিধুবনে,
বনফুলের হার গেঁথে দিতাম বনে,
নীলকণ্ঠ কহে, ভাবনা কি রাই মনে
(না হয়) ঐ, চরণের নূপুর হতাম।।
—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

পরজ—একতালা

ফুলয়া বিনত ডারে ডারে, গোপীন কে সঙ্গ কুঙারী,
চন্দ্রবদন দমকত বৃষভানুকে লালী।
য়েরী চঞ্চল কুঙারি, আপন অঞ্চল সম্হারি,
আবত ব্রজনন্দনলালা খেলন কে লাগি।।
—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

নব নীরদ বরণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে।
করেতে বাঁশী, অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে।।
জড়িত পীত বসন জিনি তড়িত করে ঝলমল,
আন্দোলিত চরণাবধি হৃদিসরোজে বনমাল,

নিতে গোপিনী জাতি কুল আলো করে যমুনা কূল,
নন্দকুলচন্দ্র, কোটি চন্দ্র জিনি বিহরে।।
শ্যাম গুণধাম পশি, হায় হৃদি-মন্দিরে,
প্রাণ মন জ্ঞান সখি, হরে নিল বাঁশীর স্বরে !
গঙ্গানারায়ণের দুঃখ বলে কি জানাব তোরে,
জানতে যদি যেতে সখি, যমুনায় জল-আনিবারে।।

—গঙ্গানারায়ণ

মিশ্র—তেতালা

জগজন মোহন সঙ্কট-হারী কৃষ্ণ মুরারি শ্রীকৃষ্ণ মুরারি।
রাস রচাওত শ্যাম বিহারী পরম যোগী প্রভু ভবভয় হারী।।
গোপীজন-রঞ্জন ব্রজ-ভয়হারী, পুরুষোত্তম প্রভু গোলোক-চারী।।
বন্‌শী বাজাওত বন-বন-চারী ত্রিভুবন-পালক ভক্ত-ভিখারী।।
রাধাকান্ত হরি শিখি-পাখা-ধারী কমলা-পতি, জয় গোপী-মনোহারী।।

—নজরুল

খাম্বাজ—যৎ

সোহাগে মৃণাল ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে।
চপলা অচলা হ'ল নীলাচলে মিশাইল,
গোপনে গোপিনী-কুল সে মাধুরী নেহারিল,
শোভিল কদম্ব-মূল শ্রীমতী-শ্যাম সমাগমে।
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি-কুল কুঞ্জে আসি গুঞ্জরিল,
কালায় ভাবি কাল জল রাধায় কমলিনী ভ্রমে।।

—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

ইমন-ভূপালী—কাওয়ালী

দিনবা যাতে হো বীত হ্যায়, মন তেরী হো,
ক্যা কিয়ো মূরখ মন, আকে দুনিয়া মে।।
পরম আত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বর, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পীতাম্বর,
দীনবন্ধু দয়াল দামোদর, ভজলে মুরখ মন কৃষ্ণবাসুদেবায়।।
জনম লিয়া জব জননী গরভমে, বার বার জোরি আরজ করত হ্যায়।
আকে দুনিয়া মে বিসর গয়ো সব কহত তানসেন শুনত হ্যায়।।

—মিঞা তানসেন

———

ভজন—তেতালা

সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণ নাম ভজ মন।
কৃষ্ণ নাম জপরে পাবে অমূল্য ধন।।
বিষয় বাসনা, মায়ার ছলনা সকলি ঘুচিয়া যাবে।
রূপের পিয়াসা পলকে মিটিবে নয়নে হেরিবে অরূপ রতন।
সুন্দর বরণ রূপের চেতনা সুন্দরে দশদিশি মগন।
অপরূপ বিভবে পরাণ ভরিবে রাজীব চরণে পরশ দান।।

আড়ানা—সুরফাঁকতাল

মাধব মধুসূদন মুকুন্দ মুরারে, কেশব কমললোচন ব্রজ বনোয়ারী।
জনার্দন জগত গর্ব খর্ব কারী, অসুর নাশন কংসাসুরহারী।।
বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ বিরাট বামন বিরিঞ্চি বন্দন বিশ্ব বিহারী।
কহত মিঞা তানসেন তুমহো ত্রিগুণগুণী, গোপাল গিরিবর গোবর্ধনধারী।।
—মিঞা তানসেন

ভজন—তেতালা

হে গোবিন্দ রাখ্ শরণ অবতো জীবন হারে।।
নীর পীবন হেত গয়ো সিন্ধুকে কিনারে।
সিন্ধু বীচ বসত গ্রাহ চরণ ধরি পছারে।।
চার প্রহর যুধ ভয়ো লে গয়ো মঝোধারে।
নাক কান যুগল লাগে কৃষ্ণকে পুকারে।।
দ্বারকামে শব্দ ভয়ো গরুড় ত্যজি সিধারে।
গ্রাহকে মারকে গজরাজকো উধারে।।
সুর কহে শ্যামসে আস হ্যায় তুম্হারে।
মেরী তেরা ন্যাব হোই যমরাজ-কো ডুবারে।।
—সুরদাস

ভজন—কাহারবা

সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে, তার বনফুল মালা দোলে।
সে যে বংশীওয়ালা মোহিল ভুবন, তার মোহন মুরলী বোলে ;
বনফুল মালা দোলে।।
মোর আনন্দ সে যে নন্দদুলাল, সে যে ছন্দ দুলাল মোর নন্দদুলাল,
রহে কদম্বমূলে যমুনার কূলে বাঁশীতে উজান তোলে।

নিধুবনে সখা লয়ে খেলে হরি শিশু হয়ে, অধরে মধুর হাসি জাগে।
যেথা চলে শ্যামরায় ফুল জাগে পায় পায়, ধূলিকণা পদছায়া মাগে।
যবে আমার জীবনে আসি ডাকিবে বাজায়ে বাঁশী—
যেন অন্ধ নয়ন জাগে প্রেমের মলয় লাগে, হৃদয় দুয়ার যেন খোলে।
—অজয়কুমার ভট্টাচার্য

ভজন—কাহারবা

হরি তুম্ হরো জনকি ভীর।
দ্রৌপদী কি লাজ রাখী তুরৎ বঢ়ায়ো চীর।।
ভগত কারণ রূপ নরহরি ধরো আপ শরীর।
হিরণ-কশ্যপ মারি লীন্হো ধর্‌য়ো ন হীন্ ধীর।।
ডুবতে গজরাজ রাখো কিয়ো কিয়ো বাহার নীর,
দাসী মীরা লাল গিরিধারী চরণকমলপর শির।।
—মীরাবাঈ

মিশ্র—কাহারবা

ভেইয়ারে কানাইয়ারে নেক্ দরশ দিখায়ে যা রে।
শ্যামলিয়া প্যারে বনশীওয়ারে মেরে ছাতিয়াপে আযা রে।।
মেরো ভেইয়া বরজলালা ব্রজবাল সেঁইয়া নন্দদুলালা।
যমুনা কিনারে ধীর সমীরে (নেক) বাঁশরী বাজায়ে যা রে।।
প্রাণ কি প্রাণ ভেইয়া মেরো ভিক্ষা মাঁগি দরশন তেরো।
নয়নমে ঠারো পিয়াস নিবারো মেরে রাজন্ কি রাজা রে।।
—ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বসন্ত—একতালা

আয়নারে ভাই প্রাণের কানাই গোঠের মাঠে যাইরে চলে।
গাছের পাতায় মেঘের মাথায় খেলছে ভানু লহর তুলে।।
মিছামিছি করছ দেরী হয়েছে কি গরব ভারী।
জান কিনা কেউ যাবনা ধেনু চরাতে তোমায় ফেলে।।
আমরাও সব গরব করি তোমার সাথে দিতাম আড়ি।
প্রাণ মানে না তাই কি করি তোমায় নিতে এলাম চলে।।
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কীর্ত্তন—খয়রা

যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল।

(আমার) এ হেন জীবন পরশ রতন কাঁচের সমান ভেল।।
(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
(আমি) যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি।।
(আমি) মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
(আমায়) যদি মিলায় বিধি মম গুণনিধি বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে।।
(আমি) আপন বঁধুয়া আপনি বাঁধিব কেবা রাখিবারে পারে।
(আর) যদি রোধে কেউ ত্যজিব এ জীউ নারী বধ দিব তারে।
(আমি) পুনঃ ভাবি মনে বাঁধি বা কেমনে সে শ্যাম বঁধুয়া করে।।
(হায়) বাঁধিয়া কেমনে ধরিব পরাণে তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞানদাসে কয় বিনয় বচনে শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করে দারুণ কুলের বাধা।।

—জ্ঞানদাস

শংকরা—ত্রিতাল

জনম জনম কো ম্যায় দাস তুম্‌হারো, করুণাকর অব্ পার মুরারে।
ভব সাগর জল তরণ কঠিন ; কিস্‌বিধ জাউঁ পার মুরারে।
তুম বিন ঔর ন পালক মেরো বঞ্চক সব পরিবার মুরারে।
ম্যায় গুণ-হীন দোষ পরিপূরণ অপনী ওর নিহারো মুরারে।
ব্রহ্মানন্দ বিলম্ব ন কীজে, শুনিয়ে মেরী পুকার মুরারে।।

—ব্রহ্মানন্দ

কীর্ত্তন—একতালা

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।।
তোমরা যতেক সখী থেক মঝু সঙ্গে,
মরণ কালে কৃষ্ণ নামটি লিখ মঝু অঙ্গে।
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কানে,
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে।।
না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে।।

সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণ বরণ হয়,
অবিরত তনু মোর তাহে যেন রয়।।
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে,
পরাণ পয়াব হাম পিয়া দরশনে।।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী,
ধৈরয় ধরয় চিতে মিলব মুরারি।।
—বিদ্যাপতি

সিন্ধু-খাম্বাজ—ত্রিতাল

কোঈ কহিয়ো রে প্রভু আবনকী, আবনকী মন ভাবনকী।
আপন আওয়ে লিখ নহী ভেজে, বান পড়ী লালচাওনকী।
এ দোউ নৈন কহ্যো নহী মানে, নদিয়াঁ বহে জৈসে সাওন কী।
কহা করো কছু নহী বস মেরো পাঁখ নহী উড়জাওনকী।
মীরা কহে প্রভু কবহ মিলোগে চেরি ভঙ্গহু তেরে দাওন কী।।
—মীরাবাঈ

কীর্তন—খয়রা

আজু সই কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তরিতে আওব কপাল কহিয়া গেল।।
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার,
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে দুলিছে হৃদয় হার।
(অজু) বিধি অনুকূল ভেল।।
—বিদ্যাপতি

কীর্তন—খয়রা

মাধব তুঁহু রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব, কানু কানু বলি ঝুর।
যশোমতীনন্দ অন্ধ সম বৈঠত, সাহসে চলই না পার।।
সখাগণ ধেনু, বেণুরব বিছুরলু, তরুগণ মলিন সমান।
পিক শুক-সারী ময়ূরী ন নাচত, কোকিল ন করত হি গান।।
বিরহিণী বিরহ কি কহব মাধব, দশ দিকে বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনা জল কূল অধিক ভেল, কহত হি গোবিন্দদাস।।
—গোবিন্দ দাস

বেহাগ—কাওয়ালী

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু, পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু, দশদিক ফেল নিরদ্বন্দ্বা।।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু, আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল, টুটল সবহু সন্দেহা।।
সোঈ কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ বান হউ মলয় পবন বহু মন্দা।।
আজু মঝু যবহু পিয়া সঙ্গ হোয়ল, তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অল্পভাগী নহ, ধনি তুয়া নব লেহা।।

—বিদ্যাপতি

ভৈরবী—তেতালা

জাগো মোহন প্যারে ;
সাঁবরি সূরত মোরে মন ভাওঁয়ে, সুন্দর লাল হামারে।
প্রাত সমে উঠ ভানু উদয় ভয়ো,
গোয়াল বাল সব ভূপত ঠাড়ে ;
দরশনকে সব ভূখে প্যাসে উঠিয়ো নৌন্দ-কিশোরে।

বিলাওল—তেতালা

জাগ উঠে সবজন তুম জাগো ; গোঁওনকে চরবাল চরৈয়া।
গোয়াল বাল সব গৌয়া চরাওয়ত, তুমরে কারণ আওয়ত ধাওয়ত,
সদা রৌঙ্গ মন তুমসোঁ লাগা !

—সদারঙ্গ

খাম্বাজ—তেতালা

লগ রহ্যো মন রাধা বরসে ; অউর কহী কছু অউর উপরসেঁ।
দিন রাতিয়াঁ আখিয়াঁ আগে মেরী, ঠাড় রহে কছু রূপ সুঘরসে।
আনন্দ ঘন প্রভু লায়ে নেহা, প্রেম রঙ্গোগী ম্যয় গিরিধর বরসে।।

মিশ্র বেহাগ—কাহরাবা

মম মন মন্দিরে রহ নিশিদিন কৃষ্ণ মুরারি শ্রীকৃষ্ণ মুরারি
বন্দনা গানে তব বাজুক জীবন বাঁশ।।
ভক্তি প্রীতি মালা চন্দন তুমি নিওহে নিও চিতনন্দন
জীবন মরণ তব পূজা নিবেদন সুন্দর হে মনোহারী।
এস নন্দকুমার আর নন্দকুমার হবে প্রেম প্রদীপে আরতি তোমার ;
নয়ন যমুনায় ঝরে অনিবার তোমারি বিরহে গিরিধারী।

জৌনপুরী—তেতালা

মোরি ইতনি বিনতি অব সুনিয়ে ;
বনোয়ারী কিষ্ণমুরারি শরণাগতকে [illegible] হিতকারী।
ম্যয় হুঁ দীন অনাথ নাথ তুম, ভক্তনকে অঘ শোকসঙ্কট হারী ;
তুমহরে চরণ শরণ অব আয়ো, কাট দৌন্দ ফৌন্দ অতভারী।।

দরবারী—একতালা

নব জলধর পীতাম্বর শ্যাম বিপিনচারী।
বঙ্কিমঠাম কুসুম-ভূষণ গোপনারী-মনোহারী।।
অতুল রাতুল চরণরাজে, ধীর মধুর নূপুর বাজে।
মোহন সাজে মোহে ফুলধনু, নটবর বনোয়ারী।।
সুধাকর কিবা শ্রীমুখ কমল প্রেম পীযূষ ঢল ঢল ঢল,
বিমল ফুল্ল অধর যুগল মধুর মুরলীধারী।।

ধানসী—(কীর্তন)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম-সুতমিত-রমণী-সমাজে।
তাহে বিসরি মন, তাহা সমর্পিনু, অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব, মঝু পরিণাম-নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন-দয়াময় অত য়ে তুঁহারি বিশোয়াসা।।
আধ জনম হাম নিঁদ গোঙায়নু, জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতনু, তোহে ভজব কোন বেলা।
কত চতুরানন মরি মরি যাবত, ন তুয়া আদি অবসানা।।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত, সাগর-লহর সমানা।।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়, তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক-নাথ কহায়সি, অব তারণ-ভার তুঁহারা।।

—বিদ্যাপতি

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আওরে কানাইয়া বংশী বাজাইয়া নিকুঞ্জ কাননে।
আবীর কুঙ্কুম কুসুম চন্দন লাগাব রাঙ্গা চরণে।।
শোনহে কেশব তব শ্যাম অঙ্গে
মোরা সখি সবে ফাগ্ দিব রঙ্গে ;
লালে লাল নন্দলাল লাল কাল তমাল রঞ্জিত পীত বসনে।।
ও নিঠুর হরি করোনা চাতুরি
ছলনা জানিনা মোরা ব্রজনারী,
চল ত্বরা করি রাঙ্গাপায়ে পড়ি দিওনা ব্যথা পরাণে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মনোহরসাহী—খয়রা

অব মথুরাপুর মাধব গেল, গোকুল মাণিক সখি, কো হরি নেল।
(ওকে হরি নিল গো—প্রাণের হরি, ব্রজপুরী আঁধার করি,
হিয়ার মাণিক, প্রাণ মন শূন্য করি ইত্যাদি)
গোকুলে উছলল করুণার রোল নয়নের জলে হের বহয়ে হিল্লোল,
আজি উছলিল, যমুনা জল, ব্রজ গোপিনীর নয়ন জলে,)
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী, শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী,
(সব শূন্য হল, একবিনে সব, এক ভানুকানু বিনে)
কৈছনে যাওব যমুনাকী তীর, কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটীর,
সহচরী সঙ্গে যাহা কয়ল ফুলখেরি, কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি,
(আমি বাঁচি কেমনে—হেরে যমুনে, কুঞ্জ হেরে।)
যমুনা পুলিন বিহারী ছাড়ি, কুঞ্জকাননচারী ছাড়ি, কুঞ্জ হেরে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি করি অবধান, কৌতুকে ঝাপি তঁহি রহু কানু।।

—বিদ্যাপতি

খাম্বাজ—একতালা

ব্রজ গোপাল শ্যাম সুন্দর যশোদা দুলাল শিশু নটবর,
নন্দ-নন্দন নয়নানন্দ চরণে মধুর সৃজন ছন্দ ;
ভুবন মোহন কৃষ্ণচন্দ্র অপরূপ রূপ হেরে চরাচর।।
কোটি গ্রহতারা চরণে নূপুর ওঁকার ধ্বনি বাঁশরীর সুর।
বঙ্কিম আঁখি, বাঁকা শিখিপাখা, বাঁকা শ্রীচরণ ভঙ্গিমা বাঁকা
কৃষ্ণমায়ায় শ্রীঅঙ্গ ঢাকা করাল মধুর প্রভু গিরি-ধর।।

—নজরুল

কাফী—কাওয়ালী

সজনিয়াঁ পানিয়া ভরনে ক্যাসে জাউঁ ?
নাগর লচকি আই করত ঢিঠাই, তট বংশী বট যমুনাকে তট মে।।
উচকি উচকি তান লেত বংশীয়া কী,
ডাগর চলত করত ঢিঠাই তট বংশীবট যমুনাকে তট মে।।

কেদারা—ঢিমে তেতালা

এ পিয়া রঙ্গ ন ডারো।
ভিজ্ গয়ী হমারী সিগ্‌রী চুনারিয়া,
বিন্দ্‌রাবণ কে কুঞ্জ ভবন মে, গলে বীচ বহিয়া ডারী।
মেরী কহা পিয়া মানত নাহী, আখীর দেখুঁ মৈঁ চতুরা নারী।।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

নিঠুর হরি বংশীধারী, খেলবো হোরি তোমার সনে,
লাজ মান পরিহরি, এসেছি তাই কুঞ্জবনে।।
আবীর কুঙ্কুম রঙে সাজাইব তব অঙ্গে,
ভাসিয়ে প্রেমতরঙ্গে দাসী হব ঐ চরণে।।

কাফি-সিন্ধু—তেতালা

হোলি খেলত আজু কন্‌হই,
বৃন্দাবন ব্রজ ঘাটবাট রজ রঞ্জিত আজু বন্‌হই।
ব্রজ বালক সব হসত করত রব পুরজন প্রীত বঢ়ই ;
সামল খেলত ইত উত নিরখত নাচত তা তত থই।।
সখা সখীগণ লচক গাত শুন তাল বিমোহন দই।
বাজত নূপুর বাঁসুলি সুমধুর গোপী-চিত মুরছই।।
যমুনা তট পর অরুণ কিরণ ভর দেত নীর উজলই।
মন্দ সমীরণ বহত তান সন চিত্ত উচাটন ভই।।
রক্ত ফাগজল ভিগত অঞ্চল ব্রজপথ রঙ্গিল ভই।
পুলকিত সবজন দেখত মোহন তন মন ধন বিসরই।।

—দিলীপকুমার রায়

পিলু—ত্রিতাল

তুম বিন মোরী কোন খবর লৈ গোবর্দ্ধন গিরিধারী।
মোর মুকুট পীতাম্বর শোহে কুণ্ডলকী ছব ন্যারী।।
ভরীসভা মে দ্রৌপদী ঠাড়ে রাখো লাজ হমারী।
মীরা কে প্রভু গিরধর-নাগর চরণ কমল বলিহারী।।

—মীরাবাঈ

ভৈরবী—ধামার

পোহাল শর্বরী।
বৃন্দাবন কেলি কুঞ্জে, সব সখী রঙ্গে ভঙ্গে,
ফাগুন মাসে খেলে হোলি, সঙ্গে শ্রীহরি।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে, আনন্দ সঙ্গীত মাঝে,
মুরলী বাজায় শ্যাম, বংশীধারী।।
ঝুলনে আবীর খেলা, খেলে আজি নন্দলালা,
হেরি সে অপূর্ব লীলা বিমোহিত ব্রজনারী।
নাচে ময়ূর ময়ূরী কিবা, কুঞ্জবনে কি নবশোভা,
গুঞ্জে গুঞ্জে নাচে অলিদল, শুক-সারী।।

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

নমো নমো নমো, নমো নমো নমো।
কৃষ্ণ-কেশি-নিসূদন, অসুর দলন তুমি অমর পালন ;
বকাসুর বিমর্দ্দন (প্রভু) গোপ বালক রক্ষণ।।
সৃজন-পালন (তুমি) জগ-ভয়-বারণ, ভুবন মোহন, নন্দনন্দন।
অঘাসুরসূদন কালীয়মদমর্দ্দন, কলুষহারী কংসারি—
নমো নমো নমো, নমো নমো নমো।।

—ভর্গানন্দ

পাহাড়ী—ত্রিতাল

চলো মন গংগা যমুনাতীর,
গংগাযমুনা নিরমল পানী শীতল হোত শরীর।।
বন্‌শী বজাওত গাওত কান্‌হা, সংগ লিয়া বল-বীর।
মোর মুকুট পীতাম্বর সো, কুণ্ডল ঝলকত হীর।
মীরাকে প্রভু গিবিধর-নাগর চরণ কমল পর সির।

—মীরা

দরবারী-কানাড়া—ঝাঁপতাল

রাধারমণ মদন-মোহন মাধব মুকুন্দ মুরারে।
মধুসূদন মনোহর, ময়ূর পুচ্ছ ধারি।
কৃষ্ণ কেশব কানু কালীয়-মর্দন ;
কলুষহারী কংসারি কালা কমলাপতি
শ্রীকান্ত দনুজারি হরি।।
ব্রজমে গিরিধর লাল ব্রজরাজ গোপাল,
ব্রজপাল ব্রজবাল বাঁকে বিহারী,
নীল নীরদ শ্যাম নবল কিশোর,
জয়তি যদুনাথ শ্রীগোপীনাথ হরি।।

ভজন—কাফী

(রাখ) মিনতি রাখ হে গিরিধারীলাল।।
(মম) আঁখির আগে রহ শ্যাম-গোপাল।।
(তব) চরণ-তলে মোর এই তনু মন—
প্রণামী-ফুলের মত লহ নিবেদন,
(আমি) জনমে জনমে প্রেমের কাঙাল।।
(শুধু) তোমার বিরহ ছাড়া সকল ব্যথা—
সহিব তোমারি লাগি হে দেবতা !
(মোর) হৃদয়-বাসরে মিলন-রাতে—
আঁখি মিলাও প্রভু আঁখির সাথে,
মীরার প্রীতম হয়ে রহ চিরকাল।।

—প্রণব রায়

ভজন

প্রভুজী, তুমি চন্দন আমি বারি, পরিনু অঙ্গে অঙ্গবাস তোমারি !
প্রভুজী, তুমি ঘন মেঘ, আমি ময়ূর, চাঁদের পানে চাহি মুগ্ধ চকোর।
প্রভুজী, তুমি দীপক, আমি বাতি, প্রেমের জ্যোতি জ্বলে দিবারাতি।
প্রভুজী, তুমি মোতি, আমি মালা, পরশে তোমারি অঙ্গ বিভোলা।
প্রভুজী, তুমি স্বামী, আমি দাস, কৃষ্ণ-প্রেম হেন মোর আশ।

—অমূল্যভূষণ সেন

মল্লার—যৎ

এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী ফাটা যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

—বিদ্যাপতি

কীর্তন—একতালা

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।।
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল, মাণিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম-দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি মরমে রহিল শেল।।

—চণ্ডীদাস

খাম্বাজ—যৎ

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে,
চন্দ্র কোটি, ভানু কোটি, কোটি মদন হারে।।
সুন্দর কপাল সোহে পঙ্কজদলনয়না,
অধরবিম্ব মধুর হাস কুন্দকলিকাদশনা।।
মণিকুণ্ডল মকরাকৃতি অলকাবলীপুঞ্জা
কেশরকো তিলক ভাল সোণেমণি মুঞ্জা
নবজলধর পীতাম্বর বনমালা গলে সোহে
লীলানট সুরকে প্রভু জগজনমন মোহে।।

—সুরদাস

বেহাগ—একতালা

হৃদি-বৃন্দাবনে, আমারি কারণে, সর্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে,
পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর।।
প্রমত্ত উজান মন-যমুনায় লুকাইয়া বাঁশী ডাকে 'সখি আয়—';
প্রাণের কালিয়া বলে দে কোথায়, বড় যে সুখেরি কলঙ্ক রাধার।।
প্রতি অঙ্গ মোর কানু-ক্ষুধাতুর, সে কানু কেন লো দূর—এতদূর।
প্রেমের রাজা সে যে ছিল না নিঠুর, কোটি কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস, যত বৃন্দাবন, যত লো কদম্ব, নিকুঞ্জকানন,
(সেথা) জনমে জনমে মোর কানুধন,
প্রেম-ভিখারিণী আমি রাধা তাঁর।।

—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

মুরলী ধ্বনি শুনি আয়ে ম্যয় যমুনা তট।
তবসে শ্যাম তন মন যোবন সব বিকাঈ।।
পবন গতিহীন ভঁই, যমুনা উজান বহে,
বর্সারি গই গাওয়ন শুকসারী হামারি প্যারী।।
থগিত ভই মীন, গো তৃণ না চাবায়ে পুন,
বাছুয়া না পীয়ে থন ম্যায়সী সুনাই;
ছয়লা গলে ডোরি লাগাওয়ে ব্রজনারী,
জল ভরণে ভুল, গ্যয়ী ঠাঢ়ি সখিরী রোঈ।।

দরবারী কানাড়া—ত্রিতাল

গিরিধর ব্রিজধর মুরলী অধর ধর; ধরণীধর মাধো পীতাম্বর।
শীশ মকুট ধর, চরণ নূপুর ধর;
করধর কমল পুষ্প সারঙ্গধর।
চক্রগদাধর অধর সুধাধর,
কম্বুকণ্ঠধর কৌস্তুভ মণিধর;
সূরদাস প্রভু গোপ ভেক ধর।।

—সূরদাস

পিলু বারোয়া—কাহারবা

জয় ধরম স্থাপন কারী।
দেবকীনন্দন যশোদাজীবন কৃষ্ণ কেশব মুরারী।।
দুর্জন দলন সজ্জন পালন গোবর্ধন গিরিধারী।
জয় যদুনন্দন যদুকুলনাশন ভূভার হরণকারী।।
নিখিল শরণ মরণনিবারন মুনিগণ-চিত-মনোহারী।
নররূপ ধারণ জগজন তারণ মোহন মুরলী ধারী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভজন—কাহারবা

শ্রীকৃষ্ণ কেশব কংসারি, বাসুদেব বংশীধারী।।
শিশুপাল-নাশন শুভকারী, গোপীজন-মোহন মুরারী।।
অর্জুন-সারথি চক্রধারী, দুর্জন-দমন ত্রাসহারী।
জয়জয় কেশব কংসারি, নমো নমো মাধব ভয়হারী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবসঙ্গীত

ভৈরবী—একতালা

কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বুদ্ধ তনু ধরিলে নারায়ণ।
যজ্ঞ পশুর কাতর স্বর পশিল শ্রবণে টলিল আসন।।
"মা হিংস্যাঃ সর্বভূতানি"
সর্বভূতে বিভু এক জানি,
বেদ মর্ম বুঝালে, প্রদানি পশু বিনিময়ে নিজের জীবন।।
জরা, মৃত্যু, ব্যাধি করিতে নিরাস,
ত্যজি ভার্যা, পুত্র, রাজ্য গৃহবাস,
সুতীব্র বৈরাগ্যে লইয়া সন্ন্যাস কত ঘোর তপ করি আচরণ;
স্বস্থ সুজাতার পায়স ভোজনে,
বৈশাখী শুভ পূর্ণিমা দিনে,
ল'ভি বোধিসুধা সম সর্বজনে সমগ্র ভুবনে করিলে বণ্টন।।

—স্বামী তপানন্দ

ভীমপলশ্রী—একতালা

ধ্যান স্তিমিতলোচন যোগী কে তুমি বসি তরুতলে।
তপের তাপেতে শীর্ণ শরীর, শ্রীমুখেতে তবু জ্যোতি খেলে।।
হেরি রাজটীকা ভালেতে তোমার, মনে লয় বুঝি রাজার কুমার।
প্রাসাদ কাহার করি অন্ধকার, যৌবনে যোগী সাজিলে।
তুমি কি হে আজি করিয়াছ পণ, "জ্ঞান লাভ কিংবা শরীর পাতন"
নেহারিয়া তব ত্যাগ অতুলন, পাষাণ হৃদয় যায় গলে।
ত্রিতাপ তাপিত জীবের উদ্ধার, করিতে তুমি কি আসিলে আবার,
"প্রেম-মৈত্রী" করিতে প্রচার সব সুখ আশ তেয়াগিলে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ধানি মিশ্র—একতালা

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই !
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন !
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর-অধীর-যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই !
জানি না কেবা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায়।
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই !
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন, কি খেলা হল :—
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি ?
যাই—যাই কোথা ?—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন,—কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?

যে আছ চেতন, ঘুমা'ওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্টসঙ্গীত

কেদারা—কাওয়ালী

পান্থনিবাস মাঝে কে হাসে শিশু শশী।
গগন ছাড়িয়া চাঁদ ভূতলে উদয় আসি।।
চাঁদ ওতো নয় হায়, চাঁদ পড়ে তারই পায়,
ত্রিভুবন আলো করে শ্রীমুখেতে দেব হাসি।।
সেই হাসি নিরখিয়া, পুলকে পূরিল হিয়া,
গগনে উঠিল গান জয় জয় ঈশামসি।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ছায়ানট—একতালা

পুরুষোত্তম হে প্রিয়তম বেথেলহামে গোশালায়।
হ'য়ে দীন শিশু, নাম ল'য়ে যীশু আলো কর এ ধরায়।।
বিশ্বের পাপ করিতে স্খালন, ক্রুশে পূততনু দাও বিসর্জন,
হৃদয় রুধিরে করহে তর্পণ অবিচারে মরি হায়।।
অপাপ-বিদ্ধ মেরীর নন্দন, প্রেমসিন্ধু মনো বিনোদন,
নিজগুণে দেহ চরণে শরণ অশরণে করুণায়।।

—স্বামী তপানন্দ

ইমন-পূরবী—একতালা

(তুমি কাঙ্গাল বেশে—সুর)

(তুমি) এসেছ এবার দীনের প্রভু দীন জনে কৃপা করিতে হে।
জুড়াতে সবার হৃদয়ের ব্যথা বেদনা অশ্রু নাশিতে হে।।
দীনবেশে তুমি লভিলে জনম ঘৃণ্য ত্যক্ত অশ্বশালে।
দীনা মেরীরে মা বলে ডাকিলে আশাবাণী দিলে সকলে।।
জনমে তোমার ইহুদী জাতি লভিল চেতনা অন্তরে।
কাতর কণ্ঠে ডেকেছিল যারা কেঁদেছিল প্রভু তোমা তরে।।
হৃষ্ট মুগ্ধ পিতামাতা তব হেরিয়া তোমার চাঁদ বয়ান।
বৃদ্ধ পণ্ডিত অবনত শির বিজিত হেরি তব তত্ত্বজ্ঞান।।
জর্ডনের নীরে সমাপিয়া স্নান পূজিলে গুরু "জনে"রে।
গুরুপদ কৃপা মুক্তির দ্বার শিখালে জগতবাসীরে।।
দীর্ঘ অনশনে শুষ্ক তনু প্রাণ (তথাপি) মানস অটল স্থির।
শিখালে সাধনা ভ্রান্ত জাতিরে লভিলে জ্ঞান সুগম্ভীর।।
ধরার মাঝে বিতরিলে সুধা হরিলে পাপ পাতকীর।
গুরুগত প্রাণ পিটারে তরায়ে বহালে জগতে শান্তি-নীর।।
ক্রুশবিদ্ধ দেহ রক্ত ঝরে তায় কাতর তথাপি পাপী তরে।
"প্রভু কর ক্ষমা অজ্ঞান ইহারা" যাচিলে হে তুমি অন্তরে।।
অজ্ঞান মোরা হে দয়াল প্রভু মাগি তব পদে সযতনে।
দাও প্রেম, জ্ঞান, ভকতি অটল, শান্তি সুধা জীবনে।।

—ব্রহ্মচারী ভবচৈতন্য

খৃীষ্টীয় ধর্ম-গীতি

ক্রুশ যাহার সুপরিচয় সত্য সাধন সার,
প্রেমের যীশু, ত্যাগের গুরু বন্ধু এই যাত্রার।
অঙ্গে যাহার রিক্ত পথিক চির-দৈন্য বেশ,
দীনের সেবায় বিলাল তাই ভুলে দুঃখ ক্লেশ,
সদাই সে যে ব্যাকুল রে ভাই লইতে বোঝার ভার।
অন্তর যাহার পূর্ণ সুধায় পুণ্য পরশ গন্ধ,
সুন্দর তার শ্রীমুখ খানি ধেয়ানের আনন্দ,
জীবন মরণ সার্থক ভাই সঙ্গ লভি তার।।

—সন্তোষকুমার পাত্র

খৃষ্টীয় জাতীয় গান

উঠ ভক্ত, উঠ বীর, খৃষ্ট চরণে প্রণত করিয়া শির,
প্রেমের মন্ত্র সেবাব্রত লহ সকল ধরিত্রীর।
যেথায়, বেদনা বাজে সেথা বুক দিবে পাতি,
তোমার প্রাণের আলো উজলিবে মোহ-রাতি ;
আনো আনন্দ ঘুচাও বন্ধ, মুছাও অশ্রু নীর।
গুরুতরে প্রণামী দিতে কি দান এনেছ আজ ?
সন্ন্যাসী সে যে গুরু, ভিখারীর মহারাজ,
সব যে সে চাহে, ভক্তেরা গাহে, বিজয় বৈরাগীর।।

জে. কে. বিশ্বাস

ছায়া খাম্বাজ—কাওয়ালী

(মূর্ত মহেশ্বর—সুর)

হে মেরী নন্দন ভুবন পুণ্যা ধরণী পদ পরশে।
প্রেম পীযূষ দানে অভয় বিতরি প্রাণে পূর্ণ করিলে মহী হরষে।।
চিত্ত বিমোহন মানসরঞ্জন প্রীতি করুণা বরষে।
পূত করিলে ধরা স্বার্থ কলুষ ভরা রচিলে স্বরগ মরতে।।
অনুপম শোভন নরদেহ ধারণ মুগধ জগত প্রেম আবেশে।
জীবদুখ লাগিয়া তনুমন সঁপিয়া ক্রুশ যাতনা সহ হরষে।।
করি প্রভো নিবেদন যেন রহে প্রাণমন চরণকমলে সদা হরিষে।
নিত্য নিরন্তর যেন চিত্ত চকোর প্রেম সুধা পিয়ে রয় বিলাসে।।

—ব্রহ্মচারী সৎ চৈতন্য

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যসঙ্গীত

গান্ধার—একতালা

ভারতগগনে জ্ঞান-ভাস্কর কে তুমি হে চীর-ধারী।
ফুল্ল আনন রাজীবলোচন মুনি-গণ-মনোহারী।।
বিবেক-উজ্জ্বল প্রেম ঢল ঢল বিষয়-বিরাগী চিত্তকোমল।
বিগতসংশয় হত রিপুছয় তুমি কিগো ত্রিপুরারি।।
ধর্ম্মের যবে বন্ধন দশা কর্ম্মের নাগপাশে।
অমিতবীর্য ! জ্ঞান অসি নিয়া মুক্ত করিলে এসে।।
শুনি তব মুখে বেদ হুঙ্কার জনম মরণ ঘুচে সবাকার।
শঙ্কর ! মম শঙ্কা হরণ কর মোহ অপসারি'।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা

বয়সে নবীন, তত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ, বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত যতি লীলাছলে।
ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি শিক্ষা দিয়া জীবে, কে তুমি হে মোহ তমো বিনাশিলে ?
সুষুপ্তি বা স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে, সদা সত্য জ্ঞান বিদ্যমানে,
বহু মিথ্যা দৃশ্য দেখায় অজ্ঞানে, ব্রহ্মাভিন্ন জীব এক বুঝাইলে।।
শিষ্য চিৎসুখে আনন্দগিরিরে, পদ্মপাদাচার্যে তথা সুরেশ্বরে,
লোক শিক্ষা তরে চারি অধীশ্বরে, চারি মঠে স্থাপি স্বরূপে মিলিলে,
অজ্ঞ মূঢ়মতি সাধনবিহীন, প্রপন্ন কিঙ্কর যাচে অতি দীন,
নিজগুণে করুণায় কর লীন, শঙ্কর তব চরণ কমলে।।

—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

নমামি শঙ্কর, আচার্য প্রবর, পদযুগে তব কোটি নমস্কার !
বেদান্ত বিজ্ঞান অজ্ঞে শিখাইতে করুণার বশে হ'লে অবতার।।
শিবগুরু-পুত্র-রূপে নরাকারে, মায়াবশে জন্মি বিশিষ্টা-উদরে ;
বিশ্বেশ্বর ফিরি যতি-বেশ ধ'রে, বেদান্ত মহিমা করিলে প্রচার।।

বদরিকাশ্রমে সমাধি প্রজ্ঞায়, তিনটি প্রস্থান শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়,
ভাষ্যে বুঝাইলে প্রাঞ্জল ভাষায়, যুক্তিবলে ছেদি সংশয় সবার ;
শিখালে সংসার মরীচিকাকার, আত্মা নহে মন, বুদ্ধি অহঙ্কার,
ভ্রান্ত এ বহুত্ব-প্রতীতি মায়ার, জীব ব্রহ্মাভিন্ন নিত্য নির্বিকার।।

—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

ভূপালী—তেওরা

কে তুমি হে বাল-যতি।
কৈলাস ত্যজি হায় এলে কি করুণায় ধরি কায়া পশুপতি।।
ষোড়শ বর্ষ না হইতে অতীত, বেদাদি সর্বশাস্ত্র করি অধিগত,
রচ প্রস্থানত্রয় ভাষ্য সুচিন্তিত, সুললিত কত স্তুতি।।
অদ্বৈত শ্রুতিমত করিতে প্রবর্তন, কর্ম, সমুচ্চয় করিলে খণ্ডন,
যাচে পরাজিত মিশ্র-মণ্ডন চরণে শরণাগতি ;
সমগ্র ভারতে আসিন্ধু হিমাচলে, তর্কে জিনি যত নাস্তিক সকলে,
জনহিতে মঠ চতুষ্ক স্থাপিলে, লহ দীনের প্রণতি।।

—স্বামী তপানন্দ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গীত

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতহ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কীর্তন—একতালা

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নবনটবর তপতকাঞ্চন কায়।
ক'রে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়।।
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে এসেছ তিনেরি দায় ;
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে দরশে জগৎ মাতায়।।

নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পূরাও দেহ ভেদগত ;
অধিরূঢ় মহাভাবে বিভাবিত সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়।
নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ-অন্বেষী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী ;
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি, নাহি জাতি ভেদ তায়।
দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছা মনে, কবে বিকাব গৌরের পায়।।

—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

খাম্বাজ—চৌতাল

গুণাতীত সর্ব গুণাধার রূপরহিত নিত্য সাকার,
চেতন-ঘন নিরঞ্জন পুরুষোত্তম গৌর অবতার।।
করুণাময় নব-শরীর-ধারণ, মিলিত-শ্রীরাধা নন্দনন্দন।
সহ নিজ জন ত্যজি বৃন্দাবন সুরধুনী তীরে লীলাবিস্তার।।
নিত্য নিরত নাম কীর্তনে, কলি কল্মষ হরণ কারণে।
কম কলেবর ধূলায় ধূসর লুণ্ঠিত ভূমে অনিবার।।
জীবের দুঃখে সতত অধীর, কৌপীনবাস মুণ্ডিত শির।
ব্রজ প্রেমরস আস্বাদনে কামকাঞ্চন পরিহার।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরী

জয় শচী-নন্দন, গৌর গুণাকর, প্রেম-পরশমণি ভাব-রস-সাগর।
কিবা সুন্দর, মূরতি মোহন, আঁখি রঞ্জন কনকবরণ ;
মৃণাল নিন্দিত, আজানুলম্বিত, প্রেমপ্রসারিত, কোমল যুগল কর ;
কিবা রুচির বদন-কমল, প্রেম রসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল, অপরূপ মনোহর।।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ ;
প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।।
হরিগুণ গায়ক, প্রেমরস নায়ক
সাধু-হৃদি-রঞ্জক, আলোকসামান্য, ভক্তিসিন্ধু শ্রীচৈতন্য ;
আহা, 'ভাই' বলি চণ্ডালে, প্রেম-ভরে লন কোলে,
নাচেন দু বাহু তুলে, হরি বোল হরি বলে ;
অবিরল ঝরে জল, নয়নে নিরন্তর 'কোথা হরি প্রাণধন'
ব'লে করে রোদন, মহাস্বেদ কম্পন, হুঙ্কার গর্জন ;

পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,
ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।।
হরি লীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস-প্রস্রবণ ;
দীনজনবান্ধব. বঙ্গের গৌরব. ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম-শশধর।।

কীর্তন—একতালা

কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটীরে
অপরূপ জ্যোতি. শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি. দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।
গৌর মত্ত-মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়
কভু ধূলাতে লুটায়. নয়ন জলে ভাস রে.
কাঁদে আর বলে হরি. স্বর্গ-মর্ত্য ভেদ করি সিংহরবে রে ;
আবার দন্তে তৃণ লয়ে. কৃতাঞ্জলি হয়ে.
দাস্য মুক্তি যাচেন বারে বারে।।
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ.
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ. প্রাণ কেঁদে উঠে রে,
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে.
প্রেম বিলাতে রে ;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে. শ্রীচৈতন্য চরণে দাস হয়ে
বেড়াই দ্বারে দ্বারে।। —চিরঞ্জীব শর্মা

কীর্তন—একতালা

গৌরসুন্দর প্রেম জলধর তপত-কাঞ্চন-কায়.
নদীয়া নগরে হরি-প্রেম ভরে নাচিয়া নাচিয়া যায়।।
রক্ত কমল কর পদতল, শতদল মুখশশী.
বেণু বীণারব মানে পরাভব কণ্ঠে মধুর ভাষা,
নখরে নখরে সতত বিহরে নিশাকর রাশি রাশি।
তাহে অবিরাম গাহে হরিনাম জাগায়ে প্রেম পিপাসা।।
শ্রীবাস অঙ্গনে নিতাইয়ের সনে নাম কীর্তনে নাচে
ভিখারী সাজিয়া ঘরে ঘরে গিয়া যারে তারে প্রেম যাচে।
ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া পূত করিল ধূলি,
যে চরণ রজ হর কমলজ সদা শিরে লয় তুলি।।
লীলার তুলনা মিলে না মিলে না—তুমি লীলাময় হরি,
হরি নাম দিলে জীব নিস্তারিলে ধরাতলে অবতরি।।
—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—একতালা

কার ভাবে গৌর বেশে মজালে হে প্রাণ,
প্রেম সাগরে উঠ্‌লো তুফান থাকবে না আর কুল মান।।
ব্রজ মাঝে, রাখাল সাজে, চরালে গোধন,
ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজল গোপীর মন,
ধরে গোবর্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
মানের দায়ে ধ'রে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কীর্তন—আড়খেমটা

তোরা কে দেখবি চলে আয়, অপূর্ব গৌরাঙ্গ শশী উদয় নদীয়ায়।।
দুটি শিশু বাহু তুলে, নাচে প্রেম-ভরেতে দুলে দুলে,
বিধু মুখে মধুর বোলে হরি গুণ গায়।।
ধন্য রে সব নদেবাসী, তোদের কি নাম শুনাল আসি
ঘুচল তোদের ভবের ফাঁসী, খসল যম দায়।।
চলরে ভাই সবাই মিলে, ঐ গোরা চাঁদের সঙ্গে মিলে
যাচব হরি হরি বোলে, লুটবো রাঙ্গা পায়।।

কীর্তন—একতালা

মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন সন্ন্যাসী বেশ,
আঁধার করিয়া নদীয়ায়।
রাধাভাবে অনুরাগী ব্যাকুল শ্যামের লাগি,
সদা ঝরে আঁখি মরি হায়।।
কত ভাব তরঙ্গ উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে উঠে
কৃষ্ণ বলে ক্ষণে ছুটে যায়।
কোথা প্রাণকান্ত বলে, ক্ষণে লুটে ধরাতলে,
বলে রাখ রাখ প্রাণ যায়।।
কোথা গেলে কি করিলে বল প্রাণ-কৃষ্ণ মিলে,
বিরহ সহনে নাহি যায়।
অন্তরঙ্গের নিকটে কাঁদি কহে করপুটে
শ্যাম ধনে মিলাও আমায়।।
বিষ্ণুপ্রিয়া হেথা পড়ি, ধূলিতলে গড়াগড়ি,
নিমাই শোকে শচী মৃতপ্রায়।
হেরি শ্রীবাসাদি যত, গোরা-প্রেম-অনুগত,
শ্রীমতী বিরহ গাথা গায়।।

—স্বামী তপানন্দ

কীর্ত্তন সুহই—দোলন

(ঐ যে ঐ) সুরধুনী তীরে ও কে হরি ব'লে নেচে যায়।
যায় রে কাঁচা-সোনার বরণ, চাঁদের কিরণ মাখা গায়।।
শিরে চূড়া শিখি পাখা, রাধানাম সর্ব্বাঙ্গে লেখা,
(ও তাঁর) নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা নূপুর রাঙ্গা পায়।।
একি নয় দেখেছি যারে, বিমল যমুনার তীরে,
(সে তো) এমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে মজাইত গোপিকায়।।
'বিশ্বরূপ' কহে ফুকারি, (তাঁরে) চিনি চিনি মনে করি,
বরণ দেখে চিনতে নারি, স্বভাবে পাই পরিচয়।।

—বিশ্বরূপ গোস্বামী

কীর্ত্তন—একতালা

ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়, (দেখ) পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে, ঢলে ঢলে পাগলেরি প্রায়।
ও কে, যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে, পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে, দেখে যারে, তোরা দেখে যা।
ও সে, বলে "কৈ ত কেউ পর নাই" ও সে বলে "সবাই যে নিজ ভাই"।
ও সে, বলে "শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে, (আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই"
ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা, কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই,
সব দ্বেষ হিংসা ছুটি, আসি পড়ে লুটি, (তাঁর) ধূলি মাখা দুটি রাঙ্গা পায়।
বলে ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চলে যাই, নইলে প্রভু তোমার প্রেমে গলে যাই!
এ যে নূতন মধুর প্রণয়ের পুর, হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই? (প্রভু)
ঐ নরনারী সব পিছে ধায়, (ওই) জয় ধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
তোরা আয় সবে চলে মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে আয়।।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভজন—তেতালা

ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে।
নামে বুক ভরে যায় অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় মহাসুখে।।
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু, জীবের চির সুখে দুখে,
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ, দুস্তর এ মায়া বিপাকে।।
ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী, যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী, রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে।।

—ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কীর্তন

চম্পক শোণ-কুসুম কনকাচল, জিতল গৌর তনু লাবণি রে।।
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব, জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে।।
জয় শচীনন্দন রে
ত্রিভুবনমণ্ডন, কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয় খণ্ডন রে।। ধ্রু।
বিপুল পুলককুল-আকুল কলেবর, গর গর, অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি, গদগদ ভাষণী, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।
নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত, গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল, গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি।

—গোবিন্দ দাস

কীর্তন—একতালা

ও কে পাগলের পারা, হ'য়ে দিশেহারা, সুরধুনী কূল দিয়ে যায়?
ও কে, আয় তোরা বলি, দেয় করতালি, বলে 'যত বোঝা আছে নিয়ে আয়'।।
ডেকে ডেকে তার গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কেঁদে কেঁদে তার আঁখি রাঙ্গা রাঙ্গা;
হরি হরি বলিতে হারায় গো সংজ্ঞা বুঝি প্রাণবিহঙ্গ পালায়।
ধূলা মাখা গায়, ধেই ধেই নাচে, কভু হাসে কভু কেঁদে প্রেম যাচে,
বলে, ভয় নাই, এলোরে কানাই তোদেরি কারণে নদীয়ায়।।
আপনহারা বলে "কেনা হয়ে রব, একবার কর হরি হরি রব,
হেলায় তরিবি দুস্তর এ ভব" বলিতে আবার লুটে ধূলায়।
বলে সুধাব না তোদের জাতি, নাম, ধাম, লব পাপ, আর দিব হরিনাম,
এ যে গোপনের ধন, তোদেরি কারণ এনেছি রে আজ ব'য়ে মাথায়।।

—অক্ষয়কুমার সেন

বসন্ত-বাহার—ঝাঁপতাল

উদিলে করুণাশশী, বিমল ভারতাকাশে,
উজল শীতল তব, কিরণ তিমির নাশে।
হেরি কান্তি লাজবাসি,' কম্পিত এ জড় শশী ;
জ্যোতিহত অস্তমিত, চিরতরে রাহু গ্রাসে।।
ধরা ধন্য হৃদে ধরে, চরণ-কমল বরে ;
ভাব-নিধি নিরবধি, যোগে রত যাঁর আশে।।
শচীসুত গৌরকায়, প্রেমে ভাসালে ধরায় ;
'হরি হরি' ধ্বনি করি, অমিয় মধুর ভাষে।।
তুচ্ছ মম প্রাণ মন, পদে করি সমর্পণ ;
করোনা বঞ্চিত চিত, অযাচিত প্রেম-রসে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

কানাড়া—তেওরা

ধরা ধন্য পদ পরশে।

নীলাচলে গৌরচন্দ্র, নাচে প্রেমাবেশে।।
হেমগিরি সম কায়, পুলক বৈবর্ণ তায় ;
'রাধা রাধা' জপে সদা, অস্ফুট ভাষে।
ভাবে মত্ত নৃত্যপর, সহ নিজ পরিকর ;
ঢাকি' কম কলেবর, সন্ন্যাসীর বেশে ;
ভূমে গড়াগড়ি যায়, যোগী ঋষি যাঁরে চায় ;
জপে তপে ক্ষীণ কায়, চরণ-আশে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গীত

আরাত্রিক ভজন

[চৌতাল, তেতালা, একতাল]

মিশ্র কল্যাণ—তালফেরতা

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নর-রূপ ধর, নির্গুণ, গুণময়।।
মোচন অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায়।।
ভাস্বর ভাব-সাগর, চির-উন্মদ-প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগল চরণ, তারণ-ভব-পার।।
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিতমন নিরখি তব কৃপায়।।
ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন, করুণাঘন, কর্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ, জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর।।
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর ! দেহ পদে অনুরাগ।।
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান্।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতি-কুল-মান।।
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায়।।

নমো নমো প্রভু ! বাক্য-মনাতীত, মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল-হৃদিকন্দর তুমি তমো-ভঞ্জন হার।।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাহিছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার।।
(জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার,
শিব শিব আরতি তোমার।)

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্

ওঁ-হ্রীং-ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !

ভক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গচ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।
বক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ !
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো !

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্ত্রম্

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব-ধর্ম-স্বরূপিণে,
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।।

ভৈরব—ঝাঁপতাল

বিশ্বস্য ধাতা পুরুষস্ত্বমাদ্যোঽব্যক্তেন রূপেণ ততং ত্বয়েদম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে, কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।১
ত্বং পাসি বিশ্বং সৃজসি ত্বমেব, ত্বমাদিদেবো বিনিহংসি সর্বম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে, কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।২
মায়াং সমাশ্রিত্যাকরোষি লীলাং, ভক্তান্ সমুদ্ধর্তুমনন্ত-মূর্তিঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।৩
বিধৃত্য রূপং নরবত্ত্বয়াবৈ বিজ্ঞাপিতো ধর্ম ইহাতি গুহ্যঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।৪
তপোঽথ তে ত্যাগমদৃষ্টপূর্বং দৃষ্টবা নমস্যন্তি কথং ন বিজ্ঞাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।৫
শ্রুত্বাত্র তে নাম ভবন্তি ভক্তাঃ দৃষ্টবা বয়ং তন্নতু ভক্তিযুক্তাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।৬
সত্যং বিভুং শান্তমনাদিরূপং প্রসাদয়ে ত্বামজমন্তশূন্যম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।৭
জানামি তত্ত্বং নহি দেশিকেন্দ্রং কিম্বা স্বরূপং কথমেব ভাবম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্।।
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।।

—স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্

ওঁ-ওঁকার বাচ্যং স্ববিকাশমাদ্যং নিত্যং বিশুদ্ধং ত্রিগুণৈর্বিমুক্তম্।
সাক্ষিস্বরূপং জগতাং জনেশং শ্রীরামকৃষ্ণং সততং নমামি।
রা-রাগাদিশূন্যং করুণাধিবাসং জ্ঞানপ্রকাশং ভবপাশনাশম্।
আনন্দরূপং মৃদুমঞ্জুহাসং শ্রীরামকৃষ্ণং সততং স্মরামি।।
ম-মগ্নং ভবাব্ধাবভীতারয়ন্তং স্বাঙ্কং নয়ন্তং দুরিতং চরন্তম্।
ভক্তার্তিভারং কৃপয়া হরন্তং শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং ব্রজামি।।
কৃ-কৃচ্ছং তপোযজ্ঞমহং ন জানে মন্ত্রং ন যন্ত্রং স্তবনঞ্চ কিঞ্চিৎ।
জানে সদাহং শরণং বরেণ্যং হে দীনবন্ধো তব পাদযুগ্মম্।।
ষ-ষড়্বৈরিণো মে প্রসভং প্রমত্ত-মাতঙ্গবন্মাং নিয়তং তুদন্তি।
হা দেব দেবেশ জগন্নিবাস দাসোঽস্মি তে মাং পরিপশ্য রক্ষ।।
না-নাহং প্রযাচে মণিরত্নপূর্ণং হর্ম্যং মনোজ্ঞ- সুরবৃন্দসেব্যম্।
মেরোঃ সমানং রজতং সুবর্ণং কান্তাং সুরম্যাং ভুবি সর্বরাজ্যম্।
য-যদ্ যোগিবৃন্দা জনহীনদেশে মগ্নাঃ সমাধৌ পরিচিন্তয়ন্তি।
যাচে ত্বহং তে ভুবনৈকনাথ ব্রহ্মাদিবন্দ্যং চরণারবিন্দম্।।
ন-নন্বেব জানাসি মহেশ্বরোঽসি দীনাতি দীনশ্চ পদাশ্রিতোঽহম্।
সংযচ্ছ তন্মে স্বকৃপা গুণেন ভক্তিং ত্বদীয়ামচলাং বিশুদ্ধাম্।।
ম-মন্দ প্রমত্তোঽপি গুণাবিত্তহীনঃ কথং নু বেদ্মি স্তবনং তবাহম্।
স্তুত্বা যথা ত্বাং করুণৈক সিন্ধো প্রাপ্স্যামি তন্মাং প্রবিধেহি শিক্ষাম্।।
নমামি নিত্যং তব পাদযুগ্মং ধ্যায়ামি নিত্যং তব পূর্ণরূপম্।
করোমি নিত্যং কমলাঙ্ঘ্রি পূজাং নাথ ত্বদন্যচ্ছরণং ন জানে।।

—স্বামী যোগেশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজয়াষ্টক

গৌড় সারঙ্গ—ত্রিতালী

ভব-ভয়-ভঞ্জন, পুরুষ নিরঞ্জন,
রতি-পতি-গঞ্জন-কারী।
যতি-জন-রঞ্জন, মনোমদ-খণ্ডন,
জয় ভব-বন্ধন-হারী।।
জয় জন-পালক, সুরদল-নায়ক,
জয় জয় বিশ্ব-বিধাতা।
চির-শুভ-সাধক, মতি-মল-পাবক,
জয় চিত-সংশয়-ত্রাতা।।

সুর-নর-বন্দন, বিজয় বিবন্ধন,
চিত-মন-নন্দন-কারী।
রিপু-চয়-মন্থন, জয় ভব-তারণ,
স্থল-জল-ভূধর-ধারী।।
শম-দম-মণ্ডন, অভয় নিকেতন,
জয় জয় মঙ্গল-দাতা।
জয় সুখ-সাগর, নটবর নাগর,
জয় শরণাগত-পাতা।।
ভ্রম-তম-ভাস্কর, জয় পরমেশ্বর,
সুখকর-সুন্দর-ভাষী।
অচল সনাতন, জয় ভব-পাবন,
জয় বিজয়ী অবিনাশী।।
ভকত-বিমোহন, বর-তনু-ধারণ,
জয় হরিকীর্তন-ভোলা।
গদ-গদ-ভাষণ, চিত-মন-তোষণ,
ঢল-ঢল-নর্তনলীলা।।
মতি-গতি-বর্ধন, কলি-বল-মর্দন
বিষয়-বিরাগ-প্রসারী।
জড়-চিত-চেতক, ভব-জল ভেলক
জয় নর-মানস-চারী।।
জয় পুরুষোত্তম, অনুপম-সংযম,
জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর-সাধন, নর-দুঃখ-বারণ,
জয় রামকৃষ্ণ নমামি।। —দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

সাহানা—ঝাঁপতাল

দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে?
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে।।
ভূতলে অতুল-মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে।।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে।
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপ-হারী, সাধ ধরি হৃদি পরে।। —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কীর্তন—একতালা

জয় জয় কানু নবঘন তনু মৃদুমধু বেণু বাদন,
রুনু ঝুনু রুনু নূপুর চরণ গোপীগণ মনোরঞ্জন।
তুমি বৃন্দাবন-ধন গোপিনী-মোহন মাধব মধুসূদন,
তুমি রাখাল-জীবন রাজীব লোচন, যুগে যুগে অবতরণ।।
(তুমি) নদেধামে গোরা প্রেমে মাতোয়ারা, হরি নামে ধরা কম্পন।
(তুমি) প্রেম বিতরণে চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করিলে না কারেও বঞ্চন।।
(এবার) বাকি ছিল যাহা রামকৃষ্ণ রূপে করিয়ে শরীর ধারণ।
(বসি) দক্ষিণ ঈশ্বরে সুরধুনি তীরে তরালে পতিত পাবন।।
(এবার) কামিনী কাঞ্চন ভাব বিসর্জন দেখাতে লীলা প্রকটন।
(আবার) সর্বধর্ম সত্য বলি প্রচারিলে ধরম বিশ্বজনীন।।
আমি ভাগ্যহীন তাই না দেখিনু তব লীলা মুনিরঞ্জন।
তবে ভক্তেরি চরণ হৃদে ধরি যেন লভে ভক্তি ইন্দুভূষণ।।

—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

খাম্বাজ—চৌতাল

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়,
আদিঅন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায়।।
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসি রাশি কিরণ বরষি উজলে সেথা ও চারু বিভায়।।
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন তনু-প্রাণ-মন, চরণে অর্পণ করিতে চায় ;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায়।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

পিলু বারোঁয়া—একতালা

বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে করুণা-গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায়।।
ব্যর্থ-বাসনা-অনল-দাহন, সহিলে কত না জনম মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ-সলিল-সিক্ত-কায় ;
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে সকল জ্বালা জুড়াবে তায়।।

জাহ্নবী-তীরে তৃষ্ণা-কাতর, অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ-পূত-গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায় ;
হ'ক অবসান ব্যর্থ-প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায়।।
—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—একতালা

মলয় সমীরে ভেসে আসে কি মধুর গীতি-লহরী।
চল দেখে আসি উজলিছে দিশি কোটি-শশী-রূপ মাধুরী।।
তপ-ক্ষীণ-কায়, ক্ষুদিরাম হায়, সাধনা করি কঠোর,
কোন দেবতায় আনিলা ধরায় নন্দন-বন-বিহারী।।
পাপ-তাপ ভরা, এ মলিন ধরা স্বার্থ-কলুষময়,
এই মরুভূমে বুঝি এল নেমে সিঞ্চিতে প্রেম-বারি।।
কে আছ অলস, হৃদয় নীরস, স্বার্থ-মোহেতে ভুলিয়া,
(আজি) প্রেমের দীক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, লহ আপনা পাসরি।।
—স্বামী প্রেমেশানন্দ

কীর্তন—একতালা

(আজি গাওরে) জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম।
জয় কামারপুকুর জয় জয় রঘুবীর
চিন্ময় চেতন শালগ্রাম (গাওরে)
(বল জয় জয় রঘুবীর...রামকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ...চিন্ময়)
বন্দি ক্ষুদিরাম কুল ত্রিকাল বিশুদ্ধ মূল
প্রভু যথা লইলা জনম। (দীন কাঙ্গালের ঘরে)
(মহারাজ রাজেশ্বর প্রভু...)
কামারপুকুর মাটি বন্দি দন্তে তৃণকাটি
বাল্যলীলা যথা সমাপন। (শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে...)
বন্দি শ্রীদক্ষিণেশ্বর যথা প্রভু গদাধর
নরলীলা বিস্তারের তরে ;
দ্বাদশ বৎসর ধরি কঠোর সাধনা করি
জাগাইলা ভবতারিণী রে। (মুখে জাগ মা জাগ মা বলে...)
(তোমায় যুগে যুগে জাগাইনু...)।।
বন্দি পঞ্চবটীমূল, বিল্বতরু গঙ্গাকূল
প্রভু যথা করিলা সাধনা।
(সাধনার ধন হ'য়ে—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।)

আচরি সকল ধর্ম, বুঝাইল গূঢ় মর্ম
এক ব্রহ্ম, কহে জীবে নানা।
(শিব রাম কৃষ্ণ কালী, ঈশা মুসা ভিন্ন বলি)।।
বন্দি রাণী রাসমণি, বিক্রমে সিংহিনী যিনি
ভবানীর নায়িকা প্রধানা।
প্রভুর সাধনা তরে অগ্রে সুরধুনী তীরে
মন্দির যে করিলা স্থাপনা।
(প্রভু আসিবেন বলে...রামকৃষ্ণ অবতারে।।)
রামকৃষ্ণ ভক্তগণে লীলার সহায় জেনে
(আমি) ধূলি হ'য়ে রহি তাদের পায়।।
(জনমে জনমে যেন...)
সবে এক এক অবতার, দেহ মাত্র নরাকার।
আমি বুঝিয়াছি শ্রীগুরু কৃপায়।
(কেহ ব্রহ্মা কেহ বিষ্ণু...যুগে যুগে সঙ্গী এ'রা)
বেলুড় মঠ মন্দিরে, স্থাপি যিনি শ্রীপ্রভুরে
স্ব স্বরূপে করিলা প্রয়াণ।।
সে বিবেকানন্দে প্রাণ, দিয়ে ইন্দু বলিদান,
নির্বাণের পথে আগুয়ান।
(এলেন সাক্ষাৎ শঙ্কর যিনি...রামকৃষ্ণ অবতারে)
(অখণ্ড মণ্ডলবাসী...রামকৃষ্ণ অবতারে।)
(জয় রামকৃষ্ণ বলে, প্রেমানন্দে বাহু তুলে।)

—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা

আজি কোকিল-কূজনে, মলয় পবনে, শিহরি উঠিছে প্রাণ।
যেন বিস্মৃত কত স্বপনেতে শ্রুত, মনে জাগে শত তান।।
দেববালা যত হাত ধরাধরি, নাচিছে গাহিছে ধরা আলো করি,
ঘেরিয়া শিশুরে ক্ষুদিরাম ঘরে-নিরখি চাঁদ বয়ান।।
চাঁদে গড়া তনু প্রেমেরি নয়ন, চন্দ্রমণি কোলে কে শিশু-রতন,
বারেকের তরে এস হৃদি পরে, জুড়াই তাপিত প্রাণ।।
হেরি হাসি রাশি ব্যাকুল হৃদয়, বুক চিরে রাখি মনে সাধ হয়,
(পাছে) মর-জগতের মলা-মাটি লাগি ও হাসি হইবে ম্লান।।

কোটি জনমের যত অশ্রুপাত, সফল করিতে এসেছ কি নাথ ?
ভেদ ভুলাইতে প্রেম বিলাইতে জগতে করিতে ত্রাণ,
(যত) দ্বেষ দ্বন্দ্ব মোহ বন্ধ হোক চির অবসান।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

রামকেলি—তেওরা

ভারত গগনে কোন রবি আজ উদিল বিশ্ব উজলি।
কিরণে কাহার হৃদয় সবার ভরিয়া পড়িছে উছলি।।
দিশি দিশি শুনি মঙ্গল গান, ভেদ বিবাদের বুঝি অবসান।
লালসা-অনলে কোন সে দেবতা দিলা প্রেমবারি ঢালি।।
মোহের তিমির ঢেকেছে ভুবন, পাপ তাপে জীব করিছে রোদন ;
হেরি বুঝি পুনঃ নরনারায়ণ এসেছেন প্রেমে গলি।
খোল তবে আজ হৃদয়-দুয়ার, আসন রচনা করবে তাঁহার ;
'জয় গুরু' বলি করিয়া হুঙ্কার উঠ আজি শির তুলি।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ললিত—ত্রিতালী (প্রভাতী সুর)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল,
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতি নিরমল।
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল
প্রভুর মানস-সুত জয় শ্রীরাখাল।।
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর,
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর।
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্য নিরঞ্জন,
জয় শশী গুরুপদে গততনুমন।।
সেবাপর যোগিবর, অদ্ভুত-আনন্দ,
অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহবন্ধ।
যোগরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত,
শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ।।
জীবে শিব-সেবাব্রত গঙ্গাধর বীর
জয় শ্রীবিজ্ঞানানন্দ প্রশান্ত গম্ভীর।
প্রবীণ গোপাল মাতৃ-সেবাপরায়ণ,
সারদা সারদাপদে গত প্রাণমন।।

বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল,
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল।
কথামৃত-বরিষণ প্রেম জলধর,
গিরিশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-আকার।।
রামকৃষ্ণ দাস দাস জয় সবাকার,
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান জয় বার বার।
রামকৃষ্ণ নাম জয় শ্রবণ-মঙ্গল,
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

সাহানা—ঝাঁপতাল

মায়ার মরত ধামে, নর রূপ ধরে এলে,
অতুল রাতুল তনু, ভ্রূভঙ্গে ভুবন ভুলে।।
নেহারি জীবে তাপিত, কে তুমি ব্যথিত চিত,
ভকত সনে মিলিত, তারিতে তনয়-কুলে।।
কাম-কাঞ্চন-মোহিত, মানবে হেরি তৃষিত,
শিখালে এ মহীতলে, ত্যাগে শুধু শান্তি মিলে।।
সাধন করিয়া ছলে, ভেদ-বাদ ঘুচাইলে,
"যত মত তত পথ", সত্য তত্ত্ব বিকাশিলে।।
যেই রাম সেই কৃষ্ণ, একতনু রামকৃষ্ণ,
অখিল-জগত ইষ্ট, ভেদ নহে কোন কালে।।
অন্তরে আছে হে সাধ, লভিয়ে তব শ্রীপদ,
অকূল ভব গোষ্পদ, বিচারি তরিব হেলে।

ভৈরবী—একতালা

কে এসে মোহন বেশে মজালে হে মন,
মন-ভুলান রূপটি তোমার যোগিজন-উচাটন।।
তুমি বুঝি বৃন্দাবনে, খেলেছিলে রাখাল সনে,
সেই যমুনা-পুলিনে, ব্রজগোপীর প্রাণধন,
সে কথা কি নাই হে মনে, যশোদা-জীবন-ধন,
যমুনা বইত উজান বাঁশীর তানে মোহন।।
মাতালে নদে এসে গৌর-বেশে,
(তোমার) দু'নয়নে প্রেমধারা মজে কার রসে,
(আবার) জগাই মাধাই তরায়ে দু'ভাই রাখলে নাম পতিতপাবন।।

(আমার মন মজালে রামকৃষ্ণ হে)

(বুঝি) জীবের দশা মলিন হেরে গলেছে তোমারি মন ;
এসেছ বেশ করেছ করুণা করে, আমার মত কাঙগাল কত আছে হে পড়ে,
(সবে) টেনে নিয়ে কোল দিয়ে জানাও নাম জগত-তারণ।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

বাউল মুলতান—একতালা

ভয় কি রে ভাই, ডাক রে সবাই, প্রাণ খুলে রামকৃষ্ণ বলে,
সে যে দুর্বলের বল, টলায় অটল, পাষাণ প্রাণে প্রেম উথলে।। (রামকৃষ্ণ নামে)
কি কব তার দয়ার কথা, পতিত জনে বড়ই ব্যথা,
যেথায় পতিত সে যায় তথা, প্রাণ জুড়ায়ে করে কোলে।। (রামকৃষ্ণ আমার)
বাছে না সে সুজন কুজন, চায় না ভজন, চায় না পূজন,
ব্যাকুল হয়ে ডাকে যে জন, কূলে যায় সে অবহেলে।। (রামকৃষ্ণ ব'লে)
আকাশে রামধনুর মেলা, ভঙ্গুর এ জীবনের খেলা,
এই বেলা ডাক থাকতে বেলা, ভবের খেলা যাবে চলে।। (রামকৃষ্ণ নামে)
আপনার কে আছে ভবে, মুখ চেয়ে কার আছ তবে,
'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' রবে, ভাসাও হৃদি নয়ন জলে। (রামকৃষ্ণ ব'লে)

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কীর্তন ঝিঁঝিট—একতালা

রামকৃষ্ণ নামের বান ডেকেছে ভাই।
কোথা পাপী তাপী আয় রে ছুটে, সুখে নাম তরঙ্গে ভেসে যাই। (রামকৃষ্ণ ব'লে)।।
রামকৃষ্ণ' মধুর নাম, মুখে বল রে অবিরাম,
ভবের কষ্ট নষ্ট হবে পূরবে মনস্কাম।
ঐ দেখ নাম শুনে এসেছে ধেয়ে, ওরে এমন দয়াল আর তো নাই (রামকৃষ্ণের মত)।।
যোগে যাগে কিবা ফল, রামকৃষ্ণ মুখে বল,
অনায়াসে করে পাবি চতুর্বর্গ ফল,
ধ'রে নামের ভেলা পারে যাবি (হেসে) যমের মুখে দিয়ে ছাই (রামকৃষ্ণ ব'লে)।।
ও ভাই নামের এমনি বল প্রাণ করে শীতল,
হয় কি না হয় ডেকে দেখ সত্য কিবা ছল,
ওরে নামের বলে তরে গেছে, কত মহাপাপী শুনতে পাই (আমাদের মত)।।
রামকৃষ্ণ গুণ-ধাম, তোমার পতিতপাবন নাম,
মোরা ভজনবিহীন, দীন অভাজন, হ'য়ো নাকো বাম,
দাও নামে রতি, পদে মতি, অন্য ধনরত্ন নাহি চাই (নাথ তোমা বিনে)।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

যুগে যুগে হরি নরদেহ ধরি করিলে প্রেমের লীলা।
জীব-মঙ্গলে ভূতলে এসে সহিলে দুঃখ জবালা।।
স্বরূপ লুকায়ে কাঙ্গাল বেশ, ছলিতে মানবে ধরেছ বেশ।
সরল বালক মুখে 'মা' 'মা' বুলি, খেলিলে নূতন খেলা।।
কে পারে চিনিতে তুমি না চিনালে, জানিব কেমনে তুমি না জানালে।
শরণ নিয়েছি চরণ-কমলে ঘুচাও ত্রিতাপ-জবালা।।
দূর করো প্রভো মায়া আবরণ, স্বরূপ তোমার হোক প্রকটন।
'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ', নব অবতার-লীলা।।

স্বামী প্রেমেশানন্দ

নিশাসাগ—একতালা

তুমি হে সাধের ঠাকুর আমি সাধ-বিহীন।
(তুমি) সাধের তরে বলির দ্বারে বাঁধা চিরদিন।।
সাধের পণে কিনতে তোমায় সাধ হলো না হায়,
(আমার) সাধ বিনে বিষাদে প্রভু সাধের জীবন যায়, সাধ মাগি রাঙগা পায় ;
(ওহে) সাধ দিয়ে সাধ পুরাও প্রভু আমি কৃপাধীন।।
রথের মাঝে কেমন সাজে দেখ্‌তে বড় সাধ,
(তুমি) দীনের সখা দিয়ে দেখা ঘুচাও অবসাদ, মিনতি করি হৃদয়-চাঁদ;
দীনবন্ধু নামটি তোমার আমি অতি দীন।।
প্রেমের পথে হৃদয়-রথে কর বিচরণ,
রথযাত্রা হেরে ভবের যাত্রা দিব বিসর্জন, হবে না গমনাগমন ;
রামকৃষ্ণ ব'লে প্রেম সলিলে ভাস্‌বো নিশিদিন।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা

('বন্দি তোমায় ভারত-জননী'—সুর)

হরি আমার প্রেম-মধুর, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন
তব লীলা-ছলে ত্রিভুবন সৃজন পালন নাশন।
পাতকী তরিতে ভূভার যুগে যুগে অবতরণ। নর-শরীর ধারণ।।
সিংহলে লীলা ভাসাইলে শিলা, অযাচিতে হরি প্রেম দিলে,
ভূচরে খেচরে দিলে বানরে অমর-বাঞ্ছিত চরণ,
নব-দূর্বাদল-শ্যামল-সুন্দর পবন-নন্দন-বন্দন। যোগিজন-মনোমোহন।।

অধর-অমৃত করিয়া পূরিত বাজালে মোহন বাঁশরী।
নিখিলের মন করিলে হরণ কমল নয়নে নেহারি।।
ও রূপ হেরিলে যোগী যোগ ভুলে, কুল মান ত্যজে কুল-নারী।
ব্রজ-বিপিন-বিহারী।।
(বসি) সুরধুনী তীরে পতিতের তরে কে তুমি কাঁদছ কাতরে,
পাপভারে ভরা ধরণী হেরিয়ে ব্যথা পেলে বুঝি অন্তরে,
এসেছ আবার হরি কি আমার দেখা দিতে চিরকিঙ্করে, রামকৃষ্ণরূপ ধ'রে।।
—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—তেতালা

ভারত-ভাগ্য-গগনে রাজে নবীন তপন-ভাতিমা।
নবারুণ রাগে দশদিশি ভাতিল, জাগিল পরাণে চেতনা।।
সুপ্ত জনার খুলিল নয়ন, রিক্ত হিয়ায় মৃদু স্পন্দন,
হেরি নিখিল জন-মন আনন্দে মগন।
কোটি কণ্ঠ তুলি গাহিছে জয়, 'রামকৃষ্ণ জয়', 'রামকৃষ্ণ জয়',
(শুনি) আসিছে সকল ভকত দল পায়ে ঢালিতে সঞ্চিত বেদনা।।
—স্বামী পুরুষাত্মানন্দ

বাউল—কাহারবা

শিশুর মত 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদিয়ে ঘুরে বেড়ায়
ঠাকুরের কি ভাব হইল হায়!
উলঙ্গ পাগল পারা, দুনয়নে বহে ধারা,
দিবানিশি 'মা' নাম ছাড়া অন্য নাহি রসনায়।
পশু পাখী তরু লতা, সবকে শুধায় মায়ের কথা,
"বল্ রে আমার মা পাই কোথা, কে দেখেছ আমার মায়।।"
মায়ের মন্দিরে গিয়ে, পড়ে থাকে হত্যা দিয়ে,
বলে 'মাগো না খাইয়ে প্রাণ ত্যজিব রাঙগা পায়।'
'দেখা দে মা ও মা আমার' এই বলিয়া ছাড়ে হুঙ্কার,
কত মত ভাবের বিকার, সর্ব অঙ্গে বিকাশ পায়।
গৌর কি রে ন'দে ছেড়ে আইল দক্ষিণেশ্বরে,
রামকৃষ্ণ রূপ ধ'রে জীবে কিরে প্রেম শিখায়?
—বৃন্দাবনচন্দ্র গোপ

কীর্তন—একতালা

('এই কর শ্রীহরি তোমার নাম নিয়ে যাই'—সুর)

ভকত-বিলাসী দীন ভক্তে দেখা দাও হে আসি,
আমি ধন চাই না মুক্তি চাই না হে, শুধু পদ-অভিলাষী,
(আমার রাজপদে কাজ নাই)।।
তুমি যে আমার সর্বমূলাধার, ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম।
(ঠাকুর) তুমি মম প্রিয়, পরম আত্মীয়
(তাই) গেয়ে বেড়াই তোমার নাম।
প্রভু হে, প্রিয় হে, রামকৃষ্ণ গুণধাম, বড় আপন জেনে তোমায় ডাকি।
বড় ভালবাসার ধন জেনে হে, আমি তোমায় ভালবাসি।
(আমার চিরসাথী জেনে—ব্যথার ব্যথী জেনে—ইত্যাদি)।।
এস অনাথ-শরণ, ত্রিতাপ-হরণ, জনম-মরণ নাশী,
এস যুগ-প্রবর্তক, ধর্ম-সংস্থাপক, ভকত-হৃদয়বাসী,
প্রভু হে, প্রিয় হে, দেখা দাও হে আসি',
এস সর্বত্যাগি-যোগি-বেশে,
এস সন্ন্যাসীর সাজ সঙ্গে নিয়ে হে, আমায় সাজাতে সন্ন্যাসী।।
(এস বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে—এস ত্যাগের মন্ত্র কর্ণে দিয়ে—
মধুর রামকৃষ্ণ নাম কর্ণে দিয়ে)

—বৃন্দাবনচন্দ্র গোপ

ভৈরবী—একতালা

কে তুমি আবার করুণাপাথার সেই সুরধুনী তীরে।
কেন সদা আহা আকুলপরাণে ভাসিছ নয়ন নীরে।।
সদানন্দময়ী আছে কোলে করে, তবু কেন বল দু' নয়ন ঝরে ;
তাপিত ধরায় তারিতে কি হায়, সুধাইছ জননীরে।।
কেন আসিয়া হৃদয়-দুয়ারে, মোরে ডাকিতেছ বারে বারে ;
আমি এমনি মগন মোহের কুহকে, দেখেও দেখি না তোমারে।
এস দেব এস পতিতপাবন, এস আজি মম হৃদয়ের ধন ;
সফল কর হে বিফল জীবন, দুখ নাশ চির তরে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খট-মিশ্র—ঝং

বাঞ্ছা পূর্ণ হল, আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল।
তত্ত্ব লাভের বিড়ম্বনা, দ্বৈতভাবের বিষাদ গেল।।
রামকৃষ্ণ একাকার, এ নব ভাবে প্রচার, এক অনন্ত সবার মূলাধার ;—
যে যা বলে তাতেই মিলে একজনার খেলা সকল।।
যে কালী সে বনমালী, হরি বলি ঈশাই বলি,
আল্লা বলে মোল্লা ভজায় কর্তাভজায় সেই কেবল,
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল।।

—কালীপদ ঘোষ

খাম্বাজ—ত্রিতালী

নদীয়ার পথে পথে,
নাম প্রেম বিলাইলে,
সেধে ফিরে ঘরে ঘরে,
ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
হেলায় দিলে না কান,
বড় ব্যথা পেয়ে প্রাণে,
ধরি পুনঃ করুণায়,
বহে জীব-পাপরাশি,
নিরক্ষর দীন হীন,
উন্মত্ত পাগল যেন,
সবারে আপন বলি,
আর ফিরায়ো না তাঁরে,

কাঙ্গালের বেশে হরি,
ধরাতলে অবতরি।
প্রেম নিবি আয় কে রে,
যারে তারে পায়ে ধরি।।
হলি নিষ্ঠুর পাষাণ,
অভিমানে গেছে ফিরি।
রামকৃষ্ণ নবকায়
কঠোর সাধনা করি।।
রোগে দেহ বিমলিন,
সাজিয়া দীন ভিখারী।
নিতে চাহে কোলে তুলি,
রাখ গো হৃদয় চিরি।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ইমন-পূরবী—একতালা

তুমি কাঙ্গাল বেশে এসেছ হরি কাঙ্গালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরুসম চিতে, পতিত জনে তারিতে হে।।
রামকৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে ও রূপ জুড়ায় জ্বালা,
(তব) চরণ তলে পরাণ সঁপিলে, ভাবনা পলায় দূরেতে হে।।
করি তব কথা অমৃত পান, জাগিয়া উঠিছে অবশ পরাণ,
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

মনোহরসাহী—খয়রা

বন্দি কামারপুকুর পুণ্য-লীলাভূমি।
যেথা নরলীলা তরে জনমিলা তুমি।।
দুঃখিনী-ব্রাহ্মণী নমি লুটায়ে অবনী।
পাইল যে তোমা হেন সুত গুণমণি।।
রূপ-লাবণ্য-খনি গদাধর চাঁদ।
অনিমিষ নিরখিয়ে না পূরিল সাধ।।
জগতের নাথ তুমি জগত-আশ্রয় হে।
ধরাভার নিবারিতে ভূতলে উদয় হে।।
রামকৃষ্ণ দাসে কয়, কি দিব হে পরিচয়
ব্যক্ত তুমি ত্রিভুবন-স্বামী,
কি দিব তব উপমা, পিনাকী না পায় সীমা,
তোমারি তুলনা নাথ তুমি।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

কেদারা—কাওয়ালী

তুমি আসিলে তুমি আসিলে হে নাথ পতিত কাঙগালে তারিতে,
শত অপমানে ম্রিয়মাণ জনে আশার বারতা শুনাতে।।
বিগত-শান্তি-বেদনাদগ্ধ, হেরি জীবকুল দুরাশা মুগ্ধ ;
মধুর চরিতে মোহিলে এ চিতে, যেচে দিলে প্রেম-অমৃতে।।
প্রেমের সাগর তুমি প্রভু মোর, মানবের দুঃখ হেরিয়া,
কঠোর সাধনে শীর্ণ শরীর, সুরধুনী-তীরে বসিয়া ;
জীব-পাপ-ভার বহি প্রাণপণে, কত রোগ-জ্বালা সহিলে আপনে,
হায় ! প্রভু তবু এখনো গেল না দ্বেষ, ভেদ, পাপ জগতে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বাউল—একতালা

এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে।
শ্রীবদনে মা মা বাণী পড়ি গঙ্গা সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ী, গেল মা দিন দেখা ত নাহি দিলে।।
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী সেই কৃষ্ণ, নাম ভেদ এক মূলে।।

'একোয়া' 'ওয়াটার' 'পানি' 'বারি' নাম দেয় জলে,
'আল্লা' 'গড্' 'ঈশা' 'মুশা' 'কালী' নাম ভেদে বলে।।
দীন, ধনী, মানী, জ্ঞানী বিচার নাই জাতি কুলে,
আপন-হারা পাগল-পারা সরলে নেহারিলে।।
দু বাহু তুলিয়ে ডাকে, আয়রে তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে ;
যতন করি পারের তরী বেঁধেছি ভবের কূলে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাউল—একতালা

কে তুমি এলে এবার, প্রেমিক উদাসীর ভাবে,
তোমার যমুনা সরযূ কোথা, লীলা গঙ্গা-পুলিনে।
গঙ্গাতীরে কাতর স্বরে মা মা বলা বদনে,
এমন ব্যকুলতা মায়ের তরে, কেউ কখনো দেখিনে।।
'টাকা মাটি, মাটি টাকা' নূতন সাধন গোপনে,
(তোমার) অপূর্ব সন্ন্যাস-লীলা নরদেহ ধারণে,
দীনের বেশে আশে পাশে, খুঁজ্‌ছ যত দীন জনে,
জীবের তরে ঝর্‌ছে নয়ন, বসে আছ আনমনে।।
তুমি কি চরাতে ধেনু রাখাল দল সনে,
যমুনা নাচিত কি হে, তোমার বেণু-রব শুনে
তুমি কি হে বুদ্ধরূপী, পশুবধ-দমনে,
ছেড়ে সুখের বাসা সকল আশা নিয়েছ ডোর-কৌপীনে।
তুমি কি সন্ন্যাসী-গোরা, মাতোয়ারা নাম গানে,
ডুবালে তরালে নদে, রাধা-প্রেম-বিতরণে ?
যে হও তুমি দয়ার খনি, স্থান দিও ঐ চরণে,
(তব) পদ-ভেলা ভাসিয়ে ভবে, পার হ'য়ে যাই তুফানে।।
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলে)

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ইমন-কল্যাণ—একতালা

ত্রেতাতারী রাম, দ্বাপরের শ্যাম, রামকৃষ্ণ দোঁহে একাধারে,
গৌতমের প্রাণ, শঙ্করের জ্ঞান, অবতীর্ণ লয়ে ধরা পরে।।
রামানুজ, গোরা, এক প্রেমে জোড়া, কবীর, নানক এক ডোরে,
যত অবতার সমষ্টি সবার, রামকৃষ্ণ রূপে এইবারে।।

'যত মত পথ', সব একমত, রামকৃষ্ণ কয় ভাবভরে,
ইষ্ট আপনার, ইষ্ট সবাকার, ভিন্ন রূপে ভক্ত এক হেরে।।
মহা অবতার রামকৃষ্ণ রায়, নরদেহ ধরি মধুর লীলায়,
জগতের সব ধরম মাতায়, দেখে বুঝ ভারত অন্তরে।।

—স্বামী সুন্দরানন্দ

কানাড়া—একতালা

অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে।
(তব) অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে।।
বঙ্গ-হৃদয়-সরসী-সলিলে চারু শতদল ফুটেছে।
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হেরি রূপে সৌরভে মাতিছে।
প্রেমের ভূপতি ! পতাকা তোমার বিজয়-গরবে ভাতিছে,
ভেদ বিবাদের চির অবসান, হেন আশা মনে জাগিছে।।
ক্ষীণ কণ্ঠে তুলি হীন এ বীণায় 'রামকৃষ্ণ' নাম গাহিছে,
প্রেম রাজ্যে তব দিও তারে স্থান, হেন চিরদাস মাগিছে।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

সাহানা—ঝাঁপতাল

ফুলসাজে রসরাজে হেরিয়ে জুড়াল মন,
মরি কি সুন্দর শোভা, চিত-আঁখি-বিনোদন।।
ফুল্ল-ফুল-হার গলে, সুধীর সমীর দোলে,
কোমল পদ-কমলে, প্রফুল্ল ভকত মন,
বিভোর চিত-ভ্রমর, রূপরসে নিমগন।।
দেখরে নয়ন ভরি, গোলোক-বিহারী হরি,
রামকৃষ্ণ রূপে আজি করেন কৃপা বিতরণ,
ফুল-সাজে ভক্তমাঝে ভকত-হৃদি-রঞ্জন।।
এমন মোহন সাজে, কে সাজালে রসরাজে,
ধন্য সে ধরণীমাঝে, সফল তার জীবন,
দেখরে মোহন ছবি জগজন-বিমোহন।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

গৌড়-সারঙ্গ—একতালা

ছেড়ে আজ ধূলা খেলা নূতন খেলায় মেতেছে মন,
শিখাও রামকৃষ্ণ নিধি, খেলার বিধি যেমন যেমন।
তুমি হে গুণমণি, খেলুড়ের শিরোমণি,
খেলা বৈ নাই কিছু কাজ, ক'রছ সৃজন পালন নিধন।।
রাখাল সনে বৃন্দাবনে, কল্পে খেলা বনে বনে,
খেলছ নিয়ে জগজ্জনে, ইচ্ছা তোমার হয় যা যখন।।
খেলতে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাই ত আসি,
শিখাও হে এমন খেলা, ভবের খেলা হয় হে মোচন।।
কোন খেলায় নাহি ডরি, শুন হে হৃদ্‌বিহারী,
যদি হে কৃপা করি, দাও তোমার ঐ অভয় চরণ।
চোর-খেলাতে বুড়ী ছুঁলে, চোর হতে আর হয় না মূলে,
খেল রামকৃষ্ণ বলে, বুড়ী ছোঁয়ার এই ত সাধন।।
জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়, জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়,
জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়, বালক-সখা পতিত-পাবন।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

মূলতান—একতালা

'রামকৃষ্ণ' নাম-অমিয় পিও রে মন আমার,
(নামে) জুড়াবে তাপিত তনু ঘুচিবে মোহ-আঁধার।।
(আজি) প্রকৃতির সনে মিশাইয়ে তান, গাওহে তাঁহার মহিমার গান,
(হৃদে) 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' জপরে অনিবার।।

কৌমুদী-খাম্বাজ—একতালা

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী থেকো না থেকো না তাহে বিভোর।।
জনম-মরণ-বিষম-ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযুষ পিয়রে শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবে না তোর।।
ধর্মাধর্ম-সুখ-দুঃখ-শান্তি-জ্বালা-দ্বন্দ্ব-খেলা মাঝে নাহি নিস্তার ;
জ্ঞান কৃপাণে পরম যতনে কাটরে কাটরে করম ডোর,
'রামকৃষ্ণ' নাম বলরে বদনে, মোহেরি যামিনী হইবে ভোর।
দুঃস্বপন-জ্বালা রবে না রবে না ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কামোদ-মিশ্র—একতালা

আয় রে ভাই, মিলে সবাই 'রামকৃষ্ণ' বলে ডাকি।
দেখি কেমন করে থাকে দূরে পরাণ ভরে ডেকে দেখি।।
মুখে তাঁর নামটি নিলে, প্রাণটি যায় অম্নি গলে,
নামের গুণে দেখা মিলে সে কথাটি জান না কি।।
নামের তুলনা নাই রে, প্রেমে জগত মাতিল রে,
সাধ হয় যুগল চরণ ধরে সযতনে হৃদে রাখি।
'রামকৃষ্ণ' নামটি নে রে, নাম বিনে আর গতি নাই রে,
নামেতে যাব তরে আমরা কি ভাই রইব বাকি।।
'রামকৃষ্ণ' রূপটি ধরে, এসেছেন জগতের তরে,
এমন দয়াল অবতারে পাপীতাপীর ভয় ভাবনা কি।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

বারোঁয়া—একতালা

কেমনে তোমা বিনে, বাঁচি প্রাণে জগত-জীবন,
বল কি আছে আমার, বিনে দুটি অভয় চরণ।।
তুমি হে অনন্ত অপার, ভক্তের তরে তুমি সাকার,
আরো কত আছে আকার, লীলা তোমার বুঝে ক'জন।।
তুমি হে প্রেমিকের সখা নামটি তোমার অমিয় মাখা,
প্রেমহীনে দাও হে দেখা, (নইলে) কেমন তুমি অনাথ-শরণ।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

কীর্তন ঝুম-ঝিঁঝিট—একতালা

এস হে রামকৃষ্ণ প্রভু পতিতপাবন।
হৃদয় মাঝে হ'য়ে উদয়, শিখাও হে নাম সংকীর্তন। (আমি জানি না হে)
যেই নাম-সংকীর্তন করেন দিবানিশি বিভোর হয়ে দেব পঞ্চানন,
আমি মূঢ়মতি নাই শকতি, কর শক্তি-সঞ্চারণ। (তোমার নাম কীর্তনে)
হৃদয় মাঝে উদয় হও, আপনার নাম আপনি গেয়ে, আমারে জাগাও ;
তোমার বিরিঞ্চ-বাঞ্ছিত পদে, দাসের এই আকিঞ্চন। (পুরাতে হবে)
তোমার নামের মহিমায় খঞ্জে গিরি লঙ্ঘে, শুনি বোবায় কথা কয়,
আমার ঐ ভরসা, পুরাও আশা চরণে নিলাম শরণ। (নিদয় হ'য়ো না হে)।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

দেশ—একতালা

নমো 'রামকৃষ্ণ'-রূপ-ধারণ, মোহন মনোহারী,
জগ-তারণ-কারণ নাম, শমন-শাসন-কারী,
বল 'রামকৃষ্ণ' নাম, প্রাণে পাবিরে আরাম।।
সত্য সনাতন, প্রেম রূপ-ঘন, ভকত-চিত-শোভন,
তাপিত তরে নবরূপ ধ'রে যুগে যুগে অবতরণ ;
স্বগণ সনে মিলন, লীলা সাধন কারণ,
মহাভাব প্রকটন-কারী ; দীন শ্রীচরণ ভিখারী,
দেখা দাও, প্রাণ জুড়াও, আমায় কোলে তুলে লও।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

ভৈরবী—একতালা

(মধুর) 'রামকৃষ্ণ' নাম বল মন আমার।
দূরে যাবে তোর মোহ আঁধার।।
কাতরে ডাকলে তাঁরে, সে কি দূরে রইতে পারে,
অম্নি এসে ভালবেসে মুছাবে রে তোর অশ্রুধার।।
যদি না লাগে ভাল, নামটি আবার বল,
পরাণ খুলে নামটি নিলে বইবে প্রাণে শান্তি-ধার ;
অবহেলে পরশ-রতন, নিয়ে রইলি কাম-কাঞ্চন,
'রামকৃষ্ণ' নামে হও না মগন নূতন খেলায় মজ এবার।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

ঝিঁঝিট—একতালা

দিবা বিভাবরী ডাক প্রাণভরি, 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে।
পাপ তাপ যাবে, প্রাণ জুড়াইবে, নামেরি মহিমা বলে।।
তরু-পত্র-প্রান্তে লম্বিত নীহার, জান কি পতনে কি বিলম্ব তার,
পদ্ম পত্রে জল, জীবন চঞ্চল, কেমনে র'য়েছ ভুলে।।
উঠ উঠ ভাই থেক না অলসে, দেখ নাম রসে ধরা যায় ভেসে,
গায় দেশ-বিদেশে 'রামকৃষ্ণ' নাম প্রেমের লহরী তুলে।।
সে নামে থাকে না ভবেরি বন্ধন, ঘুচে যায় মায়া কামিনী-কাঞ্চন,
হয় মৃত্যুঞ্জয়, সদানন্দে রয়, প্রেমানন্দে পড়ে ঢলে।।
আহা মরি হেন 'রামকৃষ্ণ' নাম, নাহি তাতে রুচি বিধি মোরে বাম,
তুমি গুণধাম হ'য়ো নাকো বাম স্থান দাও পদতলে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

মালকোষ—ঝাঁপতাল

শ্রীরাম তুঁহি, কৃষ্ণ তুঁহি, পরব্রহ্ম নারায়ণ, তুঁহি আদি শকতি।
তুঁহি সৃজন-পালন-সংহরণ কর, শান্তি বিধারণ তুঁহি ব্রহ্মজ্যোতিঃ।।
জগন্নাথ প্রকট হো, য়হ পুণ্য ভূমিমে,
শিখাবত সব-ধরম-সমজ্ঞান-প্রতীতি।
ধন্য রামকৃষ্ণ তুম দয়াল ভগবান,
দেহু প্রভু জ্ঞানধন আউর শুধ্ ভকতি।।

—স্বামী অপূর্বানন্দ

কীর্তন—একতালা

জয় 'রামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ' বল আমার মন।
যুগ-অবতার যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।।
জীব-দুঃখেতে কাতর, ধরি নর-কলেবর,
বারংবার অবতার জগত-ঈশ্বর ;
(এবার) মাধুর্য-ঘন-মূরতি জিত-কামিনী-কাঞ্চন ;
(ঐশ্বর্য বিহীন লীলা)
পূর্ব পূর্ব অবতার এলো কলাংশে যাঁহার,
স্বয়ং সে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে এবার,
ওরে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ, পাবেরে নব জীবন ;
(কত আর ঘুমাবে জীব, কাম-কাঞ্চন-আবেশে)।।
রামকৃষ্ণের কৃপায়, বিবেকানন্দ বিলায়,
ভক্তি মুক্তি বিনামূল্যে কে নিবি রে আয়।
'রামকৃষ্ণ' বলে, নেও রে তুলে, যার যত হয় প্রয়োজন।
(ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ)।।

—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

দুর্গা, মিশ্র—একতালা

পরম গুরু সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার।।
জাগালে ভারত শ্মশান তীরে, অশিব-নাশিনী মহাকালীরে ;
মাতৃনামের অমৃতনীরে ভাসালে নিজ ভারত আবার।।

সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি, আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ভারত দেশে দেশে ঋষি-পুণ্য-তীর্থ-বারি-কলস।
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,
তব নাম মাখা প্রেম নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার।।
—নজরুল

লগ্নী-খাম্বাজ—কার্‌ফা

'রামকৃষ্ণ', শ্যাম, শ্যামা, শিবে ভেদ ভেব না আমার মন।
নামরূপের গেলাপে ঢাকা আছেন সেই এক নিরঞ্জন।।
চিনির ছাঁচে উট হাতী ঘোড়া পুতুল পাখী রথ হয় যেমন,
যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক চিনিতে সব গঠন।।
ভেদ ভাবনা মন ছাড় না, সুখ পাবে না তায় কখন,
বহুতে এক দেখ্‌লে তবে পাবিরে সেই মোক্ষধন।।
অস্থি মাংস মেদ শোণিতে সকল শরীর হয় সৃজন,
এক আত্মারাম বিহরেন তায় কে হিন্দু ভাই কে যবন।।
সাধ যদি তোর থাকে রে মন পেতে সত্য সনাতন,
(তবে) ভাসিয়ে দে না দ্বেষাদ্বেষী, পর না চোখে প্রেমাঞ্জন।।
—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তুমি ব্রহ্ম, 'রামকৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম,
তুমি বিষ্ণু, তুমি জিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু প্রাণারাম।
তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
তুমি নর-রূপ-ধর, বিজিত-কনক-কাম।।
অপার-করুণা-সিন্ধু, তুমি নাথ দীনবন্ধু
যাচে ইন্দু কৃপাবিন্দু, চরণে করি প্রণাম।।
—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরী

নীলকমল নয়নযুগল কি যেন কি বিষাদে বিমলিন,
কোমল হৃদয়েতে কেন গো ব্যথা পেতে ধরাতে সাজিলে দীনহীন।।
পঞ্চবটী মূলে বিল্বতরু তলে সাধিলে সাধনা সুকঠিন,
দ্বাদশ বৎসর নাহি অবসর, করিলে সুন্দর তনু ক্ষীণ।।

কোন সে প্রেমলোকে ছিলে গো চিরসুখে, ভেদ-বিবাদ বেদনা-বিহীন ;
মলিন ভূতলে প্রেমে নেমে এলে, দীনহীনজনে কোলে তুলে নিলে,
মানব-মঙ্গলে তনু তেয়াগিলে, সাহিলে যাতনা নিশিদিন।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বাউল—দাদ্‌রা

কাঠুরে তুই দূর বনে যা, দূর বনে যা এই বেলা।
কেঠো বনে কাল কাটালি ঘুচলো না (তোর) জঠর জ্বালা।।
রামকৃষ্ণ দিলেন বলে মিলে ধন দূর বনে গেলে (ও কাঠুরে)।
ও তুই এবার যা দূর বনে চলে পাবি চন্দনের চেলা।।
আরও যদি যাস এগিয়ে রজত খনি দেখবি গিয়ে (ও কাঠুরে)।
ওরে তার ওধারে সোনা হীরে মণি মাণিক রতন মালা।
দেহের মাঝে আছে সে বন যদি না পাস তার অন্বেষণ (ও কাঠুরে)।
ওরে ধর রামকৃষ্ণ চরণ সেবন যার করেন কমলা।।

—অক্ষয়কুমার সেন

নায়েকী-কানাড়া—একতালা

আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ।।
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমায় দেবতারি মান,
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান।।
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পর দুখে ম্রিয়মাণ,
পর পাপ বহি রোগ-জ্বালা সহি' তাপিতে করিলে ত্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ,
শুধু লয় মনে রাতুল চরণে করিতে জীবন দান।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

(বাউল) ঝিঁঝিট-বাহার—একতালা

উথলেছে প্রেম-পারাবার।
(তোরা) আয় না ছুটে ভবের মুটে, ভাসিয়ে দে না মাথার ভার।।
যার লেগেছে বোঝা, তার হ'য়েছে সোজা,
বোঝাবুঝির বুঁচকি ফেলে মারছে সে মজা,
(তুই) রইলি বসে বোঝার আশে, করবি শেষে হাহাকার।।

প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দে না গা,—
যাবি ভেসে এমন দেশে যার পাশে নাই গাঁ,
(ওরে) চন্দ্র সূর্য ধ্বংস হলেও হয় না সেথা অন্ধকার (বোকা)।।
সেথায় সবই উল্টা ঢং, সেথায় সবই উল্টা ঢং,
হেথায় কাল সেথায় সাদা বুঝবি কি ভাই রং,
(ও তোর) কার্য-কারণ, সব অকারণ, নাই তথায় তার অধিকার।।
গুরুদাস কেঁদে বলে তাই, আর বিচারে কাজ নাই,
বোঝাবুঝি অনেক হ'ল (এখন) সোজায় চল ভাই,
'রামকৃষ্ণ' আমার প্রেমের পাথার, ডুবলে হবি ভবপার (বোকা)।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ইমন-কল্যাণ—একতালা

কেন দেখা দিলে কি করিতে এলে, কবে দুঃখ নিশা হবে অবসান।
কত সহি আর দিবসে আঁধার, সোনার ভারত হয়েছে শ্মশান।।
মৎস্য কূর্মবেশে জীবদুঃখ নাশে, তারিলে ভারত বারে বারে এসে,
(এবার) জীবে দয়া হেরি, মনে লয় হরি, জগতে তারিতে হ'লে মূর্তিমান।।
সাগর-সলিলে ভাসিল পাষাণ, যজ্ঞ-বিঘ্ন-রক্ষ-বংশ-অবসান,
রাম-রাজ্য স্মরি ঝরে অশ্রুবারি, (এবে) অনাহারে সহি শত অপমান।।
দণ্ডিতে দম্ভীরে আসিলে দ্বাপরে, নাচি রণরঙ্গে শোণিত সায়রে,
নাশি বাহুবলে কংস-শিশুপালে, এবে কংস শত হের দহে প্রাণ।
জ্ঞান মূর্তিমান্ নরদেহ ধরি, জীবের কল্যাণে গেহ পরিহরি,
সাজিয়া ভিখারী, দ্বারে দ্বারে ঘুরি বিতরিলে জ্ঞান ব্রহ্ম-নিরবাণ।।
হের প্রেতভূমি সম ধরাতল, পাপভারে যেন করে টলমল,
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ, এস 'রামকৃষ্ণ' কর জীবে ত্রাণ।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভীমপলশ্রী—একতালা

তুমি এলে ফাল্গুনে।
ফুল্ল কানন মলয়ানীল কম্পনে।
কোকিল-কুল-কূজিত মুখরিত অলি গুঞ্জনে।।
হেরি ধরণী রঞ্জিতা উৎসব উল্লসিতা,
চন্দ্রা-উদর-সিন্ধু-মথন উদিত চন্দ্র কিরণে।।

(তব) কুসুমকোমল অঙ্গ, (তাহে) উথলে রূপ তরঙ্গ,
মন্মথ শত নিমেষে নিহত বঙ্কিমায়ত নয়নে।
সাকেতপুরীভূষণ, কৃষ্ণ নন্দনন্দন,
বিধি হরিহর সদাই বিভোর চরণপদ্ম ধেয়ানে।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বাউল

পাখী তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে।
(ওরে) বৃথা উড়া নড়া চড়া কূল পাবি'নে অকূলে।।
(ও) তুই যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার।
(ও তার) নাহি অন্ত দিগ্‌দিগন্ত অপার পাথার।
(ও তোর) ধরবে ডানা ঘোর যাতনা পড়বি মহা মুস্কিলে।।
(ও সে) অনন্ত অনন্ত ভাবে অন্ত কে করে,
প্রধান গ্রন্থ বেদ বেদান্ত গেল চুপ মেরে ;
পুরাণেরা দিশেহারা সার কৈল নাম শেষকালে ;
এদিকে অবিদ্যা মায়া পিশাচী করাল,
পাতিয়াছে মন মোহিনী রূপ রসাদির জাল।
পাখী তুই পড়বি ফাঁদে মরবি কেঁদে প্রাণ হারাবি বেহালে।।
(ঐ মাস্তুল ছেড়ে চলে এলে)।।

—অক্ষয়কুমার সেন

সুরট মিশ্র—একতালা

আজি এ জীর্ণ বীণায় আমার, গাব নব সমাচার।
মুছ আঁখিজল চাহ মুখ তুলি, ক্ষুদ্র ভাবিয়া আছ যেবা ভুলি,
দীনের তরে দীনের সুহৃদ্ ধরাতে এল আবার ;
মানবের দুঃখে নয়ন তাঁহার ঝরিতেছে অনিবার।।
হে ভীরু ভয় ভাবনা যত কর কর পরিহার ;
শুন কান পাতি অমৃত-গীতি, ভুলে যাও আজি মরণ-ভীতি,
ঐ ডাকে আয় লইতে হেলায় জনম মরণ পার।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—একতালা

ফাগুন হাওয়ার পরশ রসে শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে,
পায়ে দলা লতায় কুসুম ফুটে মরু-প্রান্তরে।।
শীতের মেঘে গগন ছাওয়া, উড়িয়ে নে যায় পাগলা হাওয়া,
রবি শশীর হাসি রাশি ভাসে দিগ্‌দিগন্তরে।।
রামকৃষ্ণ মলয় বায়, লাগল কি সবারই গায় !
(তাই) নিখিল চিতে প্রেমের কুসুম ফুট্‌ল আজি ফুট্‌ল রে।
কে আছ রে অন্ধ কালা, কালের ডাকে করি হেলা,
দে খুলে দে বুকের বাঁধন লাগুক হাওয়া অন্তরে।।
হেলায় কোণে ধূলায় শয়ন, বিশ্ব সভায় তার প্রয়োজন,
সকল জীবন সফল হ'ল এবার যুগযুগান্তরে।
জ্যোতির খেলা গগনতলে দাঁড়া এসে মাথা তুলে,
ভাসবে নয়ন জলে হ'লে বসন্তের অন্ত রে অন্ত রে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—একতালা

জাহ্নবী কূলে পঞ্চবটী মূলে, হেরি মন গলে রাজে ঐ কেরে,
শান্তি-নিকেতন চিদানন্দঘন, অনুপম-সুধা-স্নিগ্ধ জ্যোতি ক্ষরে।
শিরসি শ্বেত সহস্রারদলে, হংস সনে হংসী যথা সুখে মিলে,
জীব অহং ভুলে, সমাধি হিল্লোলে আপনা হারায় প্রশান্ত সাগরে।।
চিত্ত সহ ক্রমে যত-বৃত্তিচয় প্রকৃতি সহিত ত্রিগুণে বিলয়,
শুদ্ধবুদ্ধিগম্য সুধীগণে কয় অচিন্ত্য এ মন মননিতে নারে ;
নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা প্রায় ধর্মাধর্মদ্বন্দ্ব স্তব্ধ সমুদয়,
এক অনন্ত অখণ্ড অদ্বয় নির্বিকল্পময় কেবা কায় হেরে।।

—স্বামী তপানন্দ

বসন্ত—ঝাঁপতাল

আবার যদি এলে হরি আবার দিলে দরশন।
আবার জীবে দিলে অভয় ওহে শ্রীমধুসূদন।।
জ্বালাও তবে প্রাণের আগুন জ্বলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ ;
বজ্র-বীণায় ঝঙ্কৃত কর স্পন্দিত হোক ত্রিভুবন।।

পাঞ্চজন্য বাজাও আবার দ্বাপরের সেই রুদ্র-তান,
যে গান শুনে সব্যসাচীর ক্লৈব্য ছাড়ি আত্মদান।
অভী'র মন্ত্রে উঠুক ভারত মুগ্ধ নেত্রে দেখুক জগৎ,
কর্ম যাদের ধর্মেরি তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

নায়েকী কানাড়া—একতালা

মোদেরে মানুষ করিতে আবার মানুষের বেশে এসেছ।
দেবতার প্রাণ করিতে প্রদান দেবলোক তুমি ছেড়েছ।।
জীবদুঃখে প্রেমলোক পরিহরি ধরামরুমাঝে এলে দেহ ধরি'।
তাপিতের ব্যথা ঘুচাইতে হরি, কতনা যাতনা সয়েছ।।
শিখাতে সাধনা নিজে নিশিদিন, তিলেতিলে তনু করিলে হে ক্ষীণ,
দীনেরে তারিতে হয়ে দীন হীন দীন নাথ কত কেঁদেছে।
এলে যদি নাথ আমাদেরি তরে নিয়ে চল তবে নিজ হাত ধরে,
জ্ঞান ভকতি দাও হে অন্তরে, এত যদি ভালবেসেছ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কীর্তন—একতালা

('চিন্তয় মম মানস হরি'—সুর)

জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ জয় ভবভয়হারি হে।
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ম, জয় নর-রূপ ধারি হে।।
কাম-কাঞ্চন-আঁধারে, ধরণী ডুবিল হেরে,
(তুমি) উদিলে সূর্য অমিত বীর্য যুগে যুগে অবতরি হে।।
(এবার) মহা সমন্বয়ের তরে, রামকৃষ্ণ একাধারে ;
ডাকছ কেন সকাতরে জগতের নরনারী হে।।
(আমি) শুনেছি অভয় বাণী, তুমি জগৎ চিন্তামণি ;
(তাই) তোমারি দ্বারে অতি কাতরে এসেছি দীন ভিখারী হে।।

—বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

বাউল

ঘরে আমার চাঁদ উঠেছে ঘুচে গেছে অন্ধকার।
(ও সে) চাঁদের ছটায় বেশ দেখা যায় যেই নিরাকার সেই সাকার,
অপরূপ চাঁদের বাতি রাতি নাই দিন দিবা রাতি (অচঞ্চল জ্যোতিঃ)
ঘরে নাই চুরি ডাকাতি অরাতির অত্যাচার।।

অহঙ্কার বুদ্ধি দুজন ধরা পড়ে গেছে এখন (চোরের মতন),
আমার মনের নাই সেই মলিন বরণ জ্ঞানসিংহ চৌকিদার।
আবাস বাটীর পাঁচটা রন্ধ্র হয়ে গেছে কপাট বন্ধ (মরি কি আনন্দ),
রূপ রসাদির আবিল গন্ধ প্রবেশে পথ পায় না আর।
চির কেলে আঁধার ঘরে চাঁদের খেলা তার ভিতরে (হয় কি রে)
ও তার সাধ যদি হয় দেখিবারে রামকৃষ্ণ নাম কর সার।।

—অক্ষয়কুমার সেন

খাম্বাজ—একতালা

মগন-হৃদয়-ভকত জাগে দয়াল নাম গানে।
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম সুধা পানে।।
রজত-আসন ধরণী-শাসন না চাহি মণিকাঞ্চনে।
তুলসী-মাল মৃগ-ছাল, রামকৃষ্ণ বদনে।।
ভুবন-মোহন রমণী-রতন না চাহি আলিঙ্গনে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ, স্থান অভয় চরণে।।
নাহিক সাধ মধুর স্বাদ রসনা পরিতোষণে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ-চরণামৃত সেবনে।
(রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে)।।

—কালীপদ ঘোষ

কাফি-সিন্ধু—তেওরা

কে তুমি তাপস কাঁদিছ কাতরে নীরবে সুরধুনী তীরে।
দুনয়নে তব করুণার ধারা অবিরত বহে শতধারে।।
দলিছে মানবে শত অবিচার, কোটি নারায়ণ করে হাহাকার।
তাই কি ইষ্টে পূজিলে এবার বেদীতে বসায়ে নরে?
তোমার মহান দুঃখ আমার জীবনে প্রভো সঞ্চার।
মানবের দুঃখে কাঁদিতে শিখুক ক্ষুদ্র আমার এ অন্তর।
তুচ্ছ স্বার্থ-সুখ-আশে ভুলি আর থাকিব না, চাহ মুখ তুলি।
লহ দেব লহ এ জীবন ডালি, তোমার এ পূজার উপচারে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন-ভূপালী—তেওরা

সর্ব দেবদেবী মূরতি ধরিয়া ধরাতে কে তুমি এলে এবার।
সকল জাতির যতেক ধরম মিলিত মহাজীবনে তোমার।।
মানব-হৃদয়ে যাহা কিছু ভাল, হিয়াতে তোমার সকলি মিলিল,
নিখিল জীবনে তুমিই তো আলো, তুমিই সবার প্রাণ আধার।।
বেদ-বেদান্ত-তন্ত্র-পুরাণ, জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, কোরাণ
সকল পথের, সকল মতের সমন্বয় করিলে এবার।
সকল জীবেতে পূজি, নারায়ণ, শিখালে মানবে যুগের সাধন,
দাও দাও খুলে অন্ধ নয়ন, সংসার-পাশ নাশ আমার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র দেশ—তেতালা

রামকৃষ্ণ গুণধাম (আমারি)
ভব-সন্তাপিত-দগ্ধহৃদয়-মরু-সিঞ্চিত মঙ্গল বারি-বিসারী।।
পূর্ণানন্দ শ্রীরাম-শ্যাম যুগ-মূরতি এক অবতার বিহারী।।
নিখিল-চরাচর-ধর্ম-সমন্বয়-সাম্য-সনাতন-স্থাপন-কারী।।
শারদ-চন্দ্র-নিন্দিত-মুখ উজ্জ্বল শান্তি নির্ঝর মৃদু হাস্যে।
তপ্ত প্রাণ-মন দীন ভকত নিত্যামৃত প্রেমমধু দাস্যে।
পঞ্চবটীতট-ধ্যান ধারণ-রত রম্য-মূরতি-রূপ-ধারী।।
ভক্তে অভয় তব দেহ পদ-পঙ্কজ জয় জয় দয়াল ভাবময়-বারী।।

—হৃষীকেশ চক্রবর্তী

কীর্তন—একতালা

চির সুন্দর শিব শোভন। ওগো প্রেমময় হৃদি-রঞ্জন।।
তুমি ভকত-হৃদয় রাজাধিরাজ নিরঞ্জন প্রেমঘন।।
ঢল ঢল ঢল কিবা সুকোমল চিন্ময় বর দেহ,
আ মরি মরি কি রূপ মাধুরী অতুলন রূপ গেহ ;
(আঁখি মজিল মজিল) (ঐ রূপে) চির জনমের তরে)
(ওগো রূপের কি তুলনা দিব) (ভকত-হৃদয় মোহন-কারী)
সুখাসনাসীন হসিত বদন আনন্দ বিহ্বল নয়ন।।

—বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

ইমন-কল্যাণ—দাদ্‌রা

["অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ"—সুর]

রামকৃষ্ণের বেদীতলে মোরা মিলিয়াছি একপ্রাণ।
পরা অপরা বিদ্যা সাধিয়া লভিব দিব্য জ্ঞান।
শৌর্য্যে করিয়া অঙ্গ-ভূষণ সত্যের তরে ধরিব জীবন।
সর্বশক্তি আছে অন্তরে, জানিয়াছি সন্ধান।।
"ত্যাগ ও সেবা"র সাধনা সহায়ে মানুষ হইব মোরা,
তাই যে মোদের জাতির সাধনা, সেই সনাতন ধারা।
"বিবেকে"র সেনা আমরা সবাই, উন্নত শির মোদের সদাই,
উচ্চ কণ্ঠে মোরা গেয়ে যাই মহামিলনের গান "বিবেকে"র জয় গান ;
গাহি আনন্দে "জয় মহামায়ী" জয় জয় ভগবান !

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

সাহানা—ধামার

জয়তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দরবারা, অদভূত অপূর্ব জগমে প্রচারা !
মূরখ পণ্ডিত হোয়, প্রেমিক গঁওয়ারা, পা'য়ো পরশ অয়স্‌ কনক উজারা।।
জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-সেবানন্দ-ভাণ্ডরা, যো চাহি সো পাই, ধন্য অবতারা।।
মন জপ রামকৃষ্ণ নাম সারাৎসারা, কলি-কলুষ-জীব তরা-ভব পারাবারা।।

রাধিকানাথ রায়

ইমন মিশ্র—তেওরা

জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল মন।
চাহে তোমারে সকল কাজে সকল যুগে তৃষিত ভুবন।।
যুগ যুগ অপেক্ষারত ছিল ধরণী নীরবে চাহি ;
তোমারি অমৃত পরশ লাগি ব্যাকুলা অবনী করে রোদন।।
তিমির সাগরে ডুবিলে মেদিনী মৃতে ঘেরিলে জীবনে হায়।
হাহারবে কাঁদে যত জীবগণ, উর্ধ্বে কাতরে ডাকে তোমায়—
তখনি তোমার-জ্যোতির আলোকে নাশিলে ধরার তিমির জ্বালা
মৃত্যুরে মার অমৃত জানিয়া, জীবন দেখায়ে জাগালে জীবন।।

—নিশিকান্ত চক্রবর্তী

আসোয়ারি—ত্রিতাল

এসো হৃদয় দোলায় দোলাই তোমায় প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মম।
তুমি যে মোর প্রাণপ্রিয় প্রিয়তম ঘনশ্যাম।।
রেখেছি হৃদয়ে আমি আসন পাতি, তব পথ চাহি দিবস রাতি।
এস এস হরি এস দয়া করি, মোর যত অপরাধ ক্ষম-ক্ষম।।
খুঁজেছি বাহিরে এধার ওধার, তুমি বোলেছ তুমি হৃদয়ে আমার।
এবার দরশ দানে জুড়াও মনেপ্রাণে, দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ মম।।

সংকীর্তন—একতালা

পতিতপাবন নামটি শুনে—বড় ভরসা হয়েছে মনে।
(নামে আপনি আশা জাগে প্রাণে)
আমি হই না কেন যেমন তেমন স্থান পাব রাঙ্গা চরণে।।
(ঠাকুর তুমি ত ভরসা আমার)
ঠাকুর আমার মতন সাধনহীনে স্থান দিবে রাঙ্গা চরণে।
(বড় দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
ওহে দীন দয়াল, আমি পতিত কাঙাল,
(তোমায় পতিতপাবন সবাই বলে) (শরণ লয়েছি তাই চরণতলে)
আমায় না তরালে দয়াল নাম আর কেউ লবে না জগজ্জনে।।
(বল কোথা যাব ক'র মুখ চাব) (ঠাকুর, পতিতের আর কেবা আছে)
তোমার অকলঙ্ক নামে এবার কলঙ্ক দিবে জগজ্জনে।
তোমার নাম ভরসা, দীনের পুরাও আশা,
(শুনি তোমা হ'তে তোমার নামটি বড়)
ওহে অধমতারণ, অনাথশরণ, দয়া কর নিজ গুণে।।
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর, রামকৃষ্ণ)
এস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বস হৃদি-পদ্মাসনে।।
আমার হৃদয়-আসন শূন্য আছে, আমরা বড় আশে
(এসেছি হে, আজ তোমার দেখা পাব ব'লে)।।

—কৃষ্ণধন পাল

আসোয়ারী—একতালা

নমো নমো দেব, নমো নর দেব, নমো ভবভয় হারী।
ভুবন পাবন নমো নারায়ণ রামকৃষ্ণ-রূপধারী।।
মদ-গর্বিত দুষ্ট-দলনে, সাধু-সজ্জন পালনে,
ধরম স্থাপনে আসিলে ভুবনে যুগে যুগে অবতরি'।।

দখিন সহরে কঠোর সাধনা, জীবে তরাইতে কত না ভাবনা,
দীন দুখী তরে দু'নয়ন ঝরে জগজন-দুখ-হারী।
সকল জীবেতে এক নারায়ণ, মন্দিরে যাঁরে করে আরাধন,
শিখালে মানবে এ নব সাধন, বিতরিলে প্রেমবারি।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র আলেয়া—কাওয়ালী

এসেছে আজ প্রাণের ঠাকুর, দেখ্‌বি যদি চলে আয়।
পাষাণ গলে তাঁর নামেতে, প্রেমে ভুবন ভেসে যায়।।
মরি কি রূপ মাধুরী, মেটে না সাধ যতই হেরি।
মনে লয় তায় হৃদে ধরি, পরাণ সঁপি রাঙ্গা পায়।।
সদাই যেন আপন হারা, মা নামেতে মাতোয়ারা।
হাসে কাঁদে পাগল পারা, ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়।
মোদের তরে মায়ের কাছে কাতরে করুণা যাচে
এমন আপন আর কে আছে—আপামরে প্রেম বিলায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাউল

অনুরাগ বিহনে সাধনায় ফলে না ফল।
দিনকরে শূন্যভরে তুলছে সাত সাগরের জল।।
ক্ষুদ্র বীজ বালির মতন মাটির ভিতর করে রোপণ (আশ্চর্য কেমন)।
গোপনে রসের আকর্ষণ তুলে দেহে অাঁকুর কল।।
রাগে স্রোতস্বতীর রীতি একটানা বয় দিবারাতি (অবিরাম গতি)।
সাগরে সঙ্গম পিরীতি হ'লে তবে প্রাণ শীতল।।
রাগের খেলা চাঁদের দেশে যেথা কৃষ্ণ ছুটে আসে (মিলিবে কিসে)
পাবে তুমি অনায়াসে রামকৃষ্ণ পদ কর সম্বল।।

—অক্ষয়কুমার সেন

মালকোষ—সুরফাঁক্তা

রামকৃষ্ণ নাম গাও মন অবিরাম।
জুড়াবে তাপিত প্রাণ দুঃখ হবে অবসান,
হিয়ায় হেরিবে সদা সুখে প্রাণারাম।।

আহা কি মোহন রূপ যাই বলিহারি,
নয়ন ফিরে না হায়, বারেক নেহারি।
চিত-মনোহারী জগজন-তারী
করুণা বিতরি হরি এলো ধরাধাম।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আশাবরী—একতালা

পরমপুরুষ হরি, মধুহর মধুকৈটভারি।
হের অবতরে কামারপুকুরে নবভাবে তনু ধরি।।
পিতৃত্বে বরিয়া দ্বিজ ক্ষুদিরামে, চন্দ্রমণি গর্ভে গদাধর নামে ;
শুক্লা দ্বিতীয়া উষায় ফাল্গুনে, ধরা মধুভরা করি।।
হ'য়ে কর্ণধার, লয়ে ধর্মতরী, ভব সিন্ধুতটে ঘাটে ঘাটে ফিরি ;
অহেতুক কৃপায় ডাকে কাণ্ডারী এস সবে নর-নারী।
অকাতরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, বিলান প্রেমসুধা কলসে কলসে,
রামকৃষ্ণ বলি পিও মহোল্লাসে, পদযুগ হৃদে ধরি।।

—স্বামী তপানন্দ

গজল—কাহারবা

সীমাকে বীচ অসীম দেশকা কোন অতিথি আয়া রে।
জান পহচান ন হ্যায় তথাপি দিলমে অচ্ছা ভয়া রে।।
ক্যা য়হ হ্যায় অওধ বিহারী বৃন্দাবন কা ক্যা বনচারী।
জড় বিজ্ঞান কা দর্পহারী কোন অতিথি আয়া রে।।
বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কুরাণ তন্ত্র ইস্‌মে হ্যায় মূর্তিমান।
বান্ধা প্রেমসে সভী কে প্রাণ, কোন যাদুগর আয়া রে।।
সভী মতকা সাধন কিয়া ভেদ ঔর দ্বন্দ্ব দূর কর দিয়া।
বিশ্ব জনকো আপনা লিয়া কোন দিলারা আয়া রে।।
জো হো সো হো হম্‌ ন জানে অগুণকো গুণ কোন বাখানে ?
কেবল য়হী দিল্‌মে মানে হমারা প্যারা আয়া রে।।

—স্বামী মেঘেশ্বরানন্দ

পিলু-বারোঁয়া—তেতালা

জয় নিখিল-জন-মনোহারী ; নরোত্তমরূপ-ধারী রে।
রতি-পতি-গঞ্জন, রূপ- অতুলন, দীনেশ দীন-বেশ-ধারী রে।।
সদা নিজ ভাবে ভোলা, শ্রীমুখে মা মা বলা, ভকত মনপ্রাণহারী।
জয় ভবেশ্বর, নবযুগ ঈশ্বর, সর্ব ধর্ম সমকারীরে।।
জয় নর-দুঃখ-বারণ, ত্যাগী-কাম-কাঞ্চন, কলিমল-মর্দনকারী।
জয় ভক্তেশ্বর ভকত-বিমোহন, ভকত মনোতমোহারী রে।।

—রাধাকান্ত মল্লিক

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তুঁহি অওধ বিহারী তুঁহি ব্রজবনচারী
রামকৃষ্ণ রূপ ধারী হৃদয় বিহারী রে।
কামকাঞ্চন-ত্যাগ মহাস্ত্র ধারণকারী
জড় বিজ্ঞান-রাবণ-দর্প নিবারী রে।
কভী সমাধি মগন কভী ভাবময় ঘন
কভী জীব সেবাপন গীতা মূরতি রে।
মিটাওল সকল ভেদ তুঁহারো জীবন বেদ লগন লাগায়া সব দিলমে।
চলি হাম অখিল জন মিলিত তেরো দ্বারপর রোশনী জাগাও আঁধিয়ার মে।।

—স্বামী মেঘেশ্বারানন্দ

ভৈরবী—একতালা

ভব পারাবারে হে রামকৃষ্ণ তুমি যে তরণীসম।
তুমি দীননাথ তুমি মোর প্রিয় তুমি যে দেবতা মম।।
যুগে যুগে এই ঘোর সংসারে, তুমি যে ঠাকুর আস বারে বারে,
ধরণীর দুঃখ যন্ত্রণা সহি' লয়েছ জনম মরণ।।
মোহ বন্ধন যত সংস্কার, অজ্ঞান রূপী যতই আঁধার,
আনো তুমি সেথা আলো পারাবার, হে প্রভু বিশ্বপালন।।
এস এই দিন হৃদয় মাঝারে তব জয় ধ্বনি উঠে বারে বারে,
সবাকার প্রাণে সব ঘরে ঘরে, ভরিয়া সকল ভুবন।।

—নিতাই দাস সান্যাল

প্রভাতী-ভজন—কাহার্‌বা

জীবন প্রভাতে মরমের সাথে বল জয় রামকৃষ্ণ রে।
বল রামকৃষ্ণ, জপ রামকৃষ্ণ. ভজ মন রামকৃষ্ণ রে।।
জয় গুরু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সহস্রারে প্রভু তুঁহু পরমেশ্বর।
'জয় গুরুজীকি জয়' বল রে মন নিরাশ্রয় শান্ত হবে গো মন প্রাণ রে।।
লজ্জাপটাবৃতা দেবী কৃপাময়ী স্নেহময়ী জননীকি জয়।
জয় জ্ঞানদায়িকে দেবী সারদে বরাভয়দায়িকে জয়।।
মূর্ত মহেশ্বর উজ্জ্বল ভাস্কর বিবেকানন্দ কি জয়।
জয় রামকৃষ্ণ ভক্তগণ জয় আনন্দে জয়গান গাহ মন রে।। —প্রমথনাথ গাঙ্গুলী

মিশ্র—ত্রিতাল

কে ঐ আসিলরে কামারপুকুরে পুলকে নাচিয়া উঠে প্রাণ।
দুঃখ-নিশা কাটিল সুখরবি হাসিল গগনে উঠিল নব গান।।
মাণিকরাজার ঐ আম্রকাননে, কে ঐ শিশু খেলে ফুল্ল আননে।
লীলা অভিনয় নবনব গানে, হিয়া শিহরিয়া উঠিলরে তান্।।
আমারেও নাও তোমার ও খেলায়, ভাইরে গদাই ধরি দু'টি পায়।
যুগে যুগে হরি তোমার এ লীলায়, নিও মোর এই তনু মন প্রাণ।।
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—দাদ্‌রা*

আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহ রামকৃষ্ণ নাম।
গাহ রামকৃষ্ণ নাম জপ রামকৃষ্ণ নাম,
নাম সুধা পানে রহ মত্ত অবিরাম।।
কামারপুকুর হ'ল পুণ্য ব্রজধাম,
সখাগণ লয়ে খেলে লীলা অভিরাম;
(যেন), মানস মুকুরে ভাসে সে ছবি সুঠাম।।
নমো নমো চন্দ্রাদেবী নমো ক্ষুদিরাম,
কৃপাময়ী মা জননী লহ গো প্রণাম।
জয়রামবাটীর মাটি চন্দন সমান,
আমার মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান,
মায়ের চরণে শরণ নিলে পুরে মনস্কাম। —প্রমথনাথ গাঙ্গুলী

* এই গানটি শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসবে জয়রামবাটীতে মহিলা মিছিলে গীত হইয়াছিল।

শিবরঞ্জনী—ত্রিতাল

('জয় বীরেশ্বর বিবেকভাস্কর—সুর)

জয় যুগেশ্বর জয় জয় গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণরূপধারী।
জয় জগতারণ জীবদুখবারণ দীন অশরণ জনতাপতারী।।
মুরতি করুণাঘন ভকতমনোমোহন জগত উদ্ধারণকারী।
জিত কামকাঞ্চন নিত্যনিরঞ্জন মুনিঋষি চিতমনোহারী।
সর্বদেবদেবী সর্ব অবতার প্রকটিত লীলায় তোমারি।
বিবেকানন্দ-বন্দিত দেব নমো নমো, শ্রীসারদা-হৃদয়-বিহারী।।

ভজন—কাহারবা

নয়নাভিরাম মোর-নয়নাভিরাম এস রামকৃষ্ণ মোর নয়নাভিরাম।
এস যশোদা দুলাল তুমি রঘুপতি রাম।।
দক্ষিণেশ্বরে তব লীলা কিবা মনোহর কভু শ্যামা রূপ ধর কভু সাজ শঙ্কর
শ্রীরাধার ভাবে কভু কাঁদে তব অন্তর ধূলায় লুটায়ে বল কোথা নব ঘনশ্যাম।
পঞ্চবটীর মূলে জাহ্নবী কিনারায়
যেচে প্রেম বিলাইতে ডাক 'ওরে আয় আয়'।
ভকত কুসুম যত আনিলে আপন সাথ নন্দন কাননের সুন্দর পারিজাত
সে কুসুমে ভরি সাজি আপনি পূজারী সাজি'
করিলে আপন পূজা ধরি মুখে নিজ নাম।।

—প্রমথনাথ গাঙ্গুলী

ভীমপলশ্রী—একতালা

মাতৃভাবে কে এলোরে আজি এ ধরায়।
মায়ের নামে মায়ের গানে ভুবন ভুলায়।।
মায়ের ভাবে মায়ের ধ্যানে এক হয়ে যায় মায়ের সনে।
মায়ের সাথে ক্ষণে ক্ষণে খেলিয়া বেড়ায়।।
মন্দিরেতে যে মা থাকে নহবতে তাঁরেই দেখে
নিজেই আবার মা হয়ে সে করুণা বিলায়।
পিতার রূপে মাতৃলীলা, ভূতলে আনন্দ-মেলা
দেখ্ চেয়ে মন মেলে নয়ন, বেলা বয়ে যায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভজন—কাহার্‌বা

(সুর—প্রেম মুদিত মনসে কহ রাম রাম রাম)

প্রেমভরে মন রে গাহ রামকৃষ্ণ নাম শ্রীরামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।
আনন্দ বর্ধক নাম মম প্রাণারাম রামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।।
অন্তরে যতনে রাখ মনরে অবিরাম দীন কাঙ্গালেরই ধন রামকৃষ্ণ নাম
রামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।।
একই বৃন্তে ফুটিলরে রাধা, কৃষ্ণ শ্যাম,
শিব, কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শ্যামা সীতারাম,
নাম ব্রহ্ম একই জেনে মনরে গাহ নাম, জনম মরণ সাথী রামকৃষ্ণ নাম,
রামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।।

—প্রমথনাথ গাঙ্গুলী

মালকোষ—সুরফাঁক্তা

পাঞ্চজন্য—পাঞ্চজন্য, শোন শোন সবে পাতি কান।
আবার আসিল নামি', আসিলরে ভগবান।।
দুর্জন-নাশন গর্জন শোন তাঁর প্রচণ্ড তাণ্ডবে হরিছে ধরার ভার,
কংস পুতনা ত্রাসি ঘন ঘন হুঙ্কার, দৈত্য-শাসন আজি হবে চির অবসান।।
নির্যাতিত অগণন গণ নারায়ণ লাঞ্ছিত হতমান কত শত সজ্জন ;
আর্ত এ ধরণীর অশ্রুর প্লাবন, হৃদয় কাঁদায়ে তাঁর নয়নে আনিল বান।
তাই কিরে ভয়হারী অবতরি করুণায়,
কাঙ্গালে তারিতে এলো কাঙ্গালের বেশে হায় ;
"মাভৈঃ" রবে ঐ ডাকে আয় আয়,
অযাচিত বরাভয় করিছে সবারে দান।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বেহাগ—ত্রিতাল

(আজি) কামারপুকুরে চল মন।
সুখের নেশায় ঘুরি' জনম জনম ধরি' কত রবে বিষাদ মগন।।
কামারপুকুরে আসি নিত্য লীলায় অরূপ ধরিয়া রূপ ভুবন ভুলায়,
(সে যে) কত না আদরে তোরে ডাকে আয় আয়,
ওরে আয় ওরে চলে আয় চলে আয় জুড়াবি জীবন।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

সুরট-মল্লার—তেওরা

শ্রীরামকৃষ্ণ এজোরে এবার, গাহিছে সুরনর বন্দনা তাঁর।।
মূরতি ধরিল জ্ঞান-করম, প্রেমঘন তনু নয়নাভিরাম।
তারকব্রহ্ম রামকৃষ্ণ নাম, স্মরণে পরাণ উথলে সবার।।
সুপ্তহিয়া যত উঠিছে জাগিয়া, গাহিছে আশাগীতি পুলকে মাতিয়া ;
জীবন দেবতা ! মিনতি চরণে, জাগো তুমি আজি আমার পরাণে।
থাক সদা মন ধিয়ানে গিয়ানে, হৃদয় আসনে বিরাজ আমার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র খাম্বাজ—কাহারবা

বাণীরূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি' রামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি।।
অন্তর বিহারী ছিল তব সঙ্গে, দেখাইলে তুমি তারে নানা রূপ ভঙ্গে,
ধ্রুবতারা রহো হৃদি-গগন ভরি'।।
মুক্তি-দেউলে ফোটালে যে ফুল, প্রেমের সুগন্ধে দুলিল দুদোল্,
ভব-পারাবারে তুমি পারের তরী।।
মায়াপাশ বন্ধন শোক-তাপ-ক্রন্দন, তব বাণী দিল চির শান্তিবারি ;
জগতের বেদনায় দিল নব চেতনা, পরমানন্দ তুমি দিশারী।।

—অজ্ঞাত

কীর্তন—কাহারবা

স্মরণ কর ভয় হরণ নাম গাও রামকৃষ্ণ নাম।
গাও রামকৃষ্ণ জপ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ গুণধাম।।
(যাঁর) চরণে আনন্দ ঝরে, জগতের শোকতাপ যত নিরানন্দ ;
পলকে যায় সব দূরে।
সব ধরমের পায় প্রণতি জানালো যে, প্রেমে ভরা ছিল যাঁর প্রাণ।।

—অজ্ঞাত

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

("ভবানী দয়ানী মহা বাক বাণী"—সুর)
রাম কিষণ করুণা নিদান, নর রূপ ধারণ প্রভু জীবদুখ নিবারণ।।
ভকত জীবন ধন, ভব ভয় ভঞ্জন, সব ধরম স্থাপন মহামিলন কারণ।।
জয় জগততারণ, মোহতামস নাশন, জ্ঞান ভকতি দো হমে জরামরণ হরণ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

সংঘমূরতি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণমি তোমারে বারংবার।
তুমিই সংঘ, তুমিই ধর্ম, প্রণমি পদে তোমার।।
সকল জাতির শান্তির তরে সর্ব ধর্ম বিগ্রহ ধরে,
সংঘরূপেতে যুগের ধর্ম নিখিল বিশ্বে কর প্রচার।।
বিতরিতে তব অমিয়বারতা বিবেকানন্দে দিয়েছ ভার,
সংঘগুরুর অন্তরে বসি' করিতেছ তুমি জীব-উদ্ধার।
হে যুগদেবতা, মঙ্গলময়, চরণে তোমার দাও আশ্রয়,
মোদের জীবনে হোক্ তব জয় শুভ মতি দাও তব সেবার।।
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ-একতালা—চৌতাল (সঞ্চারী-তেওরা)—ধামার

("জগত জননী জাগিয়াছে আজি জয়মা তারিণী গাওরে")—সুর
"খণ্ডন" তরে "ভববন্ধন" জাগালে এবার ভবতারিণীরে ;
শ্রীমায়ে তাঁহার বোধন করিলে ষোড়শীরূপেতে পূজে জননীরে।
মন্দিরে যিনি মা ভবতারিণী, নহবতে তিনি মা সারদামণি
ঠাকুর তোমার মুখে ইহা শুনি, কত আশা আজি জাগে অন্তরে।।
"মাতৃ ভাব তব সবার উপরে, বিকাশিতে ভবে রেখে গেলে তাঁরে
আবার কহিলে, "মা বলে ডাকিলে, ভক্তি ভালবাসা হয় যে অচিরে।"
হে রামকৃষ্ণ ! যুগ-কল্যানে যুগ-জননীকে আনিলে ভুবনে,
বিবেকানন্দ নিনাদে সঘনে, জয় "দোঁহাকার" ভক্তিনত শিরে।।
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন—একতালা

আলো রে আলো রে আলো, আলো এলো নামি,
আলোর প্রভু এলো আমার চিত্ত-ভুবন-স্বামী।
বিশ্বনিখিল আলোর সুরে বাজে রে ঐ একটি সুরে,
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নিত্য দিবসযামী।
আলোর প্রভু এলো আমার চিত্ত-ভুবন-স্বামী।।
কী আনন্দ, আনন্দে রে জাগে বসুন্ধরা,
আনন্দসুর প্রাণমূলে—ছাপিয়ে গেল কূলে কূলে,

বন্যা এলো, ধন্য রে প্রাণ, এলো তৃষা-হরা,
এলো হৃদয়-হরা, এলো এলো চিত্ত-ভরা,
এলো বন্ধ-কারা ভাঙিগ, অন্ধ নিশায় খড়্গ হানি,
রামকৃষ্ণ এলো আমার নিত্য জীবন-স্বামী।।

—শ্রীশংকরী প্রসাদ বসু

বাউল—কার্ফা

পাল তুলে দাও, হাল তুলে নাও, কৃপা-পবন বয়ে যায়,
রামকৃষ্ণ-প্রেমের তরঙ্গেতে ছুটবে তরী দরিয়ায়—কৃপা-পবন বয়ে যায়।।
আয়রে তোরা আয়, (মিছে) বসে কেন কিনারায়,
সাগর পানে যাবার তরী ভাস্‌তেছে ঐ দেখা যায়, কৃপা-পবন বয়ে যায়।।
অচিন আলো হোথা জবলে অমর সুর-তরুর তলে,
পরম ধনে লয়ে কোলে প্রাণের ঠাকুর ডাকে আয়,
[রামকৃষ্ণ-ঠাকুর ডাকে আয়] কৃপা-পবন বয়ে যায়।।
শান্তি হোথায়, নেইকো জবালা, প'রে আমার দুখের মালা,
হাসে ঠাকুর নাচে ঠাকুর, কেবল সুধা দিতে চায়,
[রামকৃষ্ণ-ঠাকুর ডাকে আয়] কৃপা-পবন বয়ে যায়।।

—শ্রীশংকরী প্রসাদ বসু

মালকোশ—তেওরা

মহাকালী নাকি রামকৃষ্ণ রূপে আবার হরিছে ধরণীর ভার।
হস্তে তাঁহার নাহি প্রহরণ প্রণামটি নাকি অস্ত্র তাঁহার।।
কখনো কালিকা কখনো বা শিব সাজিয়া নাশিছে সকল অশিব,
প্রেমের অস্ত্র হানিয়া এবার দুষ্ট দানবে করিছে সংহার।
নাহিতো এবার সেই ধনুর্বাণ সুদর্শন ও তো নাহি হাতে,
যুগ-লীলা ছলে অরাতি দলিছে "বিবেক"-পাঞ্চজন্য-নাদে।
সকল জীবেতে হেরে আপনারে সবারে বাঁধিছে এক প্রেমডোরে।
প্রেমের রাজ্য হবে এই ধরা প্রধান কেন্দ্র ভারত এবার।। —স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কাফি—ত্রিতাল

ধিয়া তা ধিয়া ধিয়া নাচরে গদাই। যে নাচে ভুলায়ে ছিলে যশোমতী মাঈ।।
চন্দ্রমণি মাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া, হেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচ আঁচল ধরিয়া।
চন্দ্রবদনে তোর হাসিটি হেরিয়া, নিমিষে সকল দুখ পাসরিয়া যাই।।
অপরূপ লীলা তোমার কামারপুকুরে, স্বরগ নামিল ফিরে ক্ষুদিরাম ঘরে।
ভাসে যত নরনারী নয়নের নীরে, পুলকে শিহরে ধনী কামারিণী আই।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বসন্ত-বাহার—তেওরা

(তুমি) অনাদি অনন্ত পুরুষ প্রশান্ত রামকৃষ্ণ প্রাণকান্ত হে।
(সদা) ব্যাকুল প্রাণে তব-মহিমা-গানে বেদ-বেদান্ত শ্রান্ত হে।।
(কিবা) তপত কাঞ্চন-আভা সুশোভন ঢল ঢল খেলে অঙ্গে হে।
(ঐ) তব চরণ প্রভু অজয়-শাসন যাহে ভবে প্রাণান্ত কৃতান্ত হে।।
কিবা সুন্দর মৃদুহাসি বিলাসে, হেরে মোহধ্বান্ত হে।
বিগত-শোক-সন্তাপ-পাপ, রহে মন শান্ত হে।।
(তুমি) যোগেশ-জীবন ভকত-শরণ, ত্রিলোক-পাবন একান্ত হে।
(তব) কৃপা কেমনে পাইব নাথ, আমি নিতান্ত ভ্রান্ত হে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

দেশ-মিশ্র—একতালা

ভুবন উজলি কে এলো ?
এযে প্রভাত-গগনে রবির উদয়, তিমির রাত্রি পোহাইল।
(কত) ক্লান্তি বিহীন দিবস রাত্রি, কাটাইল তপে এ ধরিত্রী ;
জন্মিল শ্রীরামকৃষ্ণ, ধরার ব্যথা শান্ত হ'ল।।
ধর্মের নামে চলেছে জগতে একি হানাহানি ? মানুষে মানুষে চিররণ একি গ্লানি ?
অবতার তাই প্রচারিল বাণী, যত মত ওগো তত পথ মানি ;
এ নর-জনম সার্থক করে তোলো।।
দীনের কুটিরে ফুটিল এ ফুল, সৌরভে তার বিশ্ব আকুল ;
(তার) চরণ তলে নোয়াতে মাথা, ছুটে চলো ওগো ছুটে চলো।।

জয়-জয়ন্তী—চৌতাল

বেদ-সমুদ্র-মথিত অমৃত অমিত সুখ ধাম।
পরমানন্দ-ময় প্রিয়তম প্রণব প্রথম নাম।।
মীন কূর্ম আদি নানারূপ ধর নানা নামে তুমি ভূমি অবতার।
নব নব ভাবে ভবে লীলাকর পুরাতে ভকত কাম।।
রামরূপে নবদূর্বাদলকায় নবঘন কৃষ্ণ পুন মথুরায়,
রাধাভাবদ্যুতি গোরা নদীয়ায়, ভাসাইলে বঙ্গ প্রেমের বন্যায়,
সবে দিলে হরিনাম ;
পুন জীব-প্রেমে আসি এ ধরায়, শিখালে মা নামে ডাকিতে শ্যামায়,
রামকৃষ্ণ নামে পূত নরকায়, নবযুগে অভিরাম।।

—স্বামী তপানন্দ

সিন্ধু-বিজয়—তেওরা

কে তুমি তমোনাশন নাথ, জগত-তারণ রাজিত রামকৃষ্ণ নামে, সুধাময়।
যুগে যুগে তব শুভ আগমন, বিদিত আগম পুরাণে,
দুরিত-দলন, ভকত-পালন, উদ্ধারণ জন মায়া ঘোরে।।
নিত্য চিন্ময় আনন্দময়, স্বরূপ তোমারি সনাতন,
ভকত-প্রাণ-তাপ-হরণ, দেহ ধারণ লীলাতরে।।
জ্যোতি-বিমল বিকাশ-কারণ, চির-মোহ-ঘন-বারণ,
চকিত ভুবন তব দরশনে, প্রণত জগজন করজোড়ে।।
সর্ব-ধরম-সমান-কারণ, নানা-মত-যোগ-সাধন,
কাম-কাঞ্চন-লেশ-বিহীন, নিরঞ্জন ! নমি ভকতি ভরে।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীসঙ্গীত

স্তব

তিলক কামোদ মিশ্র—ত্রিতাল

১

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাম্
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগত-সেবক তোষকরীম্
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

২

গুণহীন-সুতানপরাধ-যুতান্
কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগর-পারকরীম্
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

৩

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা,
চরণাম্বুরুহামৃত-শান্তি-সুধাম্
পিব ভৃঙ্গমনো ভবরোগহরাম্
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

৪

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ,
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে,
লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে,
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে

৫

রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণাং তন্নাম-শ্রবণপ্রিয়াম্
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।
পবিত্রং চরিত্রং যস্যা পবিত্রং জীবনং তথা,
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥

৬

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীম্
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তি-বিজ্ঞান-দাত্রীম্
দয়া স্বরূপাং প্রণমামি নিত্যং॥

৭

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ম্
দোষানশেষান সগুণী করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্।

৮

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে,
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥

৯

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

পিলু বারোঁয়া—কাহারবা

নমো নমো সারদারূপিনী।
দীন অশরণতরে এলে নররূপ ধরে শর্বাণী শিবে সনাতনী।।
দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন অভয় চরণে স্থানদায়িনী।
জীবপাপভার বহি' নিজে রোগজ্বালা সহি' পূতদেহ দহিলে আপনি।।
কত না জনম মাগো খুঁজেছি তোমায়, তাই কি গো মা আসিলে এবার,
সন্তাপিত জনে স্থান দিতে শ্রীচরণে, মুছাইতে নয়নের ধার।
আমাদেরি তরে মাগো এলে যদি করুণায়, অভয় চরণে স্থান দাও দাও মা আমায়,
মন যেন অবিরাম থাকে তব ভাবনায়, মগন থাকি মা দিবাযামিনী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

দরবারী-কানাড়া—তেওরা

মহাবিদ্যা শক্তিরূপিনী মা সারদামণি এলে কি এবার ?
রামকৃষ্ণ তাই ষোড়শীরূপেতে পূজিলা শ্রীপদ যুগ তোমার।।
দেবীর বেদীতে বসায়ে তোমায়, আপনা সঁপিলা তব রাঙ্গা পায়
জবা বিল্বদলে শ্রীপদ পূজিয়া, সমর্পিলা সব সাধনা তাঁর।।
সর্বশক্তিময়ী "ত্রিপুর সুন্দরী" মাকে আবাহন করে
স্থাপিলা তোমার চিন্ময় দেহে জীব কল্যাণ তরে।
বিশ্ব জননী মূরতি তোমার প্রকট করিলা যুগ-অবতার
আমারো জীবন প্রকাশ গো তুমি, দাও মা ভক্তি প্রাণে আমার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন্—একতালা

ওঁ হ্রীং নমোঽস্তুতে !
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গিনি ! আদর্শ পতিব্রতে।।
অনাদি নিত্য লীলাপ্রসঙ্গে, একা দ্বিধা কেলি কৌতুক রঙ্গে।
অগণিত বিশ্ব ভ্রূকুটি-ভঙ্গে সৃজ পাল নাশ ইঙ্গিতে।।
যুগে যুগে নিজ বৈষ্ণবী মায়ায়, ধর ধরাপরে নারী নরকায় ;
জীব-দুঃখে বিগলিত করুণায়, আর্ত অধম অশ্রু মুছাইতে।।
স্নেহে হাসি, রোষে সমুদ্যত অসি, বরাভয়া পুন ভীমা সর্বনাশী,
দেবে ও দানবে তুল্য ভালবাসি, মিত্র শত্রু ভাবে তুলে নিতে।।

ঐশ্বর্য-লেশ-শূন্য গুপ্ত অভিনব, যার যে অভীষ্ট তুমিই হয়ে সব :
সর্বধর্মময় জ্ঞান প্রেমার্ণব, মাতৃভাবে এবে অবনীতে।।
আমি সুত তব, মা তুমি সারদে ! জীবনে মরণে সম্পদে বিপদে,
স্মরি হেরি হেরি দুটি রাঙাপদে চিত্ত লীন হ'ক তোমাতে।।

—স্বামী তপানন্দ

ভৈরবী—তেওরা

ধরণীর ভার হরিতে আবার এলে মা আদ্যা শকতি।
নিখিল মাতৃ-হৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মূরতি।।
নিবিড় কাননে বন-ফলাশনে ভূশয়নে নিশি যাপনা,
নিশাচর দেশে বসি কারাবাসে সহিলে মরণ-বেদনা।।
অমল চরিতা নির্বাসিতা তুমি মা জনক-দুহিতা,
সন্তান তরে মায়া-তনু ধ'রে আসিলে বিশ্ব-প্রসূতি।।
গোপনন্দিনী-শ্রীরাধারূপিণী কুলমান-তেয়াগিনী,
সঁপি প্রাণমন জীবন-যৌবন কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী।।
বিরহ-অনলে আপনা দহিলে ভূতলে জীব-মঙ্গলে,
মানব-হৃদয় করি মধুময় বিতরি শুদ্ধা-ভকতি।।
ব্রাহ্মণ-সুতা জপে তপে রতা রামকৃষ্ণ-পূজিতা,
পাপীতাপী জনে কৃপা বিতরণে সারদে সদা সম্মতা।
লাজ-কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা করুণা রস-মণ্ডিতা
(তব) সন্তান কোটি হের ভূমে লুটি জানায় চরণে প্রণতি।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ইমন্-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

এল তোর দুষ্ট ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা, বাবা নিদয় গেছেন ফেলে।।
শুনিনি তোমার কথা, বেড়াই খেলে হেথা সেথা,
তাই কি গো মা কওনা কথা পেয়ে ব্যথা হৃদ্‌কমলে।
তুমি যদি এমন হবে, ছেলের কি উপায় তবে,
নামে কলঙ্ক রবে, মরব কেঁদে মা মা বলে।।

সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পায় সমান ব্যথা,
একি মা দারুণ কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র বলে।।
যা হবার হবে রে ভাই, মা বলে ডাকি সবাই,
দেখি মা কেমন ক'রে থাকতে পারে ছেলে ভুলে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভৈরবী—একতালা

সর্বসিদ্ধিদায়িনি মহাবিদ্যে মহামায়ে !
ত্রিপুরে ত্রিলোকতারিণি চাহ সারদে সদয়া হ'য়ে।।
রামকৃষ্ণারাধ্যা ষোড়শী, কল্যাণময়ী কল্মষনাশী।
যেই যাহা চায় সবে ভালবাসি তোষ তুমি তাই দিয়ে।।
কোলে তুলে নিতে মম সম দীনে, শিষ্ট-পালনে দুষ্ট-দলনে,
একা বারংবার ধর নানাকার তুমি সে সাকারা হ'য়ে ;
এত ভালবাস এত সুধাময়, তবে কেন এবে এতই নিদয়,
শূন্য এ হৃদয়, হেরি তমোময়, রাখো রাখো রাঙ্গা পায়।।

—স্বামী তপানন্দ

পরজ—একতালা

কে মা অনুপমা মনোরমা বামা অপার করুণা বিকাশ কারিণী।
ত্রিগুণ-অতীতা নিত্যা আদিভূতা সগুণা সাকারা রূপ-ধারিণী।।
কোটি চন্দ্রমা কোটি ভানু জিনি, মাধুরী মণ্ডিত মহিমার খনি
ব্রহ্মজ্যোতি-বিকীর্ণ-কারিণী ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁরে বুঝিতে পারেনি ;
সর্বদেব-ঋষি-বাঞ্ছিত তুমি মা, ইন্দ্র চন্দ্র আদি বন্দিত-চরণা,
মনোবুদ্ধিপার পরমা প্রকৃতি মানবী আকারে কেন গো জননী ?
মা তব কৃপার না হক তুলনা, বেদাগমে নাহি দিতে পারে সীমা,
দীন আঁখিবারি মুছাবার তরে এস বারে বারে দীন-তারিণী।।
একই ব্রহ্ম তুমি শিবশক্তি রূপে শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ সীতা রাধা রূপে,
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদা রূপে অহেতুকী কৃপা প্রকাশ-কারিণী।।
ওমা মহামায়া মহাভাবময়ী, পরম ঈশ্বরী শুদ্ধ সত্ত্বময়ী ;
সারদে শুভদে মোক্ষদে কল্যাণী, রামকৃষ্ণ পদে ভক্তি দে জননি।।

—শরৎচন্দ্র মিত্র

দেশ—কাওয়ালী

দে গো মা দেখা দে সারদে শুভদে।
জ্ঞান ভকতি দে, জ্ঞান দে মা জ্ঞানদে।।
তাপিত তারণ তরে এলে যদি করুণায়,
আমারে কেন মা তবে রাখিবে না রাঙগা পায়।।
দিন যায় আয়ু যায় দেখিতে দেখিতে হায়,
আর কবে দিবি দেখা বলগো মা বরদে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ—যৎ

মা আমার দীন দ্বিজঘরে করিয়াছ আগমন,
করুণা-ঘন-মূরতি স্নেহ-প্রীতি-প্রস্রবণ।
সর্বদা সে অবিকারে, সবে তুল্য অধিকারে,
নির্বিশেষে যারে তারে প্রদানিছ জ্ঞানাঞ্জন।।
শীতল সে পা দুখানি, সে মুখের সেই মিষ্ট বাণী,
স্নিগ্ধ স্নেহের সে চাহনি হেরি মুগ্ধ শুদ্ধ মন ;
জগদ্ধাত্রী ধরণীতে পাপ তাপ নিবারিতে
দীন অজ্ঞে উদ্ধারিতে করি শরীর ধারণ।।

—স্বামী তপানন্দ

যোগিয়া-ভৈরব—কাওয়ালী

(মা) কে তুমি বুঝাও নন্দনে, অহেতুক কৃপায় নিজগুণে।।
জন্মে জন্মে বিশ্বমাঝে ভ্রান্ত তুচ্ছ সুখ খুঁজে,
মিথ্যা বিষয়ে মজে মরি অকারণে ;
অন্ধ মনভৃঙ্গ হায় ! জানিনা কেন না ধায়,
তৃষ্ণাহর মধু-ভরা শ্রীপদ-নলিনে।।
আকুল হ'য়ে কাঁদিলে, শুনি' এসে লহ কোলে স্নেহময়ী রূপ ধারণে ;
কাঁদিব দাও মা ভক্তি, ডাকিব দাও মা শক্তি,
অশ্রু দিয়ে ধুয়ে পদ পূজিব যতনে।।

—স্বামী তপানন্দ

বেহাগ-খাম্বাজ—খেমটা

কে তুমি মা ষোড়শী বালা ভাবে বিভোলা।
(তোমার) পদতলে পরমেশ সঁপিছেন জপমালা।।
অনুপম তনুখানি রূপে শশধর জিনি
বারেক হেরিলে যায় জীবনের যত জ্বালা।।
তুমি কি কৈলাস ছাড়ি এলে গো মা দেহ ধরি।
তাই কি পূজিল শ্রীপদ রামকৃষ্ণ রূপে ভোলা।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাউল—দাদ্‌রা

আমার মাকে দেখে যারে।
দীনতারিণী ধরায় এল আনন্দ ধরে না রে।।
বিশ্বরানী ধরায় এসে দুখিনী ব্রাহ্মণী বেশে।
নিচ্চে কোলে হেসে হেসে কত কাঙ্গালেরে।।
করে না সে গুণের বিচার অহেতুক দয়া রে তাঁর,
স্নেহের কথা কী বলব আর বইছে শতধারে।।
মায়ের পায় নিলে শরণ ঘুচে যায় জন্ম-মরণ,
হৃদ-মাঝারে পায় দরশন ডাকে যে জন তাঁরে।
শোন বলি মা মনের কথা ঘুরব না আর হেথা সেথা,
তোর পায়েতে রেখে মাথা দিবানিশি থাকি পড়ে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

অশরণ-অন্ত-শরণ্যে অভয়ে পদসরোজে মা তোমার'
কি আছে মোর দিব, কি দিয়ে পূজিব নাহি প্রেম-অশ্রুধার।।
দরশে পরশে পবিত্র করিতে, জীবে ধরা দিতে পতিত তারিতে,
নেমে এসেছিলে হরশির হ'তে মন্দাকিনী করুণার।।
নারীদেহ ধরি' সাকারা ভূতলে জগদ্ধাত্রী মহামায়ী তুমি ছিলে,
মোহ-অন্ধ আমি, তখন তা কি জানি, এবে লুকাইলে করি' অন্ধকার
রামকৃষ্ণার্চিত চরণ-কমলে, রাগচন্দনে মাখি' মন-ফুলে।
সাধ-পুরে' কভু সেবিনি বিরলে, মিটিল না তৃষা দীন অভাগার।।

স্নেহময়ি ! এস দিব্যলোক থেকে, তেমনি হাসি মুখে দাঁড়াও না সম্মুখে,
তেমনি অপার স্নেহে পাদুটি মস্তকে করুণা করিয়া দাও আবার ;
জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্বদোষ ক্ষমি' কোলে নাও ক্ষেমঙ্করী মা যে তুমি,
ডাকি 'মা মা' বলে' জানাও গো জননী ! "মা" মহামন্ত্র সর্বতন্ত্রসার।।

—স্বামী তপানন্দ

বাউল—আড়খেমটা

মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই।
ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই।।
মা যে জগত্তারিণী, ভব-ভয়-হারিণী, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্বদায়িনী ;
(আবার) না চাহিতে সকল দিয়ে সন্তানের মন ভুলায়।।
ওরে কে আছিস কোথায়, সবে আয়রে ছুটে আয় ;
এমন সুদিন পেয়ে রে ভাই হারাসনে হেলায়।
(শুধু) জয় মা ব'লে দাঁড়ারে তুই দেখবি দুখের নামটি নাই।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ—একতালা

করুণা-পাথার জননী আমার এলে মা করুণা করিতে।
তাপিতের তরে নারীদেহ ধ'রে অশেষ যাতনা সহিতে।।
ত্রিদিব ত্যজিয়া এ ধরায় আসা, সন্তান তরে কত কাঁদাহাসা।
অহেতুক তব এই ভালবাসা, পারি কি গো মোরা বুঝিতে।।
শত জনমের যত পাপ হায়, নিতেছ টানিয়া ঐ রাঙ্গা পায়,
সকলি ত তুমি সহিলে হেলায়, কোল দিতে কত তাপিতে।
ভকতি বিহীন হৃদয় আমার, কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার,
নয়ন ভরিয়া দাও প্রেমধার—পদপঙ্কজ ধোয়াতে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কেদারা—একতালা

আসিলে জননী আসিলে আবার, হরিতে ধরার পাপের ভার।
জুড়াতে দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা, মুছাতে সবার নয়ন ধার।।
যুগে যুগে মাগো আসিয়া ধরায়, কত না যাতনা সহিতেছ হায়।
পরাণ মোদের পাষাণের প্রায়, পাসরি ধরম তবু বারে বার।।
সহন-মূরতিরূপে রামসনে, অচলা ভকতি শিখালে ভুবনে।
রাধারূপে পুনঃ দিলে দরশন, প্রেমের মহিমা করিতে প্রচার।।

রামকৃষ্ণ লীলা করিতে পূরণ, মা হ'য়ে সবার তব আগমন।
পাপী তাপী কত লভিল শরণ, কোল দিলে সবে না করি' বিচার।।
দিশেহারা হ'য়ে ভ্রমিতাম ভয়ে, দিলে মা অভয় আপনি আসিয়ে।
মায়া মরীচিকা দাও মা ঘুচায়ে, প্রকাশ অবশ হৃদয়ে সবার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরব—একতালা

জগবন্দিনী, (বিশ্বজননী) জগতজননী, জগদীশ-লীলা-সঙ্গিনী।
গুণাতীতা তুমি, ত্রিগুণ-ধারিণী, দেবী, ত্রিতাপ-হারিণী।।
কটাক্ষেতে কর সৃজন পালন, পলকে প্রলয় কর সংঘটন।
কে বুঝিবে তব লীলা অগণন, নব নব লীলা রঙ্গিণী।।
ভকতের তরে মা তুমি সাকার, তুমি পুনঃ পরব্রহ্ম নিরাকার ;
কভু নারী কভু পুরুষ আকার, ওমা অনন্ত রূপিণী।
হেরিয়া এ ধরা পাপে নিমগন, প্রেমে নারী-তনু করিলে ধারণ,
শত দুঃখ তাপ সহি' অকারণ সুতে দিলে পদতরণী।। —স্বামী চণ্ডিকানন্দ

পূরবী মিশ্র—একতালা

মায়ের শ্রীপদ ভুলো না ভুলো না !
ওরে মূঢ় মন পেয়ে এ রতন হেলায় খেলায় ছেড়ো না ছেড়ো না।।
জান না কি মন মায়ের করুণা, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি পেয়ে কৃপা-কণা ;
তাঁহারি ইচ্ছায় মূক বেদ গায়, ব্রহ্মজ্ঞান পায় আশ্রিত যে জনা।।
মায়ের চরণ যে করেরে ধ্যান, ভব পারাবার গোষ্পদ সমান ;
হয় মোহ নাশ, কাটে কর্মপাশ, কাল-ভয় আর থাকে না থাকে না।।
হেলায় খেলায় হারালি সুদিন, এখনও সে পদ ভাব অনুদিন ;
আর কত দিন র'বি দীনহীন মার নাম কেন জপ না জপ না।।

—বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

প্রভাতী—ত্রিতাল

মঙ্গলমূরতি মঙ্গলা আসিল ভুবন ভরিল সুখে।
দুখনিশা কাটিল সুখরবি হাসিল উৎসব ধরণীবুকে।।
অমঙ্গল যত হলো আজি অবসান, মঙ্গলমন্ত্রে জাগিল অবশ প্রাণ,
মঙ্গলশঙ্খ মঙ্গল করে গান, অন্তর নাচে পুলকে।।
মঙ্গল বরষিল মঙ্গল মা আমার, হৃদি শত দলে আসন কররে তাঁর,
পাদ্য-অর্ঘ্য দাও পদে উপহার, বন্দনা কররে মাকে।। —স্বামী চণ্ডিকানন্দ

গৌড় সারঙ্গ—ত্রিতাল

জয় জয় জননী জয় শ্রীসারদামণি করুণারূপিনী জয় মা।
আদ্যা শক্তি পরমা প্রকৃতি অশরণ-গতি তুমি মা।।
জয় জগতারিণী ভবভয় হারিণী দুর্গতি নিবারিণী মা।
সিদ্ধি-প্রদায়িনী-মুক্তি বিধায়িনী, জীব-গতিদায়িনী মা।।
নিখিল জগতমাতা জীবকল্যাণরতা, লজ্জাপটাবৃতা মা।
দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন পালন কারিণী মা।।
জয় সারদেশ্বরী সীতারাধামাতমেরী যশোধরা বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যুগদেব বন্দিতা সুরনর সেবিতা নমো নারায়ণি মা।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

দেশ—কাওয়ালী

কে ডাকে 'আয় আয় বাছা ফিরে আয়'।
মোর তরে সদা কার আঁখি ঝরে করুণায়।।
নহে তো সে দশভুজা অসিধরা ত্রিনয়নী
কুটির-বাসিনী এ যে চিরদুখিনী ব্রাহ্মণী
তবু কেন সবে বলে ত্রিজগত-জননী
'মা' বলে ডাকিয়া তারে ত্রিতাপ ভুলিয়া যায়।।
যাঁর নাম জপে হায়, পাপী তাপী তরে যায়,
ভগবান নিজে যাঁর পূজিলেন রাঙ্গা পায়।
সে কেন রে অনিবার জপে নাম বারে বার,
মোদেরে তারিতে নাকি বিরাম নাহিরে তাঁর,
(তবু) স্বার্থে ভুলিয়া হায় দেখেও দেখি না তাঁর,
তাই কিরে মা আমার আঁখি জলে ভেসে যায়।

ভৈরবী—দাদরা

মায়ের ছেলে মোরা মাকে ডাকি। সুখে দুঃখে মাকে নিয়ে থাকি।।
নাহি কোনো ভয়, পেয়েছি অভয়, সুখে নাচি গাই যমে দিয়ে ফাঁকি।

দরবারী-কানাড়া—একতাল (সঞ্চারী তেওরা)

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমগগনে সারদা চন্দ্রিমা হাসিল রে।
রূপের আভায় স্নেহ-জোছনায় পুলকে ভুবন ভাসিল রে।।
নেহারি গগনে সারদা ইন্দু, উথলে সাধক-হৃদয়-সিন্ধু,
করুণা পরশে বহে মৃদু মধু, সুখের লহরী উঠিল রে।।

বিমল আকাশে সারদা-শশী-পাশে। ভকত-তারাদল সতত সুখে ভাসে,
'ঋষি ধাম' ছাড়ি 'নরঋষি' এসে, উজল বিভায় ভাতিল রে।
'রামকৃষ্ণ-লোকে' আনন্দের মেলা, চল মন চল যাই এই বেলা,
এ হেন সুদিনে করিও না হেলা, আনন্দময়ী আসিল রে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

বিশ্ব জননী সেজে ভিখারিণী জগতে তারিতে এলে মা আবার।
আদ্যা শকতি, দৈন্য-মূরতি, হেরিয়ে চিনিবে হেন সাধ্য কার।।
করুণায় গড়া চিন্ময়ী তনু পদনখে পড়ে শত শশী ভানু।
আঁখি পঙ্কজে সতত বিরাজে মুনি-মন-লোভা স্নেহের পাথার।।
ভকতের তরে দেহে মন রাখা, দিবানিশি তাই শত কাজে থাকা।
নাহিক বিরাম ভাব অবিরাম কেমনে করিবে তাপিতে উদ্ধার।।
এত যদি মাগো করুণা এবার, এ দীন সন্তানে কাঁদায়ো না আর।
খুলে দাও দ্বার ভব-কারাগার, মিশে যাক প্রাণ শ্রীপদে তোমার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

পোহাল দুখ রজনী
গেছে "আমি আমি" ঘোর কুস্বপন, নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী।।
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়, তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী।।
কহিছে জননী "কেঁদো না রামকৃষ্ণ পদ দেখ না ; নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা"।
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে, ভুবন-তারণ গুণমণি।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

*পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দর্শন প্রার্থনা করেন। মাতাঠাকুরানী সে সময় জয়রামবাটীতে ছিলেন। সুতরাং স্বশরীরে না গিয়াও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শনের পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহাভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ডাকাইয়া গানের প্রথম ছত্র ও গানের ভাবটি স্বয়ং বলিয়া দিয়া গানটি রচনা করিতে বলেন। তাঁহার আদেশানুসারে উপরোক্ত গীত রচিত হইয়া শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র কর্তৃক তাঁহাকে সুর সংযোগে শুনান হয়। এই গান শুনিতে শুনিতে বা শ্রবণের পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

দরবারী-কানাড়া—ঝাঁপতাল

সবারি মা হয়ে আজি কে তুমি ধরাতে এলে। সবারি দুখেতে সদা ভাসিছ নয়ন জলে।।
দেশ জাতি ভেদ নাই শ্রীপদে সবারি ঠাঁই, পাপী তাপী সবে তুমি 'বাছা' বলে কর কোলে।।

সব দেশ সব জাতি 'মা' নামে উঠিছে মাতি',
তোমারে করি' প্রণতি সব দুখ যায় ভুলে।
'মা' নাম শিখাতে সবে মা হয়ে এসেছ ভবে,
মোরেও শিখাও তবে, আমি যে তোমারি ছেলে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

বিশ্বহৃদয় কমলদলে রাজিত জননী
উদ্ভাসিত প্রেমালোকে ঈশ্বর-ঘরণী।
ধন্য সারদা ধন্য মাতঃ চিরদুখহরণী
রামকৃষ্ণ প্রাণ লক্ষ্মী, প্রাণমন ভরণী।।
ভুবন-ভুলানো করুণানন অতন্দ্র-নয়নী,
ঝরো-ঝরো ঝরে স্নেহ-নির্ঝর ধন্য এ ধরণী।। ধন্য সারদা.........
হৃদি-অঙ্গনে মঙ্গলময়ী আলোক-বরণী,
মাতৃমন্ত্রে ভৈরবী-রাগে পূরিত অবনী।। ধন্য সারদা.........
রামকৃষ্ণ হৃদয়ানন্দ আনন্দ-জননী,
চরণ তব সন্তান তরে তারণ-তরণী।। ধন্য সারদা.........

—শংকরীপ্রসাদ বসু

দরবারী কানাড়া—একতালা

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেম সুরধুনী করুণারূপিনী মা আমার।
আসিলে ধরায় ধরি নরকায় জুড়াতে তাপিত হিয়া সবার।
নিত্যশুদ্ধ চিন্ময় কায়— শ্রীরামকৃষ্ণ অরুণিমা তায়,
অরূপ উথলে ওরূপ আভায় পরাণ মাতায় জগজনার।
নিত্যানন্দিতা নিখিল বন্দিতা শ্রীরামকৃষ্ণ আরাধিতা
গুণাতীতা তুমি গুণময়ী দেবি তুমি মাতা পুনঃ পিতা,
সাধু সজ্জন জননী তুমি মা অসাধু দুর্জন সুত তোমার,
বহে নিরন্তর অন্তহীন ধার, তব অনন্ত করুণা ধার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জৌনপুরী—ত্রিতাল

ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলায়োনা মা আমায়।
ভজন বিহীন জনে দাও মতি রাঙ্গাপায়।।
কে আছে মা তোমাবিনে, কোলে নিতে দীন জনে।
জীবনে মরণে রণে সাথে সাথে কেবা যায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বেহাগ-খাম্বাজ—যৎ

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী,
শ্যামাসুতা হয়ে মাগো সেজেছ সারদামণি ;
সরস্বতী মহাভাগা বিদ্যাকমলনয়নী,
তুমি সীতা রাধা তুমি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গিনী।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী সর্বজীবার্তিহারিণী,
অজ্ঞ অশরণজনে অভয়পদ দায়িণী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা হরহৃদিবিহারিণী,
রামকৃষ্ণ আরাধিতা নমামি বিশ্বজননী।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোষ—তেওরা

প্রলয়বহ্নি লুকালে কেমনে করুণা কোমল নয়নে,
ভীম অট্টহাস কেমনে লুকাও হাসি সুধা মাখাবদনে।
সদা বরাভয় বিতর যে করে কেমনে সে কর অসি মুণ্ডধরে,
অমিয় ভাষিনী ত্রিলোক গ্রাসিছ কেমনে মা ভীম গরজনে।।
তুমি তো অভয়া, কণ্ঠে তোমার মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী,
ভীষণ হইতে বিভীষণা পুনঃ কেমনে হও মা, শুনি।
তুমি রামকৃষ্ণ-শকতি রূপিণী সব অসম্ভব সম্ভব কারিণী,
লীলাময়ি মাগো, খেলিছ কি তাই সৃজনে পালনে নিধনে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

গৌরী—তেতালা

অকাতরে দিতে কাতরে অভয়, করুণারূপিণি এলে মা ধরায়।
অহেতু কৃপায় জীব দুখনাশে, অশেষ যাতনা সহিলে হেলায়।।
প্রাণ, মন, কায়, রামকৃষ্ণ পায়, তনয়ের প্রতি পূর্ণ করুণায়।
অযাচিতে কৃপা, বিতরিলে সদা, পাপী, তাপী, সাধু, অসাধু সবায়।।

অদ্বৈত বিজ্ঞান বেঁধেছ অঞ্চলে, ইষ্টের দর্শন ইচ্ছামাত্র মিলে,
তবু লক্ষ মন্ত্র দিনান্তে জপিলে, নহবতে বসি' সন্তান মঙ্গলে।
অকাম প্রার্থনা 'ভক্তি-নির্বাসনা' শিখালে মা তুমি অবোধে কৃপায়,
তাই শুধু চাই নাশ গো বাসনা, অচলা ভকতি দাও রাঙ্গা পায়।
—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

মালকোষ—তেওরা

পতিত পাবনী সারদা দেবী ! শোক নাশিনী, তাপহারিণী ;
শান্তিদায়িনী, ভবানী।।
নাহি যে তোমার ভেদাভেদ জ্ঞান, সন্তান তোমার হিন্দু মুসলমান,
পূজিছে তোমায় মার্কিনবাসী, নহ কি তুমি তাদের জননী।।
নিজেরে তুমি করিয়া গোপন, সাধিলে মাগো কঠোর সাধন।
ত্রিগুণধারিণী, বিশ্বজননী মুক্তিদায়িনী শঙ্করী।।
—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

জয়জয়ন্তী—দাদ্‌রা

শতকোটি শশী হাসে (মায়ের) চরণ নখরে।
আলো করে কালোরূপ (মায়ের), হৃদয় কন্দরে।।
প্রীতির সাগর উছলে নয়নে, উজ্জ্বল কপোল প্রসন্নবয়ানে ;
মনে হয় রাখি নয়নে নয়নে ;
(বাঁধি) হৃদি কারাগারে, তারে চিরদিন তরে।।
বাঞ্ছা বাধা পড়ে হৃদয় মাঝারে, কোটি মনোহর হর মনোহরে,
উরু চারু অতি চরণ যুগল, হৃদি বিয়াকুল করে,
(তাহে) চাহে মিলিবারে।।
এস এস অয়ি ভুবন মোহিনী, সর্বাব আমার, আমার জননী।
(মাগো) ফিরে চাও যদি কৃপা কর যদি
পড়ুক অশনি শিরে (আমি) ল'ব সাধ করে।।
—স্বামী প্রেমেশানন্দ

মল্লাহার—একতালা

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, ঠাকুরাণী মা সারদা,
বস দোঁহে হৃদয় পদ্মে, সাধ হয়েছে হেরব সদা।
কতজন্ম গেছে কেটে, মজে গো এই সংসারেতে,
দিলাম নিলাম কত কি যে, মিটল নাকো প্রাণের ক্ষুধা।

সংসারে যে শান্তি না পাই, হৃদয় আমার জ্বলছে সদা,
শ্রীচরণে ঠাঁই পেয়ে তাই, প্রাণ ভরে কই মনের কথা,
রামকৃষ্ণ সারদা মা, অনুপম অনুপমা,
সন্তানেরে কোলে করে, হর মাগো প্রাণের ব্যাথা।

—স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ

সুরট-মল্লার—ভেওরা

আনন্দময়ী এলোরে এবার, আনন্দ ধরেনা আমার।।
আমারে করিতে কোলে মা এসেছে বাহু মেলে,
আদর করে 'আয়রে' বলে, ডাকে মোরে মা যে আমার।।
স্নেহের মূরতি করুণারূপিনী, মা যে সাধু পাপী সবার জননী।
মা তো নয় সামান্য মেয়ে ধরা ধন্যা মাকে পেয়ে,
অন্ধ আঁখি, দেখ্‌না চেয়ে, মা সারদা মা যে সবার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

তিলক কামোদ—কাওয়ালী

(অয়ি) উরমা অমল ধবল বরণী হৃদয় কমল কাননে।
(মম) মানসতামস নাশ মা ভারতী চরণ নখর কিরণে।।
মৃন্ময়মূরতি হেরিয়া নয়নে কুসুম চন্দন অর্পিয়া চরণে ;
চিন্ময় চরণ পরশ লালসা জাগিছে সতত পরাণে।।
বিদ্যাবিতরি' অমৃত কর মরণ শঙ্কা হর মাগো হর ;
সংশয় যত, আজ (হোক) তিরোহিত হৃদয় গ্রন্থিচ্ছেদনে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—কাহরবা (সুর 'ভারত কাব্য নিকুঞ্জে)

বিদ্যা বিতরিতে এলোরে সারদা জ্ঞানদায়িনী।
রূপ আবরি নারীদেহ ধরি এলোরে করুণারূপিণী।।
ধরেনা বীণা শ্রীকরে এবার, বীণাবিনিন্দিত বাণী তাঁহার।
বেদান্ত শ্রীবদনে তাঁর, বিশ্বজনের জীবনবীণা বাজাল এবার বিরামহীনা।
ঝংকারে নিখিলে 'জয় জয় মা' মানস শতদল বাসিনী।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাগেশ্রী—ত্রিতাল

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী-মা তোমার মায়ার ছায়া সুখবনমালী।।
বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে, জনে ; মহামারী তুমি বিনাশিছ জীবগণে,
কম্পিত সুরনর তব ভীম গরজনে ভীষণ হইতে তুমি অতি ভয়ালী।।
সমর উল্লাস নাচ সৃজন পালন লয়ে, তবু শুধু দয়াময়ী' তোমারে বলি মা ভয়ে।
ভেঙ্গে দাও সুখ আশ, কাট মা করম পাশ লহ লহ এ জীবন-ডালি।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

হেমন্ত—তেওরা

মাতৃমন্ত্র বিতরিতে ভবে মা আজি নিজে এসেছে রে।
হৃদয়-গগনে অরুণিমা তাঁর অমল আভায় ভাতিছে রে।।
আপনি শিখাতে আপনার পূজা, দ্বিভুজা রূপেতে এলো দশভুজা,
নিজে না জানালে মহালীলা তাঁর, বল কেবা কবে জেনেছে রে।।
নীরবে পূজিতে চরণ কমল ত্রিলোচন আজি এল ধরাতল,
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেম শতদল, ও রাঙ্গা চরণে রাজিছে রে।।
সারদেশ্বরী জননী আমার দেখা দিয়ে তুমি লুকায়ো না আর,
সতত যেন মা শ্রীপদ তোমার নেহারি এ মম অন্তরে।। —মাধুর্যময় মিত্র

ভৈরবী—দাদ্‌রা

মা আমাদের মানুষ কর, এ মিনতি তোমার পায়।
তোমার ছেলে হয়ে যেন দিন কাটে না ধূলো খেলায়।।
মিথ্যা যতই মোহন বেশে, মন ভুলাতে আসুক হেসে।
আমরা যেন অচল থাকি তোমারি চরণ সেবায়।।
তুমি মোদেব প্রাণের প্রাণ তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান।
তোমার তরে গেয়ে গান যেন মোদের জীবন যায়।। —স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কানেড়া—ত্রিতাল

নমো নমো নমো জননী।
ব্রহ্মসনাতনী কলুষ-বিনাশিনী সুরনর-শুভদায়িনী।।
কখনো সাকারা কভু নিরাকারা কখনো পুরুষ কভু প্রকৃতিরূপিণী।।
কভু ধর অসি কখনো বা বাঁশী ভকত বিলাসী কভু সমর বাসিনী।।
কখনো বা মায়া ছলে নেমে আস ধরাতলে
তাপিতে করিতে কোলে পতিতপাবনী।
নমো নারায়ণী, ভূভারহারিণী নমো নমো মাতঃ করুণারূপিণী।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীমদ্বিবেকানন্দসঙ্গীত

মালকোষ—ঝং

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর, নির্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল, বিভোর বাল সন্ন্যাসী।।
রবিকর-কর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন, আবরে দিনকর কান্তি,
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি।।
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ, মহাহ্রদে নদ মহাসম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, দূরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী,
জনমন-মার্জিত শান্তি প্রদান ; সাশয্য গুরুপদে হৃদে সাধে ধরি,
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাগেশ্রী—আড়া

স্তিমিত-চিৎ সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি-ঘন,
কোটি সূর্য গলাইয়ে, ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
মায়া-খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন।।
উজল বালক বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ।।

উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন।।
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান ;
তারা জ্বলি' ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ।।

—স্বামী সারদানন্দ

ছায়া-খাম্বাজ—কাওয়ালী

মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্।।
কোটিভানুকরদীপ্তসিংহমহো ! কটিতটকৌপীনবন্তম্
অভীরভীঃ-হুঙ্কার-নাদিত-দিঙ্মুখ-প্রচণ্ড তাণ্ডব-নৃত্যম্
ভুক্তি-মুক্তি কৃপা-কটাক্ষ-প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষং
বাল-চন্দ্রধরমিন্দু-বন্দ্যমিহ নৌমি গুরু-বিবেকানন্দম্।।

—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

জয়জয়ন্তী—একতালা

মহাসিংহ পরাক্রমে কে তুমি সন্ন্যাসী বর ?
আক্রমিলে জ্ঞান গুরু গিরি গরিষ্ঠ শেখর।
ভালে দীপ্ত দিনমণি হৃদয়ে ভক্তির খনি,
কণ্ঠে বাঁধা বীণাপাণি অদ্ভুত করম বীর।
অভীরভীঃ হুহুঙ্কারে দিক দেশ ভেঙ্গে পড়ে,
বিবেক কৃপাণ করে বীরদর্পে অগ্রসর।
রামকৃষ্ণ গতপ্রাণ জীবন যৌবন দান,
অখণ্ডে তব আসন পরার্থে নর শরীর।
তব সঙ্গ কৃপাগুণে নিত্য মুক্ত অভিমানে,
ইন্দু তৃণ তুল্য গণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।।

—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

আড়ানা—একতালা

কে রে পদ্ম-পলাশ লোচন ;
কে রে শারদ-ইন্দু-নিন্দিত চারু-ভুবন-মোহন-আনন।।
শ্মশান-আলয় সন্ন্যাসী বেশ, নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ,
নির্ভীক চিতে ভ্রম ধরণীতে, মরণ ভীতি-বারণ।।
জ্ঞান-ঘন-তনু শুক হেন বাসি, অখণ্ড-বিলাসী তুমি ব্রহ্মঋষি,
বিষাণ বাদনে 'অভীরভীঃ' স্বনে মোহ-বন্ধন-খন্ডন।।
জড়-বিজ্ঞান-কৌরব-রণে, পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে,
রাম-গত-প্রাণ বীর হনুমান, লবণাম্বুধি-লঙ্ঘন।।
জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-ত্রিশূল-ধারী, নব রূপ ধরি এলে ত্রিপুরারি,
প্রেমরস পানে হরিগুণ গানে নারদ বীণা-বাদন।।
শরণাগত চরণে তোমার 'বিবেকানন্দ' বীর-অবতার,
কিবা পরিচয়, রামকৃষ্ণ-ময় মম মানস-রঞ্জন।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বাগেশ্রী—একতালা

কে রে নরেন্দ্রবর বীরেশ্বর দেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যা বিনাশকারী।।
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরে কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি কে এনেছে সহকারী।।
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত-রত- জন-মন-তাপহারী।।
গুরুপদে বলিদান, জীবন-যৌবন মান
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন-ভিখারী।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

খাম্বাজ—একতালা

কে তুমি যতি মোহন মূরতি রতিপতি-ভাতি নয়ন-রঞ্জন।
বদনমণ্ডল প্রেমে ঢল ঢল অমল কোমল প্রিয় দরশন।।
অন্তরে বিরাজে করুণা ঘন, বাহিরে নেহারি জ্ঞান-আবরণ ;
উজল তপন আবরে যেমন স্নিগ্ধ বিমল ইন্দু-কিরণ।।

বীর্যবান কর্মী কঠোর, হেলায় ছিন্ন হীন মায়াডোর ;
সমাহিত-চিত কামমোহাতীত করুণা-নিদান দীনশরণ।।
নিষ্কাম-সেবা-ধরম সাধন, সর্বভূতে ভগবান-জ্ঞান ;
সত্য মহান্ তত্ত্ব উন্মেষণ, দীন-দাস-আশ রাতুল চরণ।।

—নিরঞ্জন মজুমদার

সাহানা—ধামার

ভুবন ভ্রমণ কর যোগিবর যাঁর ধ্যানে।
তাঁহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথপানে।।
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরাধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানাদেশে নানাভাবে জয়ধ্বনি একতানে।।
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক-আলোক দানে।
জনমন পুলকিত, মোহনিশা অবসানে।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

খাম্বাজ—একতালা

কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ-বীণা।
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা।।
ললিত ছন্দে গভীর মন্দ্রে, পশিল সে তান রন্ধ্রে রন্ধ্রে ;
জাগিল সুপ্ত লুপ্ত গৌরব ভারতবর্ষ দীনা।।
হিমাদ্রি-শিখরে জলনিধি-তীরে, প্রাচ্যে প্রতীচ্যে দিগ্ দিগন্তরে ;
বেদান্ত মহিমা কেবল প্রচারে, বর্ণিতে নারি সীমা।।
(করি) গুরুপদে মন-প্রাণ সমর্পণ, মহাযোগী বেশ করিলে ধারণ ;
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, জীব-সেবাব্রত করিলে উদ্দীপনা।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

শিবরঞ্জনী—ত্রিতাল

জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রীবিবেকানন্দ।
ইন্দু নিভানন সুন্দর লোচন বিশ্বমানব চিরবন্দ্য।।
প্রেম ঢল ঢল কান্তি সুবিমল অধিগত বেদ বেদান্ত।
ত্যাগ তিতিক্ষা তপস্যা উজ্জ্বল চিত্ত নিরমল শান্ত।।
কর্মভক্তি-জ্ঞান ত্রিশূল ধারণ ছেদন জীবমোহ বন্ধ।
ব্রহ্ম পরায়ণ নমো নারায়ণ দেহি দেহি চরণারবিন্দ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—ঠুংরী

('অয়ি ভুবন মনোমোহিনী'—সুর)

এস ভুবনপাবন নারায়ণ।
এস আর্ত-পতিত-চিতে, শান্তি বিতরিতে, ত্রিভুবন-তারণ-কারণ।।
দ্বেষ হিংসা হেরি ঝরিত নয়নবারি, সাম্য প্রচারিলে দেশে দেশে ঘুরি ;
লাঞ্ছনা সহিলে, সাধি' শিখাইলে জীবহিতে জীবনধারণ।।
হের ঘোর তম, স্বার্থ সে নির্মম ছাইছে ভুবন কালমেঘ-সম,
শোণিতে রঞ্জিত, রোদনে পূরিত, কলুষিত ধরণী গগন।।
(এস) হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরযামী হয়ে, স্বার্থবন্ধ কাট প্রেম অসি দিয়ে ;
খুলিয়ে দাও ঠুলি, হেরি নয়ন মেলি, ঘটে ঘটে সেই নিরঞ্জন।।
বিজ্ঞান-ভাস্কর 'এস হে শঙ্কর, ভৈরব 'অভীঃ' রবে মোহধ্বান্ত হর,
বিবেক আনন্দ সেই বিবেকানন্দ ! নন্দিত কর ত্রিভুবন।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

এত প্রেম নিয়ে হায় এলে বিলাইতে,
অন্ধ বিমূঢ় জীব নারিল চিনিতে।।
অন্নবিনে শীর্ণকায়, জীর্ণ বাসে ঢাকি কায়,
বিবসনে বনে বনে ফের পথে পথে।।
হেরি ধরা জ্ঞানহীন, তপে দেহ করি ক্ষীণ,
কত ব্যথা পেলে প্রভো এসে ধরণীতে।
শুনি নব লীলা-গাথা, প্রাণে বড় বাজে ব্যথা,
পাষাণ পরাণ গলে তব অশ্রুপাতে।। —স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরবী—একতালা

ধরম ভেদ-ভঞ্জন বন্দি জগত-বন্দন।
জ্ঞান ভকতি বিতরণে নর-শরীর ধারণ।।
বিগত-গেহ-বন্ধন, বিজিত-মীন-কেতন,
রূপে কাম-গঞ্জন, বাণী বীণা-নিন্দন।।
প্রেমমত্ত-নর্তন, অভীরভীঃ গর্জন,
ভূধর-সাগর-লঙ্ঘন, জীব-তারণ-কারণ।।
কূট-কপটী-মর্দন, সজ্জন মনোমোহন,
বিশ্বমানব বন্দে তোমায় রামকৃষ্ণ-নন্দন।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

কে তুমি স্বামি, জ্ঞানি-শিরোমণি জগজীবে সমদরশন।
পরম ত্যাগী, করমযোগী, গুরুধ্যানে মন-মগন।।

বদনে ক্ষরিছে বেদের ব্যাখ্যান, করমে দিতেছে ত্যাগের প্রমাণ।
মরমে বহিছে প্রেমের উজান, অপরূপ জ্ঞান প্রেমের মিলন।।
ধরম-রতন জীবে বিতরণ, জীব-দুঃখ-দল-মোচন-সাধন।
অনাথ-আশ্রম, রোগিনিকেতন, সাধুজনগণ-ভবন-স্থাপন।।
প্রমত্ত প্রচারে বেদান্ত-দর্শন, মহাজ্ঞান-গুণে মোহিত ভুবন।
কল্যাণ সাধনে অবনী ভ্রমণ, ত্যাগিবর চীর-কোপীন-বসন।।
নমি কর্ম্মিপ্রবর জ্ঞান-আকর ভক্তি-নির্ঝর সত্য-শরণ।।

সাহানা—ঝাঁপতাল

কে তুমি নবীন যোগী গুরুচরণ-ধ্যানে,
নিগমন মহাযোগে ভকতি-পূরিত প্রাণে।।
উজলিয়া জ্যোতির্ময় সপ্তঋষি গ্রহচয়,
কিরণ রাশি বিকাশি' ছিলে কি অমরধামে ?
নাশিতে মোহ তামসে উদিত ভারতাকাশে,
জ্ঞান-অরুণ প্রকাশে পূরিত ধরা সামগানে।।
হৃদয় করুণাখনি, প্রেমিকের শিরোমণি,
সতত প্রমত্ত চিত দীনদুঃখ বিমোচনে।।
কঠোর করম-যোগী স্বীয় বিলাসে বিরাগী,
মোহন মূরতি যতি প্রণমি তব চরণে।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

বসন্তবাহার—একতালা

কোটি ভাস্কর নিন্দি ভাতি ত্যাগের মূরতিখানি,
চরণ পরশে পূতা ধরণী বদনে বেদ বাণী।।
বরাভয়-কর-কমল-যুগলে, হৃদয়ে করুণাসিন্ধু উথলে ;
নয়নে প্রেম পীযূষ গলে, জয় গুরু মহাজ্ঞানী।।
সমন্বয় বাণী করিতে প্রচার, অহেতু করুণা বশে অবতার ;
সুষুপ্ত ভারতে জাগাতে আবার আগত শূলপাণি।।

—স্বামী তপানন্দ

আলাইয়া—ঝাঁপতাল

মহাযোগে রাজে যোগী, কিবা শুভ্র জ্যোতি ধারা।
অরূপ অখণ্ডলোকে, আদি অন্ত সীমাহারা।।
মানব কল্যাণ লাগি, যেদিন মেলিলা আঁখি,
বলসি উঠিল বিশ্ব, ছুটিল আলোক-ধারা।।
নরদেহে সেই জ্যোতি, কিবা অপরূপ ভাতি।
হেরিয়া জগতবাসী, বিস্ময়ে আপনহারা।।
শুনি কণ্ঠে বেদগান, করে বিশ্ব আত্মদান,
করি তাঁর জয়গান, পদতলে লোটে ধরা।।

—বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

সোহিনী—কাওয়ালী

রামকৃষ্ণ-পদ-শরণ-জীবন জয় বিবেকানন্দ নামধারী।
রুদ্র-অবতার ভৈরব হুঙ্কারে ত্রাসে চরাচর-চারী।। (প্রভু)
তেজদৃপ্ত তব স্থির কণ্ঠরব অভীরভীঃ মন্ত্র প্রচারী।
নাশি ভবাময় দিলে বরাভয়, নির্ভয় করি নরনারী।। (প্রভু)
স্নিগ্ধ কমল আঁখি, প্রেম অমিয় মাখি ঝরিল জীবের মুখ চাহি ;
ভোগ-বিলাসী দেহে সাজালে ভিখারী-স্নেহে ত্যাগ তীরথে অবগাহি।
গাহে অকিঞ্চন তব গুণ কীর্তন চাহ কৃপা-নয়নে নেহারি।
দেহ পদাশ্রয়, দীন-দয়াময় অপার করুণা ভয়হারী।।

—হৃষীকেশ চক্রবর্তী

আলাইয়া—একতালা

(দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান—সুর)

কে তুমি সন্ন্যাসী বেশে প্রেমিকের শিরোমণি।
কষিত কাঞ্চন জিনি প্রেমে গড়া তনুখানি।।
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ ধরেছ যোগীর বেশ,
নেহারিলে প্রেমাবেশ এ জীবন ধন্য মানি,
সবারেই বাস ভাল, কাঙ্গালেরে কোলে তোল,
যারে তারে দাও প্রেম, কুলমান নাহি গণি।।
হে নরেন্দ্র বীরেশ্বর হৃদয়রঞ্জন মোর,
চরণে শরণ চাহি, রাখ পদে দাস জানি।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভৈরব—একতালা

উদিত বেদান্ত দিবাকর ঘোর তমসাবৃত বঙ্গগগনে।
হাসে ঐ পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী উন্মীলিয়া আজি অরুণ নয়নে।।
অভী অভী অভী ঘন হুহুঙ্কারে পাপ তাপ মায়া মোহ গেল দূরে,
মৃতপ্রায় সবে জাগিল সে স্বরে মৃত সঞ্জীবনী সুধার সিঞ্চনে।।
করম-যোগী করুণা সাগর, ভকতশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী প্রবর,
পরম জ্ঞানী যোগীশ্বর, নররূপ-ধর ধর্ম স্থাপনে।
বিশ্ব-বিজয়ী হের বীর সাজে, বিজয়ের ভেরী ঐ শোন বাজে,
ক্লৈব্য ত্যজিয়া সবে বিভু কাজে ধন্য হই এস আত্মসমর্পণে।।

—স্বামী তপানন্দ

আড়ানা—তেওরা

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে 'আয়রে আয়'।
আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়।।
আত্মত্যাগের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে।
ভোগবাদ-জাত-দৈত্য দলিতে, আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়।।
স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল,
নিভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেমবারি সে যে এনেছে হায়।
এস দেব এস করুণা-নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ,
কৃপা করি কর এ আশীষ দান তব কাজে যেন জীবন যায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

পূরবী—আড়াঠেকা

কে বাজায় শিঙ্গা ভৈরব রবে কাঁপাইয়া জলস্থল।
কার পদভরে টলমল করে আসমুদ্র ভূমণ্ডল।।
মরি অনুপম কি মুখ কান্তি, নিরমল তনু মূর্ত শান্তি,
নাম নিলে যার ঘুচে অহঙ্কার, ছিঁড়ে যায় দৃঢ় মায়ার শৃঙ্খল।।
জ্ঞানের ছাদনে আদর্শ ভক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ পদানুরক্ত,
বিশ্ববাসীরে করিতে মুক্ত, বিশ্বনাথ গৃহ করে উজল।।

—স্বামী তপানন্দ

কাফি—তেওরা

রাজ রাজেশ্বর ভিখারীর বেশে কেন গো ভ্রমিছ ভুবনে।
প্রতিভা অনল ভালে ঝলমল, বিজলী খেলিছে নয়নে।।
সম্পদ শত দলিছ হেলায়, রাজশির কত নত তব পায়,
ধন মান যত গৌরব হত, যুগল রাজীব চরণে।।
হেম সিংহাসন, রতন ভূষণ, তাই কি তোমারে সাজে,
লালসা-কলুষ কলহ-কালিমা ধরণীর ধন মাঝে ;
প্রেম ফুলে গড়ি মুকুট ভূষণ, প্রেমফুল দলে সাজাব চরণ,
এস মহারাজ এ মোর হৃদয়ে, এস তব চির আসনে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

("যখন সঘন"—সুর—একতালা)

স্বদেশ বিদেশ উছলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র,
আকাশ বাতাশ ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র ;
নন্দিত-ধরা-মন্দির মাঝে ধর্মের স্রক্ গন্ধ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যে দিন বঙ্গে,
স্বরগ করিল সুরভি বৃষ্টি বরষি আশীষ সঙ্গে,
প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে সাজিল গৌর নিত্যানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
দ্যুলোকের ছবি হেরিলে পুলকে গুরুর চরণ তলে,
আর্তের সেবা মর্ত্যে আনিলে ভাসিয়া নয়ন জলে ;
বিশ্বপ্রেমের বিকশিত খনি—চিত্তে হরষানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।
ভূধরে সাগরে গহনে কাননে যাপিলে কত না নিশি,
তুষার হিমানি গিরিকন্দর ভ্রমিলে কত না দিশি ;
অঙ্কুর পুনঃ শঙ্কর-জ্ঞান শাক্যের ত্যাগানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
জ্ঞানের গরিমা গৌরব গান ভারত-মর্মবাণী,
পাশ্চাত্য সেথা বেদান্ত গাথা শুনি বিস্ময় মানি।
স্নিগ্ধ ভাবের শক্তি মাধুরী মুগ্ধ নূতন ছন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।

শিকাগো সঙ্ঘে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি,
শুনিল বিশ্ব, শুনিল নিঃস্ব, শুনিল প্রাসাদবাসী ;
সৃজিলে "শ্রীমঠ" কুঞ্জকুটীর তীর্থ মুখরানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব বিবেকানন্দ।।
—স্বামী অভেদানন্দ

("যেদিন সুনীল জলধি হইতে" সুর)—একতালা

যে দিন বিশ্বমানব-সভায় দাঁড়ালে হে বীর বিবেকানন্দ,
ঘোষিলে নবীন যুগের বার্তা, উঠিল জগতে উদার ছন্দ।
ত্যাগের গৈরিক প্রভায় সেদিন ফুটিল কি এক মহান্ দৃশ্য,
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে তোমার ঢালিছে অর্ঘ্য নিখিল বিশ্ব।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম-দ্বন্দ্ব,
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।
শীর্ষে ভাতিছে বেদান্ত-কিরীট, শোভিছে অদ্বৈত-হীরক দীপ্ত,
তপোদ্ভাসিত অমল অঙ্গে যোগের দিব্য বিভূতি লিপ্ত।
কর্ম জ্ঞেয়ান ভক্তির হার দুলিছে অতুল বিশাল বক্ষে,
প্রেম পীযূষে পূরিত হৃদয়, করুণা পদ্মপলাশ চক্ষে।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব ;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।
ভুবন বিজয়ী প্রতিভা আননে, কণ্ঠে 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' উক্তি,
হস্তে তোমার বিবেক-কৃপাণ, চরণে তোমার বিহরে মুক্তি।
ধর্মে বিজ্ঞানে বাঁধি একতানে দিয়াছ খুলিয়া মানব নেত্র,
পুণ্য পরশে রচিয়া দিয়াছ প্রাচী প্রতীচীর মিলনক্ষেত্র।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব ;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।
সুপ্ত ভারতে জাগায়ে চেতনা দিয়াছ বীরের ধর্ম শিক্ষা,
ত্যাগের মন্ত্রে, হে জগদ্‌গুরু, নবীন ভারতে দিয়াছ দীক্ষা,
সৃজিলে তুমি, হে মূর্ত ভারত, ত্যাগীর নব আদর্শ উচ্চ,
নারায়ণ জ্ঞানে জীব সেবা লাগি, আপন মুক্তি করিতে তুচ্ছ।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব ;
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।
তিমির-মুক্ত সুনীল গগনে হাসিছে আবার ধরম চন্দ্র।
নিখিল মানস-জলধি আবার পুলকে করিছে প্রণব-মন্ত্র।

স্বামীজী, তোমার মহাবীরবাণী, ভাবের গরিমা উজলকান্তি,
তাপক্লিষ্টা বসুধা-পরাণে বর্ষিবে সদা পরমা শান্তি।
মুছে গেল আজি ধরার কালিমা, ঘুচে গেল সব ধরম দ্বন্দ্ব,
ভুবনে ভুবনে বন্দিল সবে—ভুবন-পাবন বিবেকানন্দ।।

—কর্ণাটকুমার চৌধুরী

ভৈরব—ঝাঁপতাল

যোগাসনে জ্যোতির্ময়, কে তুমি সন্ন্যাসিবর।
সদানন্দ, যতিরাজ, জয় যোগীশ্বর।।
সবাধিতে সদা রত, গুরুবাক্যে অনুগত।
শিবজ্ঞান জীবে কর, শিব অবতার।।
আচণ্ডালে দিলে স্থান, নাহি গণি কুলমান,
প্রেমের মূরতি, বুদ্ধ অবতার।
ধরাধামে কপিলমুনি, জগতের গুরু তুমি,
তেয়াগীর শিরোমণি, পূর্ণ মহেশ্বর।।
অখণ্ডের ঘর হতে, উদিলে ভারতে।।
বিশ্বে বাজাও বেদভেরী, ধেয়ানী ঋষিবর।।
যাচি ভিক্ষা দাও শিক্ষা, ধৈর্য বীর্য তিতিক্ষা,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, জয় বীরেশ্বর।।

মালকোশ—একতালা

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর মূরতি, হে যতি ! কে তুমি এলে ধরায়।
এ নব যুগের পাঞ্চজন্য কণ্ঠ তোমার ধ্বনিয়া যায়।।
স্বার্থ-বিলাস-মত্ত মানব করিছে ধরাতে রণ-তাণ্ডব,
তাই বুঝি আজি নব বাসুদেব আদরে বরিয়া আনে তোমায়।।
বিশ্ব ব্যাপিয়া কুরুক্ষেত্র, কোটি কৌরব আহবে ধায়,
স্বার্থ-সমরে জড়বিজ্ঞান ভোগবাদ সনে হাত মিলায়।
উঠ, উঠ, জাগো, রণে লাগো ! বলে, সুপ্ত মানবে তুমি তো জাগালে,
কত মহারথী আসে দলে দলে, দানবে সবলে দলিতে পায়।
ক্ষাত্রবীর্য উঠিল জাগিয়া, শঙ্কামুক্ত হলো শত হিয়া,
সত্যের জয় হবে নিশ্চয়, হাসে বসুমাতা নব আশায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আড়ানা মিশ্র—তেওরা

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসিবীর চীর-গৈরিক-ধারী।
জয় তরুণযোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী।।
যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী।।
মদগর্বিত বল দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী।
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ, মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি।।

—নজরুল

ইমন কল্যাণ—তেওরা

বীরদর্পে বিজয় গাও হে, নিখিল ভারত পদে লুটাও হে।
দীর্ঘ সুপ্তি স্বার্থতৃপ্তি দূরে ঘুচাও হে।।
ভিক্ষাবৃত্তি কোপীন-বাস, বেদ-গৌরব করি প্রকাশ,
শ্রমিলা ধরণী ত্যজি আবাস, মাথে তুমি তারে লও হে।।
যুগ যুগান্ত নিদ্রাতুর, শুন হে ভারত ভৈরব সুর,
অগৌরব সে ক'রেছে দূর, শির তুলি দাঁড়াও হে।
পূজিছে পশ্চিম, পূজিছে পূরব, জয় জয় রব উঠিছে ;
(নব) নব কীর্তি-গাথা গাও হে।।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ছায়ানট—একতালা

শ্রীরামকৃষ্ণ-হৃদয়-রঞ্জন হে নরেন্দ্র নমি তোমায়।
সারদানন্দন ভুবন-বন্দন বিবেকানন্দ প্রণমি পায়।।
যুগ-দেবতার স্নেহ আবাহনে ঋষিধাম ছাড়ি এলে তুমি নেমে,
'উঠ জাগো জাগো' গরজি' সঘনে, জাগালে মানবে সুচেতনায়।।
তব দেব-দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ করিয়া নিত্য অধিষ্ঠান,
নিরবধি অযাচিত করুণায় আর্ত ধরায় করিলা ত্রাণ।
হে মোর দেবতা, তোমার জীবনে রামকৃষ্ণ-রূপ অতুল ভুবনে।
এত রূপ যে গো ধরে না নয়নে, কোটি রতি-পতি মুরছা যায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

দুর্গা—দাদ্‌রা

বিবেক আহ্বান এসেছে আজিকে শোন্‌রে নও-জোয়ান।
'মাভৈঃ মাভৈঃ' গরজিছে ঐ, শোন্‌রে পাতিয়া কান।।
ত্যাগের বর্ম অঙ্গে পরিয়া, সেবার কৃপাণ করেতে ধরিয়া,
হুঙ্কারি' সবে আয়রে ছুটিয়া, সঁপিতে আপন প্রাণ।।
আর্ত ধরণী জননী মোদের কাঁদিছেরে নিশিদিন,
স্বার্থ-বিলাসে রহিবি পড়িয়া ! তুই কিরে এত হীন ?
শৌর্যে করিয়া অঙ্গ-ভূষণ, ভোগবাদ সনে আয় করি রণ,
ধন্য হইবে জীবন মরণ, হাসিবেরে ভগবান,
হাসিবেরে কোটি কোটি নারায়ণ, দুঃখ হবে অবসান।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন-কল্যাণ—একতালা

অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা সন্তান অভয়ার।
বিশ্ব-বিজয় অভিযানে মোরা ইঙ্গিতে চলি তাঁর।।
ত্যগের বর্ম অঙ্গে মোদের, নাহি নাহি ভয় আর মরণের,
সেবার শাণিত কৃপাণে আমরা নাশিব অশিবে এ বসুধার।।
নব জাগ্রত ভারত মাতার সন্তান মোরা উচ্চশির,
মুছাব আমরা ধরার কালিমা সঞ্চিত শত শতাব্দীর।
বিবেকানন্দ সেনাপতি ঐ হুঙ্কারে ঘন মাভৈঃ মাভৈঃ,
সব সন্তান হও আগুয়ান ! পশ্চাতে ফিরে চেয়োনা আর।।
শুনেছি এবার অভয়ার বাণী, গেল সংশয় চিত্তের গ্লানি,
আর কারে ভয়, আর কারে মানি, যাই যাই পড়ে রবনা আর।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোশ—তেওরা

নমো নারায়ণ বিবেকানন্দ।
নমো বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর বিশ্ব মানব হৃদয়ানন্দ।।
ক্ষাত্রবীর্য মূর্তিমান, মাতৃ-হৃদয় চির মহান্।
কণ্ঠে নাদিত মঙ্গল-গান, নিখিল জনগণ-মিলন-মন্ত্র।।
শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণ-শরণ, সারদা-নন্দন ভুবন বন্দন,
মাতৃ-আশীসে জলধি লঙ্ঘন, ঘোষিলে বিশ্বে নব বেদান্ত।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন বিষয়ে সঙ্গীত

ভীমপলশ্রী—একতালা

গগনাঙ্গনে সুন্দর জ্বলে নীহারিকা তারা সোম,
কনকাম্বরে দেবগণ রাজে রূপে রূপে অনুপম।
ধায় মন ধায় নব নব লোকে,
প্রবেশে রূপের অতীত আলোকে,
শোনে অখণ্ডলোকে গম্ভীর অনাহত ধ্বনি ওম্।।
সমরস লোকে ভেদ বিরহিত, স্থির জ্যোতি জ্ঞান, ধ্যান সমাহিত,
শিহরিত জাগে প্রেমারুণ রাগে, ডাকে শিশু নিরুপম।
অখণ্ডলোক করুণাপরশে, আলোক গঙ্গা-রূপে নেমে আসে,
মরধামে নর নরেন্দ্ররূপে, অন্তরে ঐ পুরুষ পরম,
ওঠে গম্ভীর নাদ অম্বরে—সোঽহম্ সদা সোঽহম্।।

—শংকরী প্রসাদ বসু

সুরট-মল্লার—তেওরা

বিবেকানন্দ এলো রে এবার। ঐ শোন তাঁর বিজয়-হুঙ্কার।।
"নর ঋষি" আজি ধরা ধামে এলো, ছাড়িয়া সপ্ত-ঋষি মণ্ডল,
বরাভয় কর কমল যুগল ; মুছাবে সকল কালিমা ধরার।।
ক্ষাত্র-বীর্য-ব্রহ্মজ্ঞান, ধরিল নব রূপ নয়নাভিরাম।
ভারত-আত্মা মূর্তিমান, শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ।
ঘোষিল ধরাতে বারতা মহান, 'মানুষই দেবতা' নব সমাচার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোশ—তেওরা

ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ মূরতি ধরিয়া এলো এবার।
গগনে পবনে উঠিল রে ঐ "মাভৈঃ মাভৈঃ" হুহুঙ্কার।।
আশ্বাস দিল শঙ্কিত জনে, পুলক জাগালো হতাশ জীবনে।
"উত্তিষ্ঠত" গরজি' সঘনে, সুপ্তি নাশিল এ বসুধার।।
"অমৃতস্য পুত্র" আমরা, মৃত্যু মোদের নাহি রে আর।
কার ভয়ে তবু কেঁদে দিশেহারা, উঠে দাঁড়া ! মিছে স্বপন ছাড়্।
ত্যাগ ও সেবার বিজয় কেতন, নির্ভয়ে তোল বিদরি' গগন।
ধন্য হইবে বিশ্ব ভুবন, সাথে আছে সদা আশীষ তাঁর।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কেদারা—ত্রিতাল

বন্দো বীরেশ্বর গদাধর কিংকর, মেঘমন্দ্র সোঁ সংসার সঙ্গর,
বিজয় জয়দে নাদ জগালো ধরণীকো, হানো-নাশো তুমা মান ভরমোঁ ভার।
মোহ-মদ-ভান বিসর লিয়ো সব, চরণ কমল সেবা করুঁ বারংবার।।

—ভর্গানন্দ

আড়ানা—ত্রিতাল

জাগো ! জাগো !! জাগো জাগোরে বলে কে ঐ ডাকিছে রে !
ক্লৈব্য হইতে জাগো, দৈন্য হইতে জাগো, মৃত্যু হইতে জাগো', গরজি কহিছে রে।।
'উত্তিষ্ঠত' রবে ঐ শোন হুঙ্কার, দুখ-নিশা অবসান আঁধার নাহিরে আর,
এ মোহনিদ্রা কর কর পরিহার, ঐ হের নবারুণ গগণে হাসিছেরে,
'রামকৃষ্ণ-ভানু' গগনে ভাতিছে রে।।
"মাভৈঃ মাভৈঃ" ঐ বাজে দামামা, স্বার্থে মজিয়া আর পশ্চাতে রবনা।
বিবেকানন্দ জয়, এ নব যুগের জয়, নাহি ভয় নাহি ভয় স্বপন ভেঙ্গেছেরে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—দাদ্রা

শৌর্য দাও, বীর্য দাও, নবীন জীবন দাও, পরা অপরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতন দাও।।
কর্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভকতি দাও, নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, জ্ঞান গরিমা দাও।।
ত্যাগেতে মতি দাও, সেবাতে প্রীতি দাও, স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভেদ বুদ্ধি চিরতরে মুছে দাও।
এ নব যুগের নবীন তন্ত্রে, দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে,
সার্থক কর জীবন মোদের চরণে শরণ দাও।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

নিরাকার ভজন

খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন, সর্বহীন, "নেতি নেতি" বিরাম যথায়।
যেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, "অহমহমিতি" সর্বক্ষণ।।
সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শকতি, কত গতি-স্থিতি কে করে গণন।।
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন।
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ।।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম, ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ, অহং স্রোতে নিরন্তর।।
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র "আমি আমি" এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'আবাঙ্ মনসোগোচরম্' বোঝে প্রাণ বোঝে যার।।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভৈরব—ঝাঁপতাল

অনুপম-মহিম-পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান, নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেম-মুখচ্ছায়া, দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে, তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে, প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে।।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়হংস-সারঙ্গ—চৌতাল

(তাঁরে) আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ, তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে।।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীতি, কত ছন্দরে।।
বিহগ গীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরি-কন্দরে।
কত কত শত ভকত-প্রাণ, হেরিছে পুলকে গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমন-কল্যাণ—সুরফাঁক্তা

আদি নাদ প্রণবরূপ সম্পূরণ দাও হে তব প্রসাদ,
শান্তিসিন্ধু মহেশ, সকল গুণনিধান।
অযুত লোক অকথিত বাণী তোমারি হে, মোহন রব অনুপম,
পূরে মহাগগন ভাবে মোহি জগজন।।
অনুপম অবিনাশী অনন্ত অগম্য অপার
সুন্দর অতি অপূর্ব ভাতি নিরঞ্জন;
সকল-সুখ-কারণ সকল দুঃখ নিবারণ,
তারণ ভয়ভঞ্জন সুরনরমুনি-বন্দন।।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিন্ধু-বিজয়—তেওরা

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন-কি অমৃত-রস-পানে ভুলিল চরাচর;
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন,
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম।।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়জয়ন্তী—একতালা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা।
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো ! মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা !
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি, সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা ! শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা।
যেই দিকে চাই এ নিখিলভূমি—শতরূপে মাগো বিরাজিছ তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে, বিকশিত তব বিভব গরিমা।।
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি, তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরি !
অমর কবির হৃদয় গভীর ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা,
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা, দেখিয়া আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে, ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।।
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ-হিল্লোলে,
চিরশান্তি-পরিমল অবিরল যায় ভাসি।।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি।।
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলি খেলে,
চিন্ময় মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

ইমন—তেওরা

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুখ জ্বালা সেই পাসরে।।
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী।
যেই ভকত সেই জানে (প্রভু) তুমি জানাও যারে সেই জানে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসাদী, ঝুম-ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে।।
যাগ যজ্ঞ তপোযোগ, সকলই হয় কর্মভোগ,
কর্ম তোমার মর্ম কি পায় তুমি সর্বকর্মপারে।।
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া, কায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারি ধারে।।
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য তার, তুমি কৃপা কর যারে।।
তব কৃপা আশা করি, রয়েছি জীবন ধরি,
কৃপানাথ কৃপা করি, এস ব'স হৃদয়মাঝারে।।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

মুলতান—একতালা*

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ, দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।।
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারি অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় 'এস হে মম হৃদয়ে'।
হৃদয় কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে।।

—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

গজল—ঠুংরী

তুঝ্‌সে হামনে দিল্‌কো লগায়া, যো কুছ্‌ হৈ সো তুঁহী হ্যায় !
এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া, যো কুছ হৈ সো তুঁহী হ্যায়।।
সবকে মকান দিলকা মকীন তুঁ কৌন সা দিল হ্যায় জিসমে নহী তুঁ।
হর এক দিলমে হ্যায় তুঁ সমায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।।
ক্যা মলায়ক্‌ ক্যা ইন্‌সান্‌, ক্যা হিন্দু ক্যা মোসল্‌মান।
জৈসে চাহা তুঁনে বনায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।।
কাবা মে ক্যা, ঔর দৈব মে ক্যা, তেরী পরস্তিশ হোগী সবজাঁ।
আগে তেরে শির সবোঁনে ঝুকায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।।

---

*উপরোক্ত গানটি স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম মিলনের দিনে তিনি এই গানটি তাঁহাকে শুনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন।

অর্শ সে লেকর ফর্শ জমীন্ তক্, ঔর জমীন্ সে অর্শ বরী তক্।
যহাঁ মৈঁ দেখা তূঁহী নজর আয়া, যো কুছ হ্যায় সো তূঁহী হ্যায়।।
সোচা সমঝা দেখা ভলা তূঁ য়্যাসে ন কোই ঢূঁঢ় নিকালা।
অব য়হ্ সমঝ মে জাফর কী আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তূঁহী হ্যায়।।
—জাফর আলী

সুরট-মল্লার—একতালা*

মন চল নিজ নিকেতনে।।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে ;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোক্ষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুই জনে।।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।।
—অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

খাম্বাজ—যৎ

পীলেরে অবধূত হো মত্‌বারা, প্যালা প্রেম হরিরস কা রে।
বাল অবস্থা খেল গঁবাই, তরুণ ভয়ে নারী বশ কা রে।
বৃদ্ধ ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে, নহিঁ আয়ে বসকা রে মসকারে।
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকো রে।
বিনা সৎগুরু নর য়্যাসাহি ঢূঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ্ ফিরে বন্‌কো রে।।

---

*উপরোক্ত গানটি স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম মিলনের দিনে তিনি এই গানটিও তাঁহাকে শুনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন।

বাহার—ঝাঁপতাল

অচল ঘন-গহন-গুণ গাও তাঁহারি ; গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি, ফুল ফলে গাওরে ; বিহঙ্গ-কুল গাও আজি, মধুরতর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে, জগতপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে ;
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে, ডাক নাথ ডাক নাথ বলি, প্রাণ আমারি।।

—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

কীর্তন—একতালা

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ-চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে।।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়া নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়া সত্বর,
তেমনি নাথ, তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ, তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।।
ওহে ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাসে হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশা,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে।
আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে।।

—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

আশাবরী—একতালা

প্রভু ময়্ গোলাম, ময়্ গোলাম, ময়্ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।।
দো রোটি, এক লঙ্গোটি তেরে পাস ময়্ পায়া।
ভগতি ভাব্ আউর দে নাম তেরা গাঁবা।।

তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ ;
অব্ কি বার দে দাঁদার মেহর কর ফকীরাঁ।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ ;
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া।।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে, তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চোঁরি করে, সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি রে।।
ক্যায়সে আরতি হোবে, ভবখণ্ডন তেরি আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।।
সহস তব নয়নে নন নয়ন হ্যায় তোহেকে, সহস মুরতি নন এক তুঁহি ;
সহস পদ বিমল নন একপদ গন্ধ, বিনু সহস তব গন্ধ এব চলিত মাহি।।
সবমে জ্যোতমে জ্যোতহি সোঈ ; তিসকো চান্‌নে সর্বমে চান্‌না হোঈ
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো, যো তিস্ ভাবে সো আরতি হোঈ।।
হরি-চরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মন, অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা,
কৃপাজল দেও নানক-সারঙ্গ কো হো যায়ে তেরে নাম বাসা।।

—গুরু নানক

ভৈরবী—যৎ*

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।।
ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পরো,
পারস কে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।।
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরো ;
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।
ইক জৈব ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।।

—সুরদাস

*ক্ষেত্রী রাজবাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থান-কালীন, জনৈকা বাইজী স্বামীজীকে গান শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি গণিকার সঙ্গীত শুনিতে অস্বীকার করেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বামীজী স্বীকৃত হইলে বাইজী এই গানটি শুনাইয়া স্বামীজীকে মোহিত করেন। সেই অবধি বাইজী চিরজীবন স্বামীজীর পরম ভক্ত ছিলেন।

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।।
তুমি তো আনন্দ লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক।
তাপ-হরণ, তোমার চরণ, অসীম শরণ দীন জনার।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খট্ ভৈরবী—কাওয়ালী

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী ;
সুখে দুখে সম বন্ধু এমন কে, শোক তাপ ভয়হারী ?
সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণব, তারে কোন্ কাণ্ডারি ;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী ?
পাপদহন-পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি ;
ত্যজিলে সকলে, অন্তিমকালে কে লয় ক্রোড় প্রসারি।।

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাফি—ঝাঁপতাল

সুন্দর তোমারি নাম দীনশরণ হে।
বরষে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে।।
এক তব নাম ধন, অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেজন, যে করে কীর্তন হে।।
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে ;
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে।।

—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

কাফি-সিন্ধু—ঝাঁপতাল

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাই যে বিপদভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে।।
এক তুমি অভয়পদ জগত-সংসারে,
কেমন বল দীনজন ছাড়ে তোমারে।।

করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মম আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে ;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনে,
তৃষিত মন প্রাণ মম, ডাকে তোমারে।।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউল—একতালা

আর কেন মন এ-সংসারে, যাই চল সেই নগরে।
যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।।
পক্ষ ভেদে ক্ষয় উদয়—নাইকো চাঁদের সে পুরে।।
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে।।
সুধাকরে সুধা ক্ষরে, রবি বিষ বিতরে।
মনের মতন চকোর বিনা চাঁদের সুধা চাঁদ হরে।।
(ও মন) তোমার মতন হয় যে জনা, সেই ত গরল পান করে।
(আবার) জ্ঞান হারায়ে বিষের জ্বালায় কেবল গতায়াত করে।।
সেই নগরে বাস করে যে প্রেমিক ধন্য কয় তারে।
(তারা) সাকারকে করে নিরাকার নিরাকার সাকার করে।।

—প্রেমিক

কানাড়া—কাওয়ালী

পৃথিবীর ধূলিতে দেব, মোদের জনম।
পৃথিবীর ধূলিতে, অন্ধ মোদের নয়ন।।
জন্মিয়াছি শিশু হ'য়ে খেলা করি ধূলি ল'য়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্বল-শরণ।।
একবার ভ্রম হ'লে, আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন :
তাহ'লে হে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে রব পড়ে হয়ে অচেতন।।
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন,
পদে পদে হয় পিত ! চরণ স্খলন।
রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ।। —রজনীকান্ত সেন

আলাইয়া—ঝাঁপতাল

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।।
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণধারা।।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা।।
কখনও বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলাইয়া—একতালা

নাথ ! তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার,
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার।।
তুমি সুখ শান্তি, সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য, জ্ঞান বুদ্ধিবল,
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।।
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়,
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমা'য়ে রয়।।
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয়।।
কোটি রবি শশী তারা তোমাতে হ'তেছে হারা,
অযুত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয়'।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আড়ানা—একতালা

মন্দিরে মম কে আসিল রে ! সকল গগন অমৃতমগন,
দিশি দিশি গেল মিশি, অমানিশি দূরে—দূরে।।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে—সুরে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুজরাটি ভজন—ঝাঁপতাল

অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, প্রণমি চরণে তব,
প্রেম-ভক্তিভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে,
তব অভয় মুরতি ভয় নিবারে।।
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে,
দীন হীনে প্রভু রাখ রাখ।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখ লাখ।।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেদারা মিশ্র—একতালা

প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।।
চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে।।
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার বন্ধন ডোর
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে।।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার, নূতন নূতন হে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ—একতালা

কবে জীবন কুঞ্জে আনিয়া বিছাবে তোমারি আসনখানি।
হৃদি-মন তারে বাজিয়া উঠিবে তোমার অমৃত বাণী।।
কবে সবার মাঝারে তোমারে দেখিব, তোমারে পূজিতে সবারে পূজিব,
ব্যথিত-বেদনা জাগাব পরাণে, তোমারি বেদনা জানি।।
কবে তোমারি পরশে জড়তা ঘুচিবে, তোমারি আলোকে চেতনা ডুবিবে,
আমার আমিরে তুলিয়া লইবে তোমার চরণে টানি।।

—রমেশ রায়

কাফি-সিন্ধু—যৎ

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।

কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।।
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয় রাখিতে।।
আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ।
তুমি যদি বল এখনি করিব বিষয়-বাসনা বিসর্জন।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিন্ধু—একতালা

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাত,
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে ;
চন্দ্রসূর্য কিরণে তোমার করুণ-নয়নপাত।।
সুখ-সম্পদে করিহে পান তব প্রসাদবারি।
দুঃখ-সঙ্কটে পরশ পাই তোমার মঙ্গল হাত।।
জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা।
মরণ অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত।।
লহ লহ মোর সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি।
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহার—একতালা

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোক, ঘোর বিপদ-শাসনে।।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে ;
ভকত-হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।।
তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয়, নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে ;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার প্রেমে গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ, তোমার কর্ম সাধনে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলাহিয়া—একতালা

দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি, শুদ্ধা প্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়, তুমি মঙ্গল-আলয়।।
ধৈর্য দেহ, বীর্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও-পদে আশ্রয়।।

- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

কানাড়া—কাওয়ালী

রাজ-রাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণা ভিখারী আমি, করুণ-নয়নে চাও।।
চরণে উৎসর্গ দান, করিয়াছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।।
কলুষ কলঙ্কে ভরা আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময় ;
মৃতসঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়ে লও।।

—স্বর্ণকুমারী ঘোষাল

লচ্ছাসার—ঝাঁপতাল

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবি-চন্দ্র-তারা,
একক, অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে, পরম এক সেই, রাজ-রাজেন্দ্র-রাজে,
বিস্মিত-নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালেংড়া—একতালা

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি, পাই না কেন হে ডাকিয়া,
অন্ধ নয়ন হেরে না তোমারে, কে রেখেছে আঁখি ঢাকিয়া।।
খুলে দাও আঁখি মায়ার বন্ধন, ঢালিতে ভকতি-কুসুম-চন্দন,
যেন শান্তি-সুধা লভে এ জীবন, তোমার চরণ পূজিয়া।।
ডুবে যায় রবি নাহি আর বেলা, পারি না খেলিতে মিছে ধুলা খেলা,
লভিতে চরণ আকুল এ মন, দেখা দাও হৃদে আসিয়া।।

—রজনীকান্ত সেন

ভৈরবী—একতালা

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে।।
নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, ঘুরে মরি পলে পলে।।
আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজে,
তোমারই ইচ্ছা করহে পূর্ণ, আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও, হৃদয় পদ্ম-দলে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায় ?
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায় ?
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ, সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায়।।
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্যমনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়।।
দিয়ে দীনে দরশন, কর হে দুঃখ মোচন,
ওহে লজ্জানিবারণ শীতল কর হৃদয়।

—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

ভৈরবী—তেতালা

খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু, নিরজনে।।
শূন্যে মহা আকাশে, মগ্ন লীলা বিলাসে.
হাসিছ খেলিছ নিতি আপন মনে, নিরজনে প্রভু, নিরজনে।।
তারকা রবি শশী খেলনা তব, হে-উদাসী !
পড়িয়া আছে, রাঙা পায়ের কাছে, রাশি রাশি ;
নিত্য তুমি হে উদার, সুখে দুখে অবিকার.
ভাঙিছ গড়িছ. নিতি ক্ষণে ক্ষণে—নিরজনে প্রভু. নিরজনে।।

—নজরুল

ভৈরবী—একতালা

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ।।
চরণ-পদ্মে মম চিত, নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—একতালা

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও না জানি,
ঐ মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি।।
আনন্দময় তোমারি বিশ্ব, শোভা-সুখ-পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে ;
অশ্রু-সলিল-ধৌত-হৃদয়ে থাক দিবস-যামী।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো।।
তব নন্দন-গন্ধ-মোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে ;
তব পদ-রেণু মাখি লয়ে তনু, সাজে যেন সদা সাজে গো।।
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত-ছন্দে।
তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—একতালা

নিশীথ-শয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী।
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি।।
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম, তোমারে সঁপিব স্বামি।।
দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে, ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে,
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যা বেলায়, বসিব তোমারই সনে ;
দিবা অবসানে ভাবি বসে ঘরে, তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে,
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি'।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র—দাদরা

মন্দিরে তোর জ্বালাস্ নে দীপ, করিস্ নে আজ শঙ্খরোল,
প্রেমের পূজার আয়োজনে প্রাণের দেউল গড়ে তোল্।।
মন-কুসুমে গাঁথবি মালা, অনুরাগের প্রদীপ জ্বালা,
চরণ ধুতে বেদীর তলে ঢালিস্ রে তোর অশ্রুজল।।
যদি রে তোর প্রিয়তম, না দেয় দেখা আজকে সাঁঝে,
অভিসারে কাটাস নিশি বিরহেরি আঁধার মাঝে,
মিলন রাতে আসবে প্রিয় অঙ্গে তাহার পরশ নিও,
শিহরণের অন্তরালে প্রেমে হবে প্রাণ উতোল।।

—নিশিকান্ত চক্রবর্তী

জয়জয়ন্তী মিশ্র—ঝাঁপতাল

প্রাণারাম, প্রাণারাম !
কি যেন লুকানো নামে, (তাই) মিষ্ট এত তব নাম।
নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
বিশ্বে বহে প্রেম-নদী, সুধা-ধারা অবিরাম,
(তুমি) নামে ভুলায়েছ যাঁরে, সে কি যেতে পারে দূরে,
নাম-রসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আরাম।
আমারে ভুলায়ে রাখ, হৃদি আলো করে থাক,
জীবনে মরণে মম তুমি চির সুখ-ধাম।

—মনোমোহন চক্রবর্তী

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব হৃদয়-স্বামি ;
কবে বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমারে লইয়া আমি।
মধুর নামগানে ভক্তজনগণ-সনে (নব-জীবন পাইব)
নিত্যপদ পেয়ে প্রভু কৃতার্থ হইব আমি।
হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ বিপদ ঘুচাও হে (প্রাণ শীতল হবে হে তোমায় হৃদয়ে ধরে)
(আমার) পাপ-পরিতাপ যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
অখিল লীলা-রসে ডুবাব মানস হে, নীচ বাসনা রবে না, আমি সকলি ভুলিব,
কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।।

—নৃত্যগোপাল গোস্বামী

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু ;
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেও না কভু।।
যদি কোন দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তবু রহিও দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেও না, প্রভু।।
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, সুপ্তি আমার চেতন না মানে,
বজ্র-বেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেও না প্রভু।।
যদি কোন দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেও না, প্রভু।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরব—তেতালা

সুন্দর অনুপম, হে পুরুষোত্তম, প্রিয়তম এস তোমা দেখি।
দ্বন্দ সঙ্গোপনে ক্ষণিকের দেখা নয়, হৃদয় হৃদয় মাখা মাখি।।
অশবদ শ্রবণ হউক তব পদ মূলে,
স্বরূপে দৃষ্টি রাখি, যাক আঁখি রূপ্ ভুলে।
চিন্তারহিতচিত রহুক তোমাতে মিলে, আমি গলে, তুমি শুধু বাকী।।

—স্বামী তপানন্দ

গৌড়-সারঙ্গ—তেতালা

মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণমি কমল তব চরণে, ওগো তব চরণে।
আমার হৃদয় নাথ হোক তনময় তোমারি শরণে, তোমারি স্মরণে।।
(তব) পূজার বেদী হোক্ আমার এ মন.
হোক্ আরতি প্রদীপ মোর এ দুটি নয়ন ;
যেহ মোরে পায় তোমারি সেবায়, জীবনে মরণে, জীবনে মরণে।।

ইমন—একতালা

ভজ মন করুণা নিধান. সুখসম্পদ এক ধাম ;
শরণাগত বৎসল প্রভু, পূরত সব মন সুকাম।
মঙ্গল সুখদায়ক প্রভু, অখিল জগত নায়ক বিভু,
অন্তরযামী অবিকল নিরগুণ কর চতুর ধ্যান।।

কাফি—কাওয়ালী

জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতি পলকে পাই পরিচয় !
সুখে রাখ দুখে রাখ, যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়।।
আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু,
এই মোর ভরসা ; এস প্রভু, এস প্রভু, হৃদয় মাঝে—শুভ হইবে নিশ্চয়।।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমন-কল্যাণ—তেতালা

য়্যা জগমে আয়া নরধারী. মানুষী তন্ কেঁও শুধ্ ভজনা।
মূঢ় ভঁয়ো যাচে বিষয়াদি য়্যাসে হোবে অপযশ রটনা।।
অবতো কাহেকো দিন গোঁয়াবে জগদীশ্বর কো কেঁও নাহি রটনা।
মনমে য়্যাদ করকে দেখো ঈশ্বর বিন্ নেহি কোই আপনা।।

মিশ্র-জৌনপুরী—একতালা

প্রভু দাঁড়াও তোমায় দেখি।
নিয়ে সকল দাবি দাওয়া, চিরজীবন হয়নি চাওয়া ;
আজকে যদি চোখ তুলেছি তুমি পালাবে কি ?
দুই চোখে যে কুলায় না মোর তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে হ'ত যে মোর ভাল ;
নোঙর-ছেঁড়া মত্ত হিয়া, চলেছিল পথ ভুলিয়া,
থামুক সে মোর যাত্রা আজি চরণ-তলে ঠেকি।। —নিরুপমা দেবী

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ বসন্ত-বেলাবল—দাদ্‌রা

ত্যাগের ব্যথা বাজবে না আর প্রাণে যবে,
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে, সহজ হবে।
অধিকারের নিগড় খুলে, হালকা সুখের দোলায় দুলে,
অশান্ত প্রাণ লুটাবে ধূলায় আপন-ভোলা তোমার ভবে।
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে, সহজ হবে।।
চাওয়ার পালা সাঙ্গ করে, রিক্ততারে বক্ষে ধরে।
শঙ্করেরি ডঙ্কা তালে সঙ্কটেরে বক্ষে লবে ;
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে, সহজ হবে।
দারুণতম পরম ক্ষতি জ্বালবে যেদিন চিতার জ্যোতি,
নির্বাণেরি আশায় হৃদয় চরণ তলে চেয়ে রবে।
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে সহজ হবে।।

—নিরুপমা দেবী

কাফি-সিন্ধু—তেওরা

(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্ হৃদয়-দেউল মাঝে।
ভক্তি-প্রেমের ধূপটী জ্বালাস্, নিত্য সকাল সাঁঝে।
পাবি যেদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা,
বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক্, আমার জীবন মাঝে"।।
আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস্, তাঁকে করিস্ রাজা,
তাঁর তরে তুই আসন পাতিস্, ফুলের মালা সাজা।
তবু যদি দেখা না পাস্ চোখের জলে বেদন জানাস্,
বলিস্ "প্রিয় ! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে।।"

রজনীকান্ত সেন

ভৈরব—একতালা

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে,
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোরে, মত্ত-বাসনা গুচায়ে।
আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায়, তপনে;
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া ব'সে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।।

—রজনীকান্ত সেন

মিশ্র ইমন-কল্যাণ—একতালা

আমায় সকল রকমে, কাঙ্গাল করেছ, গর্ব করিতে চূর;
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর।
ঐগুলি সব মায়াময়রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে;
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল, করেছ দীন, আতুর।।
যায়নি এখনো দেহাত্মিকা-মতি, এখনও কি মায়া দেহটার প্রতি!
এই দেহটা যে 'আমি', এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপুর।
তাই সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া গর্ব করিছ চূর।।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিলে মোরে বেদনা দিলে প্রচুর।
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব করিতে চূর।।

—রজনীকান্ত সেন

মিশ্র-কানাড়া—একতালা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।।

"ও পথে যেও না, ফিরে এস," ব'লে কানে কানে কত কয়েছ ;
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।।
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ।।

—রজনীকান্ত সেন

মিশ্র-আলাইয়া—তেওরা

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব,
তোমারি দুনয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহারব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া ;
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা শীতল সৌরভ।।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত,
আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।।

—রজনীকান্ত সেন

ভজন—কাহারবা

প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে রয় না বাহিরে।
ফুলের খেলায় সাধের মেলায় কোথায় পাবি রে,
দেখরে খুঁজে হিয়ার মাঝে রহে চির সুন্দর,
আপন আলোয় উজল করে প্রাণের গহন কন্দর ;
অলখ যে জন, তারে নয়ন পাবে নাহি রে।।
প্রেমনগরে বসত যে তাঁর, তোরি হিয়ার মাঝে,
একমনে শোন্ মরমে তোর তাঁর মুরলী বাজে।
তোর আঘাত, সে যায় যে ভুলে, তোরে তারে রে।।

—অজয়কুমার ভট্টাচার্য

ভূপালী মিশ্র—একতালা

ওগো কে তুমি আমারে বল ?
কেন অযাচিতভাবে ফের পাছে পাছে বিপদের আগে চল।।
ডাকি না তোমারে তবু তুমি আস, চাই না তোমারে তবু ভালবাস,
জেনেছি আমার হৃদয় আকাশ তোমারি আভায় আলো।।
কভু স্বামী কভু সখারূপ ধরে, মা হ'য়ে কখন আস স্নেহভরে,
তোমাধনে ধনী নয় গো যে জন (তার) জনম বিফলে গেল।।

—রজনীকান্ত সেন

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

আমারে ভেঙে ভেঙে করহে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত তেমনি ক'রে লওহে গড়ি।
এ তরুতে নাই ফুল ফল, শিকড়গুলি বাড়ছে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে, লওহে তারে ছিন্ন করি'।
শক্ত তারে করবে ব'লে, ফেলে রেখো রৌদ্রে জলে ;
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা, যখন তুমি গড়বে তরী।
যাদের ধন আছে অপার, সোনার নায়ে কোরো হে পার ;
আমার বুকে করিও পার, যাদের নাইকো পারের কড়ি।
তোমার ঐ মাঝ গাঙে, এ তরীটি যদি ভাঙে,
তবে সেই অতল তলে আমায় কুড়িয়ে নিও, হে শ্রীহরি।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

বাউল—দাদ্‌রা

তোমায়, ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে,
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা ;
তবু ফেলে যাও না চ'লে সদাই থাক সম্মুখে।।
প্রতি দিনের অশেষ যতন, ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাসরি' প্রেমসিন্ধুকে।
সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাই ত রে সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ বন্ধ মনের সিন্দুকে।।

ভুলে যে যাই সবাই আমার, নই ত ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন্ দুঃখে ?
ভবের পথে শূন্য থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী,
দৈন্য আমার ঘুচবে, যবে পাব দীনবন্ধুকে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

ভৈরবী—একতালা

কে হে তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !
কভু নবীন ভানু-ভালে, কভু ভূষিত নীরদ-মালে,
কভু বিহগ-কূজিত-কুহক-কণ্ঠে গাহিছ অতি সুন্দর !
কভু নির্মল নীল প্রাতে, কনক-কিরীট মাথে,
অভ্রভেদী অচলাসনে রাজিছ অতি সুন্দর !
কভু পুষ্পিত নভ কুঞ্জে তব নৈশ বংশী গুঞ্জে ;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম মূরতি অতি সুন্দর !

—অতুলপ্রসাদ সেন

মিশ্র দেশ—একতালা

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী, কেমনে বল তাঁরে ডাকি ?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?
কুসুম ল'য়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যাঁরে করেছি বরণ,
এ কণ্টক-বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী ;
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল ?
বল হে হরি ! আর কত কাল, সুদিনের লাগি' রহিব জাগি' ?

—অতুলপ্রসাদ সেন

হাম্বীর—একতালা

আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে !
কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর পারে, বিরহ-বিধুর সুরে।
বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা,
জ্যোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে।

হে অধীর, হে উদাসী, হে মম অন্তরবাসী,
কাহার শুনিলে বাঁশী, কোন প্রেমের পুরে ?
যে দিগন্ত নীলাম্বরে, চুম্বিছে সে নীলাম্বুরে,
সেথা মোর নীলকান্ত চায়, মোরে চায়, ওগো চায় কত মধুরে !

—অতুলপ্রসাদ সেন

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

সে ডাকে আমারে, বিনা সে সখারে, রহিতে মন নারে।
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি' দ্বার খোলে কুসুম-কলি,
কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে।
নির্ঝর-কল-কণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,
শৈল-বন-পুষ্পকুল নন্দে যাহারে :
যার প্রেমে চন্দ্রতারা, কাটে নিশি তন্দ্রাহারা,
যার প্রেমের ধারা বহিছে শত ধারে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

মিশ্র-বাউল-কীর্তন—দাদ্‌রা

আর কতকাল থাক্‌ব ব'সে দুয়ার খুলে,—বঁধু আমার,
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ?—বঁধু আমার।
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা যে যায় শুকায়ে,
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে ;
শুধু ডোরখানি হায় কোন পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে ?
হৃদয়ের শব্দ শুনে, চমকি ভাবি মনে,
ঐ বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে :
পরাণে লাগ্‌লে ব্যথা, ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে।
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশা মন-মাঝে রহিল ;
কি ল'য়ে থাক্‌ব বল তুমি যদি রইলে ভুলে ?—বঁধু আমার।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

ভৈরব—একতালা

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া, তুমি ত আমার রহিবে।
বহিবারে যদি নাহি পারি ভার, তুমি ত, বন্ধু বহিবে।।
কলুষ আমার, দীনতা আমার, তোমারে আঘাত করে শতবার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে, তুমি ত বন্ধু সহিবে।।
যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুলমালা, থাক্ প'ড়ে থাক্, ভরা ফুলডালা।
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা তুমি ত চরণে লইবে।।
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর, কণ্টক, হোক্ কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দাহিবে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

বেহাগ—কাহারবা

তোমারি নাম ব'লব, আমি ব'লব নানা ছলে।
ব'লব একা বসে, আপন মনের ছায়া তলে।।
ব'লবো বিনা ভাষায়, ব'লবো বিনা আশায়,
ব'লবো মুখের হাসি দিয়ে, ব'লবো চোখের জলে।।
বিনা-প্রয়োজনের ডাকে ডাকবো তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাম্বাজ—একতালা

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমিই ধন্য ধন্য হে।।
আমার প্রাণ তোমারি দান তুমিই ধন্য ধন্য হে।।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছে আমার নয়ন লোভন,
নদী, গিরি, বন, সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে।।
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে, বিদেশে, যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে, শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউল—একতারা

তুমি যত ভার দিয়েছ সে-ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও,
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায় এ যাত্রা তুমি থামাও।। (বন্ধু) ?
আপনি যে-দুখ ডেকে আনি সে-যে জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার করে রেখে যায় সেথা কোন ফল নাহি ফলে— (বন্ধু)
তুমি যাহা দাও সে-যে দুখের দান।
শ্রাবণ ধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ।। (বন্ধু)
যেখানে যা কিছু পেয়েছি কেবলি সকলি করেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা।। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও. বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি এ যাত্রা মোরে থামাও।। (বন্ধু)

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেহাগ—তেওরা

কবে আমি বাহির হোলেম তোমারি গান গেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়।
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবন-ধারা বয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়।।
কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার ঠিকানা না পেয়ে—
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি, না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে—
সেতো আজকে নয়, সে আজকে নয়।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমন-কল্যাণ—একতালা

তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুল-হার।
তুমি অনন্ত, নব বসন্ত, অন্তরে আমার।।
নীল-অম্বর-চুম্বন-নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে অনিবার।।
ঝলকিছে শত-ইন্দু-কিরণ পুলকিছে ফুল-গন্ধ
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।।
ছিঁড়ে মর্মের শত বন্ধন, তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেহাগ—কাওয়ালী

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই।।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে।
নাই-নাই-ভয়, সে শুধু আমারি, নিশিদিন কাঁদি তাই।।
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌড়সারঙ্গ—একতালা

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানেই চাইনি।।
আমার সকল ভালবাসায়, সকল আঘাত সকল আশায়।
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাইনি।।
তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলেছিলাম, কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি, গভীর প্রাণে, আমার দুঃখ সুখের গানে।
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান ত গাইনি।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—কাওয়ালী

বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে, বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনক-রবি রক্তিম রাগে,
বিহঙ্গকুল সবে হরষে জাগে,
তুমি হে মানব, নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর কররে গান।।
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামকেলি—তেওরা

মোরে ডাকি' ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে. আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।।
উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হ'ল দীপ্তি-সাগরে, স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ,
সব জড়তা হ'তে জাগ, জাগ রে, সতেজ উন্নত শোভাতে।।"
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে,
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন,
নবীন নির্মল বিভাতে।।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিলু—একতালা

অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর।।
ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার?
যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি,
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত,
তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত;
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার।।
—কালীনাথ ঘোষ

মিশ্র—একতালা

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।।
আলোকে মোর চক্ষু দু'টি মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি,
হৃদ-গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর, সুন্দর হে সুন্দর।।
এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর. জন্ম-জনমান্তর, সুন্দর, হে সুন্দর।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগেশ্রী—একতালা

সকল গর্ব দূর করি দিব. তোমার গর্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব. যেদিন পাবো তব পদ-রেণুকণা।।
তব আহ্বান আসিবে যখন, সে-কথা কেমনে করিব গোপন ?
সকল বাক্যে সকল কর্মে প্রকাশিবে তব আরাধনা।।
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে, সেদিন সকলি যাবে দূরে ;
শুধু তব মান দেহে মনে মোর বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সে-ও দেখে যাবে. তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভব-সংসার-বাতায়ন তলে ব'সে রবো যবে আনমনা।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিন্ধু-খাম্বাজ—তেতালা

না হোয়ে নো খাল্ রোম্‌মে না হাড্‌ডি না মাস্ মো।।
না হোয়ে ম্যয় ঝগড়ি বিগড়ি না ছুরি গ্যাস্ মো.
না হোয়ে নো খাল্ রোম্‌মে না হাড্‌ডি না মাস্ মো।।
না দেবল মো না মস্‌জিদ মো না কাশী কৈলাস মো।
না হোয়ে ম্যয় অউধ দ্বারকা মেরা ভেট বিশ্বাস মো।।
না হোয়ে ম্যয় ক্রিয়া করম্‌মো না যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো।
খুঁজেগা তো অব মিল্‌ঙ্গা পলভরকি তলাস মো।।
সহর্‌সে বাহার ডেরা হামারি কুঠিয়া মেরী মৌয়াস্ মো।
কহত কবীর শুনে ভাই সাধু সব সন্তন্‌কী সাথ মো।।

—কবীর

পিলু-বারোয়া—ঠুংরী

ওহি দেশকো হামে জানা।
যাঁহা নেহি আপ্না আউর বেগানা।।
(যাঁহা) চন্দ্র সুরয নেহি ভাওয়ে, শোক তাপ নেহি পাওয়ে ;
(যাঁহা) নেহি জমীন্ আউর আস্মানা।।
(যাঁহা) মিট গয়ী সব ধান্দা, রাম রহিম এক বান্দা ;
(যাঁহা) নেহি বেদ আউর কোরাণা।।
(যাঁহা) আগম নিগম নেহি বাণী, জীয়ত মরত নেহি জানি ;
(যাঁহা) যাকে ফিন্ নেহি আনা।।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সুরট—একতালা

তোমার মহা বিশ্বে কিছু হারায় না ত কভু।
আমরা অবোধ অন্ধ মায়ায়, তাইত কাঁদি প্রভু।।
তোমার মতই তোমার ভুবন, চিরপূর্ণ হে নারায়ণ ;
দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন, তাই এ দুঃখ প্রভু।।
ঝরে যে ফুল ধূলায়, জানি হয় না তাহা হারা,
ঐ ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা ;
হারান মোর প্রিয় যারা, তোমার কাছে আছে তারা ;
আমার কাছে নাই তাহারা, হারাই নি কো তবু।।

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল

জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।
নয়ন মেলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।।
পূরব অরুণ জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাঁহারি।।
হৃদয় কপাট খুলি দেখরে যতনে, প্রেমময় মূরতি জন চিত্তহারী ;
ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে হৃদয়ে শান্তির বারি।।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝিঁঝিট—একতালা

পদপ্রান্তে রাখ সেবকে, শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব-দেব হে।
সর্বলোক-পরম-শরণ, সকল মোহ-কলুষ-হরণ,
দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ, শোক-শান্ত-স্নিগ্ধ-চরণ।
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে ! দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে।।
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার কৃপাসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্ত বন্ধু।
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে, বিকশিত-দল চিত্তকমল হৃদয়-দেব হে।।
পুণ্যজ্যোতি-পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিত-গীত হৃদয়-ভবন।
এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ, সব তিয়াস অমৃত-প্লাবনে।।
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক্ সকল গেহ।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আড়ানা—ঝাঁপতাল

দাও তেজ তেজোময় চিত্তে আমার,
বীর্য অমৃত দাও, অমৃত পাথার।।
দাও দেহে নবশক্তি হৃদয়ে অচলা ভক্তি,
দূর করো মোহ সুপ্তি ওহে সারাৎসার।।
দাও আলো, দাও আশা, দাও সঞ্জীবনী ভাষা,
দাও জ্ঞান, দাও প্রাণ, হে প্রাণ-আধার।
দাও খুলে প্রেম আঁখি, সবই প্রেমময় দেখি,
চরণে শরণ দাও, তনয়ে তোমার।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—তেতালা

মন গাওয়ে জগপতি জগ-বন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
একদেব ত্রিভুবন-পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক।।
সেবক-মনোমদ মঙ্গলদাতা, বিদ্যাসম্পদ বুদ্ধিবিধাতা,
যাচে চরণ ভকত কর জোড়ে, বিতর প্রেমসুধা চিত্ত চকোরে।।

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেহাগ—ঝাঁপতাল

মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে।।
গর্ব্ব সব টুটিয়া, মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া সকল মম দেহ মন বীণা সব বাজে।।
এ কি পুলক-বেদনা বহিছে মধুবায়ে, কাননে যত পুষ্প ছিল, মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে, নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয়সঙ্গীত

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং, সুখদাং বরদাং মাতরম্।
ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠ-কলকল নিনাদ-করালে,
দ্বিত্রিংশ-কোটি-ভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল-ধারিণীং, নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্।।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।।
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং, সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্।।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।।
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী।
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী।
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।।
পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ-বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কট-দুঃখত্রাতা।
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।।
ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ-দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।।
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তবকরুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর।
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।।
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে সমুদ্রে হ'ল হারা,
হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক, হূন-দল, পাঠান, মোগল এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবেনা ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
এস হে আর্য, এস অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ, তুমি ইংরাজ, এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন, ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী ?
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্মভার, মিলি' সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জন আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে !
বিঘ্নবিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।

দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নিবীর্য বাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।।
নূতন-যুগ-সূর্য উঠিল ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি' মিলিল সকল যাত্রী,
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তা'র মোচন কর, নর-সমাজ মাঝে,
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।।
জনগণ-পথ তব জয়রথচক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি' দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি'।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
দৈন্য জীর্ণ বক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তা'র নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী করো দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।।
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হ'লো কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তা'র নাশ কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হন অশনি পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র কেদারা—একতালা

ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
(সে যে) স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
(কোরাস)—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি ;
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা ?
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে ?
(ও তার) পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও...ইত্যাদি।।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার ? কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় ?
কোথায় এমন হরিৎ-ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে ?
(এমন) ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ?
এমন দেশটি কোথাও...ইত্যাদি।।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে ;
(তারা) ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও...ইত্যাদি।।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ওমা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি ;
(আমার) এই দেশেতে জন্ম -যেন এই দেশেতেই মরি।
এমন দেশটি কোথাও.. ইত্যাদি।।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ইমন-ভূপালী—একতালা

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে "জয় মা জননী জগত্তারিণী ! জগদ্ধাত্রী !"
কোরাস ধন্য হইল ধরণী, তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ।।"
সদ্য স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকরলিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন, তারকা, চন্দ্র ;
মন্ত্র-মুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্র।।
শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চ সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা ;
কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখনো শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।।

উপরে পবন প্রবল স্বননে, শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে, চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিছে প্রলয়সলিলবৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।।
জননি ! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগত্তারিণী ! জগজ্জননী ! জগন্মোহিনী ভারতবর্ষ।।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মিশ্র—তেতালা

উঠগো, ভারতলক্ষ্মী ! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা !
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা পুনঃ কমল কনক ধন-ধান্যে !
জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণ তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।
কাণ্ডারী ! নাহিক কমলা, দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন দর্শে,
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে, পুনঃ চলিব তরণী শুভ লক্ষ্যে,
জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি' চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-তুঞ্জে, পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে।।
জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

মিশ্র—তেতালা

হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয় !

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান—জগজন মানিবে বিস্ময় !
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ, হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন !
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—সত্যের নাহি পরাজয়।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

বাউল—দাদ্‌রা

মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা !
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা !
কি যাদু বাংলা গানে ! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো !)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।।
ঐ ভাষাতে নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
(মরি হায়, হায়রে !)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শান্তি-নাশা।।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;
(আরও কত মধুপ গো !)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা।।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌লো মালা জগৎ জিনে !
(গরব কোথায় রাখি গো)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া আসা।।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে "মা", "মা", ব'লে ;
ঐ ভাষাতেই ব'লবো হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা হাসা।।

ইমন-কল্যাণ—আদ্ধা

লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি বক্ষে রে তোর বাজে।
মূর্ত ক'রে তোল্‌রে তারে সকল কাজের মাঝে।।
যা ছুটে যা ওরে পাগল, বজ্র-রোলে সবারে বল্।
ওঠরে তোরা, মুছ্ আঁখিজল, ভোল্‌রে অলীক লাজে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

প্রাণ দিয়ে তোর, জেবলে আগুন জবালা সকল ঘরে ;
স্বার্থ দ্বন্দ্ব-মৃত্যু ভীতি ছাই হয়ে যাক্ পুড়ে।
আবার চেয়ে দেখুক্ জগৎ, তোরাও মানুষ, তোরাও মহৎ,
আজও তোদের শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত আছে।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র-খাম্বাজ—তেতালা

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে !
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জন-পদ, তীর্থ অগণন কহিছে গৌরব-কাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী, সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,—আমরা তাঁদেরি সন্ততি।।
ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা, অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজাতি প্রেম-বন্ধনে।।
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে, ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে,
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য, আসিবে আবার আসিবে।।
এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী, এস অনার্য গিরি-বনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান্—মিল হে মায়ের চরণে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

ভৈরবী—তেতালা

মেরা সোনেকী হিন্দুস্থান।
তু হামারা দিল্‌কী রোশনী, তু হামারা জান্‌।।
চান্দ্‌ চন্দা, তপন, তারা, উজল আসমান্‌ ;
তেরী ছাতি'পর ডোরত ক্যায়সে হাওয়াসে সোনেকি ধান।।
তেরি কুঞ্জমে ফুটত ফুলুয়া, পঞ্ছী গাওয়ত গান ;
তেরি ক্ষেত্রপর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান।।
যুগযুগান্তে তেরি তপোবন পর কতহু ধরম বাখান।
বিমান কম্পই উঠত গীতিহু গভীর ওঁকার তান।।

ইমন-মিশ্র—একতালা

স্বদেশ আমার, জননী আমার, আমি কি গাহিব তোমারি গান।
কোটি কোটি জন-হৃদয়-শোণিতে বন্দনা তব স্পন্দমান।।
যুগ যুগ ধরি অযুত লীলায় যে সুর ব্রহ্ম ত্রিদিবে মিলায়।
সে মহা ছন্দে তোমারি বারতা, নন্দন লোকে লভিল স্থান।।
তোমার আলোক লহরে প্রথম, ধরে নিল মোর নয়ন দুটি,
জননী জঠর হইতে প্রথম, তোমারি পুণ্য ধূলায় লুটি।
প্রথম তোমার স্নেহবাহু মোরে, ডেকে নিল শ্যাম সুশীতল ক্রোড়ে,
তোমার পুণ্য ধরায় জননী ! করিনু প্রথম মুকতি স্নান।।

মিশ্র-সিন্ধু—একতালা

কে আমারে দিল দোলা নিখিল রূপের রংমহলে।
কে আমার এ হৃদয় ভ'রে রূপ-মাধুরীর বান বহালে।
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো, দেশের আলো।।
আমার এই শ্যাম ধরণী, করল কে গো মন হরণী,
আমার এই ফুলগুলিরে সকাল বেলায় কে ফোটালে।
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো, দেশের আলো।।
আজকে সারা বসুন্ধরা, আপন-হারা গন্ধে গানে,
কোন্‌ খেয়ালী সুর উঠাল, রং ছুটাল, কেউ না জানে, কেউ না জানে।
নীল আকাশে ঐ বাজায় বাঁশী, ঘুম ভাঙ্গা কার ফুটল হাসি ;
আমার এই সুপ্ত হৃদে, সোনার কাটি কে ছোঁয়ালে।
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো, দেশের আলো।।

মিশ্র—একতালা

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী, ওগো আমার ভারতরাণী।
তোমার মহিমা বিভব গরিমা, কি কব মা নাহি জানি।।
নাই বা পরিলে হেম হার গলে, মণি মুকুতার মালা,
নাই বা শোভিল চরণে তোমার সোনার বরণ ডালা।
জীর্ণ কুটীরে ছিন্ন বসনে তবু তুমি রাজরাণী।।
পরের যা কিছু বসন ভূষণ, দূর হ'য়ে যাক্ আজ।
যা আছে মোদের সাজাব তা দিয়ে, নাহি তাহে কোন লাজ।
দৈন্য যা কিছু ঘুচাব আমরা মুছাব নয়ন-বারি,
ত্রিশ কোটি প্রাণ তোমারি লাগিয়া বলি দিতে মাগো পারি।
স্বর্ণ ঝাঁপিটি হস্তে ওমা শুনাও অভয় বাণী।

ইমন-ভূপালী—একতালা

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি ধর্ম শিক্ষা।।
(কোরাস)—
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
ভগবদ্‌গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে;
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম,
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল "সোঽহং" ধর্ম।
(কোরাস)—ভারত আমার ইত্যাদি—
আর্য ঋষির অনাদি গভীরে, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?
তাদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস)—ভারত আমার ইত্যাদি—
ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হউক খর্ব;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ;

যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।
(কোরাস)—ভারত আমার ইত্যাদি—
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা-আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে, আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহা জাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !
(কোরাস)—ভারত আমার ইত্যাদি—

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মিশ্র—ঠুংরী

বাংলা মা তোর শ্যামল পায়ে, বাদল ঝরে দিন রজনী।
এই কি মা তোর শরৎ শোভার কাজল সজল আগমনী।।
গন্ধে আকুল শেফালিকা, বকুল মুকুল কচ্ছে নতি,
দীপের বনে গোল বেধেছে, হচ্ছে মা তোর পুষ্পারতি,
বাদল মেঘের সজল হাওয়ায়, নদীর বুকে ঢেউ খেলে যায়
রূপ সায়রের দোদুল দোলায়, দোল খেয়ে যায় কোন রমণী।।

—নজরুল

মিশ্র—একতালা

বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে দেখা যায় কার আঁচলখানি।
কার রূপের আভায় আকাশ বাতাস ভ'রে গেল শ্যাম বনানী।।
নিবিড় মেঘের অন্ত হ'ল, ফুটল বনে শেফালিকা,
কাশ কুসুমের শুভ্র শিরে শরৎ লেখে বিজয় টীকা,
বুঝি, বর্ষ পরে হর্ষ-ভরে আসছে মাতা শিবরানী,
তার রূপের আভায়, কনক প্রভায় দেখা যায় মার চরণখানি।।

—নজরুল

মাতৃমন্ত্র ওঠে এ ভারতবর্ষে—বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।
দুলিছে ওরবে ভৈরব হরষে—গৈরিক গঙ্গা কাঞ্চনজঙ্ঘা অসীম সুনীল ব্যোম।।
মায়ের হিরণ্ময় পদতলে প্রোজ্জ্বল, দুলে ওঠে ভারতের জীবন ধূলিদল।
অসংখ্য সংঘাতে, ঐ গম্ভীর নাদে, দোলে অলকামৃত নন্দিত সিন্ধু,
দোলে বিচ্ছেদময় বিশ্ব বিমর্ষের সন্তান মিলনের অমর আনন্দের মন্দ্রিত উদ্যান।

(পরিবর্তিত) —নরেন দেব

মিশ্র-ভূপালী—একতালা

স্বাধীন ভারত ঐ ডাকে তোরে, শোন্‌রে পাতিয়া কান,
নবীন উষার গগনে ধ্বনিছে, নব জীবনের গান।।
স্বার্থ বিলাস দূরে পরিহরি, নব ভারতের পতাকাটি ধরি'
'মাভৈঃ মাভৈঃ' সদা হুঙ্কারি' হও সবে আগুয়ান।।
কূট রাজনীতি আর ভোগবাদ এনেছে জগতে যত পরমাদ,
স্বার্থের তরে ভেদ ও বিবাদ মানবে গ্রাসিছে হায় !
ত্যাগ ও সেবায় শাণিত কৃপাণে ভোগদৃপ্ত দানব-দলনে,
আয় সবে যাই এ শুভ লগনে সর্পিতে আপন প্রাণ।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র-বেহাগ—একতালা

আদর্শ তব শঙ্কর সীতা ভুলিও না তুমি ভুলিও না।
ভুলিও না তুমি মহা পবিত্র এই ভারতের ধূলিকণা।।
ভারত-সন্তান দেবতা তোমার, খুঁজিতে ঈশ্বর কোথা যাবে আর ?
মহা উপচারে ত্যাগ ও সেবায়, কর কর তার আরাধনা।।
উচ্চ কণ্ঠে বল বল তুমি, 'ভারত-সন্তান আমার ভাই,
মূর্খ কাঙ্গাল দ্বিজ চণ্ডাল, দেবতা আমার এঁরা সবাই'।
প্রাণপণে তুমি বলো দিনরাত, 'ওমা জগদম্বা, ওগো উমানাথ,
মানুষ করিয়া দাও গো আমায়, আর কিছু আমি চাহিব না'।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বিবিধ সঙ্গীত

বাউল—দাদ্‌রা

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, হয়তো রে ফল ফ'লবে না।।
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই ব'লে কি রইবি থেমে,
(ও তুই) বারে বারে জ্বালবি বাতি, হয়তো বাতি জ্বল্‌বে না।।
শুনে তোমার মুখের বাণী, আস্‌বে ছুটে পশু প্রাণী,
(তবু) হয়তো তোমার আপন ঘরে পাষাণ হিয়া গলবে না।।
বদ্ধ দুয়ার দেখবি বলে, অমনি কি তুই আসবি চলে,
(তোরে) বারে বারে ঠেলতে হবে হয়তো দুয়ার টলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউল—দাদ্‌রা

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।।
যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে',
ও তুই মুখ ফুটে, তোর মনের কথা, একলা বলো রে;
যদি সবাই ফিরে' যায়—(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।।
যদি আলো না ধরে—(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূপালী—দাদ্‌রা

শৌর্য দাও, শক্তি দাও, হৃদয়ে ভকতি দাও,
মানুষ করিয়া দাও, মানুষ করিয়া দাও।
'অমৃতস্য পুত্র আমরা, একথা বুঝিতে দাও,
মানুষ করিয়া দাও, মানুষ করিয়া দাও।।
ক্ষাত্রবীর্য দাও, ব্রহ্মতেজ দাও,
তোমার আশিসে জীবন মোদের পূর্ণ করিয়া দাও।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

(কার্তিক)

সিন্ধোড়া—ঝাঁপতাল

অতসী ফুল জিনিয়া তব বরণ বিরাজে,
বদন জ্যোতি দেখে কোটি ইন্দু মরে লাজে।
তব সম সমর-জয়ী নাহি ত্রিলোক মাঝে,
তাই তুমি সুর সমাজে শোভিত সেনাপতি সাজে,
শিখি পাখী কোমলমতি সে তব ভকত অতি,
বাহন হয়ে সতত রত আছে তোমারি কাজে।
হে ধূর্জটী নন্দন, গোপেশ কি রচিবে গুণ,
তব রূপরাশি তুলনা ভুবনে নাহি পায় খুঁজে।।

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী—কাওয়ালী

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনি ধূসরতরঙ্গভঙ্গে !
কত নগরনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণযুগ মায়ি !
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি' !
বহিছ জননি এ ভারতবর্ষে—কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি' সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।।
নারদকীর্তন পুলকিতমাধব-বিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম কমণ্ডলু উচ্ছলি', ধূর্জটী জটিল জটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতি প্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরাতলে হিমাচল মূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে।।

পরিহরি' ভব সুখ দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে ;
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি ! কলকল্লোলিনি গঙ্গে।।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কীর্তন—লোফা

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্ত মণি।।
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম,
কোথা সে সুনীল তনু, ধেনু বেণু মা যশোদা রোহিণী।।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
ধড়া-চূড়া-পরা কোথা ননী-চোরা।
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী।।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ;
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।।
কোথা সে নূপুরধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশি নাহি নাহি শুনি ;
ও যার, মোহন সুরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধ্বনি,
ও যার নামের লাগি, মোহন চূড়া লুটাইত ধরণী।।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ-হৃদ্-মাঝারে, পা দুখানি ;
পরিব্রাজক বলে, চরণ তলে লুটাই শির দিনযামিনী।।

—স্বামী কৃষ্ণানন্দ

বাউল—আড়খেমটা

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে।
কঠিনে মিশে না সে মিশেরে তরল হ'লে।।
অবিরাম হ'য়ে নত, চলে যাও নদীর মত,
কল্‌কলে অবিরত, 'জয় জগদীশ' বলে।।
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহপাড়ি ভাঙ্গ সমূলে,
চেও না কোনও কূলে শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চলে।।
সে জলে নাইবে যারা, থাকবে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধূলে;
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে, (তাদের) টেনে নে যাও একেবারে,
ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও, সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে।।

—রজনী সেন

বাউল—লোফা

তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার জন্য পাগল।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব।।
তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল নবদ্বীপ।
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে।
রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে।।
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে।
রাধা-প্রেম সুধা ব'লে, করোয়া কিস্তি হাতে।।

কীর্তন—তালফেরতা

ওগো সাথী। মম সাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমল পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে!
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে, যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে!
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়, সে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার, শেষ তিমির-রাতে।

—অতুলপ্রসাদ সেন

বাউল—একতালা

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্ম পর।।
প্রেমিক এম্নি রত্ন ধন, কিছু নাইক তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন,
ও সে হাস্য মুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর।।
প্রেমিক চায় না কো জাতি চায় না সুখ্যাতি,
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি,
ও তার হস্তগত সুখের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর।।
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া, কিছু বেদবিধি ছাড়া,
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া,
আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর।।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

বাউল—আড়খেম্‌টা

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে, আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবিরে প্রেম রত্নধন।।
ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ ডুবলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্‌ দীপ্‌ দীপ্‌ জ্ঞানের বাতি, হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ।।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন,
কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।।

—কুবীর

ভৈরবী—একতালা

সবারে বাসরে ভাল, নইলে (মনের) কালো ঘুচ্‌বে না রে।
আছে তোর যাহা ভাল, ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল আপন;
এবার তোর ভরা আপন, বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস্‌ ফণী, তারো মাথায় আছে মণি;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী—ভবের বনে ভয় বা কারে!
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে; রাখবি কারে কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে যেতে হবে রে ওপারে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

বাউল—একতালা

কত ঢেউ উঠেছে রে দিল-দরিয়ায়।
ঢেউ দেখে বুক শুকিয়ে উঠে, না হেরি কোন উপায়।।
(একে) মন মাঝি আনাড়ি, (তায়) রিপু ছয় জনা দাঁড়ি,
তারা কেউ শুনে না আমার কথা দায় হল ভারি,
এরা ইচ্ছামত কর্ম করে, (বুঝি) মাঝ গাঙে তরী ডুবায়।।
তরী পাঁচ কাঠে আঁটা, আছে নয় দিকে ফুটা,
তায় জন্মাবধি নাই মেরামত, বুজান তার নটা।
পাপ চাপনের ভাবনা ভারি, (বুঝি) ঢেউয়ের চোটে ফেটে যায়।।
প্রেমিক বলে এই বেলা (ঐ) হরিনামের ভেলা,
রাখ না কাছে ভয় কি তুফান হলই বা মেলা,
যখন ডুববে তরী ভেলায় চড়ি, (ও ভাই) কূল পাবি হরির কৃপায়।।

—প্রেমিক

বাউল—একতালা

নীচুর কাছে হ'তে নীচু শিখ্‌লি না রে মন!
সুখী জনের করিস পূজা, দুঃখীর অযতন! (মূঢ় মন!)
লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন! (মূঢ় মন!)
প্রেম-ধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন;
এই ধনেতে ধনী যে জন সেই ত মহাজন! (মূঢ় মন!)
বৃথা তোর কৃচ্ছ্রসাধন; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন।
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ! (মূঢ় মন!)
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস্ ভুলে সরল সত্য;
—সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ! (মূঢ় মন!)

—অতুলপ্রসাদ সেন

বাউল—আড়খেমটা

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।।
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,
সে দুই একজনা।
ভাবে ভাসে, রসে ডুবে, ও সে উজান পথে করে আনাগোনা।।

ভৈরবী—যৎ

পাগলা ! মনটারে তুই বাঁধ্ ;
কেনরে তুই যেথা সেথা পরিস্ প্রাণে ফাঁদ ?
শীতল বায়ে আসলে নিশি, তুই কেনরে হোস্ উদাসী ?
(ওরে) নীল আকাশে অমন ক'রে হেসেই থাকে চাঁদ !
শৈল-শিরে সোনার খেলা, দেখিস যবে প্রভাত-বেলা,
তুই কেনরে হোস্ উতলা দেখে মোহন ছাঁদ !
করুণ সুরে গাইলে পাখী, তোর কেন রে ঝরে আঁখি ?
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাঁদ ?
সংসারেতে উঠলে হাসি, তুই শুনিস্ রে ব্রজের বাঁশী !
(ওরে) ভাবিস্ কিরে সবই গোকুল, সবাই কালাচাঁদ ?
কতই পেলি ভালবাসা, তবু না তোর মেটে আশা !
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কাঁদ !

—অতুলপ্রসাদ সেন

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা

কাঙগাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো।।
শুধু তোমারই দুয়ারে অন্ধের মত অন্তর পাতি রহি গো।
শুধু তব ধন করি আশ, আমি পরিয়াছি দীনবাস ;
শুধু তোমারই লাগিয়া গাহিয়া গান মর্মের কথা কহি গো।
মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য, দেখ, সকলি করেছি শূন্য ;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে, তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

আশাবরী—একতালা

এড়াতে পারলে না আজ প্রভাতে ;
আমার ফুলের ফাঁদে পড়লে ধরা গন্ধে আর ঐ শোভাতে !
ভেবেছিলে গোপন রেণু, ঢাকবে তোমার মোহন বেণু ;
লুকাতে পারলে না গো সুন্দরের এই সভাতে।
দুঃখ শোকের ভয় ভিতে, এসেছিলে অলক্ষিতে,
স্বার্থ-সুখের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে।
আমার বঁধুর আনাগোনা, কোন্ পথে তা কেউ জানে না,
শুধু নূপুর যায় গো শোনা পথিকেরি মন ভোলাতে।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

কীর্তন—একতালা

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোনার বঁধু এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর।।
আজ আমার নাই কিছু কালো,
পেয়ে আজ উজল মণি সব হ'ল আলো ;
আজ আমার নাইকো কেহ পর,
সুখীরে করেছি সখা, দুখীরে দোসর।।
মনে পড়িল তা কি ? এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিনু একাকী।
বুঝি ভিজিল আঁখি,
আর ছেড়ে যেও না বঁধু জন্ম-জন্মান্তর, ওগো আমার সুন্দর।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

পিলু বারোঁয়া—একতালা

কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে !
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে !
কোয়েলা ডাকল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার ;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে ?
আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথব মালা ;
কেন এ নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে !
হয় তুমি থামাও বাঁশী, নয় আমায় লও হে আসি—
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে !

—অতুলপ্রসাদ সেন

সিন্ধু-কাফি—যৎ

যখন তুমি গাওয়াও গান, তখন আমি গাই।
গানটি যখন হয় সমাপন, তোমার পানে চাই।
আরও কি মোর গাইতে হবে নয়নজলে নাইতে হবে ?
আরও কি মোর চাইতে হবে, দিলে না যা তাই ?
যে সুর তুমি গেয়েছিলে, সে কথাটি কয়েছিলে,
বারে বারে আমি তারে, যাই যে ভুলে যাই।
এবার তুমি বিজন রাতে, গানটি ধর আমার সাথে,
তোমার ঐ তানপুরাতে, সুরটি মোর মিলাই।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

মিশ্র—আশাবরী—যৎ

আমার আঙিনায় আজি পাখী গাহিল একি গান।
শুনিনি এমন গাওয়া হেন মরম-ভেদী বান।
যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা,
আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান?
যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারই কথা ;
বুঝিগো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দু'নয়ন।
বল্‌রে অজানা পাখী, তুই তার দূত নাকি?
এতদিনে ভাঙিল কি, তার গভীর অভিমান?
মোর প্রাণের গানটি শিখি বনে যা তুই বনের পাখী :
বুঝায়ে কহিস্‌ তারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ।

—অতুলপ্রসাদ সেন

বাউল-কীর্তন—একতালা

যদি তোর হৃদ্‌-যমুনা হ'লরে উছল, রে ভোলা!
তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চলরে ভোলা!
আজি তুই ভরা প্রাণে, ছুটে যা নৃত্যে গানে,
যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে চল্‌ রে ভোলা।
যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্লমুখে,
টেনে নে সবায় বুকে, তোর থাক্‌না চোখের জল, রে ভোলা!
দুধারে ফুল কুড়িয়ে, চলে যা মন জুড়িয়ে ;
মালা তোর হলে বিফল করবি কি তুই বল্‌, রে ভোলা।
মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখে কালি!
দুদিনের কান্না হাসি, ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌, রে ভোলা।
জীবনের হাটে আসি, বাজা তুই বাজা বাঁশী,
থাক্‌না সেথা বেচা-কেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা।
অরূপের রূপের খেলা, চুপ্‌ করে তুই দেখ দুবেলা!
কাছে তোর এলে কুরূপ তুই মুখ ফিরিয়ে চল, রে ভোলা।

—অতুলপ্রসাদ সেন

গজল—কাহারবা

কত গান ত হ'ল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও ?
যদি যতই মরি ঘুরে, তুমি ততই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশীর সুরে, তব তরে শুধু ধাওয়াও ?
যদি সন্ধ্যা হ'লে বেলা, নাহি মিলে তব বেলা,
পথ ভোলা মোর ভেলা, এ অকূলে কেন বাওয়াও ?
যদি আমার দিবা রাতি, কাটি যাবে বিনা সাথী,
তবে কেন বঁধুর লাগি, পথ পানে শুধু চাওয়াও ?
বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া, আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া ;
যদি ব্যথী না আসিবে, এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

—অতুলপ্রসাদ সেন

ভীমপলশ্রী—তেতালা

মোরা বিঘ্ন-বাধা-ভরা পথ দলি, আলো-তীর্থ লাগি দূর-পানে চলি।
মোরা স্বর্গ-সুধা আনি ধূলি তটে, দিব ফল ফুলে ঢাকি মরুস্থলী।
মোরা দিব বাণী কোটি মূকজনে, দিব দীপ জ্বালি তমোলীন মনে।
নব-সুখ হাসি আনি ম্লান মুখে, দিব বিশ্ব-সেবাব্রতে আত্মবলি।।
মোরা ভীম বলে যুঝি বিঘ্ন সাথে রামকৃষ্ণ-কৃপাশিস ধরি মাথে।
যাব তুচ্ছ করি জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, যথা প্রেম-পারাবার ছলছলি।।

—ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য

মালকোষ—তেওরা

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিছে, আনন্দ আজ আনন্দ রে,
আকাশ-ভরা জ্যোছনা ধারা বাতাস বহে বাঁধন হারা,
প্রেমের সুরে ভরা ভুবন, ব্যথার বেদন ঘুচিল রে।।
মরণ-নীলা সাগর হ'তে জীবন বহে সুধা-স্রোতে,
জীবনে মরণ মরণে জীবন, ভয় কিবা কিবা দুঃখ রে।।
আকাশ-পাখী কহিছে গাহি' 'মরণ নাহি, মরণ নাহি'
রজনী দিন জীবন-ধারা, ঐ যে ঝরে, ঐ যে ঝরে।।

—সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাউল—একতালা

মিছে তুই ভাবিস্ মন,
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।
পাখিরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে ;
নাই বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে ?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।
মন-দুখ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস প্রাণের বেদন।
আজি তোর যার বিরহে, নয়নে অশ্রু বহে,
হয় ত তাহার পাবি দেখা গানটি হলে সমাপন।।

—অতুলপ্রসাদ সেন

খাম্বাজ—একতালা

লম্বোদর সুন্দর তনু কে তুমি যতি-জ্ঞানী শিরোমণি,
ভকত-প্রধান, সেরা মূর্তিমান, বেদের বাখান করিছে লেখনি।
সর্বংসহ সৌম্য মুরতি, জ্ঞান আবরণে পূর্ণ ভকতি,
যোগ-কর্ম-কুশল অতি সমাহিত-চিত থাক দিবাযামী।
শিবানীর কোলে গণেশের প্রায়, হে মহাতাপস কে তুমি ধরায়,
অর্পি চিত মায়ের সেবায়, তুচ্ছং ব্রহ্মপদমপি গণি।।*

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

গৌড়-সারঙ্গ—একতালা

রামকৃষ্ণ মানসতনয় ব্রহ্মানন্দ ব্রজ রাখাল।
নিত্যসিদ্ধ ঈশকোটি করুণা মুরতি অতি দয়াল।।
জ্ঞানী শিরোমণি রসিক নাগর, বিবেক বৈরাগ্য প্রেমের আকর।
জীব-দুখে বিগলিত করুণায় এলে কৃষ্ণ-সখা ধরায় আবার।।
কভু বৃন্দাবনে, যমুনাপুলিনে, নর্মদা কূলে বিজন বনে ;
ধ্যান-মগন তাপস, মহান, দিব্য বিভাবরী ব্রহ্মানন্দে লীন।
রামকৃষ্ণ-সংঘ নায়ক, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-দেশিক ;
পতিত তাপিতে কৃপা বিতরিতে সদা শিবময় শান্ত সরল।।

—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

*শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী সম্বন্ধে।

যাওয়া-আসা

আঁধারের ডোরে গাঁথা আলোকের মণিমালা।
গগনের দেবালয়ে স্বপনের দীপ জ্বালা।
অচেনার রূপ-উদাসী, চেতনায় বাজে বাঁশি,
বেদনার অশ্রুফুলে অজানার গন্ধঢালা।
মলয়ে মিলায় যে সুর—শিশিরে পাই যে তারে...
(প্রভাতে মিলায় যে সুর—নিশীথে পাই যে তারে)
মরণে আসে ফিরে—জীবনে হারাই যারে...
(বিরহে আসে ফিরে—মিলনে হারাই যারে)
(এ কেবল যাওয়া আসা ঝরার পথে ফোটার ভাষা)
যারে চায় যুগের তৃষা রজনী অনিমিষা—
জেগে রয় স্মৃতির বুকে তারি নয়ন নিরালা!

—দিলীপকুমার রায়

(আধুনিক)

গানের মাঝে তোমারে পাই, সুদূর ওগো সেই তো চাই।
দিনের আলো তোমারে ঢাকে, কোথায় যেন লুকায়ে রাখে,
আঁধার প্রাণে লভিরে তাই।
বাহির ধরা খুঁজিয়া সারা, মিলে না কভু তোমার সাড়া,
নীরবে যেন কি ভাবে ডাকো, বিরহে তুমি মিশায়ে থাকো,
মিলনমাঝে তাই যে নাই।

—অজিতকুমার ভট্টাচার্য

কেদারা—কাওয়ালী

সারদা মাতার আদরের ধন সারদানন্দ তুমি মহান্।
রামকৃষ্ণ-চরণ সেবক, যীশু অন্তরঙ্গ শান্ত ধীমান।।
প্রশান্ত গম্ভীর সুবিপুল কায়, হিয়া কাঁপে ডরে ভাষা না জুগায়।
অন্তরে বিমল প্রেমমন্দাকিনী অবিরল বহে জননীর প্রায়।।
রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ তোমার অনন্ত অপূর্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার।
চণ্ডালে বেদ বিতরিতে ভবে এলে বেদব্যাস কলিতে আবার।।
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জননীর দ্বারে, দ্বারী হ'য়ে মহা সৌভাগ্য মানিলে।
বাসুকীর মত যত ভার শিরে মহানন্দে মার কৃপায় বহিলে।।

গুরু কৃপা বলে তাপসপ্রধান, সর্বভূতে করি ব্রহ্ম দরশন ;
শিব-জ্ঞানে জীব-সেবায় সঁপিলে, অবহেলে নিজ তনু মন প্রাণ।
অচল অটল সুমেরু সমান, নায়ক আদেশ করিলে পালন ;
গুরু সংঘভার করি সঞ্চালন, অকাতরে সযতনে আজীবন।।

—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

(অন্নপূর্ণা)

মিশ্র-খাম্বাজ—জলদ একতালা

অম্ব অন্নপূর্ণে, আবিরেহি ভো ভবানি !
নমো কিংকর, মোহ ঘোর হর আসি কাশিরাণি।
বিশ্বেশ্বর হর ত্রিপুরারি মাগো তব আগে সাজি ভিখারী ;
কেন মোরা দীন মা মহেশ্বরি যাদের হেন কল্যানী ?
পীযূষ সিঞ্চি পদনখকোণে শকতি সঞ্চার নারী-নর প্রাণে,—
আনন্দ দাও নাশ রিপুগণে রাখগো পরমেশানি !
ধন, ধর্ম, অন্ন, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, সকল ভারতে করি সমুজ্জ্বল,
দেমা সমদৃষ্টি, প্রেম নিরমল, সবে কর মহাজ্ঞানী—

—স্বামী তপানন্দ

দুর্গা—তেওরা

মরতে হবে পরের তরে করতে হবে আত্মদান।
ভুলতে হবে নিজের সুখ পরের দুঃখে কাঁদুক প্রাণ।।
ঘুরছে যে জন সুখের পাছে সে কিরে বেঁচে আছে ?
জীবনটা-যাঁর পরের তরে, রাখেন তাঁরে ভগবান।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মহাকালী

ওমা তুঙ্গ-আসন ঝঞ্ঝা-সাধনা ! এসো গো অট্ট হাসিয়া।
গৃহ-তৃপ্তি কৃপণ করো মা দলন উদার ধ্বংস গাহিয়া।।
দূর' ছায়া-মাধুর্য বহ্নি-তূর্য বাজাও কুহেলি-কাননে।
দেখ ধূলি-আবর্ত ছাইল মর্ত্য এসো দুর্বার প্লাবনে।
যত বাসনা-ভ্রান্তি লভুক শান্তি মরীচিকা যাক ভাসিয়া।
যত মিথ্যা রঙ্গ মোহ-আসঙ্গ উঠুক তরাসে কাঁপিয়া।।
যত যুগ-পুঞ্জিত বাধা নন্দিত অম্বর-দ্রোহী বাহিনী।
হোক্ কৃপাণ-দণ্ডে লক্ষ খণ্ডে লুণ্ঠিত—হাহাকারিণী।

এসো বিদ্যুল্লতা ! বজ্র-বারতা বিছাও—দৈত্য নাশিয়া।
এস বিপ্লবময়ী ! বিপ্লবজয়ী তাণ্ডব তালে নাচিয়া।।
পরে চরণভঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আলোক-পুলক উছলি।
বুকে অচিন ছন্দে নবীনানন্দে স্বরিবে গোলোক-মুরলী।
ছাপি' বিষাণ মন্দ্র সেদিনে কম্প্র শঙ্খে উঠিবে বাজিয়া—
দহি' অতীত-মরণ মায়া-আবরণ অজাত সৃজন ভাতিয়া।।

—দিলীপকুমার রায়

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না রইলো না,
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইলো না সইলো না।
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।।
আমার প্রাণের গানের ভাষা শিখ্‌বে তারা ছিল আশা ;
উড়ে গেল সকল কথা কইলো না কইলো না।
স্বপন দেখি যেন তারা কার আশে
ফেরে' আমার ভাঙা খাঁচার চারপাশে,
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
এত বেদন হয় কি ফাঁকি, ওরা কি সব ছায়ার পাখী,
আকাশ পারে কিছুই কিগো বইলো না বইলো না।
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমায় বরণ না করিলে মা প্রাণ সাধনায়,
তুমি মিটাবে কেমনে তৃষা অঝোর ধারায় ?
মোরা হৃদে না তোমারে বরি' ফুলের আবেশে ভারি'
চাহি পেতে তোমারে মা এড়ায়ে কাঁটায়
যাবে মেলে শুধু কাঁটাপথে প্রাণসাধনায়।
মাগো না থামিলে কলরব দীপালি-মদিরোৎসব।
তোমার পরশখানি ফোটে না যে হায় !

তোমায় মেলে শুধু ঘর ছাড়া প্রাণসাধনায়।
না মা, তব আশাপথ চেয়ে যাব তরীখানি বেয়ে।
ধ্রুবতারা তোমার না জ্বলিলে উষায়
বলি' উদিবে নিশাতিমিরে প্রাণসাধনায়।

—দিলীপকুমার রায়

বাউল—লোফা

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না।।
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ঘুরিতেছি পাগল হয়ে,
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিভে না।
ওগো তারে আমার আমার মনে করি,
সে যে আমার হ'য়ে আর হল না।।
পথিক কয়, ভেব না রে ডুবে যাও রূপ-সাগরে,
ডুবিলে পাবে তারে আর ভেব না ;
ওগো এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না।।

—রজনী সেন

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

চরণ-কমল-গন্ধ পায় ভ্রমর ভ্রমসে ধাওএ,
মুখমণ্ডল নিরখ চকোর চন্দ্র মনমেঁ ভাওএ।
অঙ্গ জোত সুরজসম নিরখ কমল খোলে,
ধন ধন বিধি কপন বিজম বয়ঠী তোহে বনাওএ।
গোপেশ প্রভুকো নিত জপত জো কঠোর তাপ জাওএ,
অওর জগমেঁ জেত্তে দিন রহে অশেষ চরণ পাওএ।

—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সিন্ধু—মিশ্র

মহাপুরুষের বাণী

যুগে যুগে বিধাতার বারতা বহিয়া শান্তি দেয় গো আনি।
তাই ভকতগণ একসাথে মিলি জনম উৎসবে প্রাণ দেয় ঢালি।
তারই পূজা ওগো দেবতারি পূজা অন্তর মাঝে জানি'।

যবে ধর্মের গ্লানি এ ধরা মাঝে দেবতা নামেন মানুষের সাজে
দুর্গত জনে মুকতিদানে নরনারায়ণ তারে নত হয়ে মানি।
ব্রজের কিশোর বুদ্ধ নিমাই পরমহংস অবতার ভাই
একি লীলা ওগো দেবতা মানবে চিরদিন কানাকানি।।

—অমূল্যভূষণ সেন

ভজন

তোমারি ভালোবাসা তরে আশা গভীরে মিটাও।
তোমার ঐ ভালোবাসার আলো-আশার সুরভি বিলাও।
করুণায় এসো কাছে, হিয়া যাচে—শরণ শিখাও।।
কাঁটাসব কুসুমি' নাথ রাঙো প্রভাত রজনী বনে।
মিলনের হাসিফুলে এসো দুলে কাঁটার বনে।
বাঁধনে ওগো সুন্দর, নভোনূপুর ভুবনে বাজাও।।
আঁধারে চাহি যারে বারে বারে আলোকে ভুলি!
যারে চাই মৌন হিয়ায়—মুখরতায় কেমনে ভুলি?
স্মরণের চিরশিখা আরতিকা বরণে জ্বালাও।।
জানি না চিরসাথী, তব বাতি কেন নিভে যায়!
জ্বলে যে গহন প্রাণে—কলতানে কেন নিভে যায়!
যে-তারা ধ্রুবরাগে ডাকে ডাকে...তারি আলো দাও।।

—দিলীপকুমার রায়

বাউল

বুঝিস না কি—বুঝবি নে রে? ওরে পাগল, হাটের মেলায়
বেলা যে বিফল গেছে রে!
ফুরায় না তোর বেচাকেনা, বাড়ে শুধুই লেনা-দেনা,
যা পাস রে তোর লাভের কড়ি, লোকসানে তা হারাস যে রে!
কত যে দিন গেল চ'লে কত সকাল সন্ধ্যে হ'য়ে অন্ধকারে পড়ল ঢ'লে।
ক্লান্ত হ'য়ে কত রাতি ঘুম গেলি তুই নিবিয়ে বাতি
সেই ফাঁকে চোর করল চুরি সেই ফাঁকে দ্বার ভেঙেছে রে।
বন্ধুকে তোর চিনবি কবে? আপনাকে তুই বিকিয়ে দিয়ে,
আপনাকে তুই কিনবি কবে?
সাথী যে তোর সবার সাথে, রয় জেগে রয় দিনে রাতে;

হাজার জনের সেই মহাজন
আপন বাজারময় যে ফেরে।
লাভ ক্ষতি তোর ভুলবি যদি—সঙ্গে নে তায় হাটের ধূলায়
হাটের বাঁধন খুলবি যদি।
হিসাব নিকাশ যা তোর আছে যা কিছু রয় দোকান মাঝে,
সব সঁপে দে, সব সঁপে দে, তার পায়ে সব সঁপে দে রে।
—নিশিকান্ত

কীর্তন

সেই বৃন্দাবনের লীলা অবিরাম সবি,
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে!
সেই আলোর দুলাল শ্যামলের প্রেম ছবি,
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।
সখা সখী মিলি' কুতূহলে ঘাটে যাওয়াঃ
সেই নির্মল নীল যমুনার জলে নাওয়াঃ
সেথা সমস্বনে সবে গুণমণি-গুণ-গাওয়াঃ
আর কখনো বা প্রিয়তম-দরশন পাওয়াঃ
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।
সেই ফুল-ফুল-খেলা কত অরণ্যে বনেঃ
কত তারার দেয়ালি আকাশের আল্পনেঃ
কত মুরলীধ্বনি শুনিয়া পিয়াসী মনে,
খোঁজো কুঞ্জে কুঞ্জে মিলন-মনোমোহনেঃ
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।
কত চাঁদিনি-রাতে সে-অপরূপ রূপবাসঃ
কত রূপের মন্ত্রে জাগানো প্রেমবিলাসঃ
চির রঙিনের রঙে রঙানো হৃদি-উচ্ছাসঃ
কত আপনা হারায়ে বঁধুর বরণ আশঃ
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।
ওরা হাসে আজ, বলেঃ "হায় রে মধুর স্বপন!"
বলেঃ "কৃষ্ণকাহিনী'—কল্পনা—কবি-কথন!"
(ওরা হাসে—ওরা জানে না—তাই হাসে—
ওরা জানে না—তাই মানে না—আমি জানি—তাই মানি-

আমি অন্তরে তোমার বাঁশরি শুনেছি, তাই বঁধু আমি জানি)
তাই এসব কথা তো শোনে না আমার স্বপন,
ব্রজ রমণীর কথা—আর সে রমণী-রমণ—
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে।

—দিলীপকুমার রায়

ভৈরবী—ত্রিতাল

সরস্বতী শারদা।
বিদ্যাদানী দয়ানী দুখ হরনী। জগত জননী জ্বালামুখী মাতা।।
কীজে সুদৃষ্টি সেবক জানি (ইতনো) আপনো কর বক্‌ষ দীজে
তান তাল কর সুহাগ বুধ, অলংকার। বাগ্‌বাদিনী মাতা।।

—বধু প্রকাশ

মিশ্র—একতালা

তুই মা আমার হিয়ার হিয়া, তুই মা আমার আঁখির আলো:
ঐ চরণে শরণ নিয়ে মাগো, আমার প্রাণ জুড়ালো।
ঝঞ্ঝা-রবে ভয় যবে পাই—তোরই কোলে মুখটি লুকাই,
মধু-হাসির ঝরণা-ধারায়, দাও ধুয়ে সব মনের কালো।
তুই মা আমার হিয়ার হিয়া, তুই যে আমার আঁখির আলো।।
চলেছি যে গহন-পথে বড়ই কঠিন, বড়ই পিছিল:
পায়ে পায়ে বাজে আমার আপন হাতের গড়া শিকল।
'মা' ব'লে মা ডাকলে তোরে বুকের মাঝে পাই কত বল।
দূর করে মোর সকল বাধা আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
তুই যে আমার হিয়ার হিয়া—তুই যে আমার আঁখির আলো।।
যোগী ঋষি পায় না ধ্যানে তোমার তত্ত্ব, তোমার সীমা:
কত কবিই ধন্য হ'ল ছন্দে গেয়ে তোর মহিমা।
নাই মা আমার সাধন-ভজন নাই মা আমার জ্ঞান-গরিমা:
সারা হৃদয় দিয়ে শুধু তোমারে মা বাসব ভালো।
তুই যে আমার হিয়ার হিয়া—তুই যে আমার আঁখির আলো।।

—অনিলবরণ রায়

খাম্বাজ-ঝুম্‌—কাওয়ালী

সাধু সজ্জনকো সৎসঙ্গ মিলে, জব সচ্চিদানন্দকী কৃপা ভাওএ।
জোহি খবর নহী গ্রন্থনমেং, সাধু বিন রাহু কওন বতাওএ;
সাধু সম হিতকারী ন কোঈ মাতর পিতর মিতরকী ভাঈ।
অন্ধাকো সুঝ চোর সমঝ প্রভু চরণাম্বুজেকো মিলাওএ।।

—দয়াসখী

পূজো আমার সাঙ্গ হ'ল হৃদয় মাঝে তোমায় পেয়ে,
এখন শুধু চলছি পথে তোমারি গান গেয়ে গেয়ে।
এখন শুধু সুরের তালে বইছে তরী ভরা পালে,
আপন ভুলে কূল-অকূলের মাঝির মুখে আছি চেয়ে।
কাণ্ডারী যার সাথের সাথী কী হবে তার পার অপারে ?
কি হবে তার দিনের আলোয় রাতের কালো-অন্ধকারে ?
ফুরিয়ে গেছে সাধন সাধা আকুলতার কাঁদন কাঁদা,
এখন শুধু পরম পাওয়ার সুর আছে মোর কণ্ঠ ছেয়ে।

—নিশিকান্ত

গান

অন্তর ! এ-নিশীথে জাগো জাগো জাগো।
পরাণ চরণে তাঁর রাখো রাখো রাখো।
শোনো হৃদি-নিবেদন ঝাঁঝরি বাজে—
'ছাড়ি' কূল চলো প্রাণ, অকূল মাঝে,—
এস প্রিয়তম, আরো এসো হে কাছে
ঝরায়ে আলোক—আঁধা ঢাকো ঢাকো ঢাকো।
শত বন্ধন বাধা-অন্ত করি' (মোর) জীবন মরণ ছাপি' উঠিলে ভরি'।
সুপ্ত এ-হিয়াতলে বহ্নি জ্বলে মেলিয়া মুক্ত পাখা মুক্তি ঝলে
অম্বর-অঙ্গনে চিত্ত চলে, উদার জীবন পথে ডাকো ডাকো ডাকো
সফল করিয়া মম প্রেম-আরতি (এসো) সুন্দর ! অন্তরে জ্বালো হে জ্যোতি।
বিলুপ্ত চরাচর বিস্মরণে, জাগো রে চেতন নব এ-জাগরণে

—সাহানা দেবী

হে অপরূপ ! তব রূপ ছায় যে মনে,
চিরসাথী ! সাথে মম থাকো থাকো থাকো।

বিভাষ—একতালা

জীবন আমার রাঙিছে মা তোর পুণ্য-স্বপন ছায়
অন্তরে মোর তোমারি তপন নয়ন মেলিয়া চায়
রাতুল চরণ, আলোক-কমল সঁপি তাঁরে প্রাণ হয়েছি উজল
রয়েছে মা বুকে মৌন-মগন নিশীথ-গগন প্রায় !
প্রভাতের যুথী সাঁঝের শেফালি, রজনী-তারকা-হার,
সকলের সাথে হবে না মিলন—দিয়েছ মন্ত্র তার।
তাইতো উধাও স্রোতের মতন ভেঙে চলি মোর কূলের বাঁধন,
হৃদয় বিপুল বাঁশি শুনি, তব অকূল-গীতিকা গায়।

—জ্যোতির্মালা দেবী

পূরবী—একতালা

সম্মুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার,
তুমি হবে চিরসাথী লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতির ধ্রুবতারকা।
মুক্তিদাতা তোমার ক্ষমা তোমার দয়া, হ'বে চিরপাথেয় চিরযাত্রার,
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন-ক্ষয় বিরাট্ বিশ্ববাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা অজানার।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—দাদ্রা

সকল দেশের ভগবান নমি তোমার পায়।
তোমার কাজে তোমার ধ্যানে যেন জীবন যায়।।
সকল জাতের ঋষি যত সবার পায়ে হই গো নত
ধন্য কর জীবন মোদের দিয়ে পদ ছায়।।
আমরা সবাই একটি জাত, একই ভগবান
একই সুরে থাকুক বাঁধা মোদের সকল প্রাণ।
"সত্যে" মোদের ধ্রুবতারা, আর হবো না লক্ষ্যহারা
সফল হবে সকল জীবন সত্যেরি সেবায়।।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

স্বদেশ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কি মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।।
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি।।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি।।
ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে, আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।।

ঝুমুর মিশ্র—একতালা

বৈকুণ্ঠ হ'তে লক্ষ্মী এল পৃথিবীর এই মাটীতে। জয়রামবাটীতে।।
গ্রাম খানি যে ধন্য হল মায়ের চরণ ধূলিতে। জয়রামবাটীতে।।
বারশো ষাট আটই পৌষ মায়ের আবির্ভাব,
মা এলোরে দূর করিতে ত্রিতাপ শোকতাপ,
দুখীর ঘরে জন্ম নিল ভক্তজনে তরাতে। জয়রামবাটীতে।।

পতিপেল জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ নাম,
চরণে শরণ নিলে মিলে পরমধাম গো, মিলে পরমধাম।।
রামচন্দ্র পিতা মায়ের শ্যামা দেবী মাতা,
মহামায়া এলে যে রে ভক্তি প্রেম বিলাতে, জয়রামবাটীতে।।

—অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাপীঠ গীতি

মিশ্র-ইমন—ভূপালী

বিদ্যাপীঠের তরুলতা মুগ্ধ করে মন
হৃদয় মাঝে রচে সে যে সোনারি স্বপন
ও তার তুলনা ভাই দেখতে নাহি পাই ভ্রমি ত্রিভুবন
সাধের বিদ্যাপীঠ যে মোদের শোভার নিকেতন।।
বিদ্যাপীঠের উদার মাঠে বিস্তারিত স্নেহ
মন ভরে দেয় প্রাণ ভরে দেয় সবল করে দেহ
ঘর ছাড়া পায় ঘর আপন হল পর দেখেছ কি কেহ
বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গনেতে মিটিবে সন্দেহ।।
বিদ্যাপীঠের গগনতলে দীপ্ত আলো জ্বলেরে
সেই আলোকের শিখা বয়ে ছাত্রদল চলে রে
চল্‌ব দেশ দেশান্তরে ঘুরব মরু প্রান্তরে
অভীঃ হওয়ার বাণী সাধি নূতন জগৎ গড়বো'রে।।

—স্বামী হিরন্ময়ানন্দ

ভৈরব—ঝাঁপতাল

ব্যাকুল অন্তর মম দরশন চাহে (তোমারি)।
বিহনে তোমারে নাথ, প্রাণ যে দহে।।
দিবসে রজনী নাথ, সহিতেছি যাতনা।
তুমি নাকি দিলে দেখা সব দুখ যায় হে।।
তাই প্রভু বড় আসে এসেছি তব দুয়ারে;
পরশে শীতল কর নিরমল কর হে।
অভিষিক্ত কর মোরে তব জ্যোতি প্রকাশিয়ে;
শূন্য হৃদয়ে মম তুমি দেব এস হে।।

বেলাবল—তেতালা

তুঁহী আধার সকল ত্রিভুবনকো, পালক সচরাচর ভূতন কো।
তুঁহী বিষ্ণু, তুঁ নারায়ণ; কারণ তুঁ পরব্রহ্ম জগত কো।।

কাফি

প্রভু তেরী দয়া হ্যায় অপার, তুঁ অগম, অগোচর, অবিকল;
চর-অচর, সকল কো তুঁ আধার, পতিতনকে উদ্ধার।
দীননাথ পতিতরু, দুরবল, মহৎ-অপরাধী,
শরণাগত হুঁ চতুর তেহারো, মোহে পার উতারো।।

ভগবতীপুষ্পাঞ্জলি-স্তোত্রম্।

অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দনুতে
গিরিবরবিন্ধ্যশিরোঽধিনিবাসিনি বিষ্ণুবিলাসিনি জিষ্ণুনুতে।
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনি ভূরিকুটুম্বিনি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১

সুরবরবর্ষিণি দুর্দ্ধরধর্ষিণি দুর্ম্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবনপোষিণি শঙ্করতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে।
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্ম্মদশোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ২

অয়ি জগদম্বমদম্বকদম্ববনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণিতুঙ্গহিমালয়শৃঙ্গনিজালয়মধ্যগতে।
মধুমধুরে মধুকৈটভগঞ্জিনি কৈটভভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ৩

অয়ি শতখণ্ডবিখণ্ডিতরুণ্ডবিতুণ্ডিতশুণ্ডগজাধিপতে
রিপুগজগণ্ডবিদারণচণ্ডপরাক্রমশুণ্ডমৃগাধিপতে।
নিজভুজদণ্ডনিপাতিতচণ্ডবিপাতিতমুণ্ডভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ৪

অয়ি রণদুর্ম্মদশত্রুবধোদিতদুর্দ্ধরনির্জ্জরশক্তিভৃতে
চতুরবিচারধুরীণমহাশিবদূতকৃতপ্রমথাধিপতে।
দুরিতদুরীহদুরাশয়দুর্ম্মতিদানবদূতকৃতপ্রমথাধিপতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ৫

অয়ি শরণাগতবৈরিবধূবরবৈরিবরাভয় দায়করে
ত্রিভুবনমস্তকশূলবিরোধিশিরোধিকৃতামলশূলকরে।
দুমিদুমিতামরদুন্দুভিনাদমহোমুখরীকৃততিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিসাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ৬

অয়ি নিজহুঙ্কৃতিমাত্রনিরাকৃতধূম্রবিলোচনধূম্রশতে
সমরবিশোষিতশোণিতবীজসমুদ্ভবশোণিতবীজলতে।
শিবশিবশুম্ভনিশুম্ভমহাহবতর্পিতভূতপিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ৭

ধনুরনুসঙ্গরণক্ষণসঙ্গপরিস্ফুরদঙ্গনটৎকটকে
কনকপিশঙ্গপৃষৎকনিষঙ্গরসদ্ভটশৃঙ্গহতাবটুকে।
কৃতচতুরঙ্গবলক্ষিতিরঙ্গঘটদ্‌বহুরঙ্গরটদ্‌বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ৮

জয় জয় জপ্যজয়ে জয়শব্দপরস্তুতিতৎপরবিশ্বনুতে
ঝণঝণঝিঞ্জিমিঝি-ঙ্কৃতনূপুরশিঞ্জিতমোহিতভূতপতে।
নটিতনটার্দ্ধনটীনটনায়কনাটিতনাট্যসুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ৯

অয়ি সুমনঃসুমনঃসুমনঃসুমনঃমনোহরকান্তিযুতে
শ্রিতরজনীরজনীরজনীরজনীরজনীকরবক্ত্রবৃতে।
সুনয়নবিভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১০

সহিতমহাহব কল্লম মতল্লিতক রল্ললরতে
বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে।
সিতকৃতফুল্লিসমুল্লসিতারুণতল্লজপল্লবসল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১১

অবিরলগণ্ডগলন্মদমেদুরমত্তমতঙ্গজরাজগতে
ত্রিভুবনভূষণভূতকলানিধিরূপপয়োনিধিরাজসুতে।
অয়ি সুদতী জনলালসমানসমোহনমন্মধরাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১২

কমলদলামলকোমলকান্তিকলাকলিতামলভাললতে
সকলবিলাসকলানিলয়ক্রমকেলিচলৎকলহংসকুলে।
অলিকুলসংকুলকুবলমণ্ডলমৌলিমিলদ্‌বকুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১৩

করমুরলীরববীজিতকূজিত-লজ্জিত-কোকিলমঞ্জুমতে
মিলিতপুলিন্দমমনোহর-গুঞ্জিত, রঞ্জিতশৈলনিকুঞ্জগতে।
নিজগুণভূতমহাশবরীগণ সদ(গুণসম্ভৃত কেলিলতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১৪

কটিতটপীতদুকূলবিচিত্রময়ূখ তিরস্কৃতচন্দ্ররুচে
প্রণতসুরাসুরমৌলির্মাণস্ফুরদংশুলাসন্নখচন্দ্ররুচে।
জিতকনকাচলমৌলিপদোর্জ্জিতনির্ভরকুঞ্জরকুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১৫

বিজিতসহস্রকরৈকসহস্রকরৈকসহস্রকরৈকনুতে
কৃতসুরতারকসঙ্গরতারকসঙ্গরতারকসূনুসুতে।
সুবরসমাধিসমানসমাধিমসাধি-সমাধি-সুজাতরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১৬

পদকমলঙ্করুণানিলয়ে বরিবস্যতি যোঽনুদিনং স শিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিয়ঃ স কথ ন ভবেৎ
তব পদমেব পরম্পদমেবনুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১৭

কনকলসৎকলসিন্ধুজলৈরনুর্ষিঞ্চন্ তে গুণরঙ্গভুবং
ভজতি স কিং ন শচীকুচকুম্ভতটীপরিরম্ভসুখানুভবম।
তব চরণং শরণং করবানি নতামরবাণিনিবাসি শিবং
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১৮

তব বিমলেন্দুকুলং বদনেন্দুমলং সকলং ননু কুলয়তে
কিমু পুরুহূতপুরীন্দুমুখীমুখীধিরসো বিমুখীক্রিয়তে।
মম তু মতং শিবনামধনে ভবতী কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রমক্যপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ১৯

অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়াকৃপয়ৈব তয়া ভবিতব্যমুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি যথাসি তথা নু মিতাসি-রতে।
যদুচিতমত্র ভবত্যুররীকুরুতাদুরুতাপমপাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।। ২০

রাগ মহীশূর ভজন ভাঙ্গা সুর—তাল দাদরা

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজগত মনিভূষণ বেষ্টিত চরণে।।

গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে।।
ধরনী'পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব-গীতগন্ধ-সুন্দর-বরণে।।
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতনধারা;
করুনা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।।
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপহরণে।।
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভরশরণে।।
যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে।।
গগনে তব বিমল নীল-হৃদয়ে লব তাহারি মিল
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।।
বাজায় ঊষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মতো সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পুরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে।।

ভৈরব—ত্রিতাল

জাগো গদাধর জাগো।
জাগোরে এবার গদাই আমার
চাঁদ মুখে মা বলিয়া ডাকো।।
(যদি মা ডাকিতে এলে এবার)
মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গল গান
কুঞ্জে কুঞ্জে ধরিল সুতান
নিশি অবসান জাগোরে পরাণ
ঐ হের নবারুণ রাগ।। ——স্বামী চণ্ডিকানন্দ

— সমাপ্ত —